বব্রী (স্ত্রী) বধ্যতেহনয়া বন্ধ-ষ্ট্রন্ যিত্বাৎ ঙীষ্। চর্ম্মরজ্জু। (অমর)

বন, যাচন। তনাদি, আত্মনে, দ্বিকর্ম্ম° সেট্। লট্ বনুতে। লোট্ বনুতাং। °লিট্ বেনে। লুঙ্ অবনিষ্ট।

বন্‌আচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Morinda erecta)

বন্‌আদা (দেশজ) আর্দ্রকভেদ, একপ্রকার আদা। (Zingiber Casumunar)

বন্‌ওকড়া (দেশজ) গুল্মভেদ, চলিত বুনো ওকড়া। (Triumfetta Bartramia)

বনওধা, অযোধ্যা প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগ।

বন্‌কচু (দেশজ) গুল্মভেদ, বুনোকচু, বনে যে সকল কচু হয়। (Arum colocasia)

বন্‌কলা (দেশজ) বন্য কদলী।

বন্‌কলায় (দেশজ) কলায়ভেদ। (Glycine labialis)

বন্নখেরি, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার সোহাগপুর তহসীলের প্রধান নগর। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

বনগণপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কার্ণুলজেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৫° ২´ ৩০´´ হইতে ১৫° ২৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১´ ৪৪´´ হইতে ৭৮° ২৫´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৫৫ বর্গমাইল, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা ৫শত বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুন্দর নদীর পশ্চিম অববাহিকা প্রদেশ লইয়া গঠিত এবং জরেরু নামক নদী ইহার মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ৬৪টী গ্রাম ও নগরে বিভক্ত; বনগণপল্লী নগরই উহার রাজধানী। ইহার প্রায় একচতুর্থাংশ স্থান পতিত আছে। অবশিষ্টাংশে নীল, তুলা ও কলায় উৎপন্ন হয়। হীরকের খনি হইতে এখন অল্পপরিমাণ প্রস্তর উঠিয়া থাকে। এখানে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের কারবার আছে।

১৭শ শতাব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব নিজ উজীরপুত্র মহম্মদ বেগখাঁকে এই স্থান সমর্পণ করেন। তিন পুরুষ ধরিয়া বেগের বংশধরগণ এখানে রাজত্ব করেন, শেষ রাজা অপুত্রক হওয়ায় নিজাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি বর্ত্তমান অধিকারিগণের পূর্ব্বপুরুষকে দান করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কর্ত্তৃক ইহার শাসনভার ইংরাজহস্তে ন্যস্ত হয়। সর্দ্দারগণের শাসনবিশৃঙ্খলা দেখিয়া ১৮২৫-১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কড়াপার রাজস্ব-সংগ্রাহক (Collector) পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। পরে এই রাজ্য মান্দ্রাজের গবর্ণর কর্ত্তৃক পুনরায় সর্দ্দারগণের হস্তে অর্পিত হয়। তদবধি দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনাবলী সর্দ্দারদ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্ ৭ম এড্‌ওয়ার্ড যখন ভারত-পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তিনি এখানকার সর্দ্দারকে নবাব উপাধি দিয়া যান। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। পুত্র অভাবে কোন নিকট আত্মীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন। রাজস্বের অধিকাংশই নবাবের আত্মীয় ১৮জন জায়গীরদারের মাসহারারূপে ব্যয়িত হয়। বাকি যৎসামান্য তাঁহার নিজব্যয়ে খরচ হইয়া থাকে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ১৫° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮° ২০´ পূঃ। এখানে নবাবের প্রাসাদ বিদ্যমান। নগর হইতে এক পোয়া পথ দূরে হীরকের খনি। ১৮শ শতাব্দে এস্থানে প্রচুর হীরা উঠিয়াছিল। ১৮০০-১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অতি মূল্যবান্ প্রস্তরসমূহ পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু তৎপরেই উহার সংখ্যা হ্রাস হয়। এখন যাহা উত্তোলিত হইয়া থাকে, তাহাতে হীরকধৌতকারীদিগের গ্রাসাচ্ছাদান চলে মাত্র।

বনকস্তূরী (দেশজ) কস্তূরীভেদ।

বনকাওয়া (আরবী) একপ্রকার কাফী।

বন্‌কাঁকরোল (দেশজ) কাঁকরোলভেদ।

বনকাপাস (দেশজ) কাপাসভেদ।

বনকুঁচ (দেশজ) কুঁচভেদ।

বনগমক (দেশজ) গমকভেদ। (Cucumis Madraspatanus)

বনগরু (দেশজ) বন্য গোভেদ। (Bos grunniens)

বনগাঁ (বনগ্রাম) যশোর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র উপবিভাগরূপে গণ্য হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী ফৌজদারী ও ৩টী দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহা নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেল কোম্পানীর কারখানা ও ট্রাফিক্ আফিস্ বিদ্যমান আছে। বনগাঁ হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানীর আর একটী শাখা রেল বিস্তারিত হওয়ায় বাণিজ্যের ও লোক যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বি, সি, রেলপথ বনগাঁ হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

বনগাব (দেশজ) একপ্রকার গাব। (Diospyros cordifolia)

বনগুআ (দেশজ) গুবাকভেদ। (Areca triandra and Caryota urens.)

বনগোমুখা (দেশজ) গোমুখভেদ। [বনগমক দেব।]

বনচাঁড়াল (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ। (Hedysarum gyrans)

বনচাঁদড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Flagellaria Indica.)

বনচালিতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Leea crispa.)

বনচিচিঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Trichosanthes lobata.)

বনজলপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ, বুনো জলপাই। (Elæocarpus rugosus.)

বনজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ, একপ্রকার জাম। (Eugenia fruticosa.)

বনজোমা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Clerodendrum inerme)

বনজোয়ান (দেশজ) বনযমানী।

বনঝুলী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Phyllanthus multiflorus)

বনটেঁপারী (দেশজ) ক্ষুদ্রগুল্মভেদ। (Physalis minima.)

বনডুমুর (দেশজ) বৃক্ষভেদ, বুনো ডুমুর গাছ। (Ficus hirta.)

বনতিক্তিকা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Cissampelos hexandra.)

বননখ (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (Gordonia integrifolia.)

বননটিয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Amaranthes fasciatus.)

বননবারী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Jasminum attenuatum.)

বন্‌নরকালী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Ardisia glandulosa.)

বননারঙ্গা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Oxalis sensitiva.)

বননারিঙ্গা (দেশজ) ঔষধলতাভেদ। (Gelonium fasciculatum.)

বননীল (দেশজ) নীলাকার বৃক্ষভেদ। (Galega perpurea.)

বনপটোল (দেশজ) পটোলভেদ। (Trichosanthes cucumerina.)

বনপাট (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Corchorus olitorius.)

বনপালঙ্গ (দেশজ) দুই প্রকার পালং। (Rumex acutus)

বনপাশ, বর্দ্ধমান জেলার বর্দ্ধমান উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে উৎকৃষ্ট পিত্তলের বাসন, ঘণ্টা ও ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

বনপিড়িং (দেশজ) একপ্রকার পিড়িং শাক। (Trifolium officinale.)

বনপিয়াজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Crinum longifolium.)

বনপুঁই (দেশজ) পুঁইশাকভেদ। (Basella rubra.)

বনবরবটী (দেশজ) একপ্রকার বরবটী। (Dolichos Gangeticus.)

বনবাবুই (দেশজ) বর্ব্বরবৃক্ষভেদ। (Ocymum pilosum.)

বনশণ (দেশজ) শণভেদ। (Crotalaria verucosa.)

বনশিম (দেশজ) শিমভেদ।

বনহলদি (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Curcuma zedoaria.)

বনা (আরবী) নির্ম্মাণ।

বনাত (হিন্দী) ঊর্ণানির্ম্মিত স্থূল বস্ত্রবিশেষ, ইহা শীতকালে ব্যবহৃত হয়।

বনাতী (হিন্দী) বনাতে প্রস্তুত।

বনাবর, মহিসুর রাজ্যের কদুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৪৬৭ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসী প্রায় সকলেই হিন্দু।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। জৈনাধিকারে এই স্থান রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এখন গণ্ডগ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত তালুকের সদর এখানে স্থাপিত।

বনাস, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী নদী। উদয়পুরের প্রাচীন কমলমেরু দুর্গের অনতিদূরে আরাবল্লী শিখর হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণে গোগণ্ডার অধিত্যকা ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সমতলক্ষেত্রে এই নদীর উপরে রথদ্বার নামক বৈষ্ণবতীর্থ।

বনাস, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নদী। শোণ-নদীর একটী শাখা, পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ইহা গঙ্গা নদীতে মিলিত হইয়াছে। আরা ও বিহিয়া মধ্যে ইহার উপর রেল্‌-পথের একটী সেতু আছে। ইহার সংস্কৃত নাম পর্ণাশা। স্থানীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় একসময়ে শোণ নদীর সমুদায় জল এই বনাস নদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৯ম অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, শোণ মহানদ শোণ ও পর্ণাশা মহানদী নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

বনাস, ছোট-নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নদী। চঙ্‌ভাকর ও কোরিয়া সামন্তরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত। চঙ্‌ভাকরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তরমুখে ঘুরিয়া রেবা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীর পার্ব্বত্য গর্ভে অনেকগুলি প্রপাত আছে।

বনাসা, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। যমুনা ও বনাসার সঙ্গমস্থলে যমুনার বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৭´ পূঃ। একটী গণ্ডশৈলের উপর স্থাপিত হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে একটী পর্ব্বতগাত্র ধসিয়া যাওয়ায় এই নগরের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২ আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটী নদী। (ব্রহ্মখণ্ড ১৭ অঃ)

বনিহাল, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়-গিরিসঙ্কট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ হাজার ফিট উচ্চ। অক্ষা° ৩৩° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২০´ পূঃ।

বনিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৪° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ২৪´ পূঃ। আবেদরেজা নামক জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুরাজা ১৮শ শতাব্দের প্রথমভাগে এই নগর স্থাপন করেন। লৌরে ইহাদের রাজ-

ধানী ছিল। ঐ ব্যক্তি মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া ইস্‌লাম্‌ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এখানে একটী মস্‌জিদ আছে। এখন এইস্থান সামান্য কুটীরে আচ্ছাদিত ও থানার সদর মাত্র।

বনিয়াদ (পারসী) ১ ভিত্তি। ২ শ্রেষ্ঠকুল।

বনিয়াদী (পারসী) কুলীন, সদ্বংশজাত।

বন্থর, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বন্থলি (বনস্থলী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°২৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২২´ ১৫´´ পূঃ। [বনস্থলী দেখ।]

বন্দ (পারসী) ১ দড়ি। ২ বন্ধন। ৩ বাঁধ। ৪ নিয়ম। ৫ সীমাভুক্ত।

বন্দযান, কাশ্মীর রাজ্যের মুজাফরাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৪৮৫৪ ফিট উচ্চ এবং নিরন্তর তুষারে আবৃত।

বন্দর (পারসী) নগর, সমুদ্র বা নদীতীরবর্ত্তী নগর। যেথানে বণিক্‌গণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া আসে। বন্দরে মাল আমদানি ও রপ্তানি হয়।

বন্দর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৭০২ বর্গমাইল। এখানে দুইটী নগর ও ১৮৮টী গ্রাম আছে। বন্দর বা মসলীপত্তন নগর ইহার প্রধান নগর। [মসলীপত্তন দেখ।]

বন্দর লঙ্কা (বন্দমূরলঙ্কা) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার কুমারীগিরি নগরের উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৬° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রথমে গোদাবরী নদীর 'ব' দ্বীপাংশে এখানে প্রথম ইংরাজের কুঠী স্থাপিত হয় ; কিন্তু কিছুদিন পরে উহা পরিত্যক্ত হয়। এখনও এই স্থান সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র বন্দর মধ্যে গণ্য। গোদাবরী নদীর কৌশিকীশাখার উপর এখন বন্দর স্থাপিত।

বন্দা, গুরুগোবিন্দের পরবর্ত্তী জনৈক শিখগুরু। সম্রাট্ ১ম বাহাদুর শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি শিখসৈন্য সাহায্যে লাহোর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সম্রাটের ভ্রাতা কামবক্স গুরুগোবিন্দের পুত্রকে বন্দী ও হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, বন্দা শিখবল সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি মুসলমানগণের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুহৃদয়ের কঠোরতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি বালক বা বৃদ্ধ, বর্ষীয়সী বা যুবতী কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। গর্ভবতী রমণীগণের উদর বিদীর্ণ করিয়া নৃশংস প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সম্রাট্ এই জঘন্য বৃত্তির প্রতিবিধান জন্য স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। লোহগড়ে অবরুদ্ধ হইয়াও বন্দা সম্রাটের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করেন। দলদল সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট্ ফরুখ্‌সিয়র তাঁহার ঔদ্ধত্য নিবারণের জন্য কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুস্ সমদখাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। কএকবার ঘোরতর সংঘর্ষের পর বন্দা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সমদখাঁও সসৈন্যে আসিয়া ঐ দুর্গ অবরোধ করিলেন। রসদাদি বন্ধ হইলে আহারাভাবে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বন্দা ও অপরাপর শিখবন্দী দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বন্দাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া যাওয়া হয়। শিখগণ এ অবমাননা অবনত মস্তকে সহ্য করিল, কিন্তু মনে মনে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ভাবিয়াছিল। সম্রাট্ তাঁহাদের জীবন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও তাঁহারা ইস্‌লাম্‌ধর্ম্ম-গ্রহণে সম্মত হয় নাই। সম্রাটের আদেশে প্রতিদিন শত শত শিখবীর ঘাতকহস্তে নিহত হইল। ৮ম দিনে বন্দা ও তৎপুত্রের জীবননাশ হইবে। ঘাতক পিতা ও পুত্রকে নগরের বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়া বন্দাকে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন জন্য তরবারি দিলেন। বন্দা তাহার কথায় অস্বীকৃত হইলে ঘাতক নিজ হস্তে বালকের হৃদয় উৎপাটিত করিল এবং বলপূর্ব্বক সেই হৃৎপিণ্ড বন্দার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। অবশেষে উত্তপ্ত চিমটায় তাঁহার গাত্রমাংস ছিঁড়িয়া অশেষ যন্ত্রণাদানের পর শিখগুরুর জীবন বাহির করা হইল। খৃষ্টীয় ১৭১৫ অব্দে এইরূপে পাশবিক অত্যাচার অটলভাবে সহ্য করিয়া বন্দা প্রাণত্যাগ করেন।

বন্দারবন, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। সঙ্গুনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ১৬´ ৩০´´ পূঃ। এখানে পোয়ঙ্গ বা বোহ-মোঙ্গ্-রাজগণের বাস। পার্ব্বতীয় বন্যবিভাগজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য এখানে প্রত্যহ হাট বসে। সেগুণকাঠ, তুলা, বাঁশ, উলুঘাস, সরিষা, রবার, হাতির দাঁত, মম্ ও বেত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা চাউল, লবণ, মসলা, তামাকু, গবাদিবস্ত্র ও পেটিকা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। এখানে একটী বুদ্ধমন্দির আছে। বহুলোকে তাহা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এই মন্দির সমক্ষে একটী মেলা হয়।

বন্দিপল্লম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত ও তদুপরি প্রবাহিত নদী। অক্ষা° ১১° ৪৩´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৮´ পূঃ। ১৭৫০-১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ছিল।

বন্দী (দেশজ) কয়েদী, যাহারা জেলে থাকে।

বন্দীখানা (পারসী) জেল, কারাগার, ফাটক।

বন্দুক (তুর্কী) স্বনামখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

বন্দেল, ভাগীরথী-নদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৬´ পূঃ। এখানে রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একটী ধর্ম্মমন্দির আছে। উহাই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন খৃষ্টধর্ম্ম-মন্দির, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের আদেশে মোগলগণ ঐ মন্দির জ্বালাইয়া ভিতরের প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রসমূহ নষ্ট করিয়া দেয়। খৃষ্টধর্ম্মযাজক বন্দীরূপে আগ্রায় আনীত হইলে, তাঁহার প্রমুখে সকল বিষয় অবগত হইয়া সম্রাট্ ঐ ধর্ম্মমন্দিরের ব্যয়ভার-বহনের জন্য ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। অনতিবিলম্বে নূতন মন্দির নির্ম্মিত এবং তাহাতে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের লিপিও উৎকীর্ণ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে পর্ত্তুগীজগণ ইহার রক্ষার জন্য একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে এখানে জেসুইট বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল, খৃষ্টানসতীদিগের আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এইস্থান শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই বাঙ্গালী, তবে কএকজন ধর্ম্মযাজক আছে মাত্র। এখানে প্রতিবৎসর নবেম্বর মাসে ক্যাথলিকদিগের নোভেনা (Novena) উৎসবে অনেক খৃষ্টান সমাগত হইয়া থাকে।

বন্দেজ (পারসী) ১ বন্দেশ, চুক্তি। ২ আবিষ্কার। ৩ উত্তম।

বন্দোবস্ত (পারসী) ১ স্থিরীকৃত। ২ রাজার সহিত জমীদারগণের বাৎসরিক করদানের স্থিরীকরণ। ৩ যে কোন বিষয়ের স্থিরীকরণের নাম বন্দোবস্ত।

বন্ধ, বন্ধন। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বধ্নাতি। লোট্ বধ্নাতু। লিট্ ববন্ধ। লুঙ্ অবান্ৎসীৎ। উদ্‌বন্ধ—উত্তোলন করিয়া বন্ধন। অনুবন্ধ—নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব, অনুগমন।

"তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসং।" (দেবীমা°)

নি-বন্ধ নিয়মপূর্ব্বক বন্ধন। নির্-বন্ধ আগ্রহ। প্র-বন্ধ, গ্রন্থন, কাল্পনিক কথন। প্রতি-বন্ধ নিরোধ।

"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।" (রঘু ১ স°)

সম্-বন্ধ,—সম্যক্‌বন্ধ, সংসর্গ।

বন্ধ, সংযমন। চুরাদি, উভ° সক° সেট্। লট্ বন্ধয়তি-তে। লোট্ বন্ধয়তু-তাং। লিট্ বন্ধয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অববন্ধৎ-ত।

বন্ধ (পুং) বন্ধ-হলশ্চেতি ঘঞ্। ১ আধি। ২ বন্ধন। (মেদিনী) ৩ শরীর। যতদিন কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় না হয়, ততদিন দেহের পর দেহ, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্ম এবং জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য শরীরই বন্ধ। কর্ম্মবন্ধন শেষ হইলে আর শরীরগ্রহণ হইবে না। ৪ গৃহাদি বেষ্টন অর্থাৎ গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হয়, ১৫, ১৭, ১৯ বা ২১ এই সকল বন্ধে গৃহাদি করিতে হয়, অর্থাৎ অযুগ্মবন্ধে গৃহাদি প্রশস্ত। যুগ্মবন্ধে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে নাই। গৃহের দীর্ঘ ও প্রস্থ মিলিয়া যে কয় হাত হয়, তাহাকে বন্ধ কহে।

"রূপাষ্টকো বিনিহতো ভবনস্য বন্ধঃ
কর্ত্তুং স্বনৃক্ষমিহ যুগ্মশরৈকনিঘ্নম্।
একীকৃতং রসনিশাকরযুগ্মভুক্ত-
শেষং ততো ভবতি পিণ্ডপদং গৃহস্য॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৫ রতিবন্ধ। রতিমঞ্জরীতে ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বন্ধের নাম যথা—

১ পদ্মাসন, ২ নাগপদ, ৩ লতাবেষ্ট, ৪ অৰ্দ্ধসম্পুট, ৫ কুলিশ, ৬ সুন্দর, ৭ কেশর, ৮ হিল্লোল, ৯ নরসিংহ, ১০ বিপরীত, ১১ ক্ষুব্ধ, ১২ ধেনুক, ১৩ সমুৎকণ্ঠ, ১৪ সিংহাসন, ১৫ রতিনাগ, ১৬ বিদ্যাধর, এই ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধ। (রতিমঞ্জরী)

ইহা ভিন্ন স্মরদীপিকায় অষ্টাদশপ্রকার রতিবন্ধের উল্লেখ আছে। যথা—১ কামপ্রদ, ২ বিপরীত, ৩ নাগর, ৪ রতিপাশক, ৫ কেয়ূর, ৬ প্রিয়তোষ, ৭ সমপদ, ৮ একপদ, ৯ সম্পুট, ১০ উৰ্দ্ধসম্পুট, ১১ স্তনভব, ১২ রতিসুন্দর, ১৩ উরুপীড়, ১৪ স্মরচক্র, ১৫ উরুক্রম, ১৬ বেষ্টক, ১৭ হংসকীল, ও ১৮ লীলাসন এই অষ্টাদশ প্রকার বন্ধ। (স্মরদীপিকা) [এই সকল বন্ধের লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] হঠযোগপ্রদীপে যোগসাধক বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। যোগিপুরুষ যোগশাস্ত্রোক্ত বন্ধ অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। উড্ডীয়ানবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও মূলবন্ধ প্রভৃতি যোগোক্ত বন্ধ। এই সকল বন্ধ যোগাভ্যাসে বিশেষ উপকারক।

"বদ্ধো যেন সুষুম্নায়াং প্রাণস্তূড্ডীয়তে যতঃ।
তস্মাদুড্ডীয়নাখ্যোঽয়ং যোগিভিঃ সমুদাহৃতঃ॥" (হঠযোগদী°)

এই সকল বন্ধের লক্ষণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বন্ধক (ক্লী) বধ্নাতীতি বন্ধ-ণ্বুল্। ঋণের নিমিত্ত স্থাপিত বস্তু, যে বস্তু লোকের নিকট রাখিয়া ঋণগ্রহণ করা যায়। চলিত বাঁধা।

ঋণগ্রহণ করিতে হইলে সুবর্ণ বা ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া করিতে হয়। পরে সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ দিলে বন্ধকী সম্পত্তি ফেরত পাওয়া যায়। ইহাকে আধিও বলে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিলে পরে তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইলেও যদি মোচন করা না হয়, তাহা হইলে বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামীর স্বত্ব থাকিবে না। যে বন্ধক দ্রব্যের ছাড়াইয়া আনিবার কাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সকল বন্ধকী বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে

ফলভোগ হয়, যেমন ক্ষেত্রাদি, তাহা কথনই নষ্ট হয় না। বন্ধকী দ্রব্য অপ্রকাশ্যভাবে ভোগ করিলে অথবা বন্ধকী দ্রব্য কার্য্যাক্ষম করিয়া দিলে স্থদ পাইবে না, অথবা ঐ বস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যক্ষম করিয়া দিতে হইবে। বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হইলে তাহার মূল্য দিতে হয়। কিন্তু ইহা যদি দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আর ঐ দ্রব্য দিতে হইবে না। বন্ধকী দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য জিনিষ বন্ধক দিতে হইবে। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মল-চরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ স্থদসমেত মূলধন দিলে বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়া পাইবে। আর যদি এইরূপ সত্য করা থাকে যে, দ্বিগুণ স্থদ হইলেও আমি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধি নাশ না হয়, তাহা হইলে এই কথামত দ্বিগুণ দিয়া বন্ধকী দ্রব্য ছাড়াইয়া লইবে। অধমর্ণ স্থদ সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ তাহার দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। যদি তিনি লোভে পড়িয়া উহা দিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে রাজার নিকট তিনি চোরের ন্যায় দণ্ড পাইবেন। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া বন্ধকী দ্রব্য লইয়া আসিবে। উত্তমর্ণ পক্ষে অধমর্ণপ্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক না থাকিলে কিংবা অধমর্ণ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে ইচ্ছা করিলে যদি উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকে, তবে ঐ দ্রব্যের মূল্য যেরূপ হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া যতদিন উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহণপূর্ব্বক আধিমোচন না করে, বা আধিমূল্যদ্বারা ঋণের কিয়দংশ পরি-শোধ না করে, ততদিন উত্তমর্ণের নিকট যেমন ছিল, তেমনিই থাকিবে। কিন্তু এই সময় হইতে আর স্থদ চলিবে না। যদি ঋণগ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইলে দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য, তবে তাহাই হইবে। আধি নাশ না হয় এবং যদি মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তবে ঐ সময় অধমর্ণ কাছে না থাকিলে উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া গচ্ছিত বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবে। যথন বিনা বন্ধকে ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্যে যদি উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধ হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ বন্ধক ছাড়িয়া দিবেন। 'এই বন্ধক হইতে অধিক উৎপন্ন হইলে, তোমার লাভ, অর্দ্ধ উৎপন্ন হইলে তোমার ক্ষতি' উত্তমর্ণের এইরূপ অঙ্গীকার-মতে অধমর্ণের যদি তাহাতে আর কোনরূপ আপত্তি না থাকে এবং বন্ধকের দ্বিগুণফল উৎপন্ন হয়, তবে উত্তমর্ণ ঐ বন্ধক ছাড়িয়া দিবেন, অন্যথা নহে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ অঃ)

মনুতে লিখিত আছে, যদি ভোগের নিমিত্ত কোন বস্তু বা দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তবে ঐ টাকার আর স্বতন্ত্র স্থদ চলিবে না।

বলপূর্ব্বক বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করিবে না। উত্তমর্ণ যদি ঐ দ্রব্য ভোগ করে, তবে ঋণের স্থদ ত্যাগ করিতে হইবে কিংবা ভোগ করা হেতু যদি উহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে অধমর্ণকে প্রকৃত মূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। যদি না করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণ চোরের ন্যায় দণ্ডিত হইবে। বন্ধকী দ্রব্য যখন চাহিবে, তখনই দিতে হইবে। বন্ধকী দ্রব্য যতদিনই থাকুক না কেন, উহাতে অধমর্ণের স্বত্ব ধ্বংস হইবে না। উত্তমর্ণ যত টাকা কর্জ্জ দিবেন, তাহার টাকা যতদিনই থাকুক না কেন, উহার দ্বিগুণের অধিক স্থদ পাইবেন না। (মনু ৮ অঃ)

(পুং) বন্ধ স্বার্থে-কন্। ২ বিনিময়। (বিশ্বমেদিনী) ৩ রত-হিণ্ডক। (নানার্থরত্নমালা) (ত্রি) ৪ বন্ধনকর্ত্তা।

"ন নারী ন ধনং গেহং ন পুত্রো ন সহোদরাঃ।
বন্ধনং প্রাণিনাং রাজন্নহঙ্কারস্তু বন্ধকঃ॥" (ভাগবত ৫।১।৩৯)

অহঙ্কারই জীবের বন্ধক, অর্থাৎ বন্ধনকর্ত্তা, যতদিন 'অহং' 'মম' আমি, আমার, অর্থাৎ আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার স্থখ দুঃখ, এই জ্ঞান থাকিবে, ততদিন বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য অহঙ্কারই বন্ধক।

বন্ধকী (স্ত্রী) বগ্নাতি মানসমিতি বন্ধ-ণ্বুল্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পুংশ্চলী, অসতী স্ত্রী, বেশ্যা।

"ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈর্বন্ধকীপতিভিস্তথা।" (মার্ক° পু° ৩৪।৮৮)

মহাভারতে লিখিত আছে,—পঞ্চপুরুষগামিনী স্ত্রীকে বন্ধকী কহে।

"নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত।
অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাদ্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥" (ভা° ১।১২৩।৭৪)

৩ হস্তিনী। (মেদিনী)

বন্ধকর্ত্তৃ (পুং) শিব, মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০০)

বন্ধন (ক্লী) বন্ধ-ভাবে-ল্যুট্। ১ বন্ধনক্রিয়া, চলিত বাঁধা।। পর্য্যায়—উদ্দান, কন্ধন, বন্ধ, সংযমন। (শব্দরত্না°)

"আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্।
মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥" (হিতোপ° ১।২৫)

২ বধ। ৩ হিংসা। (শব্দরত্না°) ৪ রজ্জু। (হেম) বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধ-করণে ল্যুট্। (ত্রি) ৫ বন্ধনের করণ সামগ্রী, যাহা দ্বারা বন্ধন হয়। বধ্যতেঽস্মিন্ ইতি অধিকরণে ল্যুট্। ৬ কারাগৃহ। ৭ বন্ধনস্থান।

"বসুদেবস্তু দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।"
(ভাগ° ৩।২।২৫)

(পুং) ৮ শিব, মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০০) (ত্রি) ৯ বন্ধনকর্ত্তা।

"বন্ধনস্তুসুরেন্দ্রাণাং যুধি শত্রুবিনাশনঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।৬১)

বন্ধনগ্রন্থি (পুং) বন্ধনস্ত গ্রন্থিঃ। বন্ধনের গিরু, বাঁধন দিবার গাঁইট্। ২ অস্থিবন্ধনের গ্রন্থি।

বন্ধনপালক (পুং) কারাগাররক্ষক, কারারক্ষী।

বন্ধনবেশ্মন্ (ক্লী) বন্ধনায় বন্ধনস্ত বা বেশ্ম গৃহং। কারাগার।

বন্ধনস্থ (ত্রি) বন্ধনে তিষ্ঠতি স্থা-ক। বন্ধনস্থিত, কারারুদ্ধ।

বন্ধনস্থান (ক্লী) বন্ধনস্ত স্থানং। ১ কারাগার। ২ পশুদিগের বন্ধনস্থান, আস্তাবোল, গোয়ালঘর ইত্যাদি।

বন্ধনাগার (পুং) বন্ধনস্ত আগারঃ। কারাগৃহ, কারাগার।

বন্ধনালয় (পুং) বন্ধনায় বন্ধনস্ত বা আলয়ঃ। কারাগার।

বন্ধনী (স্ত্রী) ১ ভেদাবরোধক সূত্রময় ও স্থিতিস্থাপক গুণোপেত পদার্থ, তদ্দারা শরীরের অস্থি সকল পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে। ২ যে চিহ্নের মধ্যভাগে অনেকগুলি রাশি স্থাপিত হইলে তাহা এক রাশিরূপে পরিগৃহীত হয় ({) এই প্রকার চিহ্ন। ৩ বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড় ও শৃঙ্খলাদি।

বন্ধনীয় (ত্রি) বন্ধ-অনীয়র্। ১ বন্ধনযোগ্য, বাঁধিবার উপযুক্ত ২ সেতু। (রামা° ২।৮০।১০)

বন্ধমোচনিকা (স্ত্রী) ১ বন্ধ হইতে মোচনকারিণী। ২ যোগিনী বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৬৬।১৫৫)

বন্ধলগোতী, অযোধ্যা-প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। স্থল-তানপুর-জেলার অমেথী পরগণায় ৩৬৪ খানি গ্রামে ইহাদের বাস। অন্য কোথাও ইহাদিগকে দেখা যায় না। শুনা যায়, হসনপুর-রাজভৃত্যের ঔরসে এক ঘরামী-রমণীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। এখনও ইহাদের কোন কোন ক্রিয়াকর্ম্মে 'বঙ্কা' নামক অস্ত্রের পূজা হইয়া থাকে। ঐ অস্ত্র দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঁশ চিরিত, কিন্তু বর্ত্তমান বন্ধলগোতিগণ এই নীচ উৎপত্তির কথা স্বীকার করে না। ইহারা বলে যে, তাহারা সূর্য্যবংশী ক্ষত্রিয়, বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশের অন্যতম শাখা-সমুদ্ভূত ; প্রায় ৯শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ বংশের কোন ব্যক্তি অযোধ্যায় তীর্থ-পরিদর্শনে আগমন করিয়া কোন অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এখানে নূতন একটী শাখা স্থাপন করিয়া যায়। ক্রমে দলপুষ্ট হইয়া তাহারা এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে।

বন্ধাল, (বাঁধ ও আল) নদী স্রোতোবেগ হ্রাস করিবার জন্য বাঁধ হইতে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত যে আলি বিস্তার করা হয়।

বন্ধয়িতৃ (ত্রি) বন্ধ-বিচ্-তৃচ্। বন্ধনকারক, যিনি বন্ধন করেন।

বন্ধস্তম্ভ (পুং) বন্ধায় স্তম্ভঃ। হস্তিবন্ধনস্তম্ভ, পর্য্যায়—আলান, শঙ্কু, অঙ্কোড়। (শব্দরত্না°)

বন্ধিত্র (ক্লী) বন্ধ-ইত্র। ১ কামদেব। (উজ্জ্বল) ২ চর্ম্মব্যজন।

বন্ধিন্ (ত্রি) বন্ধ-ইনি। বন্ধনযুক্ত।

"রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার॥"

(রঘু ৬।১৩)

বন্ধু (পুং) বন্ধ-বন্ধনে (শৃস্বৃস্নিহিত্রপীতি। উণ্ ১।১১) ইতি-উ। যিনি স্নেহদ্বারা মন বন্ধন করেন, তিনি বন্ধু। পর্য্যায়—সগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, স্ব, স্বজন, দয়াল, গোত্র। বন্ধু ত্রিবিধ—আত্মবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু। যথা—

"আত্মপিতৃস্বসুঃ পুত্রা আত্মমাতৃস্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া হ্যাত্মবান্ধবাঃ॥
পিতুঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতৃস্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রা মাতুর্মাতৃস্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥" (মিতাক্ষরা)

মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই এবং মাতুল-পুত্র ইহারা আপ্তবন্ধু এবং পিতার মাসতুত ও পিসতুত ভাই এবং তাহার মাতুলপুত্র পিতৃবন্ধু। মাতার মাসতুত ও পিসতুত ভাই এবং তাহার মাতুলপুত্র মাতৃবন্ধু। আত্মবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু ইহারা স্বাভাবিক হিতকারী। এই জন্য শাস্ত্রে ইহাদিগকে বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পিতৃব্য প্রভৃতিকেও বন্ধু কহে।

"বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তমম্॥" (মনু ২।১৩৬)

'বন্ধুঃ পিতৃব্যাদিঃ' (কুল্লূক) ৩ বন্ধূকপুষ্প। ৪ মিত্র।

"বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।" (মেঘদূত ৩৪)

৫ ভ্রাতা। (মেদিনী) রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথধৃত বচনে দেখিতে পাওয়া যায়, 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ' যিনি ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে বন্ধু কহে। ৬ পিতা। ৭ মাতা। [মিত্র শব্দ দেখ।]

বন্ধুক (পুং) বন্ধ-উক যদ্বা বন্ধবন্ধুকবৃক্ষ এব স্বার্থে কন্। বৃক্ষভেদ।

বন্ধুকৃত্য (ক্লী) বন্ধূনাং কৃত্যং কার্য্যং। বন্ধুর কার্য্য।

"ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাং" (শকুন্তলা)

বন্ধুক্ষিৎ (ত্রি) হবিরাদি দ্বারা প্রাপ্তিযুক্ত।

"গবেষণো বন্ধুক্ষিদ্ভ্যো গবেষণঃ" (ঋক্ ১।১৩২।৩) 'বন্ধুক্ষিদ্ভ্যঃ হবিপ্রদানাদিনা বন্ধুভাবং প্রাপ্তবদ্ভ্যঃ' (সায়ণ)

বন্ধুজন (পুং) বন্ধুরেব জনঃ। বন্ধুলোক, আত্মীয় কুটুম্ব।

"বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে"—(গৌ° রামা° ২।২৭।২২)

বন্ধুজীব (পুং) বন্ধুরিব জীবয়তি রসাদিনেতি বন্ধ-জীব-অচ্। বন্ধূকবৃক্ষ।

"বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্।" (রঘু ২৫।১১২৫)

বন্ধুজীবক (পুং) বন্ধুবৎ জীবয়তি রসাদিনা ইতি বন্ধ-জীব-ণ্বুল্ বা বন্ধুজীব এব স্বার্থে কন্। বন্ধূকবৃক্ষ। (অমর)

বন্ধুতা (স্ত্রী) বন্ধোর্ভাবঃ বন্ধূনাং সমূহো বা (গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ইতি তল্ টাপ্। ১ বন্ধুসমূহ। ২ বন্ধুর ভাব, মিত্রত্ব। (ঋক্ ৪।৪।১১)

বন্ধুদত্ত (ক্লী) বন্ধুনা দত্তম্। পিতৃ-মাতৃ কর্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন, পিতা মাতা কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ যে ধন দেন, তাহাই বন্ধুদত্ত।

"বন্ধুদত্তং যথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব চ।
অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ॥
বন্ধুদত্তপদেন কন্যাদশায়াং যৎপিতৃভ্যাং দত্তং তদুচ্যতে।" (দায়ভাগ)

বন্ধুদা (স্ত্রী) বেশ্যা, অসতী স্ত্রী।

বন্ধুপতি (পুং) বন্ধূনাং পতিঃ। আত্মীয় কুটুম্বদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। বন্ধুশ্রেষ্ঠ।

বন্ধুপাল (পুং) আত্মীয় কুটুম্বপ্রতিপালক, যিনি বন্ধুকে প্রতিপালন করেন।

বন্ধুপৃচ্ছ্ (ত্রি) বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসাকারী।

বন্ধুমৎ (ত্রি) বন্ধু-অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ বন্ধুযুক্ত। ২ কুটুম্বসমন্বিত। ৩ রাজভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৪ নগরভেদ।

বন্ধুর (ক্লী) বন্ধ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ইতি উরপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ মুকুট। ২ রথবন্ধন।

"অন্যে ছত্রং বরূথঞ্চ বন্ধুরঞ্চ তথাপরে।
গন্ধর্ব্বা বহুসাহস্রাস্তিলশো ব্যধমন্নৃথম্॥" (ভারত ৩।৩২।৩১)

(পুং) ৩ স্ত্রীচিহ্ন। ৪ তিলকল্ক। ৫ বন্ধূক। ৬ বধির। ৭ হংস। (মেদিনী) ৮ বিড়ঙ্গ। ৯ ঋষভৌষধ। (রাজনি°) ১০ বক। ১১ বিহঙ্গ। (ত্রি) ১২ রম্য। ১৩ নম্র। ১৪ উন্নতানত।

"বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি! চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ।" (রঘু ১৩।৪৭)

বন্ধুরা (স্ত্রী) বন্ধুর-টাপ্। পণ্যযোষা। (মেদিনী)

বন্ধুল (পুং) বন্ধূন্ লাতি স্নেহেন গৃহ্লাতীতি বন্ধ-লা-ক। ১ অসতীপুত্র।

"পরগৃহললিতাঃ পরান্নপুষ্টাঃ পরপুরুষৈর্জনিতাঃ পরাঙ্গনাসু।
পরধননিরতা গুণেষবাচ্যা গজকলভা ইব বন্ধুলা নমামঃ॥" (মৃচ্ছকটিক ৪ অ°)

(ত্রি) ২ সুন্দর। ৩ নম্র। (অজয়পাল)

বন্ধুবঞ্চক (পুং) বন্ধুদিগকে যিনি বঞ্চনা করেন।

বন্ধূক (পুং) বধ্নাতি সৌন্দর্য্যেণ চিত্তমিতি বন্ধ (উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি-উক। (Pentepetes Phœnicea) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বাঁধুলিফুলের গাছ। ইহার পুষ্প মধ্যাহ্নকালে বিকসিত হয়, প্রাতঃ এবং সায়ংকালে শুষ্ক হইয়া যায়। হিন্দী—দুপহরিয়া, গেজুলিয়া। মহারাষ্ট্র—বান্দুজা। কলিঙ্গ—বন্দুরে। তৈলঙ্গ—মকিনচেট্টু, বেগসিনচেট্টু। বঙ্গে—দুপারি। পঞ্জাব—বন্ধুগুলদুফরিয়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তক, বন্ধুজীবক, বন্ধুক, বন্ধু, বন্ধুল, জীবক, বন্ধুজীব, বন্ধূলি, বন্ধুর, রক্ত, মাধ্যাহ্নিক, ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়।

"লতামূলে লীনো হরিণ-পরিহীনো হিমকরঃ।
ধুনীতে বন্ধূকং তিলকুসুমজন্মাপি পবনঃ॥" (উদ্ভট)

এই পুষ্প অসিত, সিত, পীত ও লোহিত এই চারিপ্রকার। ইহার গুণ জ্বরনাশক, বিবিধ অরিগ্রহ ও পিশাচপ্রশমনকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে কফবর্দ্ধক, গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক ও লঘু। ২ পীতশালক। (ক্লী) ৩ খধূপ, চলিত বন্দুক।

'বন্ধূকো বন্ধুজীবে স্যাৎ খধূপে স্যান্নপুংসকম্।' (হড্ডচন্দ্র)

বন্ধূকপুষ্প (পুং) বন্ধূকস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্য। ১ পীতশাল। ২ বীজক। (রাজনি°)

বন্ধূর (পুং) বন্ধ-বন্ধনে বন্ধ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ইত্যত্র খর্জ্জূরাদিস্বাদূর প্রত্যয়েন সিদ্ধং। ১ বিবর। (ত্রি) ২ রম্য। ৩ নম্র।

'বন্ধূরবন্ধুরৌ রম্যে নম্রে হংসে তু বন্ধুরঃ।' (রভস)

৪ উন্নতানত স্থান, যে সকল স্থান কোথাও বা উন্নত, আবার কোথাও বা আনত।

বন্ধূলি (পুং) বন্ধুকবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বন্ধ্য (ত্রি) বন্ধ-যক্। ঋতুপ্রাপ্তাবধি ফলরহিত বৃক্ষাদি, যাহাতে উপযুক্ত সময়েও ফল হয় না। পর্য্যায়—অফল, অবকেশী, বিফল, নিষ্ফল। (রাজনি°) বন্ধ-কর্ম্মণি-য। ২ বন্ধনীয়।

"অবন্ধ্যং যশ্চ বধ্নাতি বন্ধ্যং যশ্চ প্রমুঞ্চতি।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৬) (পুং) ৩ নিবর্ত্তিতবারি, সেতু, চলিত বাঁধ, জাঙ্গাল। জলের গতি রোধ করিবার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাহাকে বন্ধ্য কহে।

"সেতুশ্চ দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ খেয়ো বন্ধ্যস্তথৈব চ।
তোয়প্রবর্ত্তনাৎ খেয়ো বন্ধ্যঃ স্যাত্তন্নিবর্ত্তনাৎ॥" (মিতাক্ষরা)

বন্ধ্যা (স্ত্রী) বন্ধ-(অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১১) ইতি যক্, টাপ্। অপ্রজা স্ত্রী, যে স্ত্রীর সন্তান হয় নাই। চলিত বাঁঝা।

"রূপৌদার্য্যবয়োজন্মবিত্তৈশ্বর্য্যশ্রিয়াদিভিঃ।

সম্পন্নস্তু গুণৈঃ সর্ব্বৈশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ ॥" (ভাগ° ৬।১৪।১২)

মনুতে লিখিত আছে—বন্ধ্যাস্ত্রী অষ্টম বর্ষে অধিবেদনীয়।

"বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা ॥" (মনু ৯।৮১)

বৃষলী স্ত্রীকেও বন্ধ্যা কহে, যাহাদের সন্তান হয় না বা হইয়া পুনঃ পুনঃ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে বৃষলী কহে।

"বন্ধ্যা চ বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী চ মৃতপ্রজা।
অপরা বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী যা রজস্বলা ॥"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকে উশনা)

২ যোনিরোগবিশেষ। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—উদাবর্ত্তা, বিপ্লুতা ও বন্ধ্যাদিভেদে যোনিরোগ নানাপ্রকার। যে সকল স্ত্রীদিগের আর্ত্তব বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে বন্ধ্যা কহে। স্ত্রীদিগের এই রোগ হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ইহার চিকিৎসা—বন্ধ্যানারী প্রতিদিন মৎস্য, কাঁজি, তিল, মাষকলায়, অর্দ্ধেক জলযুক্ত ঘোল ও দধি সেবন করিবে। ইহাতে তাহাদের আর্ত্তব নির্গত হইতে পারে। তিতলাউর বীজ, দন্তী, গুড়, ময়নাফল, সুরাবীজ ও যবক্ষার এই সকল সমভাগে সিজের আটাদ্বারা পেষণ করিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঐ মূর্ত্তি যোনিমধ্যে দিলে আর্ত্তব নিঃসৃত হয়। লতাফটকীর পাতা, স্বর্জ্জিকাক্ষার, বচ এবং শাল এই সকল শীতল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে তিনদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই রজঃ নিঃসৃত হয়।

শ্বেতবেড়েলা, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য মধু, দুগ্ধ ও ঘৃতসহ পান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ হয়। অশ্বগন্ধার কাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধঅবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ঋতুস্নান করিয়া উহা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে লক্ষণামূল উদ্ধৃত করিয়া ঋতুস্নানান্তে ঘৃতকুমারীর রস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যাদোষ দূর হয় এবং অচিরে ঐ নারীর গর্ভ হইয়া থাকে। পীতঝিণ্টির মূল, ধাইফুল, বটের অঙ্কুর ও নীলোৎপল, এই সকল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। গজপিপ্পলী, জীরা, শ্বেতপুষ্প ও শরপুঙ্খা, এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধ্যাদোষ নিরাকৃত হয়। একটী পলাশপত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র হয়। শূকশিম্বীমূল, কপিত্থের মজ্জা ও লিঙ্গিনীবীজ, এই সকল দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারী পুত্রপ্রসবিণী হইয়া থাকে। পুত্রঞ্জীব বৃক্ষের মূল, বিষ্ণুক্রান্তা এবং লিঙ্গিনী এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া আটদিন সেবন করিলে নারীর পুত্র হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° যোনিরোগাধি°)

বন্ধ্যা স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি সেবন করিলে তাহাদের বন্ধ্যাদোষ দূর হয় এবং তাহারা পুত্রপ্রসবিণী হইয়া থাকে। আবার এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যে, পুত্রপ্রসবিণী স্ত্রীরা সেই ঔষধ সেবন করিলে তাহাদের আর গর্ভ হইবে না।

বৈদ্যক চক্রপাণিসংগ্রহে লিখিত আছে—

"পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচঞ্চ কেশরস্তথা।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥"

পিপ্পলী, শৃঙ্গবের, মরিচ ও নাগকেশর ইহা ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা পুত্রপ্রসব করে। বলা, অতিবলা, যষ্টি ও শর্করা মধুর সহিত পান করিলে বন্ধ্যাদোষ বিদূরিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

বন্ধ্যাকর্কোটকী (স্ত্রী) বন্ধ্যায়াঃ কর্কোটকী পুত্রদাতৃতয়া বন্ধ্যায়াঃ উপকারিণী অতোঽস্যাস্তথাত্বং। তিক্তকর্কোটকী, চলিত তিতকাকূড়ী, তিতকাঁকরোল। হিন্দী—বাঁঝ খখাসা, বাজ্‌খসা, বাঁঝকাঁকরোল। মহারাষ্ট্র—বংঝা কণ্টোলী। কলিঙ্গ—বজেমড়ু বাগলু। বঙ্গে—বংঝাকর্টোলী। (রাজনি°) পর্য্যায়—বন্ধ্যা, দেবী, নাগারাতি, নাগহন্ত্রী, মনোজ্ঞা, পথ্যা, দিব্যা, পুত্রদা, সকন্দা, শ্রীকন্দা, কন্দবল্লী, ঈশ্বরী, সুগন্ধা, সর্পদমনী, বিষকণ্টকিনী, পরা, কুমারী, ভূতহন্ত্রী। ইহার গুণ তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফাপহ, স্থাবরাদি-বিষনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে লঘু, কফনাশক, ব্রণশোধক, সর্পবিষহর, তীক্ষ্ণ এবং বিসর্প ও বিষহারক।

বন্ধ্যাতনয় (পুং) বন্ধ্যায়া তনয় ইব। অলীক পদার্থ।

বন্ধ্যাত্ব (ক্লী) বন্ধ্যায়া ভাবঃ ত্ব। বন্ধ্যার ভাব বা ধর্ম্ম।

বন্ধ্যাদুহিতৃ (স্ত্রী) মিথ্যা বস্তু।

বন্ধ্যাপুত্র (পুং) অলীক পদার্থ।

বন্ধ্যাশ্ব (পুং) পুরাণোক্ত রাজভেদ।

বন্ধ্যাসুত (পুং) মিথ্যা পদার্থ।

বন্ধ্যাসূনু (পুং) আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা।

বন্ধ্বেষ (পুং) বন্ধূনামেষঃ অন্বেষণং। স্বীয় বন্ধুদিগের অন্বেষণ। "প্রবেমে বন্ধ্বেষে" (ঋক্ ৫।৫২।১৬) 'বন্ধ্বেষে স্বেষাং বন্ধনামন্বেষণে' (সায়ণ)

বন্নু, দেরাজাত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন। পঞ্জাব সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১০´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ২৬´ হইতে ৭২° পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৮৬৮ বর্গমাইল। এড্‌ওয়ার্ডেসাবাদে ইহার বিচারসদর স্থাপিত। সিন্ধুনদ এই জেলার উত্তরদক্ষিণে প্রবাহিত। নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী ভূভাগ কতকটা সমতল, তৎপরেই লবণপর্ব্বতের ক্রমোন্নত শাখা দেখা যাইতেছে। খটক নিয়াজৈ বা মৈদানী পর্ব্বতমালার সুখাজিয়ারাৎ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭৪৫ ফিট্ উচ্চ। ইহারই উত্তরভাগে প্রকৃত বন্নু উপত্যকা।

এই স্থান ডিম্বাকৃতি এবং উত্তরদক্ষিণে ৩০ ক্রোশ লম্বা। ইহার চারিদিকেই প্রাচীরাকারে গিরিমালা। পশ্চিমে ওয়াজিরি জাতির বাসভূমি ওয়াজিরি পর্ব্বত, পীরঘল ও শিবিধর শিখর। উত্তরে কোহাটের খটক পর্ব্বত ও সফেদকো, পূর্ব্বে তক-নিয়াজী এবং দক্ষিণে শেথবুদিন নামক পর্ব্বত। এই শেথবুদিন পর্ব্বতে বন্নু ও দেরা ইস্মাইল্-খাঁ-বাসী য়ুরোপীয়গণের জন্য স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত আছে। কুরম ও ও তোচী (গম্ভীলা) নদী এই উপত্যকা ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুতে মিশিয়াছে। এই জেলার উত্তরে কালাবাগের নিকট সিন্ধুনদ লবণপর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিক্ সিন্ধুসাগর-দোয়াব নামে খ্যাত[১]।

লবণপর্ব্বত ও মৈদানী পর্ব্বতমালার স্থানে স্থানে লবণ পাওয়া যায়। কালাবাগের অপর দিকে মারি নামক স্থানে প্রচুর সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হয়। এতভিন্ন ইসাখেল নামক স্থানে সোরা, কালাবাগ ও কুট্‌কীতে ফট্‌কিরি, দুই প্রকার কয়লা, কেরোসিন্ তৈল এবং সিন্ধুজলে অতি অল্প পরিমাণে সোণাও পাওয়া যায়।

কএক শতাব্দ ধরিয়া এখানকার অধিবাসীর মধ্যে আফ-গান জাতিরই প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের বাস ছিল এবং পঞ্জাবের যবন-বাহ্লীক (Greco-Bactrian) অধিকার এই জেলায় প্রতীচ্য সভ্যতার ক্ষীণালোক প্রবেশ করিয়াছিল। বন্নু উপত্যকার আক্রা প্রভৃতি স্থানে এখনও অনেক ইষ্টকস্তূপ, ভগ্নমূর্ত্তি, হিন্দুর পরিহিত অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদের স্রোতোবেগে ঐরূপ একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ ভাসিয়া আইসে, উহাতেও অনেক ভগ্নমূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

এই সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে যে প্রাচীন সমৃদ্ধির কল্পনা করা যায়, গজনীরাজ মামুদের সর্ব্ব বিলয়কারী উপদ্রবে তাহার অবসান হয়। স্থানীয় প্রবাদ, মামুদ এখানকার হিন্দু দুর্গাদি সমূলে বিধ্বস্ত করেন। তৎপরে কএকশতাব্দ উহা প্রায় জনহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। ক্রমে বন্নুচী বা বন্নুবাল ও নিয়াজৈ জাতি এখানে আসিয়া বাসস্থাপন করে। সম্রাট্ অকবর-শাহের রাজত্বে মরবৎগণ আসিয়া এস্থান অধিকার করে এবং নিয়াজৈদিগকে খটক-নিয়াজৈ পর্ব্বতে তাড়াইয়া দেয়। উহার প্রায় ১৷৷০ শত বর্ষ পরে আহ্মদশাহ দুরানী গক্কর জাতির প্রভাব নষ্ট করিলে সরহঙ্গগণ এখানে আশ্রয় পায়। মরবৎ ও বন্নুচীগণ এখনও এই প্রদেশে বাস করিতেছে।

অকবরের পরবর্ত্তী দুই শতাব্দকাল এখানকার অধিবাসীরা নামমাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ এই স্থান জয় করিয়া সমগ্র প্রদেশ শ্মশানভূমে পরিণত করেন। আহ্মদশাহ দুরানী এই উপত্যকা দিয়া তাঁহার সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং গমনকালে যথাসাধ্য কর আদায় করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু কিছুতেই দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীদিগকে বশে আনিয়া শাসনবিধি স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা শিখদিগের অধিকারে আইসে। রণজিৎসিংহ রাবলপিণ্ডিবাসী গক্কর জাতিকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহে স্বীয় শাসনপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ক্রমে রাজ্যবিস্তার-মানসে তিনি সিন্ধুর পশ্চিম পারে বন্নু উপত্যকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যান্য সকল স্থান তাঁহার করতলগত হইলেও তিনি বন্নুবাসীদিগকে কিছুতেই বশে আনিতে পারেন নাই। কএকবার যুদ্ধের পর পূর্ব্বপুরুষ-দিগের প্রথামত, তিনি বাকী খাজনা আদায়ের সময় সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাদিত করিতেন।

রণজিতের মৃত্যুর পর এই স্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্ হার্বার্ট এড্ওয়ার্ডিস্ শিখসৈন্য সমভিব্যাহারে বন্নু উপত্যকা পরিদর্শনে আগমন করেন। এই সময়ে বন্নুবাসিগণ স্বাধীন, পরস্পরে বিরোধী ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রামই একটী দুর্গরূপে পরিণত হইয়াছিল। সেনানী এড্ওয়ার্ডিস্ নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে তাহাদিগকে বশে আনিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাহাদের দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া দেন, তাহারা স্বেচ্ছায় রাজকর দিতে বাধ্য হয়। মুলতান-যুদ্ধের আরম্ভে এড্ওয়ার্ডিস্ এখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অভিযানকালে বন্নুবাসীরা বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। এড্ওয়ার্ডেসাবাদের শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইয়া মুলতানে আসিয়া যোগ দেয়। পঞ্জাব ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইবার পর এখানে পূর্ণরূপে ইংরাজশাসন স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানে বিশেষ কোন বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। পশ্চিমের অধিবাসীদিগের আক্রমণে সময় সময় এখানকার শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। সীমান্তদেশ রক্ষার জন্য এখানে ১০টী থানা আছে। উহার ৮টীতে গোরা এবং কুরম ও টোচী থানায় দেশীয় সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত আছে।

২ উক্ত জেলার তহসীল। একদিকে কুরম ও গম্ভীলা (টোচী) নদী ও অপর তিনদিকে উচ্চ পর্ব্বত। ভূ-পরিমাণ ৪৪৫ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগে বন্নুচী নামক আফগান জাতির বাস। এখানে ৭টী দেওয়ানী ও ৬টী ফৌজদারী আদালত আছে।

(১) ঋগ্বেদে এই স্থান 'বর্ণু' নামে উক্ত আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। এডওয়ার্ডেসাবাদ নামে খ্যাত। এখানে ইংরাজরাজের সীমান্তরক্ষক সেনাদল (১ দল অশ্বারোহী, ২ দল পদাতিক, ১৪৭০ সঙ্গীনবাহী সৈন্য, ৪৯২ জন তরবারধারী এবং কামানবাহী সেনা) আছে। প্রতিমাসে এখান হইতে কুরম ও তোচী থানায় সৈন্যদল বদল হইয়া থাকে।

বন্নুচী, বন্নু জেলাবাসী আফগানজাতি।

বফ্ফা, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সির্হন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ২৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৫´ ১৫´´ পূঃ। উত্তর হাজারা ও স্বাৎ বিভাগের প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে নীল, কার্পাস বস্ত্র, তাম্রপাত্র ও শস্যাদির আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

বববা, অগ্নির অস্পষ্ট শব্দ। 'উচ্চৈর্ঘোষস্তনয়ন্ ববাকুর্ব্বন্নিব দহতি' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৪)

বভ্র, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বভ্রতি। লোট্ বভ্রতু। লিট্ ববভ্র। লুঙ্ আভ্রীৎ।

বভ্রবী (স্ত্রী) বভ্রোঃ শিবস্যেয়ং পত্নী, বভ্রু-অণ্ ঙীপ্, ন বৃদ্ধিঃ। দুর্গা। (ভূরিপ্র°)

বভ্রি (পুং) বভ্র-ইন্। ১ বজ্র। (ত্রি) ২ ভরণকর্ত্তা। ৩ ধারক। "বভ্রির্বজ্রং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ" (ঋক্ ৬।২৩।৪) 'বভ্রির্ভর্ত্তা ধারকঃ' (সায়ণ)

বভ্রু (পুং) বিভর্ত্তি ভবতি বা ভৃ (কুভ্রশ্চ। উণ্ ১।২৩) ইতি কুর্দ্বিত্বঞ্চ। ১ অগ্নি। ২ শিব।

"শৃঙ্গী শৃঙ্গপ্রিয়ো বভ্রু রাজরাজো নিরাময়ঃ।"(ভা° ১৩।১৭।১৪৮)

৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৫) ৪ বিশাল। ৫ নকুল। (মেদিনী) ৬ মুনিবিশেষ। (হেম) ৭ দেশভেদ। (শব্দরত্না°) ৮ সিতাবরশাক। (রাজনি°) ৯ খলতি। (হেম) ১০ কপিলবর্ণ। ১১ কপিলবর্ণযুক্ত।

"নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বভ্রুণো দীক্ষিতস্য চ।" (মনু ৪।১৩০)

১২ লোমপাদসুত। (ভাগ° ৯।২৪।১) ১৩ দেবাবৃধসুত। (ভাগ° ৯।২৪।৯) ১৪ যযাতিপুত্র দ্রুহ্যর পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১৪) ১৫ পঞ্চগন্ধর্ব্বপতির মধ্যে একজন। (রামায়ণ ৪।৪১।৪২) ১৬ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।৪।৫০) ১৭ বিশ্বগর্ভের পুত্র, ইনি যাদবদিগের অন্যতম। (হরিব° ৯৪।৪৮) ইহার পত্নীকে শিশুপাল হরণ করিয়াছিল।

"আলপ্যালমিদং বভ্রোর্যৎ স দারানপাহরৎ।
কথাপি খলু পাপানামলমশ্রেয়সে যতঃ।" (মাঘ ২।৪০)

যাদবকুল বিনষ্টপ্রায় হইলে বভ্রু কৃষ্ণের আদেশে যাদবপত্নীদিগের রক্ষার্থ গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি দস্যুহস্তে নিহত হন। (ভারত মৌষলপ° ৪ অঃ) (ত্রি) ১৮ পিঙ্গলবর্ণ।

"ববন্ধ বালারুণবভ্রুবল্কলং পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি॥"

(কুমার ৫।৮) (স্ত্রী) ১৯ কপিলাগাই। (ভাগ° ৯।২।৬)

বভ্রুক (ত্রি) ১ পিঙ্গলবর্ণ সম্বন্ধীয়। ২ নকুলবিশেষ। ৩ কপিঞ্জল। (শতপথব্রাহ্মণ। ১।৬।৩।৩)

বভ্রুকর্ণ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণ কর্ণযুক্ত।

বভ্রুদেশ (পুং) জনপদভেদ।

বভ্রুধাতু (পুং) বভ্রুঃ পিঙ্গলো ধাতুঃ। ১ স্বর্ণ। ২ গৈরিকধাতু। (রাজনি°)

বভ্রুনীকাশ (ত্রি) কপিলবর্ণসদৃশ। (শুক্লযজু° ২৪।১৮)

বভ্রুমালিন্ (পুং) ১ পিঙ্গলবর্ণ মালাধারী। ২ মুনিবিশেষ। (ত্রি) ১ নকুলের ন্যায় মুখযুক্ত।

বভ্রুবাহ (পুং) মহোদয়পতি, অর্জ্জুনের পুত্র। [বভ্রুবাহন দেখ।]

বভ্রুবাহন (পুং) মণিপুরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। অর্জ্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইহার জন্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অর্জ্জুন যজ্ঞীয়াশ্বের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া মণিপুরে গমন করেন। ঐ যজ্ঞীয়াশ্ব যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের সমীপে অতি বিনীতভাবে আগমন করেন। অর্জ্জুন তাহাকে বিনীতভাবে আসিতে দেখিয়া কোনরূপ সমাদর করিলেন না; বরং এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে 'তুমি ক্ষত্রিয় ও বীরপুরুষ, সুতরাং এ সময়ে আমার নিকট তোমার যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হওয়াই উচিত ছিল; তুমি যখন তাহা কর নাই, তখন তুমি ক্ষত্রিয়বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ। অতএব তোমাকে আমি স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও অধম বলিয়া মনে করিতেছি।' অর্জ্জুন এইরূপ তিরস্কার করিলে নাগকন্যা উলূপী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বভ্রুবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ উপদেশ দেন। বভ্রুবাহন তাহার বাক্যে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করেন। তখন অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হন। চিত্রাঙ্গদা এই সংবাদে যুদ্ধস্থলে আগমন করিয়া সপত্নী উলূপীকে এবং পুত্র বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বভ্রুবাহনও পিতা ও জননীর শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

উলূপী ইহাদিগকে এইরূপে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনীমণি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিবামাত্র

তৎক্ষণাৎ ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী ঐ মণি লইয়া বভ্রুবাহনকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এস্থলে আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্য আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। অতএব তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্রও পাপের আশঙ্কা করিও না। আমি এই দিব্য মণি আনিয়াছি, এই মণিপ্রভাবে অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবিত হইবেন। তুমি এই মণি লইয়া উঁহার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর, তাহা হইলে উনি অচিরে জীবিত হইবেন। বভ্রুবাহন ঐ মৃত-সঞ্জীবনী মণি লইয়া অর্জ্জুনের বক্ষে স্থাপন করিবামাত্র অর্জ্জুন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইলেন। অর্জ্জুন জীবিত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বভ্রুবাহন পিতাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণতলে যাইয়া প্রণাম করিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী প্রভৃতিকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুদ্ধস্থলে তোমাদের আগমন করিবার প্রয়োজন কি? উলূপী তখন অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাথ! আমি তোমার প্রিয়সাধনের জন্যই বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া মহাত্মা ভীষ্মদেবকে নিপাতিত করায় আপনার অতিশয় পাতক সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজয় হওয়াতে সেই পাপ হইতে আপনার নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনার ঐ পাপের শান্তি না হইয়া যদি দেহাবসান হইত, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইত। এখন পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার ঐ পাপ বিনষ্ট হইল। আপনার আর নিরয়গামী হইতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপ শান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করেন।

ভীষ্ম যখন প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তখন দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে স্নান করিয়া গঙ্গাকে বলেন, অর্জ্জুন ভীষ্মকে অন্যায়রূপে নিহত করিয়াছে, অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমরা অর্জ্জুনকে শাপ প্রদান করি, গঙ্গা 'তথাস্তু', বলিয়া তাহাদের বাক্য অনুমোদন করিলেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি আমার পিতাকে যাইয়া বলায়, তিনি আপনার মঙ্গল কামনায় বসুদিগের শরণাপন্ন হন। তাহাতে বসুগণ প্রীত হইয়া ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে কহিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন উঁহাকে সংগ্রামস্থলে নিপাতিত করিলেই শাপ বিমুক্ত হইবে। আমি পিতার নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। সুতরাং আমিই বভ্রুবাহনকে অনুরোধ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই। আপনি এই পরাজয় জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। উলূপীর নিকট এই সংবাদ শুনিয়া অর্জ্জুন পরাজয় জন্য ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। পরে ঐ স্থান হইতে অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের পুনরায় অনুসরণ করেন। বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা এবং বিমাতা উলূপীর সহিত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন করেন। এই যজ্ঞে যুধিষ্ঠির বভ্রুবাহনকে বিশেষ সমাদর করেন।

(ভারত আশ্বমেধিকপ° ৭৯-৮৯ অঃ)

বভ্রুশ (ত্রি) কপিশবর্ণ (লোমাদি°। পা ৫।২।১০০)

বভ্রুশ, কপিশ, এতশ, কৃষ্ণশ, হরিশ প্রভৃতি।

বভ্রুষুত (ত্রি) বভ্রু কর্ত্তৃক অভিষুত সোম। "বভ্রুষুতা অমন্দন্" (ঋক্ ৫।৩০।১১) 'বভ্রুণা অভিষুতাঃ সোমাঃ' (সায়ণ)

বভ্লুশ (ত্রি) কপিলবর্ণ। (শুক্লযজু ১৬।১৮)

বমসারু, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। যমুনোত্তরী পর্ব্বতমালার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ৫৬´ উঃ। এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮´ পূঃ। এই স্থান গঙ্গা ও যমুনা নদীর উপত্যকাভূমিকে বিভক্ত রাখিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা ১৫৪৪৭ ফিট্। ইহার শৃঙ্গ সর্ব্বদা বরফে আবৃত থাকে।

ববেরু, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার একটী উপবিভাগ। যমুনাতীর হইতে উর্দ্ধে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৩৬২০৪ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর। বান্দানগর হইতে এই নগর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে। এখানে বৈশ নামক রাজপুত জাতির বাস।

বম্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক সেট্। লট্ বম্বতি। লোট্ বম্বতু। লিট্ ববম্ব। লুঙ্ অবম্বীৎ।

বম্ভর (পুং) ভ্রমর

বম্ভরালী (স্ত্রী) মক্ষিকা, ভ্রমর। (বৈদ্যকনি°)

বম্ভারি (পুং) বিশ্বপোষক, যিনি বিশ্বকে পোষণ করেন। "স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানো।" (শুক্লযজু ৪।২৭) 'বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি বিশ্বমিতি বম্ভারিঃ' (বেদদীপ)

বয়নামা (পারসী) বিক্রয়পত্র, যে কাগজে বিক্রয়-দলিল লিখিত হয়।

বয়া (পারসী) ১ অপ্রীতিকর, ঘৃণ্য। ২ (buoy) জাহাজাদির গমনাগমন সুবিধার্থ ও খাত নির্দ্দেশের জন্য নদীগর্ভে যে শূন্যগর্ভ লৌহভাণ্ড শিকলী দ্বারা জলের উপর মজ্জিত থাকে। কখন কখন উহাতে শৃঙ্খল লাগাইয়া নৌকাদি রক্ষিত হয়।

বয়ড়া, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান। এখানে ধান্য, চাউল ও বিভিন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত আড়ত আছে।

বয়ড়াবিল, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ জলাভূমি। যমুনা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ভূপরিমাণ প্রায় ৪০ বর্গমাইল। এই বিলের অধিকাংশ স্থান শর-তৃণে পূর্ণ। এখানে ম্যালেরিয়া জরের বড় প্রাদুর্ভাব।

বয়ড়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ। (Terminalia Belerica)। ইহার ফলের কসে কালি প্রস্তুত হয়। [বিভীতক শব্দ দেখ।]

বয়াজিদ্ আন্‌সারি, আফগানদেশবাসী জনৈক মুসলমান, রোশানিয়া নামক স্থফী-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং 'পীর রোশান্' নামে সাধারণে পরিচিত হন। তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদে মুগ্ধ হইয়া পর্ব্বতবাসী অসংখ্য আফগানগণ তাঁহার দলভুক্ত হয়। এই উন্মত্ত সেনাদল লইয়া তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের অপ্রতিহত শাসন বিচলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বয়াজিদ স্থলতান, খোরাসানের অধিপতি জনৈক মুসলমান। বুস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। চাটিগাঁও নগরে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ আছে, উহা স্থলতান বায়াজিদের রৌজা নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে যে, তিনি রাজকার্য্যে বিরক্ত হইয়া রাজপদ ত্যাগ করেন এবং শান্তিলাভের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণানন্তর বার জন অনুচর সমভিব্যহারে চাটিগাঁও নগরে আগমন করেন। তথাকার রাজা মুসলমানগণকে নগরপ্রবেশে নিষেধ করিলেন। স্থলতান বয়াজিদ বিনয়নম্রবচনে রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া সেই রাত্রি-বাসের জন্য সামান্য ভূমি প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে একটী প্রদীপ জ্বালিলে যতদূর আলোকিত হয়, ততদূর স্থান তিনি যেন অধিকার করিতে পারেন। রাজানুমতিলাভের পর তিনি যোগপ্রভাবে যে প্রদীপ জ্বালেন, তাহাতে ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তিকৃহুক্ নামক স্থান পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল।[১]

মুসলমানের প্রতারণায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজানুচরেরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উপর্য্যুপরি আক্রান্ত হইলেও স্থলতান তাঁহাদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধের সময় যেখানে তাঁহার হস্তস্থিত অঙ্গুরী পতিত হয়, তথায় রৌজা বিদ্যমান আছে এবং যে যে নদীতে তাঁহার কর্ণফুল ও শঙ্খ স্খলিত হয়, তাহাও কর্ণফুলী এবং শঙ্খবতী নামে পরিচিত হয়। স্থলতান বয়াজিদ 'গোরচেলা' হইয়া (যোগে সমাধি গ্রহণ করিয়া) ১২ বৎসর কাল কৃচ্ছ্র সাধন করেন। তৎপরে তিনি এই রৌজা সমাধি-মন্দিরের সংস্কার জন্য তীর্থযাত্রী ও অনুচরগণের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ ভূমিদান করিয়া 'মকনপুরে' প্রস্থান করিলেন। তদীয় শিষ্য শাহও অন্তে মোক্ষলাভাশায় ১২ বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধনান্তে তিরোধান করেন। তৎপরে ঐ সমাধি-মন্দির বয়াজিদের অন্যতম শিষ্য শাহ্ পীরের অধীনে থাকে। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান-সমাজে এই স্থানের আদর বাড়িয়া উঠে এবং বহু দেশ হইতে মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ এই পবিত্রক্ষেত্র দর্শনার্থ আসিয়া থাকে। ঐ রৌজা পর্ব্বতের শিখরদেশে স্থাপিত। উহার চারিদিকে ৩০ ফিট্ লম্বা ও ১৫ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর আছে। উহার চারিকোণে চারিটী স্তম্ভ এবং স্থানে স্থানে বাণনিক্ষেপার্থ প্রাকার-ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই পরিবেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। দুর্গের ন্যায় এই প্রাকার-পরিবেষ্টনীর গঠন সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বে নির্ম্মিত দুর্গাদির মত।

বয়ানা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। গম্ভীরা নদীর বামতটে এক পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। আগ্রা মহানগরী হইতে এই স্থানের ব্যবধান প্রায় ৪৭ মাইল। এই নগরের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে পর্ব্বতের শিখরভূমে বিজয়মন্দর গড় বা শান্তিপুর নামে একটী প্রাচীন হিন্দু দুর্গ অবস্থিত আছে। জাট ও মুসলমানাধিকারে এই দুর্গের অনেকবার সংস্কার সাধিত হয়। [বিজয়মন্দর দেখ।]

বয়ানানগর ও বিজয়মন্দর দুর্গের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের মুখে অনেক সত্য ঘটনা শুনা যায়। পর্ব্বতের একঅঙ্কে স্থাপিত এবং একই ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরাসমাশ্রিত হইলেও এই দুইটী স্থানের ঐতিহাসিক তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইল। বর্ত্তমান হিন্দু-অধিবাসিগণ এই নগরকে বৈয়ানা বা বয়ানা বলিয়া থাকে। মুসলমান ইতিহাসে বিয়ানা নামে উল্লিখিত।

এই স্থানের প্রাচীন নাম বাণাসুর। কেহ কেহ বলেন, বলিরাজের পুত্র বাণাসুর এই নগর স্থাপন করেন। তথাকার অপরাপর লোকেরা বলে যে, এই বাণাসুর চন্দ্রবংশীয়, যদুবংশের সহিত ইহার সংস্রব ছিল। বাণাসুরের অস্কন্ধ নামে এক পুত্র ও উষানামে এক কন্যা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ উষাকে বিবাহ করেন। উষাচরিতে লিখিত আছে, রাজা বাণ শান্তিপুরে রাজত্ব করিতেন।[১] বয়ানা বা

---

(১) চাটি বা চট শব্দে প্রদীপ বুঝায়, এই ঘটনা সমাশ্রিত হওয়ায়, মুসলমানগণের মতে এই স্থান চাটিগ্রাম বা চটগাঁও নামে খ্যাত হইয়াছে।

(১) প্রেমসাগরে শ্রোণিতপুর নাম লিখিত আছে। সংস্কৃত শোণিত শব্দ হিন্দুস্থানী ভাষায় শ্রোণিতরূপে লিখিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতিতে শোণিতপুরে বাণ-পরাভব লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই অনুমান হয় যে, বাণপুরই বয়ানা এবং শোণিতপুর শান্তিপুরে (বিজয়মন্দর) রূপান্তরিত।

বাণপুরীতে এখনও উষামন্দর নামে একটী ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বয়ানা নগরের অনতিদূরে বাণগঙ্গা প্রবাহিত। এই নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা যায় যে, বিরাট্-ভবনে অবস্থানকালে অর্জ্জুন গঙ্গাবারি আনয়নের জন্য এখানে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাণবিদ্ধ ছিদ্র হইতে উদ্গারিত জলরাশি নদীরূপ ধারণ করে। কিন্তু এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে যে উষামন্দরের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা অনিরুদ্ধ-পত্নী উষাদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, অথবা বাণযুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ-সম্মিলনরূপ লীলাস্মরণার্থ উষামন্দর নামে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বয়ানার পাঠানরাজগণ এই ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের কতকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া মস্জিদে পরিণত করেন। এই প্রাচীন উষামন্দিরে ১০৮৪ শকে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দির-দ্বারের বাম-ভাগে একটী মিনার। মুসলমানগণ উহার একতলও সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। উহা প্রায় ৩৯॥ ফিট্ উচ্চ, চারিদিকের পরিধি ৮৪॥ ফিট এবং ব্যাস ২৮ ফিট। এখানকার আর একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে ১১০০ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলা-লিপি আছে। ইহাতে বিষ্ণুস্থরি, মহেশ্বরস্থরি ও পঘায়ান্ স্থরি প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই স্থরিবংশীয় রাজগণ বাণবংশধর কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন এখানে কতকগুলি সতীস্তম্ভ, মঠ ও মুসল-মান-সমাধিচিহ্ন পড়িয়া আছে।

মুসলমানাধিকারে বয়ানা নগর ভারতসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ-ধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার সমৃদ্ধি সময়ে আগ্রা সামান্য পরগণা বলিয়া গণ্য ছিল। আবুলফজল্ লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে খ্যাতনামা মুসলমানগণের কবর হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নিদর্শন থাকিলেও উহাতে কাহার নাম পাওয়া যায় নাই। একটী মাত্র কবরের উপর আবুবকর কান্দাহারীর নাম পাওয়া যায়। ভাট মুখে শুনা যায়, ঐ ব্যক্তি ১১৭৩ সম্বতে[২] ঐ প্রদেশ অধিকার করেন, কিন্তু ঐতি-হাসিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা এরূপ কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে দেখিতে পাই যে, ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন্ আইবক বয়ানা আক্রমণ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর নশিরউদ্দীন্ মাহ্মুদ উজীর উলুঘ খাঁর সমভি-ব্যাহারে আসিয়া এই প্রদেশের হিন্দুরাজা চাহড়দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত আবুবকরের আগমন-সংবাদ পাওয়া যায় না[৩]।

বিজয়মন্দরগড়-স্থাপয়িতা যদুবংশীয় রাজা বিজয়পাল ১১০০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। মুসলমান আক্রমণকালে এখানে যদুবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ বিন্ সাম ও কুতব্ উদ্দীন্ আইবক বয়ানা আক্রমণ করিলে রাজা কুমারপাল তিহুনগড় (থানগড়ে) পলাইয়া যান। মুসলমানগণ এখানেও তাঁহার অনুসরণ করে। বহাউদ্দীন্ তুঘ্রিল নামা জনৈক মুসলমান থানগড়ে থাকিয়া এস্থান শাসন করিতেছিলেন। এইস্থান তাঁহার সেনাদলের মনোনীত না হওয়ায় তিনি সুলতানকোট-নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস-স্থাপন করেন। তদবধি এই নূতন নগর প্রাচীন বয়ানার সহিত যুক্ত হইয়া বয়ানা-সুলতান-কোট নামে অভিহিত হয়[৪]।

বহাউদ্দীনের মৃত্যুর পর এইস্থান পুনরায় হিন্দুর শাসনাধীন হয়। মিন্হাজ-ই-সিরাজ লিখিয়াছেন, সামস্ উদ্দীন্ থান-গড় অধিকার করিয়াছিলেন। সম্রাট্ নাসিরুদ্দীন্ মাহ্মুদের সময়ে কৎলুঘ খাঁ বয়ানার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বুলবন্ আলাউদ্দীন্ খিলজী, তোগ্লক শাহ, মহম্মদ তোগ্লকও ফিরোজ তোগ্লকের রাজত্বকালে এই প্রদেশ মুসলমানরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে ৭৮০ হইতে ৮৭০ হিজিরাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান একটী স্বতন্ত্রবংশের শাসনাধীন থাকে। শিলালিপি হইতে তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।—সম্রাট্ ফিরোজ তোগলকের অধিকার-সময়ে এখানে মুঈন্ খাঁ সাদিকি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ পুত্র শামস্ খাঁ রাজা হন এবং ৮০৩ হিজরা সেনাপতি ইক্‌বল খাঁর আদেশে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা মালিক করিম্ উল্-মুলুক (অওহদ্ খাঁ) ৮২০ হিজিরা অবধি রাজত্ব করেন। ৮২৭ হিজি-রায় করিমের পুত্র আমীর খাঁ সৈয়দ মুবারকের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৮৩০ হিঃ, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ খাঁ অওহদি বয়ানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে সৈয়দ মুবারক শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি পরাজিত হন এবং ইত্যবসরে মুক্‌বিল্ খাঁ, মালিক মুবারিজ ও মালিক মাহ্মুদ দিল্লী হইতে আসিয়া এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। ৮৩৫ ও ৮৫০ হিজরায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মহম্মদের বয়ানা-

(২) "এগারশ তিহাতর ফাগ্‌তিজ্ রবিবার।
বিজয়মন্দরগড় তোড়হিয়া আবুবখর কান্দার।"

(৩) কেহ কেহ বলেন, গজনীপতি মাহ্মুদের ভাগিনেয় সৈয়দ সলার মসায়ুদের সহিত আবুবখর আসিয়াছিলেন। সৈয়দসলার ১০২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থাও কালনির্ণয়ে বিশেষ গোল আছে।

(৪) Elliot's Muhummadan Historians, Vol. II. p. 368.

শাসন লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান হয় যে, মহম্মদ কখন স্বাধীন ও কখন বিদ্রোহী হইয়া পরে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন[৬]। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দাউদ খাঁ ৮৫১ হিজিরায় রাজা হন। তৎপরে জৌনপুরের সর্কিরাজগণের সমাগম হয়। ৮৭৮ হিজিরায় বহ্‌লোল লোদী সর্কিদিগকে পরাভূত করিয়া মালবপতি মাহ্মুদ খিলিজিকে এই প্রদেশ দান করেন। ইহার পর আহ্মদ খাঁ জল্‌বানী (৮৯৭ হিজিরায়) সিকেন্দর লোদী কর্তৃক পরাজিত হইয়া খাঁ খানান্ ফর্মুলিকে সিংহাসন দিতে বাধ্য হন। ৯০৭ হিজিরায় তৎপুত্র খাবাজ্ খাঁ শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৯২৬ হিঃ, ইব্রাহিম লোদী খাবাজ্‌কে পরাজিত করেন এবং নিজাম খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। রাণা সঙ্গের আগমনকালে তিনি বাবরের করে বয়ানা সমর্পণ করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর ইস্‌লাম শাহ আদিল খাঁকে এই প্রদেশ দান করেন। এই সময়ে এখানে শেখ ইলাহী নামক একজন মহদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয়। ৯৫৫ হিজরায়, ভণ্ডামির জন্য তিনি নিহত হইয়াছিলেন। খাবাজ খাঁর বিদ্রোহের পর গাজি খাঁ সুর বয়ানা রাজ্য প্রাপ্ত হন। সিকেন্দর শাহসুরের নিকট পরাজিত হইয়া ৯৬২ হিঃ ইব্রাহিম শাহ সুর বয়ানায় আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সেনাপতি হিমু বয়ানা-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। ৯৬৩ হিজরায়, অকবর শাহ কর্ত্তৃক এই প্রদেশ দিল্লীর শাসনভুক্ত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের অবসানে জাট-রাজপুতগণ বয়ানা অধিকার করে। এখনও এই স্থান ভরত-পুরের হিন্দুরাজগণের অধিকারে রহিয়াছে। সেই প্রাচীন দুর্গ ও বিজয়স্তম্ভ এখন বিদ্যমান থাকিলেও তাহার সেই পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে দুর্গে শের শাহের অধিকারকালে (৯৪৫-৯৫২ হিঃ) ৫০০ বন্দুকধারী সেনা ছিল[৭], এখন সেখানে একজন কেল্লাদার ও তাঁহার দুই ভৃত্যমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বয়ার (দেশজ) ১ বায়ু। ২ মহিষ। ৩ গাড়ী টানা বড় ষাঁড়।

বয়েৎ (আরবী) দ্বিচরণ শ্লোক। সাধু বাক্যযুক্ত শ্লোক।

বর (ক্লী) বৃ-অচ্। ১ কুঙ্কুম। ২ আর্দ্রক। ৩ ত্বচ। ৪ বালক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) কর্ম্মণি-অচ্। ৫ জামাতা। ৬ আশাস্য। ৭ ষিড়্গ, জার, উপপতি। ৮ বরণ। ৯ ত্রিফলা। (মেদিনী) ১০ গুড়ূচী। ১১ মেদা। ১২ ব্রাহ্মী। ১৩ বিড়ঙ্গ। ১৪ পাঠা। ১৫ হরিদ্রা। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১৬ শতাবরী। (মেদিনী)

বরকৎ (আরবী) ১ আশীর্ব্বাদ। ২ শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি।

বরকন্দাজ (পারসী) পেয়াদা, চাপরাশি, লোকজনকে ডাকিতে বা পত্রাদি দিতে যে সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহাকে বরকন্দাজ কহে। ইহারা প্রভুর হুকুম পাইলে প্রজা বা অধীনস্থ লোক-দিগকে ধরিয়া আনিতে থাকে। ২ আগ্নেয়াস্ত্রধারী যোদ্ধা। বাঙ্গালায় সামান্য চাপরাসী বা সিপাহী।

বরকরার (পারসী) ১ বিরাম। ২ দৃঢ়তা। ৩ একাগ্রতাযুক্ত।

বরজ (দেশজ) পানের বাগান।

বরট (পুং) শস্য বিশেষ। বর্ব্বট। "কোদ্রবা বরটৈঃ সহ।" (গৃহ্যাসং ২।৮৭)

বরদেবল, (বড় দেউল) যমুনাতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন শিব-মন্দির। আলাহাবাদ হইতে ১২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং মৌঘাট হইতে ৫॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে যমুনা-সৈকতবর্ত্তী উচ্চভূমে স্থাপিত। এস্থান হইতে কলনিনাদিনী যমুনানদী প্রবাহিত দেখা যায়। এই মন্দিরের সমস্তই প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখনও নন্দীসভার কতকাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার ভাস্করশিল্পও অতি সুন্দর। মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তি কর্কোটক নাগ নামে প্রসিদ্ধ।

বরবাসাগর, উঃ পঃ প্রদেশের ঝান্সিজেলার অন্তর্গত একটী নগর। ঝান্সি হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। অক্ষা° ২৫°২২´৩৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৬´৩৫″ পূঃ। একটী গণ্ডশৈলের পাদ-মূলে বরবাসাগর নামক হ্রদের তীরে এই নগর স্থাপিত। পর্ব্বত-ধৌত জল আট্‌কাইবার জন্য হ্রদের একদিকে কৃত্রিম বাঁধ নির্ম্মিত আছে। নিম্নভূমিতে একটী বিস্তীর্ণ আম্রকানন দেখা যায়। ১৭০৫-১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উর্চ্ছারাজ উদিৎ সিংহ নগরের শোভার জন্য ঐ বাঁধ এবং উত্তরপশ্চিমে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খ্যাতনামা ঝান্সির রাণী এই দুর্গের শেষ অধি-কারিণী। ইংরাজাধিকারে ঐ দুর্গ পান্থনিবাসে পরিণত হই-য়াছে। ইহার তিন মাইল পশ্চিমে একটী প্রাচীন চন্দেল-মন্দির। উহার দেবমূর্ত্তি মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে।

বরাসী (স্ত্রী) বস্ত্রবিশেষ। বরাশি, ক্ষৌমী, স্নানবাস। স্থূলশাটক। জালপ্রতিগ্রথিতা।

বরু (পুং) অঙ্গিরস বংশোদ্ভব ঋষিভেদ। আঙ্গিরস। ইনি ঋগ্বেদের ১০।৯৬ মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

বরোদা, জনপদভেদ। [বড়োদা দেখ।]

বর্‌খাস্ত্ (পারসী) ১ কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত, পদচ্যুত। ২ অপদস্থ।

বরখেলাপ (পারসী) বিপরীত। বাক্যাদির পরিবর্ত্তন-করণ।

---

(৬) ৮৩৫ হিঃ ইমাদউলমুলুক বয়ানা আক্রমণ করে। ৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মুবারক শাহের হত্যার পর মহামন্ত্রী সর্ব্বর উল্-মুলুক সিদ্ধপাল নামক জনৈক হত্যাকারীকে এই প্রদেশ দান করেন। ঐ সময়ে মহম্মদ অন্যত্র থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ যুসুফ খাঁ বয়ানা অধিকার করেন।

(৭) Elliot's Tarikh-i-Sher Shahi, Vol. V. p. 416.

বরখেলাপী (পারসী) বিপরীত কার্য্য।

বরগা (দেশজ) গৃহাদির ছাদ-নির্ম্মাণার্থ কড়ির উপর যে খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠ দেওয়া হয়।

বরতরফ (পারসী) কর্ম্মচ্যুত।

বরতরফী (পারসী) কর্ম্মচ্যুতি।

বরদার (পারসী) যে ব্যক্তি ধারণ বা বহন করে, বাহন বা ভৃত্যাদি।

বরদারী (পারসী) বাহক বা ধারক ভৃত্যাদির কার্য্য।

বরদাস্ত (পারসী) সহ্য।

বরফ (পারসী) হিম, ঘনীভূত জল। জল জমিয়া কঠিনতা-প্রাপ্তির পর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বরফ নামে প্রসিদ্ধ। ৩২° ডিগ্রী ফারণ্‌হিট উত্তাপে জল জমিয়া কঠিন হয়। এই কঠিনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জলের দুইটী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। ১ম শ্বেত ও কঠিনাকার। ২য় আয়তনে বৃদ্ধি। জল জমিলে পরিমাণে বাড়িয়া উঠে বলিয়াই শীতপ্রধানদেশে জলের পাইপসমূহ সচরাচর ফাটিয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশে ঐরূপ বরফের পর্ব্বত দেখা যায়। শীতের প্রাদুর্ভাববশতঃ এই স্থানের তুষাররাশি কঠিন হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। হিমালয়াদি পর্ব্বতের হিমানীসিক্ত উচ্চ শিখরে বরফ জমে। কখন কখন উহা খসিয়া যায় এবং গড়াইতে গড়াইতে নিম্নদেশে আসিয়া পতিত হয়। ঐ বরফ খণ্ডের সহিত পর্ব্বতগাত্রও চ্যুত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই স্বভাবজাত বরফ মানবের উপকারার্থ ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কৃত্রিম প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বরফ সাধারণের বিশেষ উপকারী। মৎস্য, মাংস এবং যাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে, এইরূপ দ্রব্যকে বহুদিন রক্ষা করিতে হইলে বরফে ঢাকিয়া রাখা যায়। বহুদূরদেশ হইতে মৎস্য মাংসাদি আনিবার জন্য ইহার বিশেষ আবশ্যক। লবণযোগেও আনা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে লবণের অধিকতর আস্বাদ থাকে। বরফে ঢাকিয়া আনিলে অবস্থার বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি হয় না। জরাদি রোগে মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হইলে, ইহার ব্যবহারে অনেক শান্তিবোধ হয়। রক্তস্রাব, হিক্কারোগ, আহত-স্থান ও প্রসববেদনার সময় বরফ সেবনে বা উপরিভাগে ঘষিলে বহু উপকার পাওয়া যায়। বরফের ব্যবহারজন্য নানা দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে, যেমন, আইস্‌ব্রেকার, আইস্‌ব্যাগ, গেলাস ইত্যাদি। এই বরফের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে উষ্ণ-প্রধান স্থানে রাখিলে ইহা বায়ুকে শীতল করিয়া সেই স্থান ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। এই সুখ উপভোগের জন্য অনেকে বরফ বাটিকা বা বরফ-শৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বরফের উপর-আলোক পতিত হইলে উহার আলোক-বিকীরণশক্তি বাড়িয়া উঠে। আইসল্যাণ্ড দ্বীপের ঊষালোক এবং উত্তরমেরুর হিম-জ্যোতিঃ (Aurora Boaresels) ইহার অন্যতম কারণ।

বরাৎ (পারসী) ১ প্রয়োজন। ২ কার্য্যানুরোধ। ৩ অন্যের উপর ভারার্পণ বা অনুজ্ঞা।

বরাইচ, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন, ভূ-পরিমাণ ২৭৪০ বর্গমাইল। এখানে ঘর্ঘরা ও রাপ্তি-নদী প্রবাহিত। নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ এবং প্রায় ১৩ মাইল প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয় ব্যতীত এখানে কৌরিয়ালা, মোহন, গীর্বা, সরযূ, ভকুলা, সিংহীয়া প্রভৃতি কএকটা শাখানদী বিদ্যমান আছে। জলের অভাব না থাকায় এখানে সকলপ্রকার রবি ও খারিফ শস্যের চাস এবং পর্য্যাপ্ত ফসল হইতে দেখা যায়। ঐ সকল শস্য নদীবক্ষে ইতস্ততঃ রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চিনি, তুলা, তামাকু, আফিম, নীল প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা বিক্রয়ার্থ যথানিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার উত্তরাংশে প্রায় ২৫৭ বর্গ মাইল বন্যভূমি ইংরাজরাজের সুরক্ষিত। স্থানীয় প্রবাদ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা পবিত্রচেতা ঋষিগণের ব্রহ্মারাধন জন্য এই স্থান মনোনীত করিয়াছেন।[১] অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে এই স্থান উত্তরকোশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামচন্দ্রের পুত্র লব রাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী শ্রাবস্তী নগরীতে (সেটমহেটে) রাজত্ব করিতেন। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়ে উত্তর কোশলরাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই জেলার অন্তর্গত কপিলবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রাবস্তিতে ১৯শ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার নবধর্ম্মপ্রভাবে এখানে তৎকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। [বুদ্ধদেব দেখ।] চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ছিলেন। তণ্ডবা নামক গ্রামেও কতকগুলি বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধমাতা মহামায়ার মূর্ত্তি 'সীতা-মাই'রূপে পূজিত হইতেছেন।

রাজপুত জাতির অত্যাচারে বিতাড়িত হইয়া ভরগণ এখানে আসিয়া বাস করে এবং ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই প্রদেশের অধিকারী হয়।

১০৩৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দসলার মসাউদ বরাইচ আক্রমণ করেন। এখানে রাজপুতদিগের নিকট তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

(১) প্রবাদ, ব্রহ্মার ইচ্ছায় যাগযজ্ঞের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া এই স্থান ব্রহ্মা-ইচ্ছ বা ব্রহ্মা-ইষ্টি হইতে বরাইচ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ ভরনামক অধিবাসী হইতে এই স্থানের 'ভরৈচ' নাম নির্দ্দেশ করেন।

এখানে তাঁহার দেহের কবর হয়। তাঁহার সমাধিমন্দির মুসলমানের নিকট তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। স্বলতান শামস্ উদ্দীন্ আলতমাসের পুত্র নাশির উদ্দীন্ ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে এই জেলা শাসন করিতেন। তৎপরে ক্রমে আন্সারি মুসলমানগণ এই স্থানের কতকাংশ অধিকার করে। সম্রাট্ গয়াস্ উদ্দীনের অধিকারকালে এখানে সৈয়দবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভররাজগণ বলপূর্ব্বক বিতাড়িত হন। সম্রাট্ ফিরোজশাহের রাজত্বকালে এখানে দস্যুর উপদ্রব হয়। বরিয়াশাহ নামক জনৈক মুসলমান-সেনানী দস্যুদলকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট্ তাঁহাকে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। ইকৌনা গ্রামে তাঁহার রাজপাট স্থাপিত হয়। তাঁহার বংশধরগণ জমিদাররূপে গোণ্ডা ও বরাইচ জেলার অনেক সম্পত্তি-ভোগ করিতেছেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজপুত দুইভ্রাতা এখানে আসিয়া বামনৌতীর ভরসর্দ্দারের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। কাশ্মীর প্রদেশের রাইক (রৈক) নামক স্থান হইতে আসেন বলিয়া তাঁহারা ও তদ্বংশধরগণ রাইকবাড় নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহাদের সুশাসনে ভররাজ্য উন্নতিপথে অগ্রসর হয় এবং ভররাজা দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হন। ক্রমে ভরেরা প্রতিপালক রাজাকে হত্যা করিয়া আপনারা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে অধিকার বিস্তার করেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষ ভাগে ইহার পূর্ব্ব জনবার (বরিয়াশাহের বংশ), দক্ষিণ—আন্সারি, পশ্চিম—রাইকবাড় এবং উত্তরাংশ স্বাধীন পার্ব্বতীয় সর্দ্দারগণের অধিকারে ছিল। বহ্লোল লোদীর ভাগিনেয় কালাপাহাড়ের শাসন সময়ে এই স্থান কতক পরিমাণে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অকবরশাহের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) এই স্থান সরকার বরাইচ নামে গণ্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে রাইকবাড় ও জনবারগণ যুদ্ধবিগ্রহাদির দ্বারা আপনাপন সম্পত্তি বাড়াইতে যত্নবান্ হন। সম্রাট্ শাহজাহান জনৈক কর্ম্মচারীকে উত্তরের নান্পাড়া রাজ্য প্রদান করেন। এই স্থান সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া গণ্য।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব উজীরগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৬ষ্ঠ নবাব সয়াদৎ খাঁ অর্থদ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ বর্দ্ধিত করেন। ১৮০৭-১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বলাকিদাস ও তৎপুত্র রায় অমরসিংহের শাসন সময়ে বরাইচ রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তৎপরে হালি আলীখাঁর প্রজাশোষণে রাজ্য মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটে। ১৮৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে রঘুবর দয়াল রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনে বরাইচে ঘোর অত্যাচার সংঘটিত হয়, সেই সময় ভীতির রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজের শাসনাধীন হইলে এখানকার দুঃখ অপনোদিত হয়। প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে যে ভূম্যধিকারী এই মহাবিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপিত হইবার পর, তাহাদের অধিকৃত সম্পত্তি রাজভক্ত প্রজাগণের উপর সমর্পিত হয়।

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৯২ বর্গমাইল।

৩ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল। বরাইচ নগর হইতে গোণ্ডা, ইকৌনা, ভিঙ্গা ও নানপাড়া প্রভৃতি স্থানে গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা আছে। ঐ সকল পথ বাণিজ্যের বিশেষ উপকারী। কর্ণেলগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। বহরমঘাটেও একটী আড্ডা আছে এখান হইতে শস্যাদি লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হয়।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বহরমঘাট হইতে নেপালগঞ্জ যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৪´ ৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩৮´ ২২´´ পূঃ। মিউনিসিপালিটি ও পুলিসের তত্ত্বাবধানে থাকায় ইহার রাজপথাদি আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে। জল নিকাশের জন্য ড্রেন্ও আছে। ঘর্ঘরা-নদীতীরে গবর্মেণ্টের অট্টালিকা ও য়ুরোপীয়গণের আবাস। মসাউদের সমাধিমন্দিরই এখানকার দেখিবার জিনিস। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে একটী মেলা হয়। প্রায় ১॥০ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ঐ সময় মসাউদের মস্জিদ দেখিয়া যায়। নবাব আসফ্ উদ্দৌলার দৌলৎখানা ১৭২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, মূলতানবাসী মুসলমান সাধুর ধর্ম্মমন্দির এবং মসাউদের অনুচরগণের কএকটী কবর উল্লেখযোগ্য।

বরাইল, আসাম প্রদেশের উত্তর কাছাড়ের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতমালা। খাসি, নাগা ও মণিপুর-পর্ব্বতমালার সহিত ইহা সংযোজিত। ইহার উচ্চতা কোথাও ২৫০০ ফিট্, কোথাও বা ৫০০০ ফিট্। এই পর্ব্বত বনমালা-সমাচ্ছাদিত। ইহার একটী শাখা হইতে বরাকনদী প্রবাহিত।

বরাক, (বারক) আসামের উপত্যকাভূমিপ্রবাহিত একটী নদী। কাছাড় পর্ব্বতের অঙ্গামী-নাগাদিগের অধিকৃত কোহিমার নিকট ইহার উৎপত্তি। পরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া মেঘনায় মিলিত হইয়াছে। তিপাইমুখ গ্রামের নিকট ইহার তিপাই শাখা অবস্থিত। বাঙ্গা গ্রামের নিকটে ইহা দ্বিধা বিভক্ত হয়। উত্তরে সুরমা ও দক্ষিণে কুশীয়ারা

নামে প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তরকাছাড়, খাসিয়া, জয়ন্তী, লুশাই ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপথ হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহাতে মিশিয়াছে, তন্মধ্যে জিরি, চিরি, মধুরা, জাতিঙ্গা, লুবা, চেঙ্গরখাল, পৈন্দা, সোণাই, কাটাখাল, লঙ্গাই মহু ও খোয়ার শাখাই প্রধান।

বরাক্‌ ও তাহার শাখাগুলিতে সকল সময়েই জল থাকে। পূর্ব্ববঙ্গীয় বেলকোং ও ইণ্ডিয়া জেনারল ষ্টীমনেভিগেসন কোম্পানীর দুইখানা ষ্টীমার এই নদীর সুরমা ও কুশীয়ারা শাখা দিয়া শিলচর, শিয়ালটেক, শ্রীহট্ট, ছাতক, কোচুয়ামুখ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালগঞ্জ প্রভৃতি নগরে গমনাগমন করে। এ প্রদেশের দ্রব্যাদি এই নদী দিয়া মেঘনাতীরবর্ত্তী ভৈরব-বাজারে আনীত হয়।

বরাকর, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী নদী। ছোটনাগপুরের অধিত্যকা প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম অতিক্রমপূর্ব্বক শঙ্খতোরিয়া গ্রামের নিকট দামোদরে মিলিত হইয়াছে।

২ উক্ত নদীর অববাহিকাভূমিও বরাকর নামে খ্যাত। এখানে বিস্তৃত কয়লার খনি আছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় কয়লার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির আছে। এ ছাড়া বিষ্ণুর নানা অবতারমূর্ত্তিশোভিত অনেক মন্দিরও আছে। ইহার ৩ ক্রোশ উত্তরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির বা দেবীস্থান। এই মন্দিরে কল্যাণেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানকার একখানি শিলালিপিতে পঞ্চকোটের একরাজার নাম পাওয়া যায়। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে শিলালিপিতে "শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরীচরণপরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশর্ম্মা" এইরূপ পাঠ লিখিত আছে। মূলমন্দিরের পার্শ্বদেশে আরও কএকটী মন্দির দেখা যায়।

ঐ দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা জনৈক রোহিণী (দেওঘর)-বাসী ব্রাহ্মণ সম্মুখের নালায় একটী রত্নালঙ্কারবিভূষিত হস্ত উত্তোলিত হইতে দেখিয়া পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণসিংহকে সংবাদ দেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুসারে রাজা ঐ প্রস্তর জলমধ্য হইতে উঠাইয়া দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। আরও শুনা যায়, যে বঙ্গরাজকন্যা কল্যাণদেবী শ্বশুরালয়ে গমনকালে পিতৃকুলদেবী লইয়া আইসেন। দেবী বালিকাকে স্বপ্ন দেন, যে তিনি একবার মৃত্তিকায় রক্ষিত হইলে আর উঠিবেন না। বালিকা এই নদীতীরে আসিয়া হস্তপদপ্রক্ষালনার্থ দেবীমূর্ত্তি এখানে স্থাপন করেন। দেবী আর এস্থান ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া কল্যাণীদেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বরাক্‌জই (বারক্‌জৈ) প্রসিদ্ধ দুরাণী নামক আফগান জাতির একটী শাখা। দুরাণীদিগের মধ্যে এই বরাক্‌জই জাতি একসময়ে কান্দাহার নগরে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। আহ্মদশাহ আবদালী ও জমান শাহের রাজত্বকালে পয়ান্দা খাঁ বরাক্‌জৈ কান্দাহার-রাজসিংহাসনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জমান শাহ রণজিতের সহিত সন্ধি করিলে পয়ান্দা বিরক্ত হইয়া সুজা উল্-মুল্‌ক্‌কে সিংহাসনে বসাইতে ষড়যন্ত্র করেন, পরে জমান্ কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপুত্র ফতে খাঁ জমানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মাহ্মুদকে কাবুলসিংহাসনে বসাইয়া দেন। ইহার পর তিনি পেশাবরে সুজা খিলজাই জাতিকে পরাজিত করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান ও রুষরাজ আলেকসন্দারের আক্রমণ-ভয়ে ইংরাজরাজ সুজার সহিত সন্ধি করেন। পূর্ব্বেই সুজা (১৮০৩ খৃঃ) মাহ্মুদকে বন্দী করিয়াছিলেন। ফতে খাঁ পুনরায় সুজাকে পরাস্ত করিয়া মাহ্মুদকে কাবুল সিংহাসনে বসান এবং নিজে কাবুলরাজমন্ত্রী হন। তিনি বরাক্‌জইদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিশেষ বদান্যতা দেখাইতে লাগিলেন; কাজেই তাঁহার দল দিন দিন পুষ্ট হইতে লাগিল। মাহ্মুদ নিজ ভৃত্যকে এরূপ ক্ষমতাশালী জানিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি ফতেখাঁর অধীন থাকিতে বাধ্য হইলেন না। পারস্যরাজ হিরাট অধিকার করিলে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ তাঁহাকে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত পারস্যসৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া ক্রমেই মাহ্মুদ ও তৎপুত্র কামরান্ ঈর্ষাপরবশ হইয়া শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ উজীরকে ছলে বন্দী করিয়াই তাঁহার চক্ষে অগ্নিশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল। এই নিষ্ঠুর আচরণে বরাক্‌জই সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া মাহ্মুদ ও কামরান্‌কে হিরাট পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া হত্যা করে। গজনীর নিকট দোস্ত মহম্মদের সহিত মাহ্মুদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ফতেখাঁ হত্যার প্রতিশোধ লইয়া বরাক্‌জাই-সর্দ্দার দোস্ত মহম্মদ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলনগরে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তদীয় ভ্রাতা শেরদিল্ রাজা হন। এইরূপে দুরাণীবংশের সিদোজাই শাখার অবসান হইলে আফগানরাজ্যে বরাক্‌জাই-শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য-সেনানী আব্বাস মীর্জা হিরাট আক্রমণ করিলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। সুযোগ বুঝিয়া সুজা কাবুল আক্রমণ করেন; কিন্তু দোস্ত মহম্মদ ও তদীয় ভ্রাতা কুন্দিলের সমক্ষে পরাজিত হইয়া তিনি খেলাত মাশির খাঁর নিকট আশ্রয়লাভ করিলেন। কান্দাহার-যুদ্ধে জয়ী হইয়া বরাক্‌জাইগণের প্রভাব আরও বাড়িয়া যায়।

সর্দ্দার দোস্ত মহম্মদ লর্ড অক্‌লণ্ডের সুশাসনে ভীত হইয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রুষরাজের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। ঐ সময় সর আলেকজাণ্ডার বার্ণেশ দূতরূপে কাবুলরাজসভায় উপস্থিত হন। দোস্ত মহম্মদ ইচ্ছা থাকিলেও রুষদূত ভিট্‌কোভিকের প্ররোচনায় ইংরাজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই আচরণে অপমানিত জ্ঞানে ইংরাজরাজ সুজা উল্-মুল্‌ক্‌কে আফগানরাজ্যের যথাযথ উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দোস্তের বিপক্ষতা আরম্ভ করিলেন[১]। এই অবসরে সুজাও রণজিৎসিংকে ভূমিদানে ঠাণ্ডা করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজসেনাদল লইয়া কাবুল সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের বেতনভোগী হইয়া নজরবন্দী রহিলেন।

বরাখতি, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বরাগাই (মরঙ্গবুরু) ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৪৫ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপরিস্থ ঢালুদেশে 'জুমের' চাস হয়।

বরাগাঁও (চিৎ-ফিরোজপুর) উঃ পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সরযূনদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৫´ ৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°২´ ৩৯´´ পূঃ। এখানে নানাস্থানে জাত শস্যাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

বরাগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে স্থানীয় বস্ত্র, চিনি ও লৌহাদি বিক্রয়ার্থ হাট বসে।

বরাণারি, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রনগর।

বরাতিয়া, চাটগাঁর অন্তর্গত একটী নগর।

বরাতী (পারসী) আবশ্যকীয়। যেমন বরাতী চিঠি।

বরাতেহী, বাঙ্গালার কটকজেলার অন্তর্গত অসিয়া পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে স্থানীয় পূর্ব্বতন কোন সামন্তরাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

বরাবর্ (পারসী) ১ ধারাবাহিকরূপে, ঋজুভাবে, সিধা, সোজা, এদিক্ ওদিক না ফিরিয়া। ২ নিকট, সমীপ। ৩ সম্মুখবর্ত্তী, পাশাপাশি।

বরাবার, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। এখানকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু স্থপতিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের আদরের জিনিব। অক্ষা° ২৫°১´ হইতে ২৫°২´৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৩´ ৩০´´ হইতে ৮৫° ৭´ পূঃ। ইহার অদূরে পাটনা-গয়া রেলপথের বেলা নামক ষ্টেসন। এই পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরে সিদ্ধেশ্বর নামক প্রাচীন শিবমন্দির। দিনাজপুরের অসুররাজ বারা এই মন্দির স্থাপন করেন। স্থানীয় প্রবাদ, ঐ অসুররাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্রপদে এখানে একটী মেলা হয়। এই পর্ব্বতের দক্ষিণতটে নানা দেবমূর্ত্তিসুশোভিত দেখা যায়। এখানকার একটী পর্ব্বতগাত্রে সাতটী গুহা আছে, উহা 'সাতঘর' নামে খ্যাত। ঐ গুহার নিকটে পালিভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, চারিটী প্রাচীনতম গুহা ৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপর ৩টী গুহা নাগার্জ্জুন-পর্ব্বতে অবস্থিত[১]। ইহার নিকটে পাতালগঙ্গা নামক পবিত্র প্রস্রবণ। কাকদেশ (কেউয়া দোলা) নামক শিখরের নিম্নভাগে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতে বহুপ্রাচীন সময় হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযোগানন্দ, বিদেশবাসী বসু, যোগি-কর্ম্মমার্গ ভয়ঙ্করনাথ প্রভৃতি জৈন ভদন্তগণ এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কতকগুলি জৈন যতিদিগের বাসার্থ অশোক ও তৎপৌত্র দশরথ এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থান 'খলতিক' নামে গণ্য ছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে রাজা শার্দ্দূলবর্ম্মা ও অনন্তবর্ম্মার অধিকার কালে এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে দেবমাতা কাত্যায়নী ও মহাদেব প্রভৃতি হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই স্থান ব্রাহ্মণের অধিকারে থাকায় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এস্থানের কোন উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের পর নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে মুসলমান ফকিরগণ আসিয়া আস্তানা করেন, মীর্জ্জা মন্দই ও ইদ্‌গা প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

বরামদ (পারসী) অভিযোগ।

বরারি, সিন্ধুপ্রদেশের আহ্মদাবাদ নগরের সন্নিকটস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানে রাজা চোবনাথের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। [ভরারি দেখ]

বরিজানগড়, পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন দুর্গ।

---

(১) এই সময় ইংরাজ, সুজা ও রণজিৎ তিন একত্র একটী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কথা থাকে, ইংরাজ সুজাকে রাজা করিয়া দিবেন, সুজা পারস্য ও রুষ আক্রমণ হইতে ভারতসীমান্ত রক্ষা করিবেন এবং রণজিৎসিংহ সুজার অধিষ্ঠানকল্পে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিবেন।

(১) ঐ সপ্তগৃহের মধ্যে—কর্ণচৌপর, সুদামা, লোমশ ঋষি, ও বিশ্বগুহা বরাবর পর্ব্বতে এবং নাগার্জ্জুনী বা সোপীয়, ব্রাপীয় ও বড়থিকা তিনটী নাগার্জ্জুন পর্ব্বতে অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক ও তৎপৌত্র দশরথের শিলালিপি পাওয়া যায়।

বরিদহাটী, ২৪ পরগণার বারুইপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটা রাজস্ব-বিভাগ। বিষ্ণুপুর, বনমালিপুর, জয়নগর, নিজ মথুরাপুর, মল্লিকপুর ও মগরাহাট প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। ঐ ক্ষুদ্র নগরগুলি কলিকাতার দক্ষিণে এবং ধান্যাদি বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। মগরাহাটে পূর্ব্ববঙ্গ রাজকীয় রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে।

বরিদশাহী, দাক্ষিণাত্যের একটী মুসলমান-রাজবংশ। বাহ্মনী রাজবংশের অধঃপতন সময়ে দক্ষিণ ভারতে পাঁচটী মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বরিদশাহী তাঁহার মধ্যে একটী। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাসিম বরিদ একজন তুর্কী বংশীয় ক্রীতদাস। বাহ্মনীরাজ ২য় মাহ্মূদের তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র আমীর বরিদ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন। তিনি বালক বাহ্মনীরাজ ২য় আহ্মদকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি আলাউদ্দীন ওয়ালি উল্লা ও কলাম উল্লা প্রভৃতি তিনজনকে রাজ-তক্তে বসাইয়াছিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে কলাম রাজ্যচ্যুত হইলে আহ্মদনগরে পলায়ন করেন। এই সময় আমীর বরিদ বাহ্মনী রাজধানীতেই আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বিদার নগর ইস্মাইল আদিলশাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপুত্র আলী বরিদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং আহ্মদনগরপতি বুর্হানশাহের সহিত যুদ্ধে স্বীয় বহু সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন।

বিদার বা আহ্মদাবাদের বরিদশাহী-রাজবংশ।

কাসিম বরিদ—১৪৯২—১৫০৪ খৃষ্টাব্দ।
আমীর বরিদ—১৫০৪—১৫৪৯ „
আলী বরিদশাহ—১৫৪৯—১৫৬২ „
ইব্রাহিম বরিদশাহ—১৫৬২-১৫৬৯ „
কাসিম বরিদশাহ—১৫৬৯—১৫৭২ „
মীর্জাআলী বরিদশাহ—১৫৭২—১৬০৯ „
আমীর বরিদশাহ (২য়)—১৬০৯ „

[বিস্তারিত ইতিহাস বিদার ও বিদর্ভ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বরেন্দা, (ব্রোয়ঙ্গ) পঞ্জাব প্রদেশে বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়-গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১২´ পূঃ। পবর নদী অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আসা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫০৯৫ ফিট্ উচ্চ।

বরেলা, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার অন্তর্গত বনবিভাগ। এখানে প্রায় ১০ বর্গমাইল স্থান শালবৃক্ষে পূর্ণ।

বরেলি, উঃ পঃ প্রদেশের একটা জেলা। [বেরেলী দেখ।]

বরোদমের, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত নগর।

বর্কলুর, (বর্সলোর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কানাড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন এই স্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। ১৫৮১-৮৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-লেখক ফেরিয়া-ই-সুজা লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে এই নগরে স্বাধীন বাণিজ্য চলিত। পর্ত্তুগীজগণ এখানে দুর্গস্থাপন করিলে ক্রমেই এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস হয়। [বৈরুড় দেখ।]

বর্খেরা, (বড় বা মোটা) মধ্যপ্রদেশের ভীল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত সম্পত্তি। এখানকার ভূমিয়া সর্দ্দারগণ ধার ও সিন্দিয়ারাজের সামন্ত বলিয়া গণ্য।

বর্খেরা, (ছোট বা সোহুর) উক্ত এজেন্সীর অন্তর্গত আর একটী ঠাকুরাত-সম্পত্তি। এখানকার ভূমিয়া সর্দ্দার বড় বর্গেরার সর্দ্দারের সহিত একযোগে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বর্গড়, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬৫ বর্গমাইল। এখানকার বড়র পাহাড়ের উপর বিস্তৃত বন আছে। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীগণ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেব্রীগড়ের গৌড়দুর্গ এই পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত। জিরা নামক মহানদীর শাখা এখানে প্রবাহিত।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২১´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৩´ ১৫´´ পূঃ। এখানে একপ্রকার দেশী কার্পাসবস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বগা, বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়সঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৯´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ।

বর্গী, মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ বাঙ্গালায় বর্গী[১] নামে খ্যাত। ইহারা দলে দলে সশস্ত্র আসিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইত। এই দস্যুদিগের হস্তে পরিত্রাণলাভের জন্য পূর্ব্বে যে খাত কাটা হয়, কলিকাতার দক্ষিণ (আলীপুরের নিকট) এবং পূর্ব্বে (শ্যামবাজার উল্টাডিঙ্গীর নিকট) এখনও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। ঐ খাল ইংরাজের ইতিহাসে মরাঠা ডিচ্ (Maratha Ditch) নামে খ্যাত। বর্গীদিগের এই উপদ্রবের কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শুনা যায়। বাঙ্গালী রমণীগণ নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে ঘুম পাড়াইবার কালে বর্গীর আগমন-সূচক গান করিয়া থাকেন।[২] মরাঠাগণ প্রত্যেকের নিকট কর আদায় করিত। উহা ইতিহাসে চৌথ নামে প্রসিদ্ধ। রমণীগণও

---

(১) মহারাষ্ট্রে 'বারগীর' অর্থ অশ্ববহ। মুসলমানগ্রন্থে 'বর্গীর' নামে খ্যাত।

(২) "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ুল বর্গী এল দেশে।
চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

কিরূপে বর্গী দস্যুর খাজনা দেওয়া যাইবে তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতেন।

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিজয়ের পর রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, চৌথ আদায়ের জন্য ৪০ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত[১] পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে আসিতেছেন। ক্রমে এই মহারাষ্ট্রবাহিনী বর্দ্ধমানের সমীপদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নবাব সসৈন্যে তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই অশ্বারোহী বর্গীগণ নগরের একদেশ আক্রমণপূর্ব্বক অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।[২] কএকদিন ধরিয়া নবাবসৈন্য ও মহারাট্টা-দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। জয় পরাজয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না দেখিয়া নবাব অতিথি সৎকারস্বরূপ বর্গীসর্দ্দারকে দশলক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। পুনর্যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া মহারাষ্ট্রসেনানী ভাস্করপণ্ডিত ১ কোটি মুদ্রা চাহিয়া বসিলেন। সন্ধিপ্রস্তাবে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া নবাব পুনরুদ্যমে বর্গীদমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুস্তাফা প্রভৃতি আফগান সেনাপতিগণ প্রাণপণে ও অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে নিরুৎসাহ হইয়া মহারাট্টাগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক কাঁটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইল। নবাবসৈন্যও বিপক্ষের পশ্চাদনুসরণ করিল। পূর্ব্বযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাবসৈন্যের রসদাদি হস্তগত করিয়াছিল। একে আহার্য্য নাই, দ্রব্যসামগ্রী সকল শত্রুহস্তগত, তাহাতে আবার বর্গীর উৎপীড়নে প্রজাগণ গৃহত্যাগী,[৩] কাজেই পথিমধ্যে খাদ্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া বাঙ্গালী সৈন্য ক্ষুধায় অস্থির, তাহার উপর আবার পশ্চাৎ হইতে বর্গীর আক্রমণে বিশেষ উত্যক্ত হইয়া পড়িল। এমন কি সরোবরতীরে তরুতলে নিশিযাপন এবং বৃক্ষপত্র ও শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া অনেককে উদরপূর্ত্তি করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আলীবর্দ্দীর অদৃষ্টে এমন দিন যায় নাই যে বর্গীর সহিত বঙ্গীয় সেনার যুদ্ধ না ঘটিয়াছিল এবং অনশনক্লিষ্ট সেনাদলকে ভৃষ্ট তণ্ডুলাদি খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল।[৪]

বর্ষা সমাগত দেখিয়া বর্গীগণ কাঁটোয়ায় থাকিতে বাধ্য হইল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাহারা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ও জগৎশেঠের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল। পুনরায় কাঁটোয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারা অজয়-পারে সাঁকাই দুর্গ অধিকার করিল। বর্গীর আগমনে অধিবাসিগণ পলায়ন করিল, সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের অভাব হইল না। মীর হবীবের পরামর্শে তাহারা বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অধিকারপূর্ব্বক অত্যাচার আরম্ভ করে। উত্তরে রাজসাহী ও রাজমহল পর্য্যন্ত তাহারা হস্তপ্রসারণ করিল। ভীত প্রজাবর্গ মালদহ ও রামপুর বোয়ালিয়ার দিকে বাসস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত গ্রাম ও নগর বিশেষতঃ কাঁটোয়া ও দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চল একবারে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল।

হুগলি বন্দরে বর্গীদিগের প্রধান আড্ডা নিরূপিত হইল। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের লোকে দলে দলে আসিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইল। নবাব আলীবর্দ্দীর সম্মতিক্রমে ইংরাজ-কোম্পানী স্থানীয় লোকের দ্বারা বিনাব্যয়ে কলিকাতার তিনদিকে গড়খাত নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি মহারাষ্ট্রখাতের চিহ্ন বর্ত্তমান।

বর্ষাপগমে নবাব পুনরুদ্যমে কাঁটোয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বর্গীগণ এই সময় বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই রাজস্ব আদায় করিতেছে। মুসলমান সেনানায়ক মুস্তাফা ও মীরজাফর সবেগে বর্গীদিগকে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্রদল উপায় না দেখিয়া পলায়নপর হইল। ভাস্কর পণ্ডিত মীর হবীবের পরামর্শানুসারে বিষ্ণুপুর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে প্রবেশ করিল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মসুমখাঁ সেনাদলসহ হরিহরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, বর্গীদিগের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। এ দিকে শিবরাওর অধীন মহারাষ্ট্রদল এবং দেশমধ্যে বিক্ষিপ্ত অন্যান্য বর্গীগণ মেদিনীপুরের দিকে ধাবমান হইতেছিল। বর্গীগণ উড়িষ্যাপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে।

সেনাপতি ভাস্কর রামের প্রথম পরাভবেই নাগপুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎসাহহীন হয়। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রঘুজী ভোঁস্‌লে সসৈন্যে বঙ্গে উপনীত হন। এদিকে বাদশাহের পত্রানুসারে চৌথ আদায়ের জন্য বালাজীরাও বেহারপথে অগ্রসর হইয়া মুর্শিদাবাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

(১) বিখ্যাত মহারাষ্ট্র সর্দ্দার রঘুজী ভোঁস্‌লের রণনিপুণ সেনানী।

(২) ইতিহাসে বর্গী আক্রমণের নানাকারণ দর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যারাজের দেওয়ান মীরহবীব প্রতিহিংসাসাধনের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করেন।

(৩) মতাক্ষরীন্ বলেন, তাহারা যে স্থান দিয়া গমন করিত, তাহার চারিদিকের ১০ বা ১২ ক্রোশ স্থান জ্বালাইয়া দিত।

(৪) বর্গীগণ কাঁটোয়া পৌঁছিয়া নগর-লুণ্ঠনের পর অগ্নিযোগে কাঁটোয়ার বিখ্যাত শস্যভাণ্ডার নষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্গীয় সৈন্যের খাদ্যাভাবে কষ্টসহিষ্ণুতা এবং যুদ্ধকালে অপূর্ব্বসাহসের কথা তারিখ-ই-মুহুফি নামক মুসলমান গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হলওয়েল্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্রসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আলীবর্দ্দী খাঁর সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার জীবনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা।

পথিমধ্যে তাঁহার সেনাদল স্বাভাবিক লুণ্ঠন করিতে ত্রুটী করে নাই। উভয়দিক্ হইতে মহারাষ্ট্রকটকের পদার্পণে বাঙ্গালার দুরবস্থার একশেষ হইল। আলীবর্দ্দী খাঁ সত্বর বেহারের বাকী চৌথ সমস্ত পরিশোধ করিয়া এবং তৎসহ মূল্যবান্ উপঢৌকন দিয়া বালাজীকে শান্ত করিলেন। এখন উভয় সৈন্যে মিলিত হইয়া রঘুজীকে দূরীভূত করাই স্থির হইল। রঘুজী বালাজীর আগমনে পশ্চিম দিক্ দিয়া পলাইলেন।

পর বর্ষে রঘুজী পুনরায় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। পুনরায় পশ্চিম বঙ্গ বর্গী-ভয়ে ভীত হইল। নবাব উপায়ান্তরহীন হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ছলক্রমে অনুচর সহ মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্কর মানকরের নবাবশিবিরে আনীত ও মুসলমানগণের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হইলেন। অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রসেনা মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পর রঘু গাইকবাড়ের অধীনে পরিচালিত হইয়া স্বদেশে পৌছিল।

ইহার মধ্যে নবাব-সেনানী মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অধিকারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু নবাব সৈন্যের আগমনে হতোদ্যম হইয়া তিনি চনারের অভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময়ে আলীবর্দ্দী সংবাদ পাইলেন যে, ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রঘুজী ভোঁসলে মহাসমারোহে বাঙ্গালায় আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল এইবার নবাবের দুষ্কৃতির জন্য বাঙ্গালার হতভাগ্য প্রজাগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। অর্থের জন্য উৎপীড়ন ও গৃহদাহ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ধন লুকাইয়াছে সন্দেহ হইলে নাসা, কর্ণ, হস্তপদ এবং অকারণে রমণীগণের কুচচ্ছেদন অবাধে বর্গীদিগের হস্তে সম্পাদিত হইত। নবাব বর্গীদমনে সমর্থ না হইয়া পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এককথা লইয়া প্রায় ছইমাস অতিবাহিত হয়।

এদিকে মুস্তাফার আক্রমণ জন্য নবাব আলীবর্দ্দী বিশেষ বিজড়িত হইয়াছিলেন। জগদীশপুরের প্রচণ্ড যুদ্ধে মুস্তাফার মৃত্যু হইলে নবাব কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পুনরায় তিনি মহারাষ্ট্র শত্রু-দমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সন্ধির প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রদূতকে বিদায় দিলেন। এই সময় বর্ষাকাল, রঘুজীর দল বর্দ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। স্বয়ং রঘুজী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এমন সময় ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নবাবসৈন্য বহির্গত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ আক্রমণ করিল। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব হইল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। রঘুজী মীর হবীবের পরামর্শানুসারে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করাই স্থির করিলেন। বর্গীদল নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়াই লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। নবাবের আগমন শুনিয়া বর্গীদল দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করে। কাটোয়ার সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রঘুজী বেহার যাত্রা করেন।

নবাব যখন মুস্তাফার বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত; উড়িষ্যা প্রদেশ তৎকালে বর্গীর উপদ্রবে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। মীরজাফরখাঁ নবাবের আদেশে তাহাদিগকে মেদিনীপুরে পরাজিত করিয়া কর্ম্মনাশাতীরে ছাউনী করিলেন। তিনি রঘুজীর পুত্র জানজীর অধীনে বর্গীদিগের আগমন সংবাদ পাইয়া বর্দ্ধমানের দিকে আসিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানে বর্গীদিগের উপদ্রব হয়। এখানে বর্গীদল পুনরায় পরাজিত হইয়াছিল। জানজী মেদিনীপুরে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার মাতার পরলোকগমন সংবাদ পাইলেন। মীর হবীরকে উড়িষ্যায় রাখিয়া তিনি স্বদেশযাত্রা করেন। এই সময়ের পর বর্গীদল আর বাঙ্গালায় বিশেষ উপদ্রব করিতে পারে নাই। তাহারা আসিয়া লুটপাট করিত এবং নবাব-সৈন্য নিকটে আসিলে পলাইয়া যাইত। বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদনুসরণ করিলেন, ফল পূর্ব্বমতই হইল। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে আলীবর্দ্দী খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বাঙ্গালার নবাবকে উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইল। তিনি বাঙ্গালার চৌথ বাবদ বার্ষিক ১২লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এতদিনের পর বঙ্গে বর্গী-উপদ্রবের শান্তি হইয়াছিল।

বর্জহ (পুং) দুগ্ধের উৎপত্তিস্থান। "বক্ষ উদ্রেববর্জ্জহং" (ঋক্ ১।১২।৪) 'বর্জহং পয়স উৎপত্তিস্থানং' (সায়ণ)

বর্জহ্ন (স্ত্রী) চুচুক, স্তনের অগ্রভাগ।

বর্ফি (দেশজ) মিষ্টান্নবিশেষ, ক্ষীর ও চিনি দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু।

বর্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে সদর কাছারি আছে।

বর্সানা, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভরতপুর রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলের তটদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৪´ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়াভাগে শ্রীকৃষ্ণভার্য্যা রাধিকা দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির হইতে সিঁড়িদ্বারা মধ্যস্থলে আসিয়া মহিবনের মন্দির দেখা যায়। এই নগর ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; উহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এখানে কতকগুলি পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। অনেকে পুণ্যলাভার্থ এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আইসে।

বর্সি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুরের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৯৬ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৮° ১৩´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৪´ ৩০´´ পূঃ। এখানে তুলা, মসিনা ও তৈলের বিস্তৃত কারবার আছে।

বর্ব্বর, অযোধ্যা প্রদেশে খেরি জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে নবাব মুখতবার খাঁর ভগ্নাবশেষ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ দৃষ্ট হয়।

বর্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বর্বতি। লোট্ বর্বতু। লিট্ ববর্ব। লুঙ্ অবর্বীৎ।

বর্বট (পুং) বর্ব-অটন্। রাজমাস, চলিত বরবটী। কলাইবিশেষ।

বর্বটী (স্ত্রী) বর্বট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পুণ্যযোষা, বেশ্যা। ২ ব্রীহিভেদ। (মেদিনী)

বর্ব্বাকশাহ্ (পূরবী) বঙ্গাধিপ নাশির শাহের পুত্র। ইনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৭ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রায় ৮ হাজার নিগ্রো ও আবিসিনিয়া-দেশীয় ক্রীতদাস আনাইয়া নিজ সেনাদল পরিবর্দ্ধিত ও সুশিক্ষিত করেন। সুশৃঙ্খলে ও প্রজাবর্গের হিতসাধনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিয়া ৮৭৯ হিঃ (১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি দেহত্যাগ করেন।

বর্ব্বান, মধ্যভারতে ভীল এজেন্সীর এন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। খান্দেশের উত্তরে নর্ম্মদানদীর বামকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৩৬২ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ উদয়পুরের শিশোদীয় রাজবংশসম্ভূত। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে তাঁহারা এখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। স্থানীয় প্রবাদ, ১১শ শতাব্দে নর্ম্মদাকূলে আসিয়া তাঁহারা বাস করেন। বর্ত্তমানরাজের ঊর্দ্ধতন ১৫শ পুরুষ পরশুরাম নিজ ভুজবলে মালবরাজ্য হইতে দিল্লীশ্বরের সেনা পরাজয় করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ধৃত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন এবং ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু আর রাজাসনে উপবেশন করিলেন না। নিজ পুত্র ভীমসিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া লোকলজ্জার ভয়ে নীরবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ অবসগড়ে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ভগ্নদুর্গ, শ্রীহীন নগর এবং জলনালীসমূহ এই রাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। বিগত শতাব্দে মহারাষ্ট্রপ্রবাহে এই রাজ্যের পূর্ব্বসমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশীয় সর্দ্দার যশোবন্ত সিংহের অক্ষমতা দেখিয়া ইংরাজরাজ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। সেই সময় হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যশোবন্ত পুনরায় শাসনভার প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা ইন্দ্রজিৎ রাজা হন। মালবের ভীলসৈন্যের পরিপোষণ জন্য তাঁহাকে প্রতিবৎসর ৪ হাজার হালিমুদ্রা দিতে হয়। সর্দ্দারদিগের উপাধি রাণা। তাঁহারা ইংরাজগবর্মেন্টের নিকট ৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান সাতপুর পর্ব্বতে সমাচ্ছন্ন। এখানে প্রায় ৯৮৪ বর্গমাইল শালবন আছে।

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। নর্ম্মদার বামকূল হইতে ১ ক্রোশ দূরে স্থাপিত। এই নগরের চারিদিকে দুই সার প্রাচীর আছে এবং তদ্বহির্ভাগে বিস্তৃত পরিখা। নগরের অদূরস্থ ভবনগজ পর্ব্বতে কএকটী জৈনমন্দির আছে। প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসে ঐ মন্দিরের পর্ব্বোপলক্ষে মেলা হয়।

বর্ব্বালা, পঞ্জাব প্রদেশের হিস্‌সার জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর। এই নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভগ্নাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে পূর্ব্বসমৃদ্ধির কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এখনও এখানে পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যস্রোত বহিতেছে। সৈয়দগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহারাই পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের কর্ত্তা।

বর্ম্মাবর, পঞ্জাবের চম্বারাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইহা বর্ম্মপুরী নামে খ্যাত এবং ইরাবতী নদীর বুধিল শাখার বামকূলে অবস্থিত। এখানে তিনটী বহুপ্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ঐ মন্দিরগুলি বৃক্ষসমাচ্ছাদিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে মণিমহেশ নামক শিবমূর্ত্তি, এতদ্ভিন্ন গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি কএকটী মূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয় মন্দিরে সিংহাসনোপরি বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয়ে লক্ষ্মণাদেবী অধিষ্ঠিত। শেষোক্ত মন্দিরটী বালবর্ম্মদেবের প্রপৌত্র মেরুবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মেরুবর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত আর একটী গণেশমন্দির দেখা যায়।

বর্ম্মায়ণ, গঙ্গার উত্তরদিক্‌স্থ একটী প্রাচীন নগর, হনুমানগঞ্জের নিকট ও গাজিপুরের বালিয়ানগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বর্ম্মায়ণজীর মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। জনৈক ব্রাহ্মণরমণী এই মন্দিরের পরিচারিকা নিযুক্তা আছেন। এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি আছে। ডাঃ কনিংহাম্ শিলালিপির সময় হইতেও উহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন বহুশত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ববু্র (ক্লী) বর্ব-উরচ্। ১ উদক। (নিঘণ্ট্ু) ২ বর্বুরকবৃক্ষ, বাবলাগাছ।

বর্স (পুং) অগ্রভাগ, প্রান্তদেশ।
বর্স্ব (পুং) দন্তপীঠ। "শাদং দন্তৈরবকাং দন্তমূলৈর্মৃদং বর্স্বৈস্তেগান্" (শুক্লযজুঃ ২৫।১) 'বর্স্বৈ' দন্তপীঠমৃদং দেবতাং প্রীণামি, বর্স্বং স্যাদ্দন্তপীঠিকা' (বেদদীপ)
বর্হ, ১ দান। ২ বধ। ৩ বিস্মৃতি। ৪ বাক্য। ভাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বর্হতে। লোট বর্হতাং। লিট্ ববর্হ। লট্ বর্হিষ্যতে। লুঙ্ অবর্হিষ্ট।
বর্হ (ক্লী) বর্হ-অচ্। ১ ময়ূরপুচ্ছ। (অমর) ২ পত্র। ৩ পরীবার। ময়ূরপুচ্ছার্থে এই শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দেখা যায়।
"কং হরেদেষ বর্হঃ" (বিক্রমোর্ব্বশী)
বর্হকেতু (পুং) বর্হং কেতুশ্চিহ্নং যস্য। নবম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪ অ°)
বর্হণ (ত্রি) বর্হ-ল্যু। পত্র। (শব্দরত্না°)
বর্হণা (স্ত্রী) শত্রুদিগের নিবর্হয়িতা, শত্রুহিংসক। "বর্হণাকৃতঃ পুরো হরিভ্যাং"(ঋক্ ২।৫৪।৩) 'বর্হণা শত্রূণাং নিবর্হয়িতা' (সায়ণ)
বর্হণাবৎ (ত্রি) বর্হণা-মতুপ্, মস্য ব। হিংসাযুক্ত, শত্রুহিংসাযুক্ত। "প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা" (ঋক্ ১।৫৪।৫) 'বর্হণাবতা নিবর্হয়তীতি বধকর্ম্মসু পাঠাদ্বর্হণা শত্রুণাং হিংসা, তদ্বতা' (সায়ণ)
বর্হণাশ্ব (পুং) নিকুম্ভের পুত্র রাজভেদ।
বর্হভার (পুং) বর্হসমূহ, ময়ূরের পুচ্ছরাশি। (মেঘদূত ১০২)
বর্হস্ (ক্লী) বর্হ-স্তৌ-অসুন্। কুশ আস্তরণ। (ঋক্ ১।১১৪।১০)
বর্হিস্ (পুং) বৃংহয়তি বৃহি বৃদ্ধৌ ইসি, নলোপশ্চ। গ্রন্থিপর্ণ।
বর্হিঃপুষ্প (ক্লী) বর্হির্দীপ্তিস্তদ্যুক্তং পুষ্পমস্য। গ্রন্থিপর্ণ। (ভা°)
বর্হিকুসুম (ক্লী) বর্হিবর্হযুক্তং কুসুমং যস্য। গ্রন্থিপর্ণ। (শব্দচ°)
বর্হিণ (পুং) বর্হমস্ত্যস্যেতি বর্হ 'ফলবর্হাভ্যামিনচ্' ইতি ইনচ্ বা (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ইতি ইনচ্। ময়ূর।
"ছুছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ।
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নস্তু শল্যকঃ॥" (মনু ১২।৬৫)
(ক্লী) ১ তগর।
"কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং মধুরং মতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং দন্তহস্তী চ বর্হিণম্॥" (ভাবপ্র°)
বর্হিণবাহন (পুং) বর্হিণো ময়ূরো বাহনং যস্য। কার্ত্তিকেয়।
বর্হিধ্বজা (স্ত্রী) বর্হী ধ্বজো বাহনং যস্যাঃ। চণ্ডী। (ত্রিকা°)
বর্হিন্ (পুং) বর্হ-অস্ত্যর্থে ইনি। ময়ূর। (অমর) ২ প্রাধা-পুত্র (ভারত ১।৬৫।৪৭)
বর্হিপুষ্প (ক্লী) বর্হি বর্হশালি পুষ্পং যস্য। গ্রন্থিপর্ণ।
বর্হিযান (পুং) বর্হী ময়ূরঃ যানং যস্য। কার্ত্তিকেয়, বর্হিবাহন।
বর্হিজ্যোতিস্ (পুং) বর্হিষি যজ্ঞে জ্যোতিরস্য। বহ্নি। (হেম)
বর্হির্মুখ (পুং) বর্হিরগ্নির্মুখং যস্য। দেবতা, অগ্নি দেবতাদিগের মুখ স্বরূপ, এইজন্য অগ্নিতে হোম করিলে দেবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
বর্হিশুষ্মন্ (পুং) বর্হিঃ কুশঃ বলমস্য। বহ্নি। (অমর)
বর্হিসদ্ (পুং) বর্হিষি অগ্নৌ কুশাসনে বা সীদন্তি সদ-ক্বিপ পিতৃগণবিশেষ, পিত্রধিষ্ঠাতৃ দেবগণ। পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইলে প্রথমে ইহাদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া পরে পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। এই পিতৃগণের উদ্দেশে কেহ কেহ বলেন, তিনবার তর্পণ করিতে হয়, আবার কাহারও বা মত একবার তর্পণ করিতে হইবে।
"অগ্নিষ্বাত্তাংস্তথা সৌম্যান্ হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপান্।
সুকালিনো বর্হিষদ আজ্যপাংস্তর্পয়েত্ততঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
[তর্পণশব্দ দেখ।]
২ পৃথুবংশজ হবির্দ্ধানের পুত্র। (ভা° ৪।২৪।৮) বর্হিষি যজ্ঞে সীদতি। ৩ যজ্ঞস্থ। (ঋক্ ২।৩।৩)
বর্হিষদ্ (পুং) বর্হিস্-সদ-ক্বিপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বর্হির্ষদ শব্দার্থ।
বর্হিষ্ক (ত্রি) ১ বালক নামক গন্ধদ্রব্য। ২ দর্ভযুক্ত।
বর্হিষ্কেশ (পুং) বর্হির্দীপ্তিরেব কেশ ইব যস্য। অগ্নি।
বর্হিষ্ঠ (ক্লী) বর্হিষি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক আম্বাম্বেতি ষত্বং। ১ হ্রীবের ২ কুশস্থিত। (ত্রি) ৩ বৃদ্ধতম। "প্রবো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠং" (ঋক্ ৩।১৩।১) 'বর্হিষ্ঠং বৃদ্ধতমং' (সায়ণ)
বর্হিষ্মৎ (ত্রি) ১ কুশযুক্ত। ২ যজ্ঞযুক্ত যজমান। "দশস্যো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া" (ঋক্ ১।৫১।৮) 'বর্হিষ্মতে বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায়' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
বর্হিষ্য (ত্রি) বর্হিষি দত্তং বর্হিষি হিতমিতি বা যৎ। কুশোপরি প্রদত্ত পিণ্ডাদি।
বর্হিঃষদ্ (পুং) বর্হিষদ্। [বর্হিষদ্ দেখ।]
বর্হিঃষ্ঠ (ত্রি) বর্হিষ্ঠ। (ভাগ° ৫।১৪।১৬)
বর্হিস্ (ক্লী) বর্হ-কর্ম্মণি-ইসি। ১ কুশ, যজ্ঞীয়কুশ। "নিহোত্র সৎসি বর্হিষি" (সামার্চ্চিক ১।১।১।১) ২ দীপ্তি। ৩ অগ্নি।
বল, ১ জীবন। ২ ধান্যাবরোধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক সেট্ বলতি। লোট্ বলতু। লিট্ ববাল, বেলতুঃ বেলুঃ। লুঙ অবালীৎ। লৃট্ বলিষ্যতি।
বল, ১ দান। ২ বধ। ৩ নিরূপণ। ভ্বাদি উভ° সক° সেট্। লট্ বলতি-তে। লোট্ বলতু-তাং। লুঙ্ অবালীৎ, অবলিষ্ট। লিট্ ববাল, বেলে।
বল, জীবন। চুরাদি, উভয়° অক° সেট্, মিৎ ঘটাদি। লট্ বলয়তি-তে। লোট্ বলয়তু-তাং। বলায়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবীবলৎ-ত।

বল (ক্লী) বলতে বিপক্ষান্ হন্তীতি বল-পচাদ্যচ্। ১ সৈন্য।

"অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তস্থিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥" (গীতা ১।১০)

২ স্থৌল্য। ৩ সামর্থ্য। ইহার পর্য্যায়—দ্রবিণ, তর, সহ, শৌর্য্য, স্থামন্, শুষ্ম, শক্তি, পরাক্রম, প্রাণ, মহস্, শুষ্মন্, ঊর্জ্জস্। (জটাধর) বৈদিক পর্য্যায়—ওজস্, পাজস্, শব, তর, তব, ত্বক্ষ, শর্দ্ধ, বাধ, নৃম্ণ, তবিষী, শুষ্ম, শুষ্ণ, শূষ, দক্ষ, বীঠ্ঠু, চ্যৌত্ন, সহ, যহ, বধ, বর্গ, বৃজন, বৃক্, মজ্মনা, পৌংস্যানি, ধর্ণসি, দ্রবিণ, স্যন্দ্রাস, শম্বর। (বেদনিঘণ্টু) গর্ভস্থিত বালকের ৬ মাসে বল জন্মিয়া থাকে। (সুখবোধ) ৪ গন্ধরস। ৫ রূপ। (মেদিনী) ৬ শুক্র। "ধাতূনাং যৎপরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে" (সুশ্রুত) ধাতুদিগের যে প্রধান তেজ, তাহাই ওজ বা বল। ৭ বপু, শরীর। (জটাধর) ৮ পল্লব। (শব্দরত্নাবলী) ৯ রক্ত। (শব্দচ°) বলমস্ত্যস্তীতি বল অর্শআদিত্বাদচ্। (ত্রি) ১০ বলযুক্ত। ১১ কাক। ১২ বলদেব, বলরাম। ১৩ বরুণবৃক্ষ। ১৪ স্থৌল্য। সদ্যোবলকর ও সদ্যোবলহর দ্রব্য—

"সদ্যোবলকরাস্ত্রীণি বালাভ্যঙ্গং সুভোজনম্।
সদ্যোবলহরাস্ত্রীণি অধ্বানং মৈথুনং জরঃ॥" (বৈদ্যক)

বালাস্ত্রীনিষেবন, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন এবং উত্তম ভোজন এই তিনটী সদ্যোবলকর এবং অধ্বা (অধিক ভ্রমণ), মৈথুন ও জর এই তিনটী সদ্যোবলহর। পূর্ব্বোক্ত তিন বস্তুনিষেবণে বলবৃদ্ধি এবং শেষোক্ত তিনটীতে বলক্ষয় হইয়া থাকে।

পারিভাষিক বল—

"বিদ্যাভিজনমিত্রাণি বুদ্ধিসত্ত্বধনানি চ।
তপঃসহায়বীর্য্যাণি দৈবঞ্চ দশমং বলম্॥" (ভাব° আপদ্ধর্ম্ম)

বিদ্যা, অভিজন, মিত্র, বুদ্ধি, সত্ত্ব, ধন, তপঃ, সহায়, বীর্য্য ও দৈব এই দশটী বল। যাহার এই সকল আছে, তিনি দশবিধ বলসম্পন্ন। তাহাকে সর্ব্ববলে বলীয়ান্ বলা যাইতে পারে।

সুশ্রুতে বলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"রসাদিশুক্রপর্য্যন্তং পুষ্টধাতুনিমিত্তকম্।
চেষ্টাসু পাটবং যত্ত্ব বলং তদভিধীয়তে॥" (সুশ্রুত ২৫ অ°)

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ কহে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের মতে এই ওজই বল নামে অভিহিত। বল থাকিলে মাংস দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়। সকল কার্য্যে উৎসাহ, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্নভাবে থাকে, বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ সকল ইন্দ্রিয় অবাধে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

শরীরস্থ ওজঃ বা বল সোমগুণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, স্থির, সরস, মৃদু এবং সুগন্ধবিশিষ্ট। ইহা শরীরমধ্যে গুপ্তভাবে থাকে এবং ইহা দ্বারা প্রাণরক্ষা হয়। প্রাণিদিগের দেহের সকল অবয়বে ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃসৃত হয়, তাহাই ওজঃ বা বল। মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক, একাগ্রচিত্ততা, শ্রম ও ক্ষুধা, এই সকল কারণে সেই বলের ক্ষয় হয়। বলক্ষয় হইলে প্রাণিগণের তেজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

এই ওজঃ বা বলের বিস্রংসা (অপ্রসন্নতা), বিকৃতি, অথবা ক্ষয় হইলে যেরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সন্ধিস্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং ক্রিয়ার নিরোধ অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ার অভাব হয়। বল ব্যাপন্ন হইলে শরীরের স্তব্ধতা ও ভার, বায়ুজন্য শোফ, বর্ণের বিভিন্নতা, গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বলক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে।

বলের তিন প্রকার দোষ,—ব্যাপৎ, বিস্রংসা ও ক্ষয়। শরীরের শিথিলতা, অবসন্নতা ও শ্রান্তি, বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতি এবং শরীরের ইন্দ্রিয়কার্য্য স্বভাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে না হওয়া;—বলের বিস্রংসা হইলে এই সকল ঘটিয়া থাকে। শরীরের ভার, স্তব্ধতা, এবং গ্লানি, শারীরিক বর্ণের বিভিন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং বায়ুজন্য শোফ, বল ব্যাপন্ন হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বলের ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞান এই সকল লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। বলের বিস্রংসা এবং ব্যাপদ হইলে নানাপ্রকার অবিরুদ্ধ প্রতিকারের দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে। অর্থাৎ যে প্রতীকার দ্বারা শরীরে অন্য কোন দোষ বৃদ্ধি না হইয়া বল রক্ষা হয়, তাহাই এস্থলে অবিরুদ্ধ ক্রিয়ার তাৎপর্য্য। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

ভাবপ্রকাশমতে বলের লক্ষণ—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত পুষ্টিহেতু সমস্ত কার্য্যে পটুতা হইলে তাহাকে বল কহে।

বলক্ষয়ের কারণ—অভিঘাত, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, পরিশ্রম, ধাতুক্ষয় এবং শোক এই সকল কারণে মানবগণের বলক্ষয় হয়।

বলক্ষয়ের লক্ষণ—দেহের গুরুতা ও স্তব্ধতা, মুখম্লান, শরীরের বিবর্ণতা, তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য এবং বাতজন্য শোথ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বলক্ষয় হইয়াছে, জানিতে হইবে।

বলবৃদ্ধির হেতু—যে দ্রব্যদ্বারা দোষ ও অগ্নির সমতা হইয়া ধাতুপুষ্টি হয়, সেই দ্রব্য সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়। দোষ, ধাতু, ও মল ইহাদের মধ্যে কোন একটী ক্ষয় হইলে যে প্রকার আহার দ্বারা সেই ক্ষয়টীর পূরণ হয়, ক্ষীণ অবস্থায় সেই-

প্রকার আহারেই লোকের অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণব্যক্তির যে যে প্রকার আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই সেই প্রকার আহার প্রাপ্ত হইলেই তাহার শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পূরণ হয়। তখন স্বাভাবিকই বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রসের ন্যূনাধিক্যবশতঃই শরীর কৃশ বা স্থূল হইয়া থাকে। কৃশতা বা স্থূলতা উভয়ই নিন্দনীয়। ব্রহ্মচর্য্য, ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন সর্ব্বদা বিধেয়। পুষ্টিকর ও ক্ষীণকর উভয়বিধ দ্রব্যের আহার করিলে শরীরে অন্নরস সঞ্চালিত হইয়া সকল ধাতুকে সমানভাবে পোষণ করে। শরীরে সকল ধাতু সমানভাবে জন্মিলে শরীর স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যমভাবে থাকে, সকলকার্য্যে সমর্থ হয়; ক্ষুধা, পিপাসা, শীতল, উষ্ণ, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিতে পারে এবং বলবান্ হয়। শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মল ইহাদিগের কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। স্থতরাং শরীরে ইহারা সমানভাবে আছে কি না, তাহা অন্য কারণ দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। শরীর যখন স্বস্থ অবস্থায় থাকে, তখনই সেই শরীরের দোষ ও ধাতু প্রভৃতি সমান আছে বলিয়া স্থির করিতে হইবে। শরীরের ইন্দ্রিয় সকল অপ্রসন্নভাবে থাকিলে বলের হ্রাস হইয়াছে জানিতে হইবে। শরীরে বল, দোষ ও ধাতু সমানভাবে থাকিলে মন, অন্তঃকরণবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন থাকে।

(ভাবপ্র° ও স্থশ্রুত)

মানবদিগের যতপ্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে দৈববলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানব দৈববলে বলীয়ান্ হইলে তাহাদ্বারা বহুবিধ দুঃসাধ্য কর্ম্মও সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে গণেশখণ্ডে লিখিত আছে—

"অবলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনস্য তস্করস্যানৃতং বলম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ° ৩৫ অঃ)

যাহারা বলহীন, রাজাই তাহাদের বল, বালকের বল রোদন, মূর্খের বল মৌন এবং তস্করের বল একমাত্র মিথ্যা।

এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের বল যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য, ভিক্ষুকের ভিক্ষা, শূদ্রের বিপ্রসেবন, বৈষ্ণবের হরিভক্তি এবং হরির প্রতি দাস্য, খলদিগের হিংসা, তপস্বীর তপস্যা, বেশ্যাদিগের বেশ অর্থাৎ সাজসজ্জা, স্ত্রীদিগের যৌবন, সাধুদিগের সত্য ও পণ্ডিতদিগের বিদ্যাই একমাত্র বল ইত্যাদি। এইরূপ প্রত্যেকেরই বলের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) ১৫ কাক। ১৬ বলরাম, বলদেব।

[বলদেব দেখ।]

১৭ বায়ু কর্ত্তৃক প্রদত্ত কার্ত্তিকেয়ের অনুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।৪২) ১৮ রামপুত্র কুশের বংশে জাত পরিযাত্রের পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৯।১২।২) ১৯ দনায়ুর পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৩৩) ২০ মেঘ। (নিঘণ্টু) ২১ দৈত্যবিশেষ।

দেবীপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে বল নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ এবং যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে ভয় করিত। এই অসুর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করে এবং মহাবিষধর নাগেন্দ্রদিগকে বলপূর্ব্বক সতত আজ্ঞাবহ ও গরুড়কে ভৃত্য করিয়া ব্রহ্মার সহিত স্বর্গবাসী দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত ও শতবৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পাতালতলে বাস করাইয়াছিল। দেবগণ এইরূপে নিপীড়িত হইয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন, বৃহস্পতির পরামর্শ পাইয়া পরে তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলেন, হে দেবগণ! মহাবল বল অতিশয় নীতিপরায়ণ, ধার্ম্মিক ও যুদ্ধে অজেয়, তাহাকে পরাজয় বা বিনাশ করা বড় সহজ নহে। এই কথা বলিয়া তিনি মহামায়াকে স্মরণ করেন। মহামায়ার মোহিনীবিদ্যায় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে বলাসুরের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু মোহিনীমন্ত্র জপ করিয়া বলাসুরকে কহিলেন, 'আমি কশ্যপপুত্র, দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন, ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি সেই যজ্ঞ নিষ্পাদনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহাতে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এরূপ বস্তু দান করুন।' বলাসুর এই কথা শুনিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুত হইল যে, যজ্ঞ সমাধা করিতে আপনার যে কোন বস্তু প্রয়োজন, বলিতে কি আমি নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়াও উহা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। দ্বিজরূপী বিষ্ণু তখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, তোমার শরীর দ্বারাই ঐ যজ্ঞ সমাধা হইবে। অতএব তোমার ঐ শরীর আমি প্রার্থনা করি। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্থদর্শনচক্রে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দানব তাহার ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিল। বলাসুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে জগতে হীরক ও তেজোময় পদ্মরাগাদি রত্ন সকল উৎপন্ন হইল এবং সৎপাত্রে প্রদান হেতু তাহার শরীর রত্নাকর হইল। (দেবীপু° ৫৭ অঃ)

বলকন্দ (পুং) মালাকন্দ। (রাজনি°)

বলকর (ত্রি) করোতীতি করঃ, বলস্য করঃ। ১ বলজনক, যাহাতে বলবৃদ্ধি হয়। (ক্লী) ২ অস্থি। (বৈদ্যকনি°)

বলকৃৎ (ত্রি) বলং করোতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্চ। বলকারক।

বলক্ষ (পুং) বলতেঃ ক্বিপ্ বলং অক্ষত্যস্মিন্ ঘঞ্, বলক্ষ ইতি

কষ-সংযোগবান্ রায়মুকুট, অবলক্ষতে ইতি বলক্ষঃ ঘঞ্ অকারলোপঃ, ইতি স্বাম্যাদয়ঃ এতন্মতে অন্তঃস্থবকারাদিঃ ধবলশুক্লবর্ণ। "দ্বিরদদন্তবলক্ষমলক্ষতস্ফুরিতভৃঙ্গমৃগচ্ছবিকেতকম্॥" (মাঘ ৬।৩৪) (ত্রি) ২ বলযুক্ত।

বলখিন্ (ত্রি) বাহ্লীক-দেশাগত।

বলগুপ্তা (স্ত্রী) বৌদ্ধ রমণীভেদ। (ললিতবি°)

বলচক্র (ক্লী) ১ সৈন্যব্যূহ। ২ রাজদণ্ড।

বলচক্রবর্ত্তিন্ (পুং) সম্রাট্, রাজরাজেশ্বর।

বলজ (ক্লী) বলকৃতসাহস্যযুদ্ধাদিকাং জায়তে বল-জন-ড। ১ ক্ষেত্র। ২ পুরদ্বার। ৩ শস্য। ৪ ধান্যরাশি। (বৈজয়ন্তী)

"ত্বং সমীরণ ইব প্রতীক্ষিতঃ কর্ষকেণ বলজান্ পুপূষতা।"

(মাঘ ১৪।৭) ৫ যুদ্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ বলজন্য।

বলজা (স্ত্রী) বলজ-টাপ্। ১ বরযোষা। ২ যূথী, জুঁইফুল। আরবীয় মল্লিকা। (মেদিনী)

বলদ (পুং) বলং দদাতীতি দা-ক। ১ জীবক। (রাজনি°) ২ হোমাগ্নি, হোম করিবার সময় কার্য্যবিশেষে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। পৌষ্টিক কর্ম্মে অগ্নির নাম 'বল'। এই বলদ নামেই অগ্নির হোম করিতে হয়। "পৌষ্টিকে বলদঃ স্মৃতঃ" (তিথিতত্ত্ব) ৩ বৃষভ, ষাঁড়।

"অন্তেছ্যুঃ প্রণয়ক্রীড়াব্যাজাচ্চ মম সূত্রকম্।

গলেহবধ্নাদহং দাস্তস্তৎক্ষণং বলদোহভবম্॥"

(কথাসরিৎ° ৩৭।১৫৩)

৪ বলদাতা। ৫ পর্পটক, চলিত ক্ষেৎপাপড়া। (রাজনি°) ৬ জীবক। (বৈদ্যকনি°)

বলদা (স্ত্রী) বলদ-টাপ্। অশ্বগন্ধা।

"গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।

বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

বলদীনতা (স্ত্রী) বলস্য দীনতা। গ্লানি। (হেম)

বলদেব (পুং) বলেন দীব্যতীতি দিব-অচ্। বলরাম। পর্য্যায়—বলভদ্র, প্রলম্বঘ্ন, অচ্যুতাগ্রজ, রেবতীরমণ, রাম, কামপাল, হলায়ুধ, নীলাম্বর, রৌহিণেয়, তালাঙ্ক, মুষলী, হলী, সঙ্কর্ষণ, সীরপাণি, কালিন্দীভেদন, বল, রুক্মিদর্প, মধুপ্রিয়, হলধর, হলভৃৎ, হালভৃৎ, সৌনন্দী, গুপ্তবর, সম্বর্ত্তক, বলী।

"তদ্গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ।" (ভাগ° ৯।৩।৩৩)

বলদেব অনন্তদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি শেষাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"শেষাস্ত্বাংশস্তু নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ।" (ভারত ১।৬৭।১৫১)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী ছিল। দেবকীর যখন সপ্তমগর্ভ হয়, তখন মহামায়া এই গর্ভ কংসের ভয়ে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন করেন। এইরূপে গর্ভসঙ্কর্ষণজন্য ঐ গর্ভে যে পুত্র হয়, ঐ পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই জন্যই বলদেবের নাম সঙ্কর্ষণ হয়। (বিষ্ণুপু° ৫।২ অঃ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাম-নিরুক্তি স্থানে লিখিত আছে, গর্ভ সঙ্কর্ষণজন্য সঙ্কর্ষণ, বেদে ইহার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত, বলোদ্রেক হেতু বলদেব, হল-ধারণজন্য হলী, নীলবাস পরিধান করেন বলিয়া শিতিবাস, ইহার মুষল অস্ত্র আছে বলিয়া মুষলী, রেবতী পত্নী বলিয়া রেবতীরমণ, ও রোহিণীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া রৌহিণেয় নাম হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৩ অঃ)

নন্দালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গোকুলে মহামুনি গর্গ আসিয়া ইহার নামকরণ করেন। ইনি নন্দালয়ে কৃষ্ণের সহিত একত্র বর্দ্ধিত হন। পরে অক্রূর আসিলে বলরাম কৃষ্ণের সহিত মথুরায় আসিয়া কংসকে ধ্বংস করিয়া তথায় অবস্থান এবং সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। রেবতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। যদুকুল ধ্বংস হইবার সময় ইনি যোগাসনে উপবেশন করিলে ইহার বদনবিবর হইতে রক্তবর্ণ সহস্র মুখধারী এক বৃহদাকার শ্বেতসর্প বিনির্গত হইয়া সমুদ্রে গমন করে, তখন বলরামের শরীর প্রাণশূন্য হয়। কুরুকুলপতি দুর্য্যোধন ইহার শিষ্য ছিলেন। [কৃষ্ণ দেখ।]

বলদেবের পূজা করিতে হইলে এই ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্।

বামে হলায়ুধধরং মুষলং দক্ষিণে করে।

হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরম্॥" অপর ধ্যান—

"অন্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দনসংজ্ঞকে।

তত্রাধস্তাৎ স্বর্ণপীঠে বিচিত্রে মণিমণ্ডপে॥

তন্মধ্যে মণিমাণিক্য-দিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে।

তত্রোপরি চ রেবত্যা সঙ্কর্ষণহলায়ুধম্।

ঈশ্বরস্যাভ্যানন্তমভিন্নগুণরূপিণম্।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্॥

নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

কুণ্ডলাশ্লিষ্টসদ্গণ্ডং দিব্যভূষণাম্বরস্রজম্॥

মধুপানে সদাসক্তং সদাঘূর্ণিতলোচনম্।

মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা স্মরেৎ॥" (পূজাপদ্ধতি)

২ বায়ু। (মেদিনী)

বলদেবপত্তন (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর।

"বলদেবপত্তনং দণ্ডকাবনতিমিঙ্গিলাশনাভদ্রাঃ।" (বৃহৎস° ১৪।১৫)

বলদেব বিদ্যাভূষণ, বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণব

দর্শনাদিতে ইহার সমকক্ষ পণ্ডিত তৎকালে কেহ ছিল না। 'যিনি তর্কে পরাভূত করিবেন, তাঁহারই শিষ্য হইব।' এই পণ করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং বঙ্গ, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অনেক পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, তথায় প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তীক্ষ্ণপ্রতিভাবলে অত্যল্পকালেই তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই সময়ে জয়পুর রাজধানীতে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। জয়পুরে যে গোবিন্দজির মূর্ত্তি আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কএকটা শাঙ্কর সন্ন্যাসী রাজাকে এইরূপ বুঝাইয়া বলে যে, শঙ্করের শারীরকভাষ্য ব্যতীত রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য এই চারিসম্প্রদায়েই বেদান্তদর্শনের চারিখানি ভাষ্য আছে; কিন্তু চৈতন্যদেবের মত এই ভাষ্যগুলির অন্তর্গত নহে, অথচ তন্মতের পৃথক্ ভাষ্য নাই; অতএব ইহারা অসম্প্রদায়ী। অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ গোবিন্দজীর সেবাধিকারী হইতে পারে না।

রাজা এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণার্থ এক সাধুসভা আহ্বান করিলেন। পশ্চিমা অনেক উদাসীন পণ্ডিত সমবেত হইলেন, বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও গেলেন। বিচার আরম্ভ হইল, বাঙ্গালীগণের পক্ষে বলদেব বলিলেন, "কে বলে আমাদের ভাষ্য নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ। 'গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ,' ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রমাণ; মহাপ্রভুও ইহাই বলিয়াছেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে যে বৈয়াসিক ভাষ্যদ্বারা পরাস্ত করেন, ইহাই প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যসম্মত ভাষ্য। ষট্সন্দর্ভাদিতে তাহাই নিবদ্ধ হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি শাঙ্করিক পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাঁহাদিগকে পরাভূত করিলেন। তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে শাঙ্কর পণ্ডিতগণ এই ভাষ্য কোন্ সম্প্রদায়ের অনুগত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা শ্রীচৈতন্যভাষ্যানুগত।" বস্তুতঃ ষট্সন্দর্ভাদি ভিন্ন মহাপ্রভুকৃত পৃথক্ ভাষ্য ছিল না, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কৌশলে জব্দ করিবার জন্য সে ভাষ্য দেখিতে চাহিলে তিনিও দেখাইতে সম্মত হইলেন। সেদিনের জন্য সভা ভঙ্গ হইল।

ভাষ্য ত নাই, কি দেখাইবেন? তখন তিনি একখানি নূতন ভাষ্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। এ কঠিন কার্য্য কি তিনি পারিবেন? এ দুস্তর সাগর কি পার হইবেন? তিনি শ্রীগোবিন্দজির শরণ লইলেন, অনাহারে তাঁহার মন্দিরের দ্বারদেশে পড়িয়া রহিলেন। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তৃতীয় দিবসে তিনি ভাষ্য রচনা করিতে দেবতার প্রত্যাদেশ পাইলেন। (কথিত আছে, বলদেব মন্দিরমধ্য হইতে স্পষ্ট "কুরু কুরু" এই শব্দ শুনিতে পান।) প্রত্যাদেশ পাইয়া হৃষ্টমনে বলদেব ভাষ্যরচনে প্রবৃত্ত ও শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইলেন। গোবিন্দদেবের আদেশে রচিত বলিয়া এই ভাষ্যের নাম "শ্রীগোবিন্দভাষ্য" হইল। গোবিন্দজির আদেশের কথা বলদেব ভাষ্যশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন—"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধু-র্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"—(গো° ভা°)

যথাসময়ে ভাষ্য প্রকাশ্য সভায় প্রদর্শিত হইল এবং সেই সঙ্গে জয়পুর ও বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের আধিপত্য চির-প্রতিষ্ঠ হইল। শারীরিক ভাষ্যের ন্যায় এই ভাষ্যে সর্ব্বত্র শ্রুতিপ্রমাণের প্রাধান্য দেখা যায়, অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় পুরাণ প্রমাণের প্রাচুর্য্য নাই।

বলদেব নিম্নলিখিত দার্শনিক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন—

১ গোবিন্দভাষ্য, ২ সূক্ষ্মভাষ্য (গোবিন্দভাষ্যের টীকা), ৩ সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, ৪ প্রমেয়রত্নাবলী ও কান্তিমালা-টীকা, ৫ বেদান্তস্যমন্তক, ৬ গীতাভূষণভাষ্য, ৭ দশোপনিষদ্ভাষ্য, ৮ সহস্রনামভাষ্য, ৯ স্তবমালাভাষ্য, ১০ সারঙ্গ রঙ্গদা। (লঘু-ভাগবতামৃতের টীকা)।

বলদেব বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন, অদ্যাপি সেখানে তাঁহার সমাধি আছে।

বলদেব, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৭° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫২´ পূঃ। এই নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী দেবমন্দির ও তাহার সম্মুখ-দিকে ক্ষীরসমুদ্র নামে একটী পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। দেবমূর্ত্তিদর্শন ও দীর্ঘিকায় স্নানার্থ এখানে অনেক তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে। প্রতিবৎসর এখানে দুইটী মেলা হয়।

বলদেব. শৃঙ্গারহার নামক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা, কেশবের পুত্র।

বলদেবক্ষেত্র, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। তুলসীক্ষেত্র নামেও পরিচিত। এই পবিত্র স্থান কটকজেলাস্থ বর্ত্তমান কেন্দ্রপাড়ার অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা অতি পুণ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। তুলসীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে এই স্থানের দেবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বলদেবসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় একজন মহারাজ। রাজা রণজিতের পুত্র এবং রাজা রণধীরের কনিষ্ঠ। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজপুত্র বলবন্তের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য ইংরাজের

সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মথুরার নিকটবর্ত্তী গোবর্দ্ধন নামক স্থানে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বলদেবা (স্ত্রী) ত্রায়মাণৌষধি। (মেদিনী)

বলনিগ্রহ (পুং) বলস্য নিগ্রহঃ ষষ্ঠীতৎ। বলক্ষয়। ক্ষমতাহ্রাস।

বলন্দ, ছোটনাগপুরবাসী একটী আদিম জাতি। ইহারা কৃষিজীবী এবং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ ইহারা তক্ত-বলন্দ নামক গোঁড় জাতির অন্যতম শাখা। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্ম ব্যতীত কোন পার্ব্বতীয় দেবদেবী পূজার পরিচয় পাওয়া যায় না। কোরিয়া রাজবংশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, একদিন বলন্দগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। গোঁড় ও ক্রোঞ্চ নামক কোল জাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে বলন্দ-রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

বলন্ধরা (স্ত্রী) ভীমসেনের পত্নী। (মহাভা° আদি°)

বলপতি (পুং) প্রধান সেনাপতি। ইন্দ্রের নামান্তর।

বলপ্রদ (ত্রি) বলং প্রদদাতি দা-ক। বলদায়ক, বলবৃদ্ধিকর।

বলপাণ্ডুকর (পুং) কুন্দবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বলপুচ্ছক (পুং) কাক। (বৈদ্যকনি°)

বলপৃষ্ঠক (পুং) রোহিতমৎস্য। (বৈদ্যকনি°)

বলপ্রসূ (স্ত্রী) প্রসূতে ইতি প্রসূর্জননী বলস্য বলদেবস্য প্রসূ-জননী। রোহিণী, বলরামের মাতা। (শব্দরত্না°)

বলভ (পুং) বিষধর কীট।

বলভদ্র (পুং) বলং ভদ্রং শ্রেষ্ঠমস্য বা বলমস্যাস্তীতি অর্শঃ আদিত্বাদচ্, বলো বলবানপি ভদ্রঃ সৌম্যঃ। ১ বলদেব, অনন্ত। ২ বলশালী। (হেম) ৩ লোধ্র। ৪ গবয়। (রাজনি°) ৫ বিষ্ণুপূজনোক্ত অষ্টদল পদ্মস্থ যোগিবিশেষ। বিষ্ণু প্রভৃতি পূজায় অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যোগীদিগের পূজা করিতে হয়। ঐরূপে পূজা না করিলে কোন ফল হয় না।

"সর্ব্বত্র মণ্ডলং কার্য্যং বাসুদেবস্য পূজনে।
এবমেব নৃপশ্রেষ্ঠ! নিষ্ফলং চান্যথেতরৎ॥
বলভদ্রশ্চ কামশ্চ অনিরুদ্ধস্তথৈব চ।
নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ ষষ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (কালি° পু° ৮২ অ°)

৬ পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগ° ৫।২০।২৬) ৭ ক্ষুদ্র কদম্ব বৃক্ষ।

বলভদ্র, এই নামে কএকজন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়।

১ অদ্ভুততরঙ্গিণীপ্রণেতা, ২ আহ্নিকরচয়িতা, ৩ কালীতত্ত্বামৃততন্ত্রপ্রণয়নকার। ৪ চেতসিংহবিলাসপ্রণেতা। ৫ জাতকচন্দ্রিকা, বৃহজ্জাতকের নষ্টজাতকাধ্যায়টীকা ও হোরারত্নরচয়িতা। ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতাটীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ নবরত্নধাতুবিবাদপ্রণেতা। ৭ মহারুদ্রন্যাসপদ্ধতিরচয়িতা। ৮ যোগশতকসঙ্কলয়িতা। ৯ রামগীতাবৃত্তিপ্রণেতা। ১০ শক্তিবাদটীকারচয়িতা। ১১ মহানাটকদীপিকাপ্রণেতা। ইনি কাশীনাথের পুত্র ও কৃষ্ণদত্তের পৌত্র। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ১২ হায়নরত্ন ও ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে হোরারত্নরচয়িতা। ইনি দামোদরের পুত্র ও হরিরামের ভ্রাতা। মকরন্দটীকা ও ভাস্করাচার্য্যকৃত বীজগণিতের একখানি টিপ্পনীও ইনি প্রণয়ন করেন। ১৩ পত্রপ্রকাশরচয়িতা। ১৪ মহারুদ্রপদ্ধতিপ্রণেতা। ১৫ বালবোধিনী নামে ভাস্বতীটীকাপ্রণেতা, বসন্তের পুত্র ও বিমলাকরের পৌত্র, ইনি ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে উমানগরে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। ১৬ বৃন্দসংগ্রহশেষপ্রণেতা। ১৭ নিত্যানুষ্ঠানপদ্ধতিরচয়িতা। ১৮ অশৌচসারপ্রণেতা। ১৯ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। আল্‌বীরুনী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বলভদ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, দায়ভাগসিদ্ধান্তপ্রণেতা।

বলভদ্রপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী জনপদ।

বলভদ্র ভট্ট, তর্কভাষাপ্রকাশিকা, সপ্তপদার্থীটীকা ও প্রমাণমঞ্জরী-টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম বিষ্ণুদাস ও মাতার নাম মাধবী। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত বর্দ্ধমানের কিরণাবলীপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়।

বলভদ্রশুক্ল, কুণ্ডতত্ত্বপ্রদীপ ও চাতুর্ম্মাস্যকৌমুদীরচয়িতা। ইনি ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ জয়সিংহ দীক্ষিতের নামে উৎসর্গ করেন। ইহার পিতার নাম হরিব।

বলভদ্রসিংহ, জনৈক গোর্খাসর্দ্দার। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের সময় তিনি ইংরাজের বিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বলভদ্রসিংহ, অযোধ্যার প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের জনৈক রাজা। তাঁহার অধীনে প্রায় লক্ষাধিক রাজপুত সৈন্য ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌএর নবাব উজীরের অধীনতা অস্বীকার করেন। দুইবৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের পর তিনি মুসলমানহস্তে নিহত হন।

বলভদ্রসূরি, প্রমাণমঞ্জরীটীকাপ্রণেতা।

বলভদ্রা (স্ত্রী) বলভদ্র-টাপ্। ১ কুমারী। ২ ত্রায়মাণা বনলতা। "বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিসানুজা।" (ভাবপ্র°) ৩ বনজাতা গো। (বৈদ্যকনি°)

বলভদ্রিকা (স্ত্রী) বলভদ্রা-স্বার্থে কন্ অত ইত্বং। ত্রায়মাণা বনলতা। (অমর)

বলভী, মালব রাজ্যের উত্তরদিকে স্থিত কাঠিয়াবাড়স্থ একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বালা। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই নগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এখানে শত শত সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ী সম্মতীয় শাখার প্রায় ৬ হাজার শ্রমণ তৎকালে

এখানে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। তিনি এখানকার অশোক-স্তূপ দেখিয়া ছিলেন। তাঁহার আগমনকালে মালবরাজ শিলাদিত্যবংশীয় ধ্রুবভট নামে জনৈক ক্ষত্রিয় এখানে রাজত্ব করিতেন। এই রাজধানীর অনতিদূরে জৈন ধরণে নির্ম্মিত একটা সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম আছে। গুণমতি ও স্থিরমতি নামক বোধিসত্ত্বদ্বয় এখানে অবস্থান করিতেন।

২ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতোপরিস্থ একটী নগরী। (সহ্যাদ্রি ২।১০।৫)

বলভৃৎ (ত্রি) বলং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। বলধারী।

বলম্বিদ্, বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে বিষপরিহরেশ্বর ও বাসবের একটা মন্দির আছে। উহার গাত্রসংলগ্ন ৫ খানি শিলালিপির মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন খানি ৯৭৯ সংবতে উৎকীর্ণ।

বলমোটা (ত্রি) বৃক্ষবিশেষ। বলামোটা, চলিত জয়ন্তীগাছ। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, শীত, কণ্ঠশোষক, লঘু, কফনাশক, মদ-গন্ধি, মূত্রকৃচ্ছ, বিষ ও পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনি°)

বলর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। একটী প্রাচীন স্তূপের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত, হরনদীর উত্তরে এবং হর উপত্যকার উত্তরসীমায় অবস্থিত। স্তূপটী উচ্চে প্রায় ৫০ ফিট্ এবং ইহার ব্যাস ৪৪ ফিট্। ইহার অনতিদূরে ১৭০ ফিট্ স্থানের মধ্যে আরও কএকটী ক্ষুদ্রস্তূপ ও সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, বৌদ্ধাধিকারে এই স্থান ধর্ম্মালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

বলরাম (পুং) রম-ভাবে ঘঞ্, বলৈব রামো রমণং যস্য। বলদেব, বলভদ্র। [বলদেব দেখ।]

বলরাম দাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১১শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—"বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী।

নিত্যানন্দ নামে হয় অত্যন্ত উন্মাদী॥"

বলরামদাস নিত্যানন্দের ভক্ত ও তৎপরিকর ছিলেন; বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সঙ্গীতকারক বন্দো বলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস॥"

এই উভয় গ্রন্থবর্ণিত বলরাম এক ব্যক্তি, উভয়ই নিত্যা-নন্দ-ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর ভক্তগণেরই মাত্র নাম আছে। ঐ গ্রন্থে বলরামদাসের নামের পরেই নিত্যানন্দশিষ্য মহেশ পণ্ডিত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বন্দনায় "সঙ্গীতকারক" বলিয়া বলরামের উল্লেখ থাকায় ইনিই যে স্বনামপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব পদকর্ত্তা বলরামদাস নিত্যানন্দের 'গণ।' বলরামও আপন পদাবলীতে স্বীয় প্রভুর রূপ গুণ প্রকৃষ্টরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুনামক সংগ্রহগ্রন্থে এ সকল পদ আছে, এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

প্রেমবিলাস একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ১৫২৯ শকে বির-চিত কর্ণানন্দ নামক গ্রন্থে প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে। প্রেম-বিলাস প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়, ইহার রচয়িতার নাম বলরাম দাস। কবি এই গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার॥" (প্রেমবিলাস)

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী এবং পিতার নাম আত্মারাম দাস। বলরাম জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। বলরামের গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাস; ইহাও জানা যাইতেছে। এক্ষণে সাধারণতঃ "ভেকধারী" বৈরাগীগণ গুরুদত্ত নামেই পরিচয় দেন; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্বে বৈষ্ণব সাধারণের প্রায়ই দুইটী নাম থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীরহা-ম্বির ও প্রেমদাসের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। [ঐ দুই শব্দ দ্রষ্টব্য।] অতএব বলরামেরও দুইটী নাম ছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুই পত্নী—বসুধা ও জাহ্নবা। জাহ্নবা দেবী শিষ্যাদি করিতেন। উপযুক্তা স্ত্রীলোক পুরুষকেও শিষ্য করিতে পারেন, ইহা গুরুপরিবারে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। অতএব বলরাম (জাহ্নবাশিষ্য বলিয়াই) নিত্যানন্দ "পরিবার", এই জন্যই চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কবি জ্ঞানদাসও এইরূপই জাহ্নবা-শিষ্য ছিলেন। [জ্ঞানদাস শব্দ দেখ।]

বলরাম যে জাহ্নবার শিষ্য, তাহা তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥" (প্রেমবিলাস)

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরই খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বিগ্রহস্থাপনোৎসব হয়। এই উৎসবে অনেক পার্ষদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিল। সেই উৎসবে জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত যে যে ভক্ত গমন করেন, তাঁহাদের নামের সহিত বলরাম দাসের নামও পাওয়া যায়। যথা—

"মুরারী, চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর।
* * * * * *
শ্রীপরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর।
শ্রীমুকুন্দ দাস, বৃন্দাবন আদি কবি॥" (ভক্তিরত্নাকর)

জাহ্নবার শিষ্য—জাহ্নবার অনুগামী এই "বিজ্ঞবর" বলরামই আমাদের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। গ্রন্থকার জাহ্নবা সহ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এই জন্য অন্যান্য অনুগামী ভক্তগণের নামের সহিত নিজ নাম না লিখিয়া তিনি যে উপস্থিত ছিলেন, সর্ব্বশেষে ("আমি" শব্দে) তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব চরিতামৃতের "কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী" নিত্যানন্দভক্ত ও বৈষ্ণব-বন্দনার লিখিত "সঙ্গীতকারক" আর ভক্তিরত্নাকরের এই "বিজ্ঞবর" বলরাম দাসই প্রেমবিলাসরচয়িতা এক প্রসিদ্ধ কবি। এই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার রচিত পদাবলী ও প্রেমবিলাস ব্যতীত "বীরচন্দ্রচরিত" নামে আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে।

বলরামের বিবরণ অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়। বলরাম বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। একটী পদে বলরাম লিখিয়াছেন—

"তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরিপদে না করিনু আশ॥" ইত্যাদি।

এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া, তাঁহার আত্মপক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাও হইয়াছিল। বলরামের স্বরূপ সম্বন্ধে কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রজের "বড়াই বুড়ী" বলিয়া থাকেন।

বলরামদেব, দাক্ষিণাত্যের জয়পুররাজবংশীয় জনৈক রাজা। নন্দিপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল।

বলরাম বর্ম্মা, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের জনৈক রাজা। ১৭৯৮-১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজ্যকালে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটে। রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য ইহার অধিকারে ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়।

বলরাম কবিকঙ্কণ, ইনি মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থ অনুবাদ করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার গ্রন্থাবলম্বনে স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ" ইত্যাদি।

বলরাম পঞ্চানন, ধাতুপ্রকাশ ও তট্টীকা এবং প্রবোধপ্রকাশ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা।

বলরামভজা, একটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়। বলরাম হাড়িনামক জনৈক চৌকীদার এই মতের প্রবর্ত্তক। ইহারা কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়া থাকে। এখন নদীয়া বর্দ্ধমান ও পাবনা প্রভৃতি স্থানে এই সম্প্রদায়ীদিগের বাস।

বলরামপুর, ১ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ২ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত পরগণা।

বলরামপুর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। বলরাম দাস নামক জনৈক হিন্দু স্বীয় নামে এই রাজ্য স্থাপন করেন এবং ক্রমে অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাজা নেহাল সিংহ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহারই ভুজবলে বলরামপুর-রাজবংশ সমধিক সুখ্যাতিলাভ করে। এই মহাত্মা লক্ষ্ণৌরাজগণের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিছুতে তিনি নবাবের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। বরং তাঁহাকে যৎসামান্য রাজকর লইয়া তৃপ্ত থাকিতে বাধ্য করেন। তাঁহার পৌত্র মহারাজ দিগ্বিজয়সিংহ K. C. S. I. ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ্যশাসনের প্রথমাবস্থায় উত্রোলা, ইকৌনা ও তুলসীপুর প্রভৃতি সামন্তগণের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি এখানকার ইংরাজগণকে নিজ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় দেন এবং পরিশেষে তাহাদিগকে নিরাপদে গোরখপুরে পাঠাইয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের এইরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্ণৌপতি তদ্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য তুলসীপুর, ইকৌনা ও উত্রোলার সর্দ্দারদিগকে ফর্ম্মাণ পাঠান; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, উক্ত সামন্তগণ পুনরাদেশে ভিন্নস্থানে প্রেরিত হয়। ঘর্ঘরা নদীর অপর পারে ইংরাজ ও বিদ্রোহীদলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদল নেপালে পলায়ন করে। তাঁহার এতাদৃশ রাজভক্তির জন্য ইংরাজরাজ তাঁহাকে তুলসীপুর ও বরাইচের কতকাংশ এবং মহারাজ উপাধি দান করেন। ২ উক্ত গোণ্ডা জেলার একটী নগর। সুবাবন নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি°

৮২° ১৩´৫০″ পূঃ। এই জেলার মধ্যে এই নগর সর্ব্বপ্রধান। এখানে মহারাজের প্রাসাদ, ৪০টী হিন্দুমন্দির ও ১৯টী মুসলমানের মস্‌জিদ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বিজলেশ্বরী দেবী-মন্দিরই শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। এখানকার বাজারে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উৎপন্ন শস্যাদি এবং স্থানীয় কার্পাসবস্ত্র, কম্বল ও ছুরিকাদির বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। মহারাজের যত্নে ও বদান্যতায় এখানে ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বলল (পুং) বলং লাতীতি। বল-লা-ক। বলরাম। (অমর)

বলবৎ (ত্রি) বলমস্ত্যস্যেতি বল-মতুপ্-মস্য ব। বলবিশিষ্ট। পর্য্যায়—মাংসল, অংশল, বীর্য্যবান্, বলী। (শব্দরত্না°) (অব্য°) বল-মতুপ্, মস্য ব। ২ অতিশয়।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥" (শকু° ১ অ°)

৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৬) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বলবতী, এলালতা। (বৈদ্যকনি°)

বলবত্তা (স্ত্রী) বলবতো ভাবঃ তল্-টাপ্। বলবত্ত্ব, অতিশয় বল, বলবানের ধর্ম্ম।

বলবন্‌সিংহ, কাশীপতি মহারাজ চৈতসিংহের পুত্র। গোয়ালিয়ারে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সপরিবারে আগ্রা নগরে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে এই রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ২ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় একখানি দিবান রচনা করিয়াছিলেন।

বলবন্তসিংহ, কাশীর অধিপতি। রাজা মানসরামের পুত্র ও খ্যাতনামা চৈতসিংহের পিতা। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং ৩০ বৎসর রাজত্বের পর গতাসু হইয়াছিলেন।

বলবন্তসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় নরপতি। তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পিতা বলদেও সিংহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতা বিখ্যাত জাটসর্দ্দার দুর্জ্জনশাল তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর দুর্গ অবরোধ ও জয়ের পর ইংরাজরাজ পুনরায় বলবন্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩৪ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন।

বলবর্দ্ধন (ত্রি) ১ সৈন্যবৃদ্ধি। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (আদি° ৩ অঃ)

বলবর্দ্ধিন্ (ত্রি) বলং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিনি। বলবৃদ্ধিকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বলবর্দ্ধিনী—জীবকৌষধি। (জটাধর)

বলবর্ম্মদেব (পুং) একজন হিন্দু নরপতি। ভুজঙ্গিকা নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন। [প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেখ।]

বলবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক প্রাচীন হিন্দু রাজা। ইহাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেন।

বলবিন্যাস (পুং) বলানাং সৈন্যানাং বিশেষেণ দুর্ভেদ্যত্বেন ন্যাসঃ স্থাপনং। যুদ্ধার্থ সৈন্যের দেশ বিশেষে বিভাগ করিয়া স্থাপন, ব্যূহরচনা। সৈন্য এইরূপ ভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে শত্রুগণ ইহা ভেদ করিয়া না আসিতে পারে। এই সৈন্য রচনা বা সৈন্য সাজানর নাম বলবিন্যাস। এই বলবিন্যাস মকর-পদ্মাদি ভেদে নানাপ্রকার। মনুতে লিখিত আছে—

যাত্রাকালে চতুষ্পার্শ্ব হইতে ভয় উপস্থিত হইলে রাজা দণ্ডব্যূহ, পশ্চাদ্ভয় হইলে শকটব্যূহ, উভয় পার্শ্ব হইতে আশঙ্কা হইলে বরাহ ও মকরব্যূহ, অগ্রপশ্চাৎ ভয় হইলে গরুড়ব্যূহ এবং কেবল সম্মুখে ভয় হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন। রাজা যখন যে দিকে বিপদাশঙ্কা অধিক বুঝিবেন, তখন সেইদিকেই আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন, এবং এই সকল সৈন্যদিগকে পদ্মব্যূহাকারে সাজাইয়া নিজে তাহার মধ্যে সুগুপ্তভাবে অবস্থান করিবেন। সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলে সংহতভাবে, ও বহু হইলে বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত করা বিধেয়। (মনু ৭ অ°) [ব্যূহরচনা দেখ।]

বলবিনাশন (পুং) বলনাশক ইন্দ্র।

বলবীর্য্য (পুং ক্লী) ১ ভরতের বংশধরভেদ। ২ বল ও বীর্য্য। "বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ" (মার্ক° চণ্ডী)

বলশালিন্ (ত্রি) বলেন শালতে শাল-ণিনি। বলবিশিষ্ট, বলবান্। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

বলসন, (গোদনা) পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। ভূপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল। এখানকার সামন্তগণ রাণা উপাধি-ধারী রাজপুত। রাজ্যের বিচারভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত, কিন্তু কাহারও জীবননাশের আদেশ দিতে হইলে, তাঁহাকে পার্ব্বতীয় রাজ্যের পরিচালক ইংরাজকর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। পূর্ব্বে ইহা সিরমূরের অধীন সামন্তরূপে গণ্য ছিল।

বলসানে, খান্দেশ জেলার পিম্পলনের উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি গুহা এবং সুরক্ষিত ও সুপ্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়।

বলসার, (বলসাড) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল। এখানকার তিথলনামক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান বোম্বাই প্রদেশের একটী স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ২০° ৩৬´ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ৪০″ পূঃ। এখানে শালকাষ্ঠের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

বলসম্ভব (পুং) ধান্যবিশেষ, ষষ্টিকধান্য। (রাজনি°)

বলসূদন (পুং) বলং তন্নাম্না প্রসিদ্ধং অসুরং সূদয়তীতি বল-সূদ-ল্যু। ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ইন্দ্র এই অসুরকে যুদ্ধে হনন করেন বলিয়া, তিনি বলসূদন, বলারি, বলবিনাশন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ২ বিষ্ণু। (দেবীপু° ৪৭ অ°) [বল দেখ।]

বলসেনা (স্ত্রী) সেনাদল।

বলস্থ (ত্রি) ১ বলশালী, বলবান্। ২ সৈন্যদলভুক্ত।

বলস্থিতি (স্ত্রী) বলানাং স্থিতিরবস্থানং যত্র, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। শিবির। (ত্রিকা°)

বলহন্ (পুং) বলং সামর্থ্যং হন্তীতি বল-হন-ক্বিপ্। ১ শ্লেষ্মা। (শব্দরত্না°) বলং তন্নামানমসুরং হন্তীতি। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ বলবিনাশক।

"তত্রাহং যুধ্যমানস্তু ভ্রাতাস্য বলহাবলী।

স্থিতো মমাগ্রতঃ শূরো গদাপাণির্হলায়ুধঃ॥" (হরিব° ১১০।৪২)

বলহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্ হরঃ, বলস্য হরঃ। বলনাশক।

বলহরা, জনৈক হিন্দু নরপতি। তিনি জালন্ধরের সীমান্তবর্ত্তী কসর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এখানকার রমণীগণ 'অস্তানশাহ' নামে খ্যাত ছিল। উমার আবদুল আজিজের খলিফা-পদে অধিষ্ঠান সময়েও তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। অবশেষে খলিফার আদেশে মুসাল্লম পুত্র অক্ত তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশে আনিয়াছিলেন।

বলহি, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। প্রায় ১১ ক্রোশ পথ বেষ্টন করিয়া আছে।

বলহীন (ত্রি) বলেন হীনঃ। ১ বলশূন্য। ২ গ্লানি, বলহীনতা।

বলা (স্ত্রী) কার্য্যকারিত্বেন বলমস্ত্যস্যাঃ বল-অর্শ আদিত্বাদচ্, ততষ্টাপ্। (Sida cordifolia) স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, চলিত বালা, বেড়েলা বা বাড়িয়ালা। হিন্দী বিজবন্দ, মহারাষ্ট্র ও বম্বে—চিকনা। কর্ণাট—বেনেঙ্গরগ, ববিয়ারা। তৈলঙ্গ—পাচিতোগ, মুত্তুব পুলগমু, করিবেপচেট্টু। পর্য্যায়—বাট্যালক, সমঙ্গা, ওদনিকা, ভদ্রা. ভদ্রোদনী, খরকাষ্ঠিকা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, মোটা, পাটী, বলাঢ্যা। (রাজনি°) শীতপাকী, বাট্যা, বাটী, বিনয়া, বাট্যালী, বাটিকা। (শব্দরত্না°) বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা ভেদে বলা চারিপ্রকার। ইহার মধ্যে বলাকে বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালক, মহা-বলাকে পীতপুষ্পা ও সহদেবী, অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা এবং নাগবালাকে গাঙ্গেরুকী ও হ্রস্বগবেধুকা কহে। এই চতুর্ব্বিধ বলাই শীতবীর্য্য, মধুররস, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতবিনাশক। বলামূলের ছাল চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার ও প্রদর বিনষ্ট হয়। মহাবলা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিরাকৃত এবং বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলাচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

রাজনির্ঘণ্ট মতে অতিতিক্ত, মধুর, পিত্তাতিসারনাশক, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টি এবং কফরোধবিশোধন। ইহার বীজের গুণ—কামোদ্দীপক, মেহনাশক, বিরেচক ও বেদনানাশক। শিকড় ধারক ও বলকারক।

আদা ও বলা-শিকড়ের কাথ প্রয়োগ করিলে সবিরাম জ্বরে উপকার হইতে পারে। পক্ষাঘাত রোগে উহার শিকড় হিঙ্গু, সৈন্ধব ও লবণের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ২ বিদ্যাবিশেষ। এই বিদ্যা ব্রহ্মকন্যা, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন, এই বিদ্যাপ্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত ক্লেশ, জ্বর, রূপবিপর্য্যয় প্রভৃতি কিছুই হয় না। বলা ও অতিবলা বিদ্যা সকল জ্ঞানের মাতৃস্বরূপিণী।

"এতদ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।

বলা চাতিবলা চৈব সর্ব্বজ্ঞানস্য মাতরৌ॥

ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম! ভবিষ্যেতে নরোত্তম!

বলামতিবলাঞ্চৈব পটতস্তাত রাঘব॥" (রামা° ১।২২ সঃ)

বলাক (পুং) বলেন অকতীতি বল-অক-পচাদ্যচ্। ১ বক-জাতি। (ভরত) ২ পুরুপুত্র, ইনি জহ্নুর পৌত্র। (ভাগ° ৯।১৫।৩) ৩ বৎসপ্রী-পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।২) ৪ জাতুকর্ণ মুনির শিষ্যবিশেষ। (ভাগ° ১২।৬।৫৮) ৫ রাক্ষস-ভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬১।৫৪) ৬ স্বনামখ্যাত ব্যাধবিশেষ। (ভারত ৮।৬৯।৪০)

বলাকা (স্ত্রী) বলতে ইতি বল সম্বরণে (বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৪) ইতি অক, বা বলেন অকতীতি বল-অক কুটিল-গতৌ পচাদ্যচ্। বকজাতিবিশেষ, ক্ষুদ্রজাতীয় বক।

'বকশ্চৈব বলাকাশ্চ কাকোলখঞ্জরীটকম্।' (শব্দরত্না°)

পর্য্যায়—বিষকণ্ঠিকা, বিষকণ্ঠী, বলাকী, কারয়িকা, লিঙ্গ-লিকা, বিষকণ্ঠী, শুক্লাঙ্গা, দীর্ঘকন্ধরা, ঘর্ম্মাস্তা, কামুকী, শ্বেতা, মেঘানন্দা ও জলাশ্রয়া। ইহার মাংসগুণ বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, সৃষ্টমল, বৃষ্য, কফপিত্তহর, হিম। (রাজবল্লভ) এই পক্ষী জলে ভাসিয়া বেড়ায়, এইজন্য ইহারা প্লবজাতীয়। [প্লব দেখ।] ২ কামুকী স্ত্রী। ৩ বকশ্রেণী।

বলাকাকৌশিক (পুং) আচার্য্যভেদ।

বলাকাশ্ব (পুং) অজকনৃপপুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ৭ অঃ)

বলাকিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র বলাকাভেদ।

বলাকিন্ (ত্রি) বলাকা ব্রীহ্যাদিত্বাদিনি। ১ বলাকাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

বলাগ্র (ক্লী) ১ সেনাপতি। ২ বলশালী পুরুষ। ৩ সৈন্যের অগ্রভাগ।

বলাঙ্গক (পুং) বসন্তকাল।

বলাঙ্কিতা (স্ত্রী) বলেন অঙ্কিতা। রামবীণা। (শব্দরত্না°)

বলাট (পুং) বলেন অট্যতে প্রাপ্যতে ইতি অট্-ঘঞ্। মুদ্গ, চলিত হালিমুগ। (হেম)

বলাট্য (পুং) মাষ, মাষকলাই। স্ত্রিয়াং টাপ্। বলা।

বলাৎ (অব্য) বলমলতীতি বল-অৎ-ক্বিপ্। বলপূর্ব্বক, হঠাৎ।

"বলাৎ সংদূষয়েদ্যস্তু পরভার্য্যাং নরঃ ক্বচিৎ।
বধদণ্ডো ভবেত্তস্য নাপরাধো ভবেৎ স্ত্রিয়াঃ॥"(মৎস্যপু° ২০১অঃ)

যদি কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করে, তাহা হইলে তাহার বধদণ্ড হইবে এবং ঐ স্ত্রীর কোন পাপ হইবে না।

বলাৎকার (পুং) বলাৎকরণং বলাৎ কৃ-ভাবে-ঘঞ্। হঠাৎকরণ, প্রসভ, হঠ, হঠাৎকার। (শব্দরত্না°) জোরকরা।

"মত্তাভিযুক্তস্ত্রীবাল-বলাৎকারকৃতঞ্চ যৎ।
তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপধিকৃতন্তথা॥" (মিতাক্ষরাধৃত নারদ)

বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীগমনকেও বলাৎকার কহে।

বলাৎকারগণ, জৈনসম্প্রদায়ভেদ।

বলাৎকারাভিগম (পুং) বলাৎকারেণ অভিগমঃ। বলাৎকারপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ।

বলাৎকারিত (ত্রি) ১ হঠাৎ ধারিত। ২ বলপূর্ব্বক আক্রমিত।

বলাৎকৃত (ত্রি) ১ বলপূর্ব্বক আক্রান্ত। ২ হঠাৎ ধৃত।

বলাত্মিকা (স্ত্রী) বলমেব আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ। হস্তিশুণ্ডবৃক্ষ। চলিত হাতিশুঁড়ার গাছ। (শব্দরত্না°)

বলাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত যপ্রত্যয় নিমিত্ত শব্দগণ। যথা— বল, চুল, নল, দল, বট, লকুল, উরল, পুল, মূল, উল, ডুল, বন, কূল। ২ অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণ। যথা— বল, উৎসাহ, উদ্ভাস, উদ্বাস, উদ্দাস, শিখা, কুল, চূড়া, স্থূল, কূল, আয়াম, ব্যায়াম, আরোহ, অবরোহ, পরিণাহ, যুদ্ধ।

বলাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী গব্যঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অর্জ্জুনছাল মিলিত ৪ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু এক সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° হৃদ্রোগাধি°)

বলাদ্যা (স্ত্রী) বলায় আদ্যা শ্রেষ্ঠা। বলা। (রাজনি°)

বলাধিক (পুং) বলশ্রেষ্ঠ, অধিক বলশালী।

বলাধিকরণ (ক্লী) সৈন্যাদির কার্য্য।

বলাধিষ্ঠান (ক্লী) বলস্য অধিষ্ঠানং। বলাধান। (চরক)

বলাধ্যক্ষ (পুং) বলস্য অধ্যক্ষঃ। সেনাপতি। (মনু ৭।১৮৯)

বলান, ত্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী।

বলানুজ (পুং) বলস্য বলরামস্য অনুজঃ কনিষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

বলাপঞ্চক (ক্লী) পাঁচপ্রকার বলা, যথা—বলা, অতিবলা, নাগবলা, মহাবলা ও রাজবলা। (বৈদ্যকনি°)

বলাবল (ক্লী) বলঞ্চ অবলঞ্চ। বল ও অবল।

বলাবলাধিকরণ (ক্লী) বলঞ্চ অবলঞ্চ তে অধিক্রিয়তে অস্মিন্ অধি-কৃ-আধারে ল্যুট্। আকাঙ্ক্ষা ও অনাকাঙ্ক্ষারূপ বলাবলের নিশ্চায়ক জৈমিন্যুক্ত ন্যায়ভেদ। (বেদান্তপরি°)

বলামোটা (স্ত্রী) বলমোটয়তীতি বল-মুট-অচ্-টাপ্। নাগদমনী। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, লঘু, পিত্ত ও কফনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°)

বলায় (পুং) অয়তীতি অয়ঃ, প্রাপকঃ বলস্য অয়ঃ। বরুণবৃক্ষ।

বলারাতি (পুং) বলস্য তন্নাম্না প্রসিদ্ধাসুরস্য অরাতিঃ। ১ ইন্দ্র। ২ বিষ্ণু।

বলারিষ্ট, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী— বেড়েলা ১২॥০ সের ও অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিবে। শেষ ৬৪ সের রাখিবে। পরে উহা শীতল ও পরিষ্কার হইলে গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ২ সের, ক্ষীরকাঁকলা ২ পল, এরণ্ডমূল ২ পল এবং রাস্না, এলাইচ, গন্ধভাদুলে, লবঙ্গ, বেণার মূল ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল একত্র একমাসকাল আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহা সেবনে বল, পুষ্টি, অগ্নিবৃদ্ধি ও প্রবল বাতব্যাধির উপশম হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° বাতরক্তাধি°)

বলালক (পুং) বলায় অলতি সমর্থো ভবতীতি বল-অল-ণ্বুল্। পানীয়ামলক। (শব্দচন্দ্রিকা)

বলাবলেপ (পুং) বলেন অবলেপঃ। গর্ব্ব, অহঙ্কার, বলজন্য দর্প। "বলাবলেপাদধুনাপি পূর্ব্ববৎ প্রবাধ্যতে তেন জগজ্জিগীষুণা"
(শিশুপালবধ ১ স°)

বলাশ (পুং) বলমশ্নাতীতি বল-অশ-অণ্। ১ শ্লেষ্মা। (হেম) ২ কণ্ঠগতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া গলদেশ ফুলিয়া উঠে, ইহাতে দুস্তর মর্ম্মচ্ছেদক শ্বাসও উপস্থিত হয়। বলাশ শব্দের 'শ' দন্ত্য 'স'ও দেখিতে পাওয়া যায়।

"গলে চ শোফং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্।
মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেতমাহুর্বলাশসংজ্ঞং নিপুণা বিকারম্॥"
(সুশ্রুত নিদানস্থা° ১৬ অ°)

বলাস (পুং) বলমস্যতি ক্ষিপতি অস-অণ্। ১ কফধাতু। ২ কণ্ঠগতরোগ। [বলাশ দেখ।]

বলাসগ্রথিত (ক্লী) চক্ষুরোগভেদ।

বলাসম (পুং) বুদ্ধ। (ত্রিকা°)

বলাসিন্ (ত্রি) শ্বাসরোগযুক্ত।

বলাহক (পুং) বলেন হীয়তে বল-হা-কুন্ বা বারীণাং বাহকঃ বলাহকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মেঘ।

"বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্।" (কুমার ১।৪)

২ মুস্তক। ৩ শাল্মলীদ্বীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৫৩।৫) ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ নাগবিশেষ। (মেদিনী) ৬ সর্পবিশেষ, এই সর্প দর্ব্বীকর সর্পদিগের অন্যতম। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ) ৭ কল্কিদেবের রমাগর্ভজাত পুত্রভেদ। কল্কিপত্নী রমা বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীর দিন জমদগ্নির উদ্দেশে ব্রত করিয়া মহাবল দুইটী পুত্র লাভ করেন। এই দুই পুত্রের নাম মেঘপাল ও বলাহক। এই পুত্রদ্বয় সর্ব্বদা দেবতাদিগের উপকারক এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় অনুরত। (কল্কিপু° ৩১ অঃ) ৮ শ্রীকৃষ্ণের রথাশ্ববিশেষ।

'স্যন্দনস্থ শতানন্দঃ সারথিশ্চাস্য দারুকঃ।
তরঙ্গাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ॥' (ত্রিকা°)

৯ জয়দ্রথের ভ্রাতৃবিশেষ। (ভারত ৩।২৫৪।১২) ১০ নদবিশেষ। এই নদ লবণসমুদ্রগামী। (মৎস্যপু° ১২০।৭২) ১১ কুশদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৫৫) ১২ তারাপীড় রাজার স্বনামখ্যাত সেনাপতি। "চন্দ্রাপীড়মানেতুং রাজবলাধিকৃতং বলাহকনামানমাহূয়েতি" (কাদম্বরী)

বলাহ্বকন্দ (পুং) বলমাহ্বয়তীতি বলাহ্বস্তাদৃশঃ কন্দঃ। গুলঞ্চকন্দ। (রাজনি°)

বলি (পুং) বলাতে দীয়তে ইতি বল-দানে (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৩) ইতীন্। কর, রাজগ্রাহ্য ভাগ, রাজাকে ভূমির উপস্বত্ব হইতে যে কর (খাজনা) দিতে হয়।

"সাম্বৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।" (মনু ৭।৮০)
'রাজা শক্তৈরমাত্যৈর্বর্ষগ্রাহ্যং ধান্যাদিভাগমানয়েৎ' (কুল্লূক)

ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি রাজাকে ৬ ভাগের একভাগ দিতে হইত। ইহাই রাজগ্রাহ্য বলি বা কর। ২ উপহার। ৩ পূজাসামগ্রী, যে সকল উপকরণদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করা যায়। ৪ চামরদণ্ড। ৫ বলিবৈশ্ব নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ। গৃহস্থের প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে প্রতিদিন পঞ্চসূনাজনিত পাতক নিরাকৃত হয়। এইজন্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য বিধেয়। এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযজ্ঞের নাম বলি।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে॥" (মনু° ৩।৭০-৭১)

গৃহস্থগণ প্রতিদিন নিম্নলিখিত নিয়মে এই বলিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ অনন্যচিত্তে দেবতাধ্যানপর হইয়া হোম করিবে, হোমের পর পূর্ব্বাদি দিক্ হইতে বলি দিবে। অন্ন লইয়া প্রথমে পূর্ব্বদিকে 'ইন্দ্রায় নমঃ' 'ইন্দ্রপুরুষেভ্যো নমঃ' দক্ষিণদিকে 'যমায় নমঃ' 'যমপুরুষেভ্যো নমঃ' পশ্চিমদিকে 'বরুণায় নমঃ' 'বরুণপুরুষেভ্যো নমঃ', উত্তর দিকে 'সোমায় নমঃ' 'সোমপুরুষেভ্যো নমঃ' এইরূপে চারিদিকে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে মণ্ডলের দ্বারদেশে 'মরুদ্ভ্যো নমঃ' জলমধ্যে 'অদ্ভ্যো নমঃ' মুসল বা উদূখলে 'বনস্পতিভ্যো নমঃ' বলিয়া বলি দিতে হইবে। বাস্তু পুরুষের শিরঃপ্রদেশে উত্তর পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মীকে 'শ্রিয়ে নমঃ' পরে তাঁহার পাদদেশে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' বলিয়া ভদ্রকালীকে এবং গৃহমধ্যে ব্রহ্মাকে 'ব্রহ্মণে নমঃ' বাস্তুদেবতাকে 'বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ' বলিয়া বলি দিতে হইবে। এবং 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' 'দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ' 'নক্তঞ্চারিভ্যো নমঃ' এই বলিয়া সমুদয় দেবগণের এবং দিবাচর ও রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে উর্দ্ধে আকাশে বলি উৎক্ষেপ করিয়া দিতে হইবে। শেষে আপনার পৃষ্ঠদেশে ভূভাগোপরি 'সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ' বলিয়া সকল ভূতকে বলি প্রদান করিবে। সর্ব্বশেষে এই সকল বলি দিয়া যে অন্ন থাকিবে, তাহা দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃদিগকে 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' বলিয়া বলি দিবে। পরে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগের জন্য অন্নপাত্রস্থিতান্ন গ্রহণ করিয়া ধূলি না লাগে, এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া দিবে। যে ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিদিন অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি দান করেন, তিনি অন্তিমে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া পরমলোক প্রাপ্ত হন। এইরূপ বলিকর্ম্মের পর অতিথি ভোজন করাইয়া নিজের ভোজন করিতে হয়। (মনু ৩ অঃ) বৈশ্বদেব বলি সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। [বৈশ্বদেব দেখ।]

কাম্যবলিতে বলির পশ্চিমে জলদ্বারা উত্তরাগ্র রেখা করিয়া এই মন্ত্রে বলি দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবদ্ধদেহাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥

যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ওঁ ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ তত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদংতে মুদিতা ভবন্তু॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

আহ্নিকতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে কএকটীমাত্র প্রদর্শিত হইল। বলির তাৎপর্য্য এই যে, কেহ নিজের উদ্দেশে পাক করিয়া ভোজন করিবে না, সকল ভূত, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি নিবেদন করাই বলি, এবং এইরূপ বলি দিয়া ভোজন করাই বিধেয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি আপনার সুখের নিমিত্ত পাক করেন, তিনি কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকেন।

নবগ্রহের উদ্দেশে যে বলি দিতে হয়, তাহাকে নবগ্রহ বলি কহে। ইহার বিধান গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে।—

"গুড়ৌদনং রবের্দদ্যাৎ সোমায় ঘৃতপায়সম্।
যাবকং মঙ্গলায়ৈব ক্ষীরান্নং সোমসূনবে॥
দধ্যোদনঞ্চ জীবায় শুক্রায় চ ঘৃতৌদনং।
শনৈশ্চরায় কৃশরমাজমাংসঞ্চ রাহবে॥
চিত্রৌদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্ব্বভক্ষ্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥" (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব)

রবির বলি গুড়োদন, চন্দ্রের ঘৃতপায়স, মঙ্গলের যাবক, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির দধ্যোদন, শুক্রের ঘৃতৌদন, শনির কৃশর (খিচুড়ী), রাহুর অজামাংস এবং কেতুর চিত্রৌদন, এই সকল দ্রব্যদ্বারা ইহাদের বলি দিলে ইহারা প্রসন্ন হন।

দেবতাদিগকে নানাপ্রকার যে উপহার দ্বারা পূজা করা হয়, অর্থাৎ দেবগণ যে সকল পূজোপহারে প্রীত হন, তাহাকে বলি কহে।

কালিকাপুরাণে বলির বিষয়, বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ অর্থাৎ যে প্রকার রুধিরাদি দ্বারা দেবী প্রীত হন, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—সাধকগণ সকলপ্রকার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পকথিত ক্রম সর্ব্বদা গ্রহণ করিবেন। পক্ষী, কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক, গো, ছাগ, রুরু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দ্দূল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, এই সকল দ্রব্য চণ্ডিকা ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল বলিদ্বারা সকল অভিলাষ সিদ্ধি এবং অন্তিমে স্বর্গ হইয়া থাকে। মৎস্য ও কচ্ছপের রুধির বলিদ্বারা মহামায়া দুর্গা একমাস, গ্রাহদিগের রুধিরদ্বারা তিনমাস, মৃগ এবং মনুষ্য-শোণিতে আট মাস, গোধিকার রুধিরে একবৎসর, কৃষ্ণসার ও শূকরের রুধিরে দ্বাদশবৎসর, অজ, আবিক এবং শার্দ্দূলের রুধিরে পঞ্চবিংশতিবৎসর, সিংহ, শরভ এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে সহস্রবৎসর তৃপ্তিলাভ করেন। এই সকল পশুর মাংসদ্বারাও ঐ পরিমিত কাল দুর্গার তৃপ্তি হইয়া থাকে। কৃষ্ণসার, গণ্ডার বা বাধ্রীনস (ছাগ) এই সকল দেবীর অতিশয় প্রিয়। বলির মধ্যে নরবলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যথাবিধি প্রদত্ত একটী নরবলিতে দেবী দুর্গা সহস্রবৎসর, আর তিনটী নরবলিতে লক্ষবৎসর তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। মন্ত্রপূত বলির শোণিত অমৃতরূপে পরিণত হয়। বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্টপ্রদ, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিতে হইবে। সাধক ভোজ্যদ্রব্যের সহিত লোমশূন্য মাংস, এবং ইহা ভিন্ন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দিবেন। রক্তশূন্য বলির মস্তক অমৃত-তুল্য।

কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও আসব ইহারাও বলিমধ্যে পরিগণিত। যে স্থলে পশুবলি না দেওয়া হয়, তথায় ইক্ষু ও কুষ্মাণ্ড-বলিই বিধেয়। যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের বাটীতে শক্তির পূজা হইলে পশুবলির পরিবর্ত্তে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুবলি হইয়া থাকে। এই বলি দ্বারাও দেবী কৃষ্ণছাগ-বলির তুল্য প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। বলিদান স্থলে চন্দ্রহাস বা কর্ত্রী (কাতান) দ্বারাই বলিচ্ছেদ প্রশস্ত। দাত্র, অসি, ধেনু, করাত বা শঙ্কুলা দ্বারা বলিচ্ছেদ মধ্যম এবং ক্ষুর, ক্ষুরপ্র ও ভল্লদ্বারা বলিচ্ছেদ অধম। শক্তি এবং বাণদ্বারা বলিচ্ছেদ বিশেষ নিষিদ্ধ। যে সকল অস্ত্রদ্বারা বলিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অস্ত্রে বলিচ্ছেদ করিলে দেবী তাহা গ্রহণ করেন না এবং বলিদাতা শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলি দিবার পূর্ব্বে পশুকে স্নান করাইয়া যথাবিহিত মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও খড়্গ পূজা করিয়া ঐ খড়্গের দ্বারা পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে পশুর মুখ রাখিয়া বলি ছেদ করা বিধেয়।

বলির হত্যাদোষনিবারণের জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের জন্য পশুসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত যজ্ঞার্থে পশুবধ করিতেছি, অতএব এই বধ অবধ স্বরূপ অর্থাৎ এই বলিতে পশু হনন জন্য পাতক হইবে না। বলির রুধির পাত্রে করিয়া দিতে হয়। বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্রপাত্র বা বেতের দোলা, মৃণ্ময় খর্পর, কাংস্য অথবা যজ্ঞীয়কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র করিতে হইবে। বহু সংখ্যক বলিদানস্থলে দুইটী বা তিনটী বলিকে সম্মুখে রাখিয়া অবশিষ্ট বলি সকলকে এক

যোগেই অর্চ্চনা করিতে হইবে। যে সকল পশুকে বলি দেওয়া হয়, তাহারা পশুযোনি হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলির মধ্যে মেষ, মহিষ ও অজ এই তিনপ্রকার বলিই অধুনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মেষ এবং অজ একই মন্ত্রদ্বারা দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, তবে উল্লেখস্থলে মাত্র মেষ পশু বা ছাগ পশু ইহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়া থাকে। মহিষ পশু ভিন্ন মন্ত্রে উৎসর্গ করিতে হয়। (কালিকাপু° ৬৬ অঃ)

ছাগপশু বলিদানস্থলে যাহার বয়স তিনবৎসরের কম, তাহাকে বলি দিবে না, এইরূপ ছাগপশু বলি দিলে আত্মা, পুত্র ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

"শিশূনাং বলিদানেন চাত্মপুত্রধনক্ষয়ঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

দুর্গোৎসবতত্ত্বে লিখিত আছে—"পশুঘাতপূর্ব্বকরক্ত-শীর্ষয়োর্বলিত্বং" পশুহননপূর্ব্বক রক্ত ও মস্তক দানই বলি। এই পশু খড়্গদ্বারা ছেদ করিতে হয়। খড়্গের পরিমাণ মুষ্টি দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ ৩২ আঙ্গুল এবং বিস্তার ৬ আঙ্গুল, ইহা অতিশয় শাণিত হইবে। এইরূপ খড়্গে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বলিচ্ছেদ করিবে।

"দ্বাদশাঙ্গুলিকো মুষ্ট্যা দীর্ঘো দ্বাত্রিংশদঙ্গুলঃ।
ষড়ঙ্গুলস্তু বিস্তারঃ খড়্গাঃ কার্য্যো বিধুপমঃ॥
ছেদয়েত্তেন খড়্গেন বলিং পূর্ব্বমুখস্থিতম্।
অথবোত্তরবক্ত্রঞ্চ স্বয়ং পূর্ব্বাননস্ততঃ॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

এক আঘাতেই বলিচ্ছেদ করিতে হইবে, যদি এক কোপে কাটা না যায়, তাহা হইলে সেই বৎসর কর্ম্মকর্ত্তা এবং বলি-ছেত্তার পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। ঐ জন্য বিশেষ সাবধানে বলি দেওয়া আবশ্যক। বলিবিঘ্ন হইলে শান্তি অবশ্য বিধেয়।

বলিদানের সময় যে পশুকে এককোপে কাটা না যায়, তাহাকে পুনরায় কাটিয়া ঐ পশুর মাংসদ্বারা হোম করিতে হইবে, যথাবিধি ঐ পশুমাংসদ্বারা হোম করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে। অথবা সহস্রতারানাম জপ করিয়া দেবীর উদ্দেশে তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী বলি দিতে হইবে। যে পশু কাটিবার সময় বাধিয়া যায়, তাহার মাংস বা রুধির কিছুই দিবে না। ঐ পশুর মাংসদ্বারা সহস্র হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে। এইরূপে শান্তি করিলে উহার প্রতিকার হয়। *

ছাগল বা মেষ স্থলেই এইরূপ শান্তি করিতে হইবে। যদি মহিষ বলিদানের সময় মহিষ বাধিয়া যায়, অর্থাৎ এককোপে কাটা না যায়, তাহা হইলে তাহার পৃথক্ শান্তি করিতে হইবে।

যে পশুকে বলি দিতে হইবে, ঐ পশু, যুবক, ব্যাধিহীন, সকল অঙ্গযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হইবে। শিশু, বৃদ্ধ, অঙ্গহীন এবং কুলক্ষণসম্পন্ন পশু বলিকার্য্যে নিন্দনীয়। এইরূপ পশু বলি দিলে নানাপ্রকার বিপত্তি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর দিন পূজা করিয়া বলি দিতে হইবে, অষ্টমীর দিন বলি বিধেয় নহে, অষ্টমীতে বলি দিলে বিপত্তি হইয়া থাকে। নবমীতে পূজা করিয়া বিধিবদ্বলি দিলে অশেষ পুণ্য হয়, বলিতে ভগবতী দুর্গার প্রীতি হয় সত্য; কিন্তু ইহাতে পশুহত্যাজন্য পাতকও হইবে। পশুবলিতে যিনি উৎসর্গ করেন, অর্থাৎ পুরোহিত, বলিদাতা, ছেত্তা, পোষ্টা, রক্ষক, অগ্র ও পশ্চাৎ নিরোদ্ধা, অর্থাৎ যাহারা আগে পাছে ধরে, এই সাতজন বলির পাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব বলি পাপ ও পুণ্যজনক।

"সপ্তম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অষ্টম্যাং পূজনং শস্তং বলিদানবিবর্জ্জিতম্॥
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তির্জায়তে ধ্রুবম্।
দদ্যাদ্বিচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিম্॥
বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র! দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃণাম্।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিরোদ্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ॥"

---

* "হন্যাদেকপ্রহারেণ স্বয়ং বা চান্যতোঽপি বা।
যদ্যপ্যেকেন ঘাতেন বলিচ্ছেদো ন জায়তে॥
তদব্দং ব্যাপ্য চ মহান্ কর্ত্তুর্হানিঃ পদে পদে।
তন্ত্রান্তরে—একখড়্গপ্রহারেণ পশুর্যত্র ন হন্যতে॥
তদা বিঘ্নং বিজানীয়াৎ কর্ত্তুর্বা ছেত্তুরেব বা॥

নিবন্ধেঽপি—যশোহানির্জ্জনহানিশ্চার্থহানিস্ততঃপরম্।
পুত্রহানিঃ সুতে সত্ত্বে তদসত্ত্বে নিজক্ষয়ঃ॥
অতঃ সদ্যো মহেশানি! তন্মাংসৈর্হোমরেৎ সুধীঃ।
হোমাদেব ভবেৎ শান্তির্মহত্যেব ন সংশয়ঃ॥
প্রকারান্তরশান্তিমাহ—
হন্যাদেকপ্রহারেণ চান্যথা দোষমাবহেৎ।
তচ্ছান্তয়ে জপেদ্বিদ্যাং তারাদেব্যাঃ সহস্রকম্॥
সহস্রং জুহুয়ান্মাংসৈর্দদ্যাদ্বা স্বর্ণমাষকম্।
রুধিরং তত্তু পার্ব্বত্যৈ নতু দেয়ং কদাচন॥
বলিমন্যং সমানীয় ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ॥
নিবন্ধে—যদ্যপ্যেকেন ঘাতেন মহিষো নৈব ছিদ্যতে।
তদব্দং মহতী হানিঃ কর্ত্তুঃ পুত্রাদিসম্পদাম্॥
যস্মাৎ প্রজায়তে দেবি ততঃ শান্তিং সমাচরেৎ।
আনীয় মহিষং তত্র ঘাতয়িত্বা চ তত্র বৈ।
সাজ্যৈর্হোমসহিতৈর্হুত্বাদ্দেবি যথার্থতঃ॥" ইত্যাদি।

(কৃত্যমহার্ণব-বাচস্পতিমিশ্র)

যোহয়ং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবীং পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬১ অঃ)

এই বচনানুসারে বলিদান পাপজনক। ইহাতে পাপ পুণ্য উভয়ই হইবে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দুর্গাপূজার বলিদান স্থলে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন, পূজার জন্য যে বলি দেওয়া যায়, তাহাতে হিংসাজন্য পাতক হইবে না। অবৈধ হিংসাই পাপ-জনক। বৈধহিংসায় পাপ না হইয়া পুণ্যই হইবে, 'বধোঽবধঃ' পূজার জন্য যে পশুবধ, তাহা 'অবধ' অর্থাৎ বধ নহে। এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই, ইহাতে কিছুমাত্র পাপ হইবে না। বরং পূজার সময় বলি না দিলে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে। পূজা করিতে হইলে বলি দিতেই হইবে।

সাংখ্যকারিকার টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বলিতে পাপ হইবে কি না, ইহার বিচারস্থলে স্থির করিয়াছেন, বলিতে হিংসাজন্য পাতক হইবে এবং পূজা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুণ্যও হইবে। তাঁহার মতে বলিতে যে কেবল পুণ্যই হইবে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

[বৈধহিংসা ও হিংবাশব্দ দেখ]

পশুবলি ব্যতীত নরবলির বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপ নর বলির উপযুক্ত, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পিতৃমাতৃবিহীন, যুবক, বিবাহিত, দীক্ষিত, ব্যাধিশূন্য, পরদার-বিহীন, অজারিক, ও বিশুদ্ধচরিত্র এই সকল গুণসম্পন্ন সচ্ছূদ্রকে তাহার বন্ধুর নিকট অতিরিক্ত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে। তৎপরে উহাকে স্নান করাইয়া একবৎসর পর্য্যন্ত দেশ-ভ্রমণ করাইয়া অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে উহাকে বলি দিতে হইবে।

নরবলি:—"পিতৃমাতৃবিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধিবর্জ্জিতম্।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদারবিহীনকম্॥
অজারিকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছূদ্রং মূলকং বরম্।
তদ্বন্ধুভ্যো ধনং দত্ত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ॥
স্নাপয়িত্বা চ তং ধর্ম্মী সম্পূজ্য রক্তচন্দনৈঃ।
মাল্যৈর্ধূপৈশ্চ সিন্দূরৈর্দধিগোরচনাদিভিঃ॥
তঞ্চ বর্ষং ভ্রাময়িত্বা চরদ্বারেণ যত্নতঃ।
বর্ষান্তে চ সমুৎসৃজ্য দুর্গায়ৈ তং নিবেদয়েৎ॥
অষ্টমীনবমীসন্ধৌ দদ্যাম্মায়াতিমেব চ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বলিদানপ্রসঙ্গতঃ॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

যে সময় পশুর মস্তক ছেদ হয়, তখন যদি ঐ ছিন্নমস্তক হইতে দাঁতের কটকট্ শব্দ হয়, তাহা হইলে বলিদাতার রোগ এবং মস্তক ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মলনির্গত হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হইয়া থাকে। মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে যদি নেত্র হইতে লোতক নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মৃত্যু হয়। অপর পশুর মস্তক হইতে লোতক নির্গত হইলে ভয় ও পীড়া হইয়া থাকে।

নরবলি স্থলে যদি নরের ছিন্নশির হাস্য করে, তাহা হইলে শত্রুবিনাশ এবং বলিদাতার লক্ষ্মী ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। নর-বলির ছিন্নমস্তক যে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচির-কালেই সফল হয় এবং হুঙ্কার করিলে রাজ্যের হানি ও যদি দেবতাদিগের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। (কালিকাপু° ৬৭ অঃ)

ঐতিহাসিক আলোচনায় জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে কি ভারতবাসী কি য়ুরোপবাসী সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে অবাধে পশুবলি বা নরবলি প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগের পুরুষমেধের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে আরণ্যকাদি হইতে পিতৃমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অবতারণা দেখা যায়।* পৌরাণিক কালে পুরুষমেধযজ্ঞ নিষিদ্ধ হইলেও চামুণ্ডা সমক্ষে নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।১ কালিকাপুরাণের ৫৬ অধ্যায়ে দেবীপূজায় বলির বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে।২ তান্ত্রিক প্রভাবে এই রক্তস্রোত সমভাবে

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ও কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) "নরেণ বলিনা দেবি সহস্রং পরিবৎসরান্।
বিধিদত্তেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রিভির্নরৈঃ॥
নারেণৈবাথ মাংসেন ত্রিসহস্রাণি চ বৎসরান্।
তৃপ্তিং প্রাপ্নোতি কামাখ্যা ভৈরবী সমরূপধৃক্॥
* * *
তস্মাৎ তৎপূজনে দদ্যাৎ বলেঃ শীর্ষঞ্চ শোণিতম্।
ভোজ্যে নির্লোমমাংসানি নিযুঞ্জীয়াদ্বিচক্ষণঃ॥" (কালি°পু° ৬৭ অঃ)

(২) শ্রীভগবানুবাচ।
"বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকং।
মোদকৈর্গজবক্ত্রং হবিষা তোষয়েদ্ধরিম্॥
তৌর্য্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্বরঃ।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥
পক্ষিণঃ কচ্ছপগ্রাহা বরাহাশ্চাগলাস্তথা।
মহিষো গোধিকা শাল্লস্তথা নববিধা মৃগাঃ॥
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ যমঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যাঃ স্বগাত্ররুধিরং চোষ্ট্রকা বলয়োমতাঃ॥
অভাবে চ তথৈবৈষাং কদাচিচ্চ্ছয়হস্তিনৌ।
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ॥
বলির্মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

কিরূপ সাধক বলিদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবেন, তাহাই পরে বিবৃত হইয়াছে। (কালিকাপু° ৫৬ অধ্যায়)

চলিয়াছিল। মানসিক প্রপঞ্চ সিদ্ধির জন্য পাশবপ্রকৃতি কাপালিকগণ ভৈরবী দেবীর প্রীত্যর্থে নরদেহ উৎসর্গ করিত অথবা শবসাধনার অঙ্গপূরণের জন্য নরবলি দিত।[১] খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১৯শ শতাব্দের প্রথম পর্য্যন্ত এই নৃশংস পূজা পদ্ধতি কেবল বাঙ্গালায় নহে, সমগ্র হিন্দুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখনও বামাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক গৃহস্থ পরিবার যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ দুর্গা বা কালীপূজায় নরবলি দিত, তাহারা জীবিত মনুষ্যের পরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া দেবীর তৃপ্তিসাধনার্থ উৎসর্গ করিয়া থাকে। ঐ ক্ষীরপুত্তলী নির্ম্মাণের পর তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। শুনা গিয়াছে, পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী রমণীগণ পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় গঙ্গা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিত, 'আমার পুত্র জন্মিলেই আপনাকে দিয়া যাইব।' কালবশে ঐ রমণীর কন্যা বা পুত্র সন্তান হইলে সে অম্লান বদনে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ বা মাঝিদিগের নিকট হইতে সেই উৎসর্গীকৃত পুত্রকে ক্রয় করিয়া লইত। বাঙ্গালায় আরও একটী আত্মোৎসর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সতীর সহমরণ। যে সতী স্বইচ্ছায় স্বামীর পথানুবর্ত্তিনী হন, তাঁহার এই পবিত্র আত্মদান জগতে শ্লাঘনীয়, কিন্তু যে রমণী জীবন্ত দাহের যন্ত্রণায় পীড়িতা, ও অনিচ্ছায় আত্মীয় কুটুম্বগণের তাড়নায় এবং লজ্জাভয়ে সন্ত্রস্তা হইয়া প্রজ্বলিত চিতাবহ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে নিষ্ঠুর বলি বলিবনা ত কি? এ বলি খড়্গের তীক্ষ্ণ ধারদ্বারা না হউক, বংশদণ্ডের ভীমপ্রহারেই সমাহিত হইত।[২]

শাস্ত্রে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন দ্বারা আত্মত্যাগ মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৩] শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে জানা যায় যে, গঙ্গাসলিলে জীবনত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক বিদূরিত হয়, অন্তিমে মোক্ষ ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সে জীবের আর কখনও জন্ম হয় না। এই কারণে আমাদের দেশে জরারুগ্ন অশীতিপর বৃদ্ধের অন্তিম সময়ে গঙ্গা যাত্রা করা হয় এবং অন্তর্জলি উপলক্ষে তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গা সলিলে ডুবাইয়া দেয়। সেই কণ্ঠাগতশ্বাস বৃদ্ধ শীতল সলিলে মগ্ন থাকায় ক্রমেই তাহার অন্তর্বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আইসে। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোদ্ধৃত অগ্নি ও স্কন্দপুরাণীয় বচনানুসারে জানিতে পারা যায় যে, অনশনে অর্দ্ধদেহ গঙ্গাজলে রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য ঘটে।[১]

এক সময় বাঙ্গালার নানা স্থানে নরবলির উপাদানে 'শক্রবলি' প্রদত্ত হইত, শুনা যায়। প্রভেদ এই যে, নরবলি একমাত্র কামারের দ্বারা সাধিত হয়, আর 'শক্রবলি' গৃহস্থ সপরিবারে একত্র খড়্গ ধরিয়া দিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে নরবলির যেরূপ বিধান আছে, বৃহন্নীলতন্ত্রে তদ্রূপ শক্রবলি-প্রকরণ বিহিত হইয়াছে।[২] শাস্ত্রোল্লিখিত বলি ভিন্ন, পুষ্করিণী দেবমন্দির অট্টালিকাদি নির্ম্মাণকল্পে কোন বিঘ্ন ঘটিলে দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি দেওয়া হইত। এখনও নররক্তে অট্টালিকাদির ভিত্তিপত্তন কথা শুনা গিয়া থাকে। ঐতিহাসিক হইলার সাহেব এইরূপ কএকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু-রাজগণের অধিকারে এরূপ কার্য্যে নররক্তে ভূমি সিক্ত হইত। মুসলমানাধিকারে এই নৃশংস আচার তিরোহিত হয়। সম্রাট্ শাহজহান দিল্লীনগর-ভিত্তিতে লক্ষ পশুরক্ত মিশাইয়াছিলেন।[৩]

এখনও বঙ্গপরিবারের ঘরে ঘরে দেবীর প্রীতির জন্য রক্তদানপ্রথা প্রচলিত আছে। স্বামী, পুত্র বা পিতামাতার মরণাপন্ন রোগে হিন্দু রমণীগণ দেবী সমক্ষে আরোগ্য কামনায় রক্তদান দিবার মানস করেন। দুর্গাপূজা বা কালীপূজায় রমণীগণ বক্ষের মধ্যস্থল চিরিয়া মানসিক পূজা সমাপন করিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, রক্তলোলুপা ভৈরবী দেবী নররক্তে তৃপ্ত হইয়া থাকেন, এ কারণ বঙ্গরমণীগণ দেবীকে নিজ গাত্র-রক্তদানে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান।[৪] সনাতন হিন্দুধর্ম্মে

(১) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ওয়ার্ডসাহেবের গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

(২) সতীজীবনের বিস্তৃত ইতিহাস 'সতী' শব্দে দ্রষ্টব্য।

(৩) "গঙ্গায়াং ত্যজতঃ প্রাণান্ কথয়ামি বরাননে!।
কর্ণে তৎ পরমং ব্রহ্ম দদামি মামকং পদম্॥" (স্কন্দপুরাণ)
"সন্ত্যজ্য দেহং গঙ্গায়াং ব্রহ্মহাপি চ মুক্তয়ে।" (ক্রিয়াযোগসার)

(১) "অর্দ্ধোদকে তু জাহ্নব্যাং ম্রিয়তেঽনশনেন যঃ।
স যাতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ॥" (অগ্নিপুরাণ)
স্কন্দপুরাণেও উহার অনুরূপ আর একটী শ্লোক পাওয়া যায়:—
"নাভ্যন্তর্গততোয়ানাং মৃতানাং কাপি দেহিনাং।
তস্য তীর্থফলাবাপ্তির্নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥" (স্কন্দপুরাণ)
পবিত্র হৃদয়ে কোন সন্ন্যাসীকে নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, ইহাই যথার্থ আত্মোৎসর্গ, কিন্তু মৃত্যুক্রোড়াশ্রয়প্রয়াসী নরনারীর এই নিরাশ্রয় নিমজ্জন যজ্ঞীয় বলির নিয়তমস্তর মাত্র।

(২) "ততঃ শক্রবলিং রাজা দদ্যাৎ ক্ষীরেণ নির্ম্মিতম্।
স্বয়ং বিন্দ্যাৎ ক্রোধদৃষ্ট্যা প্রহারজনকেন চ॥
কোপেন বধকৃদ্দেবি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা বৈ শক্রনাম্না মহেশ্বরি।
শক্রক্ষয়ো মহেশানি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥" (বৃহন্নীলতন্ত্র)

(৩) History of India, vol. IV. p 278.

(৪) ঘোর তান্ত্রিক প্রবাহের সময় নররক্তে দেবীপূজার উপকরণ গঠিত হইয়াছিল।

দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গের আরও কএকটী উপায় নির্দ্ধারিত আছে। যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর মহাপ্রস্থান, তুষানল অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশদ্বারা অনেকে দেবতার প্রীতি কামনায় আপন জীবন বলি দিয়া থাকেন।[১] বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে লোকে দেবতার প্রীতি এবং তজ্জন্য স্বকীয় মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় জগন্নাথ দেবের রথচক্রতলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতেতিহাসে যেরূপ অসংখ্য নরবলির উল্লেখ আছে, তদ্রূপ পূর্ব্বতন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে দেবতার তৃপ্তি-সাধন জন্য নরবলি দেওয়া হইত। ফিনিকিয় ও কার্থেজ-বাসিগণ তাহাদের বাল (Ba'al) ও মোলক্ নামক দেবতার রক্তপিপাসা শান্তিকরণার্থ নরজীবন উপহার দিত। স্কান্দি-নেবিয়া ও গ্রেটবৃটেনবাসী পূর্ব্বতন ড্রুইদ (Druids) যাজকগণ মানবগণকে পোড়াইয়া দেবাত্মার তৃপ্তিবর্দ্ধন করিত। আথেন্সবাসিগণ স্বদেশীদিগের পাপক্ষালনার্থ থার্গেলিয়ায় (Thargalia) প্রতিবৎসর একএকটী নরনারী বলি দিত, ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গের ন্যায় গ্রীকবাসিগণও শত্রুবলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। হোমার লিখিয়াছেন যে, ট্রোজান বন্দীদিগকে পেট্রোক্লেসের (Patrocles) সমাধি সময়ে নিহত করা হইয়াছিল। ইজিপ্তবাসিগণ পবনদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বালক মেনেলেয়সকে (Menela'os) বন্দী করিয়া লইয়া যায়।[২] আগাষ্টাস্ তদীয় দেবসদৃশ খুল্লতাত দিবাস জুলিয়াসের সন্তোষবিধানার্থ তিনশত পেরুসিয়াবাসীকে শমন ভুবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরাণবর্ণিত রাক্ষসগণের নরবলি এবং নরমাংসভোজন, ইউরিপিডিস্-বর্ণিত সাইক্লোপ জাতির সদৃশ।[৩] ইউরিপিডিস্, ফিলোষ্ট্রটস্ ও আরিষ্টটল লামি (Lamæ) ও লেষ্ট্রীগোঁ (Lestriygons) নামে দুইটী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইতালী, সিসিলী, গ্রীস্, পণ্টাস ও লিবিয়া নামক স্থানে তাহাদের বাস ছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কায়েটে (Caiete) নগরে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবমন্দির। এখানে হাম (Ham) দেবতার সমক্ষে সুকুমার শিশু বলি দেওয়া হইত। সাইরেন্ (Syrens) রমণীগণ নিজ নিজ মোহিনী-রূপে এবং সুমধুর সঙ্গীতে সমুদ্রোপকূল হইতে নাবিকগণকে কুহকে ভুলাইয়া কেম্পেনিয়াকূলবর্ত্তী দেবমন্দিরে লইয়া বলি প্রদান করিত।[১] ক্রীটবাসিগণ দিওন্যুসিয়াকায় (Dionusiaca) দাঁতে চিরিয়া জীবিত পশুর মাংস দিওনিসাসের প্রীতির জন্য অর্পণ করিত।[২] মিনাডিস্ (Mænades), থিয়াডিস্ (Thyades) ও ব্যাকি (Bacchæ) প্রভৃতি জাতির রক্ত-লোলুপতার উপাখ্যান পাওয়া যায়। প্রবাদ, অরফিয়াস্ (Orpheus) রক্তাক্ত নরমাংসভক্ষণপ্রথা রহিত করেন, কিন্তু তিনি জীববলি উঠাইতে সমর্থ হন নাই।

বার্ণার্ড স্মিড (Bernhard Schmidt) স্বীয় গ্রন্থে (Griechische Sagat Munchanas) আর্কেডিয়ার লাইকিয়ন (Mt. Lykaion) পর্ব্বতে বলির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিরোদোতাস্ সাইপ্রাস দ্বীপের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, তদ্দেশবাসিগণ কুমারী আর্তেমিস দেবীর (Virgin Artemis) পূজায় নরবলি দিত। কখন কখন লগুড়াঘাতে কখন বা মন্দিরের নিকটস্থ পর্ব্বতশিখর হইতে ঐ হতভাগ্য মনুষ্যকে নিম্নে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং সেই পতনেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হইত।[৩] আর্তেমিস আমাদের কালিকা দেবীর মতন।

আসিরীয়ায় নরবলির প্রবলস্রোত প্রবাহিত ছিল। অসুর-দিগের বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ দেবভোগের আর দ্বিতীয় উপহার নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ইজিপ্তদেশে নরবলি প্রচলিত ছিল। দিওদোরাস্ ও প্লুতার্ক প্রভৃতি ওসিরিসের বেদি (Alter of

---

(১) মহাপ্রস্থান—স্বেচ্ছাক্রমে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশদ্বারা আত্মজীবন-ত্যাগ। শ্রীক্ষেত্রে এরূপ উপায়ে সাধুসন্ন্যাসিগণের অনেক জীবনত্যাগের কথা শুনা যায়। মাকিদনবীর আলেকসান্দারের সময়ে কলেনাস তুষানল করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক স্থলে তুষানলের ব্যবস্থা আছে।

(২) Herodotus., Vol. II. p 119.

(৩) হোমার ওডেসিনামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সাইক্লোপ সিল্লা ইউলিসিসের অনুচরবর্গকে খাইয়াছিল। ইউরিপিডিসও তাহাদের নরমাংসভোজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী অনেক স্থানে পূর্ব্বে নরবলি হইত, হতাশ্বাস নাবিক-গণ দুরদৃষ্টক্রমে এই রাক্ষসপ্রায় অসভ্য মনুষ্যজাতির নিকট উপস্থিত হইলে কোন কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নিহত হইত সন্দেহ নাই। (Homer's Odessy & Euripides.)

(১) Bryants', Ancient Mythology, Vol. II. p 20.

(২) কিয়সদ্বীপে (Island of Chios) দিওনিসাসের পূজায় নরমাংস উপহার দেওয়া হইত। Porphyry টেনেডো ইউএলপিসের (Tenedo Euelpis) ঐরূপ একটী কুতোর উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) ডাঃ হেণ্ডলী (Dr. Hendley) লিখিয়াছেন যে, যোধপুর-রাজের রাজ্যাধিরোহণ সময়ে মেবারবাসী ভীলগণ কতকগুলি ছাগ ও মহিষ দেবীপূজায় উৎসর্গ করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল। চিতোরগড়ের প্রাচীন দেবীমন্দিরে এবং অম্বর নগরের অম্বাদেবীর সমক্ষে পূর্ব্বে নরবলি হইতে শুনা যায়। চিতোরের কোন রাণা এখানে সাতটী রাজপুত্রকে বলি দিয়াছিলেন। (Jour. As. Soc. XLIV. p 350.)

Osiris) ও ইডিথিয়া নগরে রাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত নরবলির উল্লেখ করিয়াছেন। রোমকদিগের অধিকারে য়ুরোপখণ্ডে সভ্যতা বিস্তার হইলেও তথায় অবাধে নরবলি চলিত। নিয়াস কর্ণেলিয়াস্ লেন্ট্‌লাস ও পি লিসিনিয়াস ক্রেসাসের শাসনকালে সিনেট-সভার অনুমত্যনুসারে নরহত্যা রহিত হয়।[১] মধ্যযুগে উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নরবলিরূপ একটী পাপস্রোত পূর্ব্বভারত এবং পশ্চিমে রোমসাম্রাজ্য ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রাচীন য়িহুদীদিগের মধ্যেও নরবলি প্রধান দেবোপহার মধ্যে গণ্য ছিল। ঈশ্বরাদেশে আব্রাহাম নিজ পুত্রকেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জেফ্‌থার পূজায় মানস করায় তিনি নিজ কন্যাকে বলি দিয়া ছিলেন। য়িহুদীগণ মেলেকের শান্তির জন্য শিশুবলি দিতে শিক্ষা করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইবার আশঙ্কায় মোয়াবপতি (Moab) নিজ পুত্রকে পোড়াইয়া মারেন।[২] গ্রীক ও রোমকদিগের ন্যায় জর্ম্মাণ, নর্ম্মান ও ফ্রাঙ্কজাতির মধ্যে নরবলি স্রোত প্রবাহিত ছিল। কোন কোন বিশেষ বিপদে তাহারা রাজা, রাজপুত্র বা রাজকন্যাদিগকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না।[৩] উত্তরআমেরিকার অজতেক (Aztecs), তোলতেক (Toltecs), তেজককান (Tezcaucans) ও ইঙ্ক (Incas) জাতীয়গণ পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসেনা বন্দী করিয়া লইত এবং সেই অসংখ্য নরদেহ সময় সময় দেবমন্দিরে গড়াগড়ি যাইত।[৪]

দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুবাসিগণ বলির বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। ইন্‌কসর্দ্দারগণ পীড়িত হইলে রুষ্ট দেতার তৃপ্তির জন্য তাহার পুত্রকে বলি দেওয়া হইত। অরোকানিয়ান্ জাতির প্রুলোকন্ (Pruloucon) উৎসবে মৃতসৈন্যের প্রেতাত্মার পরিতোষের জন্য বন্দী বিপক্ষসৈন্যকে বলি দিবার ব্যবস্থা ছিল[১]। এতদ্ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবাসী, মুরিরুশ্বাইট্ ও বদোত্র প্রভৃতি আফ্রিক জাতি, তাতার, তুর্ক, মোগল, ভোট, যব, সুমাত্রা, আন্দামান, জাপান ও চীনবাসীদিগের মধ্যে অল্পবিস্তর নরনাশ ও নরমাংসভোজনের ইতিহাস পাওয়া যায়[২]। টেলার সাহেব নিজ গ্রন্থে গণ্যমান্য বহুলোকের প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের সমাধির উপর স্ব স্ব পত্নীর ক্রীতদাসগণকে বলি দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। অসাণ্টি ও য়ুকেটনবাসীদিগের মধ্যে কোন ধর্ম্মোৎসবে কারা হইতে বন্দী লইয়া নরবলি দেওয়া হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ধর্ম্মের জন্য অনেক জীবনত্যাগীর (Myrters) নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজাজ্ঞায় অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত, কেহ বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মানবজন্ম ত্যাগ করিয়াছেন, ইহারা রাজশত্রু বা প্রচলিত ধর্ম্মের বিপক্ষতা করার জন্য নরবলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছেন।

অধুনা শক্তিপূজায় মেষ, মহিষ, ছাগ, কুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষুদণ্ড বলিই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বলির মধ্যে ছাগবলিই অধিক প্রচলিত। ৪ দৈত্যভেদ। এই দৈত্য সাবর্ণিমন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮০।১০)

বলি (পুং) জনৈক অসুররাজ। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন হইতে তাঁহার জন্ম। বলির একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। (বিষ্ণুপু° ১।২১ অঃ) বলিকে দমন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হন। [বামন দেখ।]

বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞান্তে দানে প্রবৃত্ত হইলে বামনরূপী বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হন। বলি যথাবিধানে এই মানবের পূজা করিয়া আগমনপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন বামনরূপী বিষ্ণু বলির নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া স্বীয় পদপরিমাণ ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ইহাতে বলি বামনকে কহেন, তুমি আমাকে বৃদ্ধজনের ন্যায় নানাপ্রকার সুমিষ্টবাক্যে সন্তোষ

---

(১) Pliny xxx. c. 3. & Wilkison's Ancient Egyptions, Vol. II. p 286.

(২) II Kings, III. 27.

(৩) রাজা ওয়েনওথর নিজপুত্রদিগকে বলি দিয়াছিলেন। সুইডেনবাসিগণ দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের রাজা দোমাল্ডিকে দেবপ্রীতির জন্য উৎসর্গ করে।

Grim's Teutonic Mythology, II. p. 44. রাজস্থানেও ঐরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। মিবারপতি রাণা লাক্ষা চামুণ্ডাদেবীর রক্ততৃষ্ণা দূর করিবার জন্য নিজ নয় পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন।

(৪) আমেরিকাবাসী বিভিন্ন জাতি জয়লব্ধ ধন ও বন্দী নরনারীদিগকে আনিয়া মহাসমারোহে দেবপূজায় উপহার দিত। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হুইট্‌জিল্ পোচ্‌লির মন্দিরে লক্ষাধিক নরবলি হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা জলদেব ট্লোলোকের পূজায় শিশুবলি এবং তেজকাট্‌লপোকার পূজায়ও তাহারা বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর নরবলি দেওয়া হইত। পশ্চিম উড়িষ্যাবাসী খোন্দগণ তারিপেন্ নামক বসুমাতার উৎসবেও নরবলি অর্পণ করিত।

(বিস্তৃত বিবরণ Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I. p 22, 67-68 & 71-74 and Heaviside's American Antiquities.)

(১) Abbe Don. J. Ignatius Molina's History of Chili, Vol. II. p 79.

(২) Burton's Lake Regions of Central Africa, Vol. II. p 114. and Du'Chaillu's Exploration in Equatorial Africa, Marco Polo. 2nd Ed. I. p 302 & II. p 245, 265, 275, 292.

(৩) Taylor's Primitive Culture, Vol. I. p 413.

হেরোদোতাস্ ক্রেষ্টোনিয়ান জাতির মধ্যে ঐরূপ পত্নীহত্যার প্রথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

জন্মাইয়া অজ্ঞের ন্যায় এই সামান্যভূমি প্রার্থনা করিতেছ, তুমি প্রভূত ভূমি ও ধন প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি, কারণ আমার নিকট যে দান গ্রহণ করে, তাহার আর অপরের নিকট যাইবার আবশ্যক হয় না। অতএব তুমি আমার নিকট অধিক প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি। ইহাতে বামন বলেন, আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রার্থনা করিতেছি, কারণ সুধীগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তখন বলি বামনের কথানুসারে ঐ ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হন। শুক্রাচার্য্য ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি না বুঝিয়া উঁহাকে ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। ইনি একপাদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ লইবেন এবং ইহার বিশাল শরীরে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদন্যাসের স্থান হইবে না। তুমি প্রতিশ্রুত দিতে না পারিয়া নরকে যাইবে। যাহাতে বিপন্ন হইতে হয়, তাদৃশ দান প্রশংসিত নহে। এখন আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর, তুমি এই দান হইতে বিরত হও, তাহা হইলে তোমার রক্ষা হইবে, নচেৎ আর উপায় নাই। ইহাতে মিথ্যা জন্য পাতক হইবে না। কারণ পরিহাসবৃত্তিরক্ষা বা প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য দোষের হয় না। তোমার প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত, অতএব এ সময়ে মিথ্যা কহিলে তোমার পাতক হইবে না। বলি শুক্রাচার্য্যের এই কথায় তাঁহাকে কহিলেন, গুরুদেব! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি মহাত্মা প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র, দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া সামান্য ধূর্ত্তের ন্যায় বিত্তলোভে বিপ্রকে কি প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিব? এই ব্রাহ্মণ বিষ্ণুই হউন, বা শত্রুই হউন, ইহাকে আমি ঐ ভূমি প্রদান করিব। আমি অনপরাধ, যদ্যপি ইনি অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি এই ব্রাহ্মণের হিংসা করিব না। বলি এই কথা বলিলে শুক্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুই মূর্খ হইয়া পণ্ডিতাভিমানী হইয়াছিস্ এবং আমাকে উপেক্ষা করিয়া আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্, অতএব অচিরে তুই শ্রীভ্রষ্ট হইবি।

বলি গুরু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াও সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন বামনকে অর্চ্চনা করিয়া উদক স্পর্শপূর্ব্বক ভূমি দান করিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণুর বামনরূপ আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইল। বলি দেখিতে পাইলেন, বিশ্বমূর্ত্তি হরির পদতলে রসাতল, চরণদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বত, জানুদেশে পক্ষী এবং ঊরুদ্বয়ে মরুদ্গণ, বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যদেশে প্রজাপতি, জঘনে অসুর সকল, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসাগর, উরঃস্থলে নক্ষত্রশ্রেণী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনোমধ্যে চন্দ্র, বক্ষে কমলা, কণ্ঠে বেদ ও সমস্ত শব্দ, চারি বাহুতে ইন্দ্রাদি দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় অনিল, চক্ষুদ্বয়ে সূর্য্য প্রভৃতি ত্রিভুবন দেখিতে পাইলেন। বলি ও অসুরগণ বামনের এইরূপ শরীর দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল।

তদনন্তর তাঁহার একপদে বলির সকল ভূমি, শরীরে আকাশ এবং বাহুদ্বয়ে দিক্‌সকল আক্রান্ত হইল। দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ব্যাপিয়া গেল; কিন্তু তৃতীয়চরণ বিন্যাস করিবার কিছুই স্থান রহিল না। তখন বলির অনুচরগণ ইহাকে মায়াবী স্থির করিয়া মারিবার জন্য নানা প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না, অচিরে তাহারাই বিষ্ণুর অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইল। বলি তখন অনুচরদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। বলি কহিলেন, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল, বিশেষতঃ যিনি ত্রিজগতের প্রভু, তাহাকে পুরুষকার দ্বারা অতিক্রমণের চেষ্টা করা বিফল। অতএব তোমরা আর বৃথা লোকক্ষয় করিও না। ইত্যবসরে ভগবান্ বামনের অভিপ্রায়ানুসারে গরুড় পাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। তখন ভগবান্ বামন বলিকে বলিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে তিনপদ ভূমি দান করিয়াছ, আমার দুইপদে সমুদায় পৃথ্বী আক্রান্ত হইল। তৃতীয় পদ ভূমি কোথায় আছে দাও। আমি একপদে সমুদয় ভূলোক আক্রমণ করিয়াছি, আমার শরীরদ্বারা আকাশ ও দিক্ সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয়পদে স্বর্গলোক আক্রান্ত হইল। এইরূপে আমি তোমার সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিলাম। কিন্তু ইহাতেও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইল না বলিয়া তোমার নরক বাস হইবে। অতএব এখন কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া নরকে গমন কর।

ইহাতে বলি বলিলেন, ভগবন্! আমার কথিত বাক্য অসত্য নহে। আপনিই পূর্ব্বে কপটতাপূর্ব্বক বামনরূপে ভিক্ষা করিয়া এক্ষণে রূপান্তর প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে যদি আপনি আমার কথা মিথ্যা বলিয়া মানেন, তাহা হইলে আমি আপনার অঙ্গীকার পূরণ করিতেছি, অপকীর্ত্তি হইতে আমার যদ্রূপ ভয়, নরক বা পাশবন্ধনে আমি তাদৃশ ভীত নহি। অতএব আপনার এই তৃতীয় চরণ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। বলির এই কথায় ভগবান্ বামন তাঁহার তৃতীয় চরণ বলির মস্তকে স্থাপন করিলেন। বলি তখন ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রহ্লাদ তথায় উপস্থিত

হইয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, বলি নানাপ্রকার সৎকর্ম্ম এবং সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিগ্রহের উপযুক্ত নহে, ইহার বন্ধনমোচন করিয়া দিন।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, তাহার প্রথমে অর্থ অপহরণ করি, কারণ অর্থে মমতা জন্মে এবং আমার প্রতি অবিশ্বাস হইয়া থাকে। এই বলি দৈত্যদিগের অগ্রণী ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন। এ ব্যক্তি দুর্জ্জয়া মায়া জয় করিয়াছে, এ কারণ অবসন্ন হইয়াও মুগ্ধ হইতেছে না, এ নির্ধন, স্থানচ্যুত এবং শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর ইহার জ্ঞাতিরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার যাতনা দিতেছে, এমন কি কুলগুরু পর্য্যন্ত শাপ দিয়াছেন, তথাচ এই বলি আপনার সত্য হইতে বিচলিত হয় নাই। অতএব ইহাকে আমি দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিতেছি। আমি স্বয়ং ইহার আশ্রয় হইলাম। ইনি সাবর্ণিমন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। যতদিন ঐ মন্বন্তর না আসে, ততদিন বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত সুতলে গিয়া বাস করুন। ঐ স্থান সামান্য নহে, তথায় আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, জরা ও পরাভব কিছুই নাই। সেই স্থলের প্রভু হইয়া বলি অবস্থান কর। আমি কৌমোদকী গদা লইয়া তথায় অবস্থান করিয়া বলিকে রক্ষা করিব।

বলি ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পাতালে গমন করিল। বলি পাতালে যাইলে বিষ্ণুর আদেশে শুক্রাচার্য্য ঐ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। (ভাগবত ৮।১৮-২২ অঃ) বামনপুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [বামন দেখ।]

৫ যযাতি-বংশোদ্ভব সুতপা-রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৮।১)

(স্ত্রী) বলতি সংবৃণোতীতি বল-সংবরণে ইন্। ৬ জরাদ্বারা শ্লথ চর্ম্ম। পর্য্যায়—চর্ম্মতরঙ্গ, ত্বগূর্ম্মি, ত্বক্‌তরঙ্গ। ৭ জঠরাবয়ব।

"মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।"

(কুমার ১।৩৯)

৮ গৃহদারুভেদ। (মেদিনী) ৯ গুদাঙ্কুর, অর্শরোগ হইলে ইহা নির্গত হয়। সুশ্রুতে লিখিত আছে—

গুহ্যদেশের অর্দ্ধাঙ্গুল অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক অন্তরে প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামে তিনটী বলি আছে। এই বলিত্রয় চারি অঙ্গুল আয়ত, তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিত ও উর্দ্ধে এক অঙ্গুলি শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকারে জড়িত হইয়া উপর্য্যুপরি সংস্থিত আছে। তাহাদিগের বর্ণ হস্তীর তালুর ন্যায়।

গুহ্যদেশজাত রোমের অন্তর্ভাগ হইতে যবের অর্দ্ধভাগ পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ কহে। প্রথম বলির স্থান গুদৌষ্ঠ হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে।

বলি জন্মিবার পূর্ব্বে অন্নে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, উরুদ্বয়ের ভার, উদরে শব্দ, কৃশতা, অতিশয় উদ্গার, চক্ষুদ্বয়ের ফুলা, ও অন্ত্রকূজন এই সকল লক্ষণ ঘটে। পাণ্ডু, গ্রহণী, অথবা শোষ-রোগীর বলি হইবার সম্ভাবনা হইলে কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য ঘটে। এই সকল লক্ষণ জন্মিলে বলি প্রকাশ পায়। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষজ হইয়া থাকে।

বায়ুজ বলি—বায়ুজনিত বলি শুষ্ক, অরুণবর্ণ, মধ্যস্থলে বিষম ও কদম্বপুষ্প, তুণ্ডিকেরী, নাড়ীমুখ বা শূচীমুখের ন্যায় তাহার আকৃতি হইয়া থাকে। এই বায়ুজ বলি অতিশয় টন্‌টন্ করে, রোগী সংহতভাবে অর্থাৎ জড়সড় হইয়া উপবেশন করে, কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মেঢ্র, গুহ্য ও নাভিপ্রদেশে বেদনা জন্মে, নখ, চক্ষু, দন্ত, মুখ, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্তজ বলি।—পিত্তজ বলির অগ্রভাগ নীল ও সূক্ষ্ম। ইহা বিসর্পী, ঈষৎ পীতবর্ণ বা যকৃতের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, শুকপক্ষীর জিহ্বার ন্যায় সংস্থিত, যবের মধ্যভাগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও জলোকার মুখের ন্যায় সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত। পিত্তজ বলিতে দাহযুক্ত রুধির নিঃসৃত হয়। জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব এবং নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মজ বলি।—শ্লেষ্মজন্য বলি শ্বেতবর্ণ, মহামূলবিশিষ্ট, দৃঢ়, গোলাকার, স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ, করীর, পনসাস্থি বা গরুর স্তনের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কঠিন, আস্রাবহীন ও অতিশয় কণ্ডুবিশিষ্ট। ইহাতে শ্লেষ্মাযুক্ত ও অধিক পরিমাণ মাংসধৌত জলের ন্যায় মল নিঃসৃত হয় এবং ত্বক্, নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ শ্বেতবর্ণ হয়।

ইহা ভিন্ন রক্তজন্য বলিও হইয়া থাকে। রক্তজ বলি বটের অঙ্কুর বা বিদ্রুমের ন্যায় এবং পিত্তজ বলির সকল লক্ষণবিশিষ্ট। ইহাতে মল কঠিন হইলে দুষ্টশোণিত অধিক পরিমাণে হঠাৎ নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতিশয় শোণিত নিঃসৃত হইলে শোণিতের অতিযোগ জন্য নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। বলি—সান্নিপাতিক হইলে সকল দোষ ও সকলপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে।

মলদ্বারের বাহ্যদেশ ও মধ্যভাগে বলি হইলে বৈদ্য চিকিৎসা করিবে; কিন্তু যদি অন্তর্বলি হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয়। (সুশ্রুত নি° ২ অ°) [অর্শস্ দেখ।]

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বাতজন্য অর্শরোগ হইলে যে বলি হয়, তাহা অধিক-সংখ্যক, অথচ পরস্পর বিভিন্নরূপ হইয়া নির্গত হয়। ঐ সকল বলি শুষ্ক, বেদনাযুক্ত, অঙ্গপচিত, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ ও খরস্পর্শ, বক্রভাবে উত্থিত, অগ্রভাগ অতি-সূক্ষ্ম এবং বিদারিত মুখবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল বলির বর্ণ ধূম্র বা লোহিত। আকৃতি তেলাকুচা, কুল, খর্জ্জুর ও

কর্কোটীফল সদৃশ, কচিৎ কদম্বপুষ্প ও কোথায়ও রাইসর্ষপের তুল্য পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা পরিবেষ্টিত হয়। ইহাতে রোগীর মস্তক, পার্শ্বদেশ, স্কন্ধদেশ, কটি, উরু ও বক্ষঃ এই সকল স্থলে বেদনা এবং হাঁচি, উদ্গার, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, অরুচি, কাস, শ্বাস, বিষমাগ্নি, কর্ণে শব্দ এবং ভ্রম হইয়া থাকে। ইহাতে চর্ম্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্তজ অর্শরোগে বলি সকল নীল, রক্ত, পীত, অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ, সংখ্যায় অল্প, কোমল ও লম্বমান হয়। ইহার আকৃতি শুকপক্ষীর জিহ্বা, যকৃৎখণ্ড কিংবা জলৌকার মুখের ন্যায়, অথবা যবসদৃশ মধ্যস্থল ও অন্তর্ভাগদ্বয় সূক্ষ্ম হয়। এইরূপ বলি হইলে দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও গ্লানি হইয়া থাকে এবং চর্ম্ম, নখ ও মলমূত্রাদি হরিদ্রাবর্ণ হয়।

রক্তজ অর্শরোগে বলি সকল খিলের ন্যায় এবং পিত্তজ অর্শরোগের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। উহাদের আকৃতি বটবৃক্ষের অঙ্কুর, গুঞ্জাফল অথবা প্রবালসদৃশ হইয়া থাকে। মল কঠিন হইলে ঐ বলি দূষিত অথচ উষ্ণরক্ত, সহসা অধিক পরিমাণে অত্যন্ত রক্তস্রাব হওয়ায় রোগীর শরীর ভেকসদৃশ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয় হয় বলিয়া রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রব সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে বল, বর্ণ, উৎসাহ, শক্তির হ্রাস এবং ইন্দ্রিয় সকল আকুল হয়। (ভাবপ্র°)

অর্শরোগে বলি সকল এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। অর্শরোগের চিকিৎসা করিলে উহার সঙ্গে বলিও নিরাকৃত হয়। এইজন্য উহার চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইল না। বলি অনেক স্থলে অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা নিরাকৃত হয়। ১০ দগ্ধ। (ভাবপ্র°)

বলিক (পুং) ১ ঘোড়ো ঘরের কোণাচ্। ২ নাগরাজভেদ।

বলিকর (ত্রি) বলির উপাদান।

বলিকর্ম্মন্ (ক্লী) বলিক্রিয়া, বলিদান।

বলিকা (স্ত্রী) বলৈঃ বলার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। অতিবলা। (রাজনি°)

বলিদান (ক্লী) বলেঃ পূজোপকরণস্য দেবতোদ্দেশেন সংকল্পিতছাগাদের্বা দানম্। দেবতার উদ্দেশে পূজোপকরণ দান। দেবোদ্দেশে যথাবিধি পূজোপহারত্যাগ। ২ দুর্গাদি দেবতার উদ্দেশে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ছাগাদি পশুঘাতন। [বলি দেখ।]

বলিধ্বংসিন্ (পুং) বলিং তদাখ্যায় প্রসিদ্ধং দৈত্যবিশেষং ধ্বংসয়তীতি বলি ধ্বংস-ইনি বা বলিনা পূজোপহারেণ অবিদ্যাং ধ্বংসয়িতুং শীলমস্য। বিষ্ণু। [বলি দেখ।]

বলিন্ (ত্রি) বল মত্বর্থে ইনি (বলাদিভ্যোমতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৫) ১ বলবান্, বলযুক্ত। ২ উষ্ট্র। ৩ মহিষ। ৪ বৃষ। ৫ শূকর। ৬ কুন্দবৃক্ষ। ৭ কফ। (পুং) ৮ মাষ। ৯ বলরাম। (শব্দর°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বলিন (ত্রি) বলিঃ শিথিলং চর্ম্ম অস্যাস্তীতি বলি-পামাদিত্বাৎ ন। বলিভ, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্মযুক্ত।

বলিনন্দন (পুং) বলেস্তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধস্য দৈত্যস্য নন্দনঃ পুত্রঃ। বলির পুত্র বাণাসুর। [বাণ দেখ।] বলেঃ যযাতিবংশীয়স্য রাজ্ঞঃ নন্দনঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি বলিপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৮।১)

বলিনিসূদন (পুং) বলিং নিসূদয়তি সূদ-ল্যু। বলিধ্বংসী, বিষ্ণু।

বলিন্দম (পুং) বলিং দময়তি দম-খ, মুম্। বলিকে দমনকারী, বিষ্ণু। (হেমচ°)

বলিপুষ্ট (পুং) বৈশ্বদেবেন বলিনা পুষ্টঃ। কাক। বলিবৈশ্বে কাককে বলি দিতে হয়।

বলিপোদকী (স্ত্রী) বলেঃ পোদকী উপোদকী। উপোদকী, চলিত পুঁইশাক। (রাজনি°)

বলিপ্রিয় (পুং) বলিং উপহারং প্রীণাতীতি বলি-প্রী-ক। ১ লোধ্রবৃক্ষ। (শব্দচ°) বলিবৈশ্বদেববলিঃ প্রিয়ো যস্য। ২ কাক। ৩ উপহারপ্রিয়।

বলিবন্ধন (পুং) বলিকে বন্ধনকারী বিষ্ণু। (হেমচ°)

বলিবিন্ধ্য (পুং) রৈবতক মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।৫।২)

বলিভ (ত্রি) বলিশ্চর্ম্মসংকোচোঽস্যাস্তেতি বলি (তুন্দিবলি বটে ভঃ। পা ৫।২।১৩৯) ইতি ভ। বলিন, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্মযুক্ত।

বলিভুজ্ (পুং) বলিং বৈশ্বদেব বলিং গৃহস্থদত্তদ্রব্যং বা ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। কাক।

"অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীবাং বলিভুজামিব।"
(ভাগ° ১।১৮।৩৩)

বলিভৃৎ (ত্রি) করদাতা, করদ।

বলিভোজন (পুং) বলিভুজ্, বলিপুষ্ট, কাক। (রামা° ৫।৩৬।৩৬)

বলিমৎ (ত্রি) বলিশ্চর্ম্মসঙ্কোচোঽস্যাস্তেতি বলি-মতুপ্। বলিন, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্মযুক্ত। (অমরটীকা) বলিঃ পূজোপহারঃ বিদ্যতেঽস্যেতি। ২ উপহারবিশিষ্ট।

"বাষ্পায়মাণো বলিমন্নিকেতমালেখ্যশোষস্য পিতুর্বিবেশ।"
(রঘু ১৪।১৫)

বলিমন্দির (ক্লী) বলেঃ স্বনামখ্যাতস্য রাজ্ঞো মন্দিরমালয়ঃ। অধোলোক, পাতাল।

বলিবর্দ্দ (পুং) বৃষ, ষাঁড়।

বলিবেশ্মন্ (ক্লী) বলির আলয়, পাতাল।

বলিষ্ঠ (পুং) অতিশয়েন বলবান্ ইষ্ঠন্ বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্, প্রশস্তভারবাহকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ উষ্ট্র। (রাজনি°)

২ ধর্ম্মসাবর্ণিক মন্বন্তরান্তর্গত ঋষিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।১৯) (ত্রি) ৩ অতিশয় বলবান্।

"প্রায়শ্চিত্তং বিনা পূতা স্বমেব শুদ্ধমানসা।
অকামা যা বলিষ্ঠেন ন স্ত্রী জারেণ দুষ্যতি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৫ অঃ)

বলিষ্ঠ যথা—বায়ু, বিষ্ণু, গরুড়, হনুমান্, যম, মহাবরাহ, শরভ, সৎপ্রতিজ্ঞা, গজ, পৃথুরাজ, বলরাম, বলী, বলি, ভীম, সতী, শেষ ও পুরাকৃত। (কবিকল্পলতা)

বলিক্ষু (ত্রি) বল্যতে বধ্যাতে ইতি বল-ইক্ষুচ্। অপমানিত।

বলিসদ্মন্ (ক্লী) বলেস্তদাখ্যদৈত্যস্য সদ্ম নিকেতনম্। রসাতল। (উণাদি)

বলিহন্ (পুং) বলিং হন্তি ইতি বলি-হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু, বামনদেব।

বলিহৃৎ (ত্রি) বলিং হরতীতি ক্বিপ্। ১ বলিহরণকারী। ২ রাজা। ৩ করপ্রদ।

বলী (স্ত্রী) বলি-পক্ষে ঙীষ্। বলি, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্ম।

"কুষ্ঠং সংচূর্ণিতং কৃত্বা ঘৃতমাক্ষিকসংযুতম্।
ভক্ষণাৎ স্বপ্নবেলায়াং বলীপলিতনাশনম্॥" (ভৈষজ্যরত্না°)

কুষ্ঠৌষধি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মাক্ষিকের সহিত রাত্রিকালে সেবন করিলে বলীপলিত বিনষ্ট হয়।

বলীক (ক্লী) বলতি সংবৃণোতীতি বল সম্বরণে (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) ইতি কীকন্। পটলপ্রান্ত, চলিত ছাঁচি।

"যস্তামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বলভির্যুবানঃ।"(মাঘ৩।৫৩)

বলীন (পুং) ১ বৃশ্চিক। ২ অসুরভেদ।

বলীমুখ (পুং) বলীযুক্তং মুখং যস্য। বানর। (অমর)

বলীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন বলবান্ বলবৎ-ঈয়সুন্। অতিশয় বলযুক্ত, বলিষ্ঠ।

"আগমাদেশয়োর্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ।" (দুর্গাদাসটী°)

বলীয়স্ত্ব (ক্লী) বলীয়সো ভাবঃ ত্ব। অতিশয় বলবানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বলীবর্দ্দ (পুং) ঈর্ল্লক্ষ্মীঃ বর বরণম্, ঈপ্সায়াং ক্বিপ্, ঈশ্চ বরচ ঈবরৌ তৌ দদাতীতি ঈবর্দ্দঃ, বলমস্যাস্তীতি বলী। বলী চ ঈবর্দ্দশ্চ ইতি। বৃষ। "বলীবর্দ্দসমারূঢ়ঃ শৃণু তস্যাপি যৎফলম্।
নরকে বসতে ঘোরে গবাং ক্রোধে চ দারুণে॥
সলিলঞ্চ ন গৃহ্ণন্তি পিতরস্তস্য দেহিনঃ॥" (মৎস্যপু° ৮৮ অঃ)

বৃষে চড়িয়া তীর্থযাত্রা করিতে নাই, যাহারা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বৃষে চড়িয়া তীর্থযাত্রা করে, তাহাদের নরক হয় এবং পিতৃগণ তাহাদের প্রদত্ত জল গ্রহণ করেন না। গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থযাত্রা করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বলীবর্দ্দিনেয় (পুং) বলীবর্দ্দীর অপত্য।

বলীহ (পুং) বহ্লীক, তদ্দেশীয় জন।

বলুচিস্থান, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী একটী রাজ্য। অক্ষা° ২৪° ৫০´ হইতে ৩০° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬০° ৪০´ হইতে ৬৯° ৪৫´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমায় আফগান্‌রাজ্য, পূর্ব্বে ভারতীয় সিন্ধুপ্রদেশ, দক্ষিণে আরব্যোপসাগর ও পশ্চিমে পারস্য রাজ্য। সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণপশ্চিম কোণস্থ মোঙ্গ নামক অন্তরীপ হইতে পশ্চিমাভিমুখে দস্তনদীতীরবর্ত্তী জুনি অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের কোথাও বালুকাময়, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা পরিপূর্ণ। সমুদ্রতীরে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম গুরাবসিংহ, রাস্ অরুবা, রাস্‌নু, জেনিন প্রভৃতি আরও কয়টী অন্তরীপ এবং সোম্মিয়ানা ও গোয়াদর উপসাগর বিদ্যমান আছে। শেষোক্ত উপসাগরতীরে হোমারা নামক ক্ষুদ্রনগরে একটী দুর্গ আছে, এইস্থান এখানকার শ্রেষ্ঠ বন্দর।

এই রাজ্যের কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপর লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, এই স্থানের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ বিভবহীন ছিল। কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই জন্য কোন বৈদেশিক সহজে বলুচীস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে আসিতে পারে নাই। আরিয়ানের উল্লেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আলেকসন্দারের ভারতাভিযান-কালে গ্রীকসৈন্য এই রাজ্য মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়াছিল। তৎকালে মৎস্য ও খর্জ্জূর এখানকার অধিবাসিগণের একমাত্র আহার্য্য ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে খলিফার সৈন্য এই প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

এখানে ব্রহুই ও বলুচীর বাস। উভয় জাতিরই নানা শাখা প্রশাখা এখনও এই দেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কবে এবং কোথা হইতে ইহারা এখানে আসিয়া বাস করে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। বলুচ জাতি হইতে এ স্থানের নামকরণ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ব্রহুইগণ এখানকার প্রধান ছিল এবং তাহারাই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিত। ব্রহুইগণের সামাজিক উন্নতি আজিও নানা আচার ব্যবহারে লক্ষিত হয়। এখানে বহুশত প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে এখানে হিন্দু রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ঐ বংশের শেষ রাজা শিব আফগান সর্দ্দারের অধীনস্থ সিন্ধুদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতবাসীদিগকে আহ্বান করেন। পার্ব্বতীয় কুম্বর নামক রাখাল সর্দ্দার সদলে আসিয়া বৈদেশিকদিগকে পরাভূত করে এবং আপনাকে অধিক বলশালী জানিয়া হিন্দু-রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

তাঁহার অধিষ্ঠান হইতে বলুচীস্থানে কুম্ভরাণী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কুম্ভরাণীগণ ব্রহুই কি না তাহা বিশেষ জানা যায় না। তবে ব্রহুইগণের পর যে বলুচজাতির আগমন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বলুচগণ বলে যে, তাহারা আরবদেশীয় চাকুরনামক জনৈক সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া আলেপো নগর হইতে আসিয়াছে। এখনও মড়ি ও ভুগ্‌তিজাতির বাসভূমির নিকট গিরিপথে ঐ চাকুরের নাম পাওয়া যায়। কৈহেরি নামক আর একটা শেখজাতির মুসলমান চাকরী-কি-মড়ি পর্ব্বতের তটদেশে বাস করে, তাহারা বলে যে বলুচগণ সিরীয়া রাজ্য হইতে যে সময় এখানে আইসে, ঠিক সেই সময়ে তাহাদেরও পূর্ব্বপুরুষ এই প্রদেশে আসিয়াছিল।[১] ব্রহুই ও বলুচীগণ উভয়েই সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী।

কুম্ভরের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজবংশের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুম্ভরের ৪র্থ পুরুষে আবদুল্লা খাঁ রাজা হন। ঐ উদ্ধত যুবক রাজ্যপ্রয়াসী হইয়া কচ্ছান্দাব আক্রমণ করে। যুদ্ধে জয়ী হইয়া কুম্ভরাণীগণ গন্দাব রাজধানী অধিকার করিয়া লয়। এই সময়ে পারস্যপতি নাদির শাহ ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন। তিনি কন্দাহারে থাকিয়া বলুচিস্থান জয়াভিলাষে স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। আবদুল্লা তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার করায় স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এ সুখভোগ আর তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হয় নাই। সিন্ধু-নবাবগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজি মহম্মদ খাঁ রাজা হন। নবরাজের লাম্পট্য ও যথেচ্ছাচারিতায় প্রজাবৃন্দ বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাশির খাঁ নাদির শাহকে সন্তুষ্ট করিয়া খিলাতে ফিরিয়া আইসেন এবং প্রজাবর্গের অনুরোধে নিজ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করেন। নাদিরশাহ এ সংবাদে প্রীত হইয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ফর্ম্মাণ দ্বারা তাঁহাকে বলুচীস্থানের 'বেগলার্বি' করিয়া দেন।

নাশির খাঁ যোদ্ধা ও রাজনৈতিক। বীরোচিত সাহসে তিনি শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। খিলাত নগরে রাজদুর্গ নির্ম্মিত হইল এবং তাঁহারই যত্নে উক্ত নগরী নানা শোভায় শোভিত হইয়াছিল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের মৃত্যুর পর তিনি কাবুলরাজ আহ্মদশাহ আবদালীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নাশির খাঁ আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলে আহ্মদশাহ খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। দুই তিনটী যুদ্ধের পর আফগানসৈন্য পরাজিত হইলে উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় এবং সন্ধির সর্ত্তানুসারে কাবুলপতি খাঁর ভ্রাতাকে কন্যা দান করিতে ও খাঁ স্বয়ং আহ্মদশাহকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ থাকেন। কাবুলের কএকটী যুদ্ধে খাঁ যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে তিনি নিজ ভ্রাতা বহরাম খাঁর বিদ্রোহ-দমনে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহ্মুদ খাঁ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে নানা বিশৃঙ্খলায় রাজ্য উৎসন্ন যায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সৈন্য জেলাঁন গিরিসঙ্কট দিয়া আফগান-রাজ্যে গমন করিলে বলুচ-সর্দ্দার মেহরাব খাঁ ইংরাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তজ্জন্য ইংরাজ-সৈন্য বলুচিস্থান আক্রমণপূর্ব্বক খিলাত নগর অধিকার করে। এই যুদ্ধে স্বয়ং মেহরাব নিহত হন। ইংরাজরাজ খিলাত নগরে শাসন বিস্তার করিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মেহরাবের বালকপুত্র নাশির খাঁ ইংরাজানুগ্রহে বলুচিস্থানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে নেপিয়ারের সিন্ধু-অভিযান হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ ও বলুচ-সর্দ্দারের মধ্যে কোন মনোবাদ ঘটে নাই। শেষোক্ত বৎসরে লর্ড ডালহৌসীর শাসন সময়ে খিলাত রাজ্যের বলুচ অধীশ্বর মীর নাশির খাঁর সহিত ইংরাজ-প্রতিনিধির এক সন্ধি হয়। তদনুসারে তিনি ইংরাজের সীমান্ত-রক্ষা, স্বরাজ্যে ইংরাজসৈন্য-সমাবেশ ও বণিক্ প্রভৃতির স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন এবং ইংরাজরাজও তাঁহাকে বাৎসরিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দিবেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাশির বিশেষ রাজভক্তির সহিত ঐ সর্ত্ত পালন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা মীর খুদাবাদ খাঁ শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বলুচ সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা শেরদিল খাঁকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ইংরাজের সহায়তায় তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।[১] কিন্তু রাজ্যে যে অরাজকতা

(১) এতদ্বারা অনুমান করা যায় যে, আলেকসন্দার হইতে নাদির শাহের আক্রমণ পর্য্যন্ত এখানে নানা জাতি আসিয়া বাস করে। গ্রেসিয়ার (*Gedrosia* or Gressia) শাকজাতির কথা আরিয়ান 'Oritæ বা Gedrosii' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিম ব্রহুইজাতির বাস। সরাবন্ নামক স্থানে সরপারা-নামক জাতির বাস। প্লিনি অম্নস্-তীরবর্ত্তী Sarparæ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসন্দারের অভিযানকালে তাহারা তাঁহার দলভুক্ত হইয়া এই প্রদেশে আগমন করে।

(১) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজপ্রতিনিধি চলিয়া আসিলে শেরদিল খাঁ সর্দ্দারগণের আদেশমতে খুদাবাদকে আক্রমণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করে, কিন্তু পর বৎসরেই তাহাকে মারিয়া খুদাবাদ রাজা হন।

প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ বলুচীস্থানের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে এখানে আরও অধিকতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে বলুচ-সর্দ্দার-গণের আহ্বানে বাধ্য হইয়া ইংরাজরাজ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুশাসন স্থাপন জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। খিলাতপতি ও তাঁহার সামন্তরাজগণের মধ্যে একরূপ প্রণয় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যাকুবাবাদে ইংরাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার 'ভারতসাম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহারা দিল্লীদরবারে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। খাঁ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইংরাজ এজেণ্ট কোয়েটায় থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী ইংরাজের আফগান অভিযানে বলুচ সর্দ্দারগণ ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বলুচীস্থান ঝালাবন, সরাবান, খিলাত, মক্রাণ, লুস, কচ্ছগন্দাবা ও কোহিস্থান প্রভৃতি প্রদেশে বিভক্ত রহিয়াছে। খিলাত ইহার রাজধানী। মস্তঙ্গ (সরাবাণের), কোজদার (ঝালাবন), বেলা (বেলা), কেজ (মক্রাণ), বাঘ, দাদর ও গন্দাবা (কচ্ছগন্দাবা) প্রভৃতি প্রধান নগর। এতদ্ভিন্ন মুস্তি, সরাবান, পস্নি, দেবা, সোণমিয়ানি, কোয়েটা, সোহ্‌রাব, শাহগোদর, চাহ্‌গে, দিজ্‌ তুম্প, সাসি, খারান্‌ ও জেহ্রীঘাট প্রভৃতি কএকটী নগর আছে।

বলুচী, বলুচিস্থানবাসী মুসলমান জাতি। সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা সুন্দর, কর্ম্মঠ ও যোদ্ধা। দস্যুবৃত্তি ও গবাদি চারণ ইহাদের প্রধান কার্য্য। দস্যুবৃত্তি সময়ে ইহারা নিষ্ঠুর অত্যাচারে কুণ্ঠিত না হইলেও, অপর সময়ে বিশেষ আথিতেয়তার পরিচয় দেয়। কখন কখন ইহারা বিদেশীয়ের অতিথি সৎকার করিয়াও তাহার ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃই অলস; কিন্তু কোন যুদ্ধবিগ্রহ বা গীতবাদ্যাদি আমোদে উত্তেজিত হইলে নিজ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেয়। অলস ব্যক্তির যে যে বিলাসিতার আবশ্যক হয়, ইহাদের সে বিষয়ে কোন ত্রুটি দেখা যায় না। জুয়াখেলা, তাম্রকূট-সেবন ও গাঞ্জা, অহিফেন প্রভৃতি মাদক ভক্ষণে ইহাদের বিরাগ নাই। তবে কেহ মদ্যপান করে না। দুগ্ধ এবং গর্দ্দভাদি গ্রাম্য পশুর মাংস ইহাদের বিশেষ প্রীতিকর। সকলেই অধিক মাংসপ্রিয়, অর্দ্ধপক্ব মাংস পিয়াজরশুনাদির সহিত খাইতে ইহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

আপনারা অলস বলিয়া ইহারা আপন অবস্থামত ক্রীতদাস রাখে। বহুবিবাহ সর্ব্বত্রই প্রচলিত। এক ব্যক্তি ৮টী বা ১০টীর অধিক পত্নী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। গবাদিদ্বারা ইহারা কন্যা ক্রয় করিতে পায়। বিবাহ সময়ে মোল্লাগণ পৌরোহিত্য করে। বিধবাবিবাহও এখানে অপ্রচলিত নহে। ভ্রাতার মৃত্যুতে তাহার পত্নী অপরে গ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বন্ধুবান্ধব আসিয়া তিনরাত্রি মৃতদেহকে চৌকী দেয় এবং সেই সময় মহাভোজও হইয়া থাকে।

ইহারা সাদা বা নীলবস্ত্রের জামা পরিধান করে। পায়জামা 'সুসি' বস্ত্রে প্রস্তুত হয়। কোমরে একটী কোমরবন্ধ ও মস্তকে পাগড়ী থাকে।

বলূল (ত্রি) বল-সিধ্মাদিত্বাৎ বাহং লচ্‌ উঙ্‌। বলযুক্ত।

বলেশ্বর, বাঙ্গালায় প্রবাহিত গঙ্গার একটী শাখা নদী। কুষ্টিয়ার নিকটে ইহা গঙ্গার কলেবর ত্যাগ করিয়া গড়ুই নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়া মধুমতী নামধারণপূর্ব্বক যশোর ও ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অবশেষে এই নদী বাকরগঞ্জ জেলার উত্তরপশ্চিমে গোপালগঞ্জের নিকট বলেশ্বর নামধারণপূর্ব্বক সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে। এখানে এই নদী হরিণঘাটা নামে প্রবাহিত। ইহার মোহানা প্রায় ৯ মাইল প্রশস্ত। এই নদীতে বন্যা হয় না। নদীগর্ভে কোনস্থানে দহের চিহ্ণও নাই। কাচা, বঙ্কনাথাল, নবগঙ্গা ও মেছুয়াখালি প্রভৃতি ইহার শাখানদী।

বলোৎকট (ত্রি) বলেন উৎকটঃ। ১ অতিশয় বলযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৪৫ অঃ)

বলোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর।

বল্ক, প্রাচীন জনপদভেদ। (সহ্যাদ্রি ২।৫।৮)

বল্‌খ, একটী প্রাচীন রাজ্য। অক্ষা° ৩৬° ৪০´ উঃ। (যন্ত্ররাজ)
[বাল্‌খ বা বহ্লিক দেখ।]

বল্গাহরিণ, শীতপ্রধানদেশবাসী হরিণজাতিবিশেষ। ইংরাজিতে ইহার নাম 'রেণ্ডিয়ার'। রুষবাসিগণ অশ্বাদির ন্যায় এই হরিণের মুখে বল্গা বা রজ্জু লাগাইয়া গাড়ী টানায়। বরফাবৃত স্থানে ইহারা বিশেষ দ্রুতগামী। [হরিণশব্দ দ্রষ্টব্য।]

বল্কস (ক্লী) মদ প্রস্তুতকালে যে খাকরি পড়ে।

বল্‌তি, হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী এক ভোটজাতি। হিন্দুকুশ হইতে তিব্বতের নানাস্থানে ইহাদের বসবাস আছে। ইহারা অনেকাংশে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে।

বল্বজ (পুং) তৃণভেদ।

বল্‌বন্‌ গয়াস্‌ উদ্দীন্‌, দিল্লীর একজন মুসলমান অধিপতি। বাল্যকালে তিনি সুলতান আল্‌তমাসের নিকট বিক্রীত হন। উক্ত মহাপুরুষের অনুগ্রহে বল্‌বন্‌ ক্রমশঃই ওমরাহ-পদে উন্নীত

হইয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আল্‌তমাসের পুত্র নাশির উদ্দীন্ মাহ্মুদ্ দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিলে বল্‌বন্ উজীর (প্রধানমন্ত্রী) পদে অভিষিক্ত হন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া তিনি রাজাসন অধিকার করেন। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আমিন খাঁর নায়েব তুগ্রল খাঁ সম্রাট্ বলবনের পীড়ার সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী হন এবং আমিনকে বন্দী করিয়া স্বয়ং সুলতান মগিস্ উদ্দীন্ নাম ধারণ-পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইয়াই, তাঁহার বিরুদ্ধে দুই দল সেনা পাঠান, কিন্তু তাহারা বঙ্গেশ্বরকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে সম্রাট্ স্বয়ং তদ্দমনার্থ বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। তুগ্রল খাঁ ত্রিপুরাভিমুখে পলায়নপর হইলে পথিমধ্যে ধৃত ও বিনষ্ট হন। (১২৮২ খৃঃ অব্দ)। এই অভিযানকালে তিনি সুবর্ণগ্রামের হিন্দু রাজাদিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি নিজ দ্বিতীয় পুত্র নাশির উদ্দীন্‌কে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিয়োজিত করিয়া যান। বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর তিনি ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র মোইজ্ উদ্দীন্ কৈকোবাদ বাঙ্গালা হইতে গিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন।

বল্য (ক্লী) বলায় হিতং বল (বুঙ্গণ্‌কঠজিলেতি। পা ৪।২।৮০) ইতি য। ১ প্রধান ধাতু, শক্র। (ত্রি) ২ বলকর। (মেদিনী) (পুং) বলায় মুক্তয়ে হিতঃ, য। ৩ বুদ্ধভিক্ষুক। (ত্রিকা°)

বল্যা (স্ত্রী) বল্য-টাপ্। ১ অতিবলা। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ শিগ্রী-ঊীক্ষুপ। ৪ প্রসারিণী। (রাজনি°)

বল্লব (পুং) ১ জাতিবিশেষ। (মহা° ভীষ্ম° ৯।৬২) ২ পাচক। ৩ ভীমসেন। ৪ গোপালক।

বল্লাপলি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী বনবিভাগ। এখানে ভাল সেগুণকাঠ পাওয়া যায়। এখানে বকম্‌কাঠের ন্যায় একপ্রকার লালকাঠ উৎপন্ন হয়। তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে।

বল্লালদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। ১০১০ শকে বিদ্য-মান ছিলেন। ইঁহারা কোল্‌হাপুরের শিলাহারবংশীয়।

বল্লালবাড়ী, ১ প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত একটী স্থান। এক্ষণে স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, উহা চারিদিকে প্রায় ১ মাইল। বহির্ভাগে যে বিস্তৃত বাঁধ দেখা যায়, তাহার নিম্নভাগ ৫০ ফিট্ বিস্তৃত। ঐ প্রাচীরের বাহিরে ও ভিতরদিকে ৭৫ ফিট্ প্রশস্ত পরিখা বিদ্যমান আছে।

২ বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত একটী স্থান। প্রবাদ সেন-বংশীয় রাজা বল্লালসেন ঐ স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এই-স্থানে ৭৬০ ফিট্ চতুরস্র একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাব-শেষ পড়িয়া আছে। উহার চারিদিকে ২০০ ফিট্ প্রশস্ত পরিখা রহিয়াছে। নিকটেই রামপাল নামক বিস্তীর্ণ দীঘি।

[বিস্তৃত বিবরণ বল্লালসেন ও বিক্রমপুর শব্দে দেখ।]

বল্লালপুর, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৩´ ১৫´´ পূঃ। এক সময়ে এই জনপদে প্রাচীন গৌড়রাজবংশের রাজ-ধানী ছিল। সেই প্রাচীন নগর জঙ্গলে পরিণত হইলেও তাহার নিদর্শন আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ স্থাপিত হয়, উহার কতকাংশ প্রাচীন রাজপ্রাসাদ লইয়া গঠিত। উহার উত্তরে একটী পুষ্করিণী ও পূর্ব্বে গৌড়রাজের সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে বর্দ্ধানদীর এক প্রশাখার মধ্যে একটী দেবমন্দির স্থাপিত। ঐ স্থানে রামতীর্থ আছে। নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে ঐ মন্দির কিছুকালের জন্য জলমগ্ন থাকে। পরে উহা পার্ব্বতীয় ভিত্তিসহ জাগিয়া উঠে। এখানকার সমুচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া বর্দ্ধানদী প্রবাহিত এবং ইতস্ততঃ মনোহর বনরাজি বিরাজিত থাকায় এ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

বল্লালরাজবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ রাজবংশ। হোয়-শাল বল্লাল নামে খ্যাত। বর্ত্তমান মহিসুর-রাজ্যের সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে এই বংশ খৃষ্টীয় ১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা কলচুরিবংশীয় রাজন্যগণের সামন্তরূপে পরিগণিত ছিলেন, অবশেষে উক্ত রাজ-বংশের অধঃপতন ঘটিলে তাঁহারাই এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

এই বল্লালরাজগণ যাদববংশীয়। দাক্ষিণাত্যে যখন তাঁহা-দের পূর্ণপ্রভাব বিস্তারিত হয়, তখন তাঁহারা যাদবরাজগণের প্রাচীন রাজধানী দ্বারসমুদ্রে (বর্ত্তমান নাম হলেবীড়্) রাজপাট স্থাপন করেন। শাল বা হোয়শাল নামা জনৈক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস[১]; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে এই বল্লাল-বংশীয় নরপতিগণের এইরূপ একটী বংশ-তালিকা পাওয়া যায়।

১০৪৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি[২] পাঠে জানা যায় যে, রাজা বিনয়াদিত্য ত্রিভুবনমল্ল পশ্চিম চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমা-দিত্যের সামন্ত ছিলেন। তৎপুত্র এড়গঙ্গ। এড়গঙ্গের বল্লাল,

(১) চেন্ন-বসবন্ন-কালজ্ঞান নামক পুস্তকে হোয়শালের রাজ্যকাল ৯৮৪ হইতে ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ নির্ণীত হইয়াছে।

(২) Mr. Rice ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ উক্ত রাজ্যের আর এক-খানি শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষ্ণুবর্দ্ধন ও উদয়াদিত্য নামে তিন পুত্র জন্মে। বল্লাল নিজ ভুজবলে শান্তারারাজ জগদ্দেবকে ১১০৩ খৃষ্টাব্দে পরাভূত করিয়াছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন[১] ভীমপরাক্রমে গঙ্গরাজধানী তলগড় অধিকার করেন। ইহারই অধিকার-কালে বল্লালরাজবংশের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হয়। সাধারণের বিশ্বাস রামানুজাচার্য্য তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপুত্র ১ম নরসিংহ ১১৪২-১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে রাজা ২য় বল্লাল সিংহাসনে আসীন হন, (১১৯২-১২১১ খৃঃ অঃ।) ইনি কলচুরিরাজকে পরাস্ত করিয়া রাজমুকুট ধারণ করেন। পরে তিনি পাণ্ড্য, চোড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে শিলালিপিতে আমরা দেবগিরি যাদবরাজ কর্ত্তৃক ২য় নরসিংহ বা বীর নরসিংহের পরাভব দেখিতে পাই। তৎপরে রাজা সোমেশ্বর চোড়রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন (১২৫২ খৃষ্টাব্দ।), রাজা ৩য় নরসিংহ দ্বারসমুদ্রে রাজত্ব করিতেন[২]। রাজা ৩য় বল্লাল বা বীর বল্লালদেব দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত (১৩১০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে সম্রাট্ আলাউদ্দীনের আদেশে মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজগণকে পরাজিত করিতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। এই যুদ্ধে বল্লাল ধৃত ও পরাজিত হন। তাঁহার রাজপাট মুসলমান-কবলিত হয়; কিন্তু তিনি মুসলমান অনুগ্রহে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে মুসলমানগণের পুনর্ব্বার আক্রমণে বল্লালরাজবংশ বিপর্য্যস্ত হয়। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা তান্নুনগরের হোয়শালরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারসমুদ্রের হোয়শালরাজ বল্লালদেব অপরাপর হিন্দু-রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে দাক্ষিণাত্যে মস্তক তুলিতে দেন নাই এবং প্রায় দুই শতাব্দকাল মুসলমানগণ হিন্দুরাজগণের পদানত ছিল।

বল্লালরায় দুর্গ, মহিসুর রাজ্যের কদূর জেলার অন্তর্গত পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার একটী পর্ব্বত, ৪৯৪৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৩° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৯´ পূঃ। দাক্ষিণাত্যে বল্লাল-বংশীয় রাজগণের অধিকারকালে (খৃষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতাব্দে) এই পর্ব্বত দূরবিস্তৃত দুর্গমালায় সুশোভিত ছিল।

(১) বিত্তিদেব, বিত্তিগ, ত্রিভুবনমল্লদেব ২য়, ভুজবলগঙ্গ, বীরগঙ্গ বিক্রমগঙ্গ প্রভৃতি তাঁহার কএকটী বিরুদ দেখা যায়।

(২) তদীয় রাজ্যকালে ১২৫৪ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

বল্লালসেন, গৌড়ের সেনবংশীয় অতি প্রসিদ্ধ রাজা। গৌড়ে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সেনবংশীয় বল্লালের নাম যেরূপ বাঙ্গালার সকলের নিকট পরিচিত, এমন আর কোন রাজার নাম নহে।

এই বল্লালসেনের জন্ম ও জাতি লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। আধুনিক বৈদ্য কুলজীর মতে—

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনাবংশ তাজা।
বিষ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

আবার বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে, বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন, ব্রহ্মপুত্রনদের ঔরসে তাঁহার জন্ম। সেকশুভোদয়া নামক গ্রন্থেও এইরূপ কিংবদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন।[১] কিন্তু বল্লালসেনের স্বরচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর, সেনরাজগণের শিলালিপি, হরিমিশ্রের কারিকা ও আনন্দভট্টরচিত বল্লালচরিতে* বল্লালসেন চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় †, বিজয়সেনের পুত্র, হেমন্তসেনের পৌত্র ও সামন্তসেনের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের ও তৎপুত্র বিশ্বরূপের তাম্রশাসন এবং বল্লালের স্বচরিত গ্রন্থে ও তাম্রশাসনে তিনি 'নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর' ও মহাবীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন, বল্লালসেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বগ্‌ড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়েও মগধে বৌদ্ধ আধিপত্য বিলুপ্ত হয় নাই। এ সময়ে সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যে বল্লভানন্দ প্রধান ছিলেন, তিনি মগধাধিপতির শ্বশুর। বল্লালসেন যুদ্ধযাত্রার কারণ তাঁহার নিকট বহু মুদ্রা কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লভানন্দ বল্লালকে টাকা ধার দেন নাই। এই কারণে সুবর্ণবণিকদিগের উপর সেনবংশের অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়াছিল।

(১) বল্লালকে কায়স্থ বলিবার কারণ এই যে, এই বংশ কায়স্থকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

* পূর্ব্বে "কুলীন" শব্দে মুদ্রিত বল্লালচরিতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছিল যে, ১৩০০ শকে বল্লাল নামে একজন স্বতন্ত্র বৈদ্যবংশীয় রাজা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু এখন হস্তলিখিত বল্লাল-চরিতের পুথিতে দেখা যাইতেছে যে, বল্লাল ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন এবং অঙ্গা-ধিপ কর্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

† এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল্লালচরিতের পুথিতে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশঃ ক্ষত্রিয়পূর্ব্বজঃ।
সেনবংশস্ততো জাতো যস্মিন্ জাতোঽসি পাণ্ডব॥"

দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধুপ্রদেশে এখনও ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা কায়স্থের মত এবং কোন কোন স্থানে কায়স্থ বলিয়া গণ্য। [কুলীন দেখ।]

ইহার পর বল্লালসেন গৌড়রাজধানীতে এক বৃহৎ যজ্ঞ করেন। সেই সময় বিক্রমপুর হইতে ধ্রুবসেন, সুখসেন, ভীমসেন প্রভৃতি তাঁহার আত্মীয়গণ যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন। ভীমসেনের উপর আহারের বন্দোবস্ত করিবার ভার ছিল। ভোজন-স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকল জাতিই স্ব স্ব আসনে বসিলেন। শূদ্রের সহিত সুবর্ণবণিকদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সুবর্ণ-বণিকেরা কেহই সে আসনে না বসিয়া চলিয়া গেল। ভীমসেন বল্লালকে জানাইলেন, যে সুবর্ণবণিক্‌দিগের নেতা বড়ই দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে, সে মগধেশ্বর পালরাজের শ্বশুর বলিয়া ধরাকে শরার মত মনে করে।‡ সেই দুর্বৃত্ত বৃষল স্বজন-বর্গের সহিত আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন বল্লাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন, 'আজ হইতে তাহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ করিবেন, তিনিও নিশ্চয় পতিত হইবেন।' সুবর্ণবণিকেরা রাজাদেশ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দাসব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে দুই তিন গুণ পণ দিয়া দাস সকল ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। দাসাভাবে প্রজাদিগের মহা কষ্ট উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাজাদেশে কৈবর্ত্তেরা দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিল ও জলাচরণীয় হইল। কৈবর্ত্তদিগের প্রধান মহেশ পূর্ব্বে মহত্তর ছিল, এখন সে মহামাণ্ডলিক হইয়া দক্ষিণঘাটে প্রেরিত হইল।[১] এই সময় মালাকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকার এই তিন জাতিও সচ্ছূদ্র বলিয়া গণ্য হইল।

দাস ব্যবসা বন্ধ করায় সকল প্রজাই সুবর্ণবণিকদিগের উপর চটিয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণদিগের উত্তেজনায় বল্লালসেন ঘোষণা করিয়া দিলেন, কোন বণিক আর যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারিবে না। কাহারও গলায় যজ্ঞসূত্র দেখিলেই কাড়িয়া লওয়া হইবে। রাজভয়ে এই সময় অনেক বণিক্ গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাহারা রহিল, তাহারা যজ্ঞসূত্র ফেলিয়া নীচশূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। (বল্লালচরিত)

বল্লালচরিত হইতে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ এই বাঙ্গালার সকল জাতির যথাযথ সামাজিক সম্মান ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্য হইতে মহাবংশসম্ভূত ও নবগুণযুক্ত ব্যক্তিগণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান। তাঁহার নিকট রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। বল্লালচরিতকার আনন্দ-ভট্ট লিখিয়াছেন, বৈদিকেরা বণিক্‌দিগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বল্লাল তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। [কুলীন ও কায়স্থ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বল্লালের পিতা বিজয়সেন হইতে সেনবংশের সৌভাগ্যোদয় হইলেও বল্লালের সময়েই গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য-লাভ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস ও মিথিলা পর্য্যন্ত সেনরাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পালবংশীয় শেষ নরপতি গোবিন্দপাল ১১৬১ খৃষ্টাব্দে এই বল্লালসেনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রভাবে অধিকাংশ বৌদ্ধ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া নেপালে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্লাবিত গৌড়দেশকে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্যই বল্লালসেন সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে, তিনি অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন বলিয়াই 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সমাজ শাসন করিবার জন্য বল্লালসেন উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গ এই সকল স্থানেই এক একটী রাজধানী

---

‡ "সর্ব্বেষাং বণিজাং নেতা বল্লভঃ স দুরাশয়ঃ।
পালেন্দ্রস্তো মহারাজ ত্বয়া সহ বিরুধ্যতে॥
বর্ণমানোঽস্য ভবতি জামাতা মগধেশ্বরঃ।
ধরাং স মন্যতে তেন শরাবামিব গর্ব্বিতঃ॥" (বল্লালচঃ উত্তরখঃ ২২ অঃ)

(১) "নান্যোপায়ং তদা দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণানম্বশাদিদং।
কার্য্যা লোকহিতার্থায় কৈবর্ত্তা দাস্তকর্ম্মস্থ॥
দাস্যকামস্তু কৈবর্ত্তাঃ শ্রুত্বা নৃপতিশাসনম্।
আজগ্মুস্তে রাজকুলং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
তাংশ্চাব্রবীত্ততো রাজা গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলীন্।
বৃত্তির্বো দীয়তে সেবা গচ্ছধ্বং ব্যবহারতাং॥
কৈবর্ত্তানাং প্রধানং যং পুরাচক্রে মহত্তরং।
মহামাণ্ডলিকং চক্রে তমিদানীং মহীপতিঃ॥" (২১ অধ্যায়)

এই কৈবর্ত্তের জলাচরণীয়তা সম্বন্ধে আনন্দভট্ট ১৪১১ শকে লিখিয়াছেন—

বল্লালসেন মৃগয়া করিতে গিয়া বনে এক কর্ম্মকার-রমণীরূপে মুগ্ধ হন। তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বিবাহ করিলেন। সেই পদ্মাক্ষী লক্ষ্মণ-সেনের অনিষ্ট করিবার জন্য একদিন রাজাকে বলিল যে, তৎপ্রতি লক্ষ্মণসেন অসদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বল্লাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণসেনের শিরশ্ছেদের আদেশ করেন। লক্ষ্মণ জানিতে পারিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বহু দূরদেশে চলিয়া যান। তৎপরে বল্লালের ক্রোধ শান্ত হইলে একদিন তাঁহার পুত্রবধূর বিরহজনিত শ্লোক পাঠ করিয়া অবিলম্বে লক্ষ্মণসেনকে আনিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা ১৮ দাঁড় নৌকা আনিয়া অতি সত্বরে লক্ষ্মণকে গৌড়েশ্বরের নিকট হাজির করিল। বল্লাল তাহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের জলাচরণীয় করিয়া লইলেন। সেই সময় হইতে যে সকল জালিক কৈবর্ত্ত লক্ষ্মণকে আনিয়াছিল, তাহারা কৃষিকার্য্যদ্বারা হালিক বলিয়া গণ্য হইল। (বল্লালচরিত)

স্থাপন করিয়াছিলেন, এখনও নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান জেলায়, গৌড় ও বিক্রমপুরে 'বল্লালবাড়ী,' 'বল্লালদীঘি' প্রভৃতি তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে।

আইন-ই-অকবরীর মতে, বল্লালসেন ৫০বর্ষ রাজত্ব করেন। আবার আনন্দভট্টের মতে, ৬৫ বর্ষ ২ মাস বয়ঃক্রমকালে ৪০ বর্ষ রাজত্বের পর ১০২৮ শকে* বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগরে লিখিত আছে—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরং।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতের্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোদ্যোগতো
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমীভুজঃ॥"

গৌড়েন্দ্রগণরূপী কুঞ্জরপুঞ্জের বন্ধনস্তম্ভস্বরূপ ভুজশালী মহীপতি বল্লাল ১০৯০ শকে অদ্ভুতসাগর প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ রচনা শেষ না হইতেই তাঁহার তনয়ের রাজ্যারোহণকাল উপস্থিত হয়; সুতরাং সেই মহাসমারোহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি স্বরচিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতে না পারিয়া প্রভূত দানজলপ্রবাহে যেন অস্থানেই গঙ্গায় যমুনার সঙ্গম সম্পাদন করিয়া পত্নীর সহিত অমরধামে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহামান্য ভূপতি লক্ষ্মণসেন বিশেষ উদযোগী হইয়া বল্লালনৃপতিকৃত অদ্ভুতসাগরের অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন করেন।

এই কথা অনুসারে জানা যাইতেছে যে, বল্লালসেন ১০৯০ শকে অদ্ভুতসাগর লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। আবার বল্লালের দানসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯১ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ শকে বা উহারই অনতিকাল পরে বল্লাল স্বর্গারোহণ করেন। [সেনরাজবংশ দেখ।]

বল্লালের মৃত্যু সম্বন্ধে বল্লালচরিতে এক গল্প লিখিত আছে, বায়াদুম্ব* নামে এক ম্লেচ্ছের সহিত বল্লাল যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি সঙ্গে দুইটী পারাবত লইয়া গমন করেন। মহিষীদিগকে বলিয়া যান যে, এই পারাবত যদি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে জানিবে যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে এবং তোমরা সকলে চিতারোহণ করিবে। এদিকে বল্লাল মহাযুদ্ধে বায়াদুম্বকে নিহত করিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া যেমন স্নান করিতে জলাশয়ে অবতরণ করিলেন, সেই অবকাশে পারাবত উড়িয়া আসিল। বল্লালের মহিষীগণ পারাবত-দৃষ্টে পতির মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া সকলে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। বল্লালও সত্বরে গৃহে আসিয়া সেই শোচনীয় কাণ্ড দেখিয়া তিনিও অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু ঐ গল্পের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বল্ব (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত করণভেদ।

বল্বল (পুং) ইল্বলপুত্র দৈত্যভেদ।

বল্হ, ১ স্তুতি। ২ দান। ৩ বধ। ৪ যাচন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° যাচনার্থে দ্বিক° সেট্। লট্ বল্হতে। লোট্ বল্হতাং। লিট্ ববল্হে। লুঙ্ অবল্হিষ্ট।

বল্হি (পুং) বল্হ-ইন্। ১ ক্ষত্রিয়ভেদ। ২ জনপদভেদ। স্বার্থে-ক। বল্হিক-তত্রার্থ।

বল্হীক (ক্লী) জনপদভেদ, বাল্‌খ।

বব (পুং) জ্যোতিষোক্ত প্রথম করণ। এই করণে শুভাশুভ কর্ম্মাদি করিলে মঙ্গল হয়।

"ববাভিধানে জননং হি যস্য শূরোঽতিধীরো মনুজঃ কৃতী স্যাৎ।
পদ্মালয়া তন্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং সুবিচক্ষণঃ স্যাৎ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

ববকরণে জন্ম হইলে শূর, অতিশয় ধীরপ্রকৃতি, কৃতকর্ম্মা ও পণ্ডিত হয় এবং কমলা সর্ব্বদা তাঁহার আলয়ে বাস করিয়া থাকেন।

বষ্কয় (ত্রি) তরুণ বৎস, একবৎসরের বাছুর।

বষ্কয়ণী, বক্কয়িণী (স্ত্রী) বষ্কয়স্তরুণবৎসঃ সোঽস্তি অস্যাঃ বষ্কয়পামাদিত্বান্, পক্ষে ইনি ততো ণত্বং। চিরপ্রসূতা গাভি।

---

* আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন,—
'রাজ্যাভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সমা যদা।
মাসদ্বয়ং ব্যতীতঞ্চ সপঞ্চষষ্টিহায়নঃ।
সহস্রেঽষ্টবিংশযুক্তে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগ উৎপপাত দিবং প্রতি॥" (বল্লালচরিত)
আনন্দভট্টের উক্তির সহিত ইতিহাসের ঐক্য হইতেছে না। বল্লালসেন ১০৯১ শকে দানসাগর রচনা করেন। [কায়স্থ শব্দ প্রমাণ দ্রষ্টব্য।]
এরূপস্থলে ১০১৮ শকে তাহার মৃত্যু একান্তই অসম্ভব। সেই জন্য আনন্দভট্টের বল্লালচরিতের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ হইতেছে। বল্লালসেন ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বা তৎপরবর্ত্তীবর্ষে পুত্র লক্ষ্মণসেনকে রাজপদ অর্পণ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন, অদ্ভুতসাগর হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি।

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় ইঁহাকে ভোটদেশীয় বৌদ্ধ মনে করেন।

বহিষ্ক (ত্রি) চিরপ্রস্তুত। "গৃহমেধিভ্যো বহিষ্কান্ মরুদ্ভ্যঃ" (শুক্ল যজু° ২৪।১৬) 'বহিষ্কান্ চিরপ্রস্তুতান্' (বেদদীপ)

বসই, (বেসিন্) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানাজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২২১ বর্গমাইল। পূর্ব্বে ইহার কতকাংশ সমুদ্রের খাঁড়িদ্বারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় উহা বসইদ্বীপ নামে পরিগণিত ছিল; কিন্তু এখন ঐ খাত শুকাইয়া যাওয়ায় দুইটী স্থল প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। ধান্য, কদলী, ইক্ষু ও পাণ এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। তুঙ্গল ও কামন নামক পর্ব্বতমালা এখানে বিস্তৃত। কামনদুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৬০ফিট্ উচ্চ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯°২০´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫১´২০´´ পূঃ। এখানে বোম্বাই, বড়োদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। পূর্ব্বে বসইদ্বীপ ও ভারতীয় বিভাগের মধ্যে জলনালী প্রবাহিত থাকায় পর্ত্তুগীজগণ জাহাজাদি রক্ষার উপযোগী স্থান বিবেচনায় গুজরাতপতি বাহাদুর শাহের নিকট হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিকার গ্রহণ করেন। উহার দুই বর্ষ পরে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। প্রায় দুই শতাব্দকাল এইস্থান পর্ত্তুগীজ অধিকারে থাকায়, ইহার এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হয় যে উহা সেই সময়ে Court of the North নামে পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে ঘোষিত হইত। তৎকালে এখানে বহুশত বণিকের বাস ছিল এবং তাঁহাদের যত্নে অনেক সুরম্য অট্টালিকায় নগর শোভিত হইয়াছিল। হিদলুগো নামক মহাধনবান্ ব্যক্তিরাই কেবল নগর মধ্যে বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পাইতেন, অপর সাধারণকে নগর বাহিরে বাস করিতে হইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে মহামারী উপস্থিত হয়। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রায় অর্দ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব খর্ব্ব হইলেও ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বসই নগরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয় নাই। তৎকালে পশ্চিমভারত মধ্যে এই একটীমাত্র নগর সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করিতেছিলেন। সুতরাং একের স্পর্দ্ধাশালী অভ্যুদয়ে অন্যের ক্ষীণমুখজ্যোতি আরও প্রভাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। মহারাষ্ট্রসিংহের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত পর্ত্তুগীজদল অবসন্ন হইতে লাগিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে চিমনাজি অপ্পা সদলে অগ্রসর হইয়া বসই অবরোধ করেন। তিনমাস কাল দুইদিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ এবং অবরোধ-কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে তাহারা আহারাভাবে মরাঠা সেনানীর করে আত্মসমর্পণ করিল। বসই নগর ও জেলা পেশবা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। মহারাষ্ট্র অধিকারে এই স্থান ব্যঙ্কটনদী ও দমনের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের প্রধান বাণিজ্যস্থানরূপে মনোনীত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য বসই অধিকার করে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সাল্‌বাইর সন্ধি অনুসারে এই স্থান পুনরায় মহারাষ্ট্রকরে সমর্পিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশ্বার সিংহাসনচ্যুতির পর এই স্থান ইংরাজের শাসনাধীন হইয়া ঠানাজেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাচীন বসই নগরের প্রাচীর ও প্রাকারাদি আজিও বিদ্যমান আছে। ঐ প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট এন্থোনি, সেণ্টপল, ও ডোমিনিকান কনভেণ্ট প্রভৃতি খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে।

বসই (বেসিন) ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের পেগু বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ভূ-পরিমাণ ৭০৪৭ বর্গ মাইল। আরাকান-পর্ব্বতমালা মধ্যদেশে বিলম্বিত থাকায়, ইহার পশ্চিমার্দ্ধ গণ্ডশৈলে সমাকীর্ণ এবং পূর্ব্বার্দ্ধ ইরাবতী নদীর তিনটী প্রধান শাখায় বিস্তৃত থাকায় বিশেষ উর্ব্বর।

এই জেলার বঙ্গোপসাগরকূলে নেগ্রিস ও পাগোডা নামে দুইটী অন্তরীপ আছে। উপকূলভাগে কোথাও বনমালা-সমাচ্ছাদিত এবং কোথাও বা বালুকাময় ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। প্যমল, পিয়াম্যু, রবে দায়েত্যু, বসাই, থেক্কয় থুং প্রভৃতি কএকটী নদী সমুদ্রগর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

এই জেলার কোনও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। টলেমী ভারতীয় নদীবর্ণনাস্থলে গঙ্গার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী যে সমস্ত নদী ও পর্ব্বতাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বসই নদীর নাম পাওয়া যায়। তলৈঙ্গ রাজেতিহাসে (৮২৫ খৃষ্টাব্দে) বসইর ৩২টী নগরের নাম লিখিত আছে। ঐ সময় এই স্থান পেগুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে উম-মদন-দি নাম্নী জনৈক তলৈঙ্গ-রাজকন্যার রাজত্বকালে ব্রহ্মবাসিগণ বসই অধিকার করিয়া লয়। রাজেতিহাস-মতে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ পুনরায় পেগুর শাসনাধীন হয়। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে তলৈঙ্গসম্রাট্ রজধীরিৎ রাজাসনে আসীন হইলে মৌঙ্গ-ম্যার শাসনকর্ত্তা লৌক্-ব্যা ব্রহ্মরাজের সাহায্যে পেগু-জয়-মানসে সৈন্যচালনা করেন। এই সময় হইতে কিছুকাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণর নেগ্রিসে একটী ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। প্রথম অভিযানে বিফলমনোরথ হইলেও ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে নেগ্রিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়; কিন্তু ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ তথায় প্রকৃত প্রস্তাবে আসর জমাইতে পারে নাই। ঐ সময়ে পেগু ও ব্রহ্মবাসিগণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইংরাজগণ ব্রহ্মের পক্ষ এবং ফরাসীগণ তলৈঙ্গ-রাজগণের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সাহায্যের জন্য ফরাসীগণ সিরিয়াম নামক স্থান প্রাপ্ত হন এবং তথায় একটী বাণিজ্যের আড্ডা স্থাপিত করেন।

ইহার পর ব্রহ্মরাজ ইংরাজ বণিকগণের কুঠী দেখিবার জন্য নেগ্রিসে একজন দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজসেনানী বেকার তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বসই ও নেগ্রিসের কুঠী যে ভূমির উপর স্থাপিত ছিল সেই স্থানের দানপত্র লইবার জন্য কএকজন ইংরাজকর্ম্মচারী ব্রহ্মরাজসমীপে উপস্থিত হন, কিন্তু ঐ সময়ে বিশেষ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজগণ রেঙ্গুনের নিকটে তলৈঙ্গদিগের বিশেষ সহায়তা করিতেছিল। ব্রহ্মরাজ বিশেষ কারণ না বুঝিয়া ইংরাজের ঈদৃশ ব্যবহারে চটিয়া যান এবং তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে মনে করিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নেগ্রিস ও বসইর ইংরাজাধিকৃত ভূমি এই বণিক্‌সম্প্রদায়কে চিরদিনের মত ছাড়িয়া দেন। ইহার জন্য তিনি ইংরাজগণের নিকট হইতে কোনরূপ কর লইতেন না। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নেগ্রিস হইতে ইংরাজের বাণিজ্য-আড্ডা তুলিয়া দেওয়া হয়। কএকজনমাত্র ইংরাজের সম্পত্তিরক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৎসরেই ব্রহ্মপতি নিষ্ঠুররূপে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মপতি কিছুতেই আর ইংরাজদিগকে নেগ্রিসে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

এই সময় হইতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ উপনিবেশ স্থাপন-বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই। উক্ত যুদ্ধে বসই নগর ইংরাজের হস্তগত হয়। যান্দাবুর সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মগণ পেগু পরিত্যাগ করিলে পর প্রত্যর্পিত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইতে এই স্থান ইংরাজের অধিকারে রহিয়াছে। পেগু ইংরাজের শাসনভুক্ত হইলে সমগ্র বেসিন জেলায় অরাজকতা দেখা দেয়। এই সময়ে পর্ব্বত-বাসী দস্যুদল ব্রহ্মরাজের সামন্ত হইয়া নানাস্থান লুটপাট করিতে থাকে এবং স্থানে স্থানে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমেই একটী অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইরাবতী তীরবর্ত্তী যে সমস্ত গ্রামবাসী ইংরাজের ষ্টীমারে কাষ্ঠাদি যোগাইত, তাহাদের গ্রামগুলি ঐ দস্যুগণ জ্বালাইয়া দেয়। এই সময়ে ইংরাজরাজ সুশাসন বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দস্যুদল-দমনে অগ্রসর হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ফিচে দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ হইতে বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইতে সমর্থ হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহী দস্যুদলের উপদ্রবে এই প্রদেশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের সাহায্যে শ্বে-তু ও ক্য-জন্-স্লা নামক দুইব্যক্তি দলবল সংগ্রহ করিয়া কএকটী নগর অধিকার করে; কিন্তু ইংরাজসেনাহস্তে শীঘ্রই ঐ রাজদ্রোহিগণ দণ্ডিত হয়। তদবধি এই স্থান ইংরাজের অধিকারে রহিয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। বসই নদীর বামকূলে অবস্থিত। বসই নগর উহার সদর।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। ইরাবতী নদীর 'ব' দ্বীপাংশে বসই নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪° ৪৮´ ১০´´ পূঃ। এই নগর এখানকার একটী প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া গণ্য। নদীর বামতীরে নগরের জে-চৌঙ্গ বিভাগে শ্বে-মূ-হৎব পাগোডা এবং ইংরাজের দুর্গ, বিচারগৃহ ও ধনাগার প্রভৃতি রহিয়াছে।

ইংরাজাধিকারে এখানকার বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে। খদির, গালা, সীসক, চকোরকাষ্ঠ ও ধান্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশীয় দ্রব্যবিক্রয়ার্থ এই বন্দরে আনীত হইয়া থাকে। ষ্টীমার যোগে এখানকার অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য রেঙ্গুণ নগরে আনীত হয়। গ্রীষ্মের সময় নদীর জল কমিয়া আসিলে বাণিজ্যতরী-যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা হয়।

ব্রহ্মরাজ অলোঙ্গপায়ার (আলোম্প্রা) শাসন সময়ে এই নগর জনহীন হয়, কিন্তু এখানে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। শুনা যায় যে, তলৈঙ্গ-রাজকন্যা উমৎমদনী ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাল্‌ফফিচ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভ্রমণকারিগণ এই স্থানকে 'কস্‌মিন' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব নাম কুশীম নগর ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রারম্ভেও এখানে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময়, এখানকার শাসনকর্ত্তা নগরটী অগ্নিদগ্ধ করিয়া লে-ম্যএৎকে নামক স্থানে পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর নগরবাসিগণ পুনরায় আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করে এবং ক্রমে নানা গৃহাদিতে সুশোভিত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজানুগ্রহে এই স্থান নানা প্রকারে উন্নত হয়। দরিদ্র প্রজাবৃন্দের উপকারার্থ এখানে হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪ ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতী-বিভাগে প্রবাহিত

একটী নদী। দগা ও পদ্মাবতী ইহার দুইটী প্রধান শাখা। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রমুখে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নেগ্রিসদ্বীপ এই নদীর মোহানায় অবস্থিত। উহার পশ্চিম পার্শ্ব বন্দরের উপযোগী; কিন্তু পূর্ব্বদিকে পর্ব্বত থাকায় জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে না। নদীমুখ হইতে ৭৫ মাইল উপরে উঠিলে বসই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়।

বসন্তপুর, বাঙ্গালার খুলনা জেলার উত্তর সীমাবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কালিন্দী ও যমুনানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২´১৫´´ পূঃ।

এখানে চাউলের প্রচুর বাণিজ্য হইয়া থাকে। কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য সংস্রব রক্ষার জন্য উক্ত নদীপথে সুন্দরবন দিয়া দেশীয় ব্যবসায়িগণ যাতায়াত করে। এখানে নৌকাদি সংস্কার ও খাদ্যাদি সংগ্রহের সুবিধা থাকায় সকলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

বসন্তপুর, মুজফর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। লালগঞ্জ হইতে সাহেবগঞ্জ যাইবার রাস্তা এখানে বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইহার উত্তরাংশে কেবলপুরের নীলকুঠী অবস্থিত।

বসন্তর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী অনেকগুলি পার্ব্বতীয় স্রোতে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া ইরাবতী নদীতে মিশিয়াছে।

বসব, (বসবন্ন) দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রাচীন লিঙ্গায়ত মতের সংস্কার সাধন করিয়া তিনি নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিঙ্গলেশ্বরের আরাধ্য ব্রাহ্মণবংশে[১] মদেঙ্গ মদমন্ত্রীর ঔরসে মদল অরস্বর গর্ভে অবতীর্ণ হন।[২] বাল্যকালে উপনয়ন সংস্কারের সময় গায়ত্রী মন্ত্র-জপকালে, অন্যের উপাসনা করিতেছি জানিয়া তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিলেন এবং সাধারণের সমক্ষে ঈশ্বর বা শিব ভিন্ন তিনি দ্বিতীয় গুরু গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। পুত্রকে এইরূপ বিদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া পিতা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই দেবচরণাভিলাষী বালক পিতার কথায় কাণ দিল না। এই অবাধ্যতাদোষে তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। গুণবতী ভগিনী পদ্মাবতী দেবীও তাঁহার পদানুসরণ করেন। উভয়ে ক্রমে দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ নগরে উপস্থিত হইলেন।[৩]

এই রাজধানীতে তাঁহার মাতুল দণ্ডনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজ ভাগিনেয়কে আশ্রয় দিলেন এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার উন্নতির পথ মুক্ত করিলেন। ক্রমে বসবের অদৃষ্টলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন দেখিয়া, তদীয় মাতুল স্বীয় কন্যা গঙ্গামাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। নিজে সংসার-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি ভগিনীর উপায় দেখিতে লাগিলেন। কল্যাণের জৈন নরপতি বিজ্জলের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। রাজানুগ্রহে ক্রমে বসব প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে রাজ্যের সকল কার্য্যই তিনি দেখিতে লাগিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিগণ বিতাড়িত ও তাঁহার আত্মীয়গণ অনুগৃহীত হইলেন। প্রজাসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার দানে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল।

এইরূপে রাজ্যমধ্যে নিজ প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক তিনি জৈন, স্মার্ত্ত, ও বৈষ্ণবাদি মত খণ্ডন করিয়া লিঙ্গোপাসনাই মহৎ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণবিদ্বেষের পূর্ণাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মতে বালক বা বালিকাবিবাহ অতীব অন্যায় এবং দেবোপাসনাকালে পার্থিব ক্রিয়াকাণ্ড সকলই অমূলক ও অপবিত্র। মদ্যপান ও মাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ থাকায় বহুশত জৈনধর্ম্মাবলম্বীও তাঁহার দলভুক্ত হয়। জৈনসম্প্রদায়ের উত্তেজনায় অথবা বসবের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিজ্জল বসবকে বন্দী করিতে স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যবৃন্দ দলে দলে বসবশিষ্যসম্মুখে পরাজিত হইতে লাগিল। স্বয়ং নরপতি তাহাদের হস্তে পরাস্ত হইয়া বসবকে সচিবপদে পুনরভিষিক্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

জৈন আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াই বসব রাজার প্রাণ সংহার করিতে কৃতসংকল্প হন। কোল্হাপুরের শিলাহার-রাজকে পরাস্ত করিয়া যখন বিজ্জল ও বসব রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ভীমা নদীতীরে বিষপ্রয়োগে রাজার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রাজপুত্র মুরারিরায় প্রতিহিংসা লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়াই বসব উত্তর কাণাড়ার

(১) ইহারা 'বীর শৈব' ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

(২) উক্ত দম্পতিদ্বয় কায়মনোবাক্যে শিবের উপাসনা করায় দেবাদিদেব তুষ্ট হইয়া স্বীয় অনুচর নন্দীকে তাহাদের পুত্ররূপে প্রেরণ করেন। কণাড়ী ভাষায় বসবশব্দের অর্থ শিবের ষাঁড়। শিবদাস বলিয়াই এই পুত্রের বসব নাম রাখা হয়।

(৩) এই সময়ে এখানে কলচূরিবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

উলী নগরাভিমুখে পলায়নপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের আগমন ভয়ে কূপমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

লিঙ্গায়ত উপাখ্যানানুসারে জানিতে পারা যায় যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ীগণের আধিপত্য দেখিয়া জৈনরাজ বিজ্জল বসবের দুইজন প্রিয় অনুচরের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেন। বসব কল্যাণরাজকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক সঙ্গমেশ্বর তীর্থে গমন করেন এবং রাজার কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ম তিনি অন্যতম শিষ্য জগদেবকে ভার দিয়া যান। জগদেব আর দুইজন অনুচরের সহিত সন্ন্যাসীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজাকে নিহত করেন।[১] রাজার বিয়োগে রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, এই অন্তর্বিপ্লবে কল্যাণ-রাজধানী শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বসব সঙ্গমেশ্বরে থাকিয়া সকল শুনিলেন। জীবধ্বংসে তিনি মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। জীবন-বহন অতীব কষ্টকর বোধ হইল। তাঁহার প্রার্থনানুসারে পার্ব্বতীদেবী তাঁহাকে স্বর্গপুরে লইয়া গেলেন।

অপরাপর লিঙ্গায়ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বসব অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া সাধারণের চিত্তহরণ করেন। এই অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দান-কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। একদা কোন রাজামাত্য রাজসকাশে যাইয়া নিবেদন করে যে বৎসরের দানে তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। রাজা বসবকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সরলভাবে ধনাগারের চাবী তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা তাঁহার সহাস্যমূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। রাজকোষ পরিদর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন।[২]

বসবের ধর্ম্মমত এইরূপ :—একমাত্র জগৎপতিই জীবমাত্রের রক্ষাকর্ত্তা। ঈশ্বরের নিকট পরিচিত হইতে অথবা ঈশ্বর-চরণে স্থান পাইবার অভিলাষে কোন উপাসককেই যাগযজ্ঞ, উপবাস, তীর্থযাত্রা বা কৃচ্ছ্রসাধনাদি করিবার আবশ্যকতা নাই। লিঙ্গধারী নরনারীগণ উভয়েই সমান। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ক্ষমতা কিছুতেই কম হইতে পারে না, সুতরাং রমণীগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ স্বামীনির্ব্বাচনে সমর্থা। লিঙ্গধারী শিব-উপাসকগণ যখন সকলেই সমান, তখন তাঁহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিভেদ থাকিবার কোন কারণ নাই। লিঙ্গধারী প্রকৃত দেব-ভক্তগণ কিছুতেই অপবিত্র হইতে পারেন না; জাতকর্ম্ম, ঋতু, ও মৃতাশৌচ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যুর পর শিবভক্তের স্বর্গে গতি হয়, সেই পবিত্র আত্মা আর নীচযোনি প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাহার স্বর্গগমন কামনায় কোন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। শিবই একমাত্র জগতের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বতোভাবে লিঙ্গধারীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত গ্রহদোষের ও ভূতযোনির অধিকার লিঙ্গায়তগণের উপর সম্ভবপর নহে।

বসবী, শিবোপাসক লিঙ্গায়ত রমণীমণ্ডলী। দাক্ষিণাত্যের ধারবার জেলায় এই সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীগণের সংখ্যা অধিক। বসবন্ন ও মল্লিকার্জ্জুন ইহাদের প্রধান দেবতা। ধারবাড় জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। ইহারা মদ্যপায়ী বা মাংসভোজী নহে। সকলেই নিরামিষ ভোজন করে। অলঙ্কারাদি ধারণে ইহাদের কোন বাধা নাই। গলদেশে রূপার লিঙ্গধারণ ও বিভূতিমর্দ্দন ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিনয়ী ও আতিথেয়ী। জাতীয় সভায় এবং বিবাহাদি কার্য্যে ইহারা গৃহস্থরমণীগণের সহিত যোগদান করিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বর ও কন্যার সমক্ষে ইহারা বর্ত্তিকা জ্বালিয়া আরতি করিয়া থাকে। দেবপূজার পরিচর্য্যা ও লিঙ্গায়তরমণীসভায় রমণীগণের অভ্যর্থনা করা ইহাদের প্রধানকার্য্য। ইহারা বিবাহাদি করে; কিন্তু উপপতি গ্রহণেও বিশেষ কোন বাধা নাই। নিজ নিজ ভরণপোষণের জন্য এই পরিচারিকাগণ লিঙ্গায়তসমিতি হইতে মাসহারা পাইয়া থাকে। বসবী পরিচারিকা ও চলবড়ী পরিচারক না থাকিলে লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায় পূর্ণ হয় না। যদি তাহাদের কন্যা বা পুত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহারা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

বসহর, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৩৩২০ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসী প্রায় সমস্তই হিন্দু। ১৮০৩ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য গোর্খা-সর্দ্দারের অধীন থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক গোর্খা-প্রভাব ক্ষীণ হইলে এই স্থান পুনরায় পূর্ব্বতন রাজকরে সমর্পিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব কমাইয়া দেন। রাজা সমশের সিংহ বাহাদুর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইহারা রাজপুতবংশীয়। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে বসহররাজকে ইংরাজরাজের সৈন্য সাহায্য করিতে হয়।

বসহরি, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বসালৎজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের অদোনী প্রদেশের মুসলমান শাসন-কর্ত্তা, সলাবৎজঙ্গের ভ্রাতা। ইনি ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বন্দিবাসে প্রথম যুদ্ধের পর ফরাসী সেনানী বুসীর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন।

(১) Madras Journal of Lit & Science, xi. p. 145.

(২) তাঁহার দান সম্বন্ধে অনেক পরিচয় Wilson Mackenzie Collections p. 306-307. দ্রষ্টব্য।

বসুন্দিয়া, যশোর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ভৈরবনদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২৪´ পূঃ। যশোর নগরের ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত; এখানে যশোরের প্রধান হাট আছে। নৌকাযোগে চিনি, চাউল প্রভৃতি যে সকল মালপত্র যশোরে আইসে, তাহা এই স্থানে খালাস হয় এবং তাহা গাড়ী করিয়া যশোর নগরে আনীত হইয়া থাকে।

বসুরহাট, (বশীরহাট) বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৬৩ বর্গমাইল। বাদুড়িয়া, হরুয়া, বসুরহাট ও হুসেনাবাদ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৫৩´ ৩৫´´ পূঃ। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে।

বস্ত (পুং) বস্যতে বজ্ঞার্থং বধ্যতে ইতি বস্ত-ঘঞ্। সকলের বাসয়িতা (আদিত্য)। "খানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ" (ঋক্ ১।১৬১।১৩) 'বস্তঃ সর্ব্বস্য বাসয়িতা আদিত্যঃ, বসেরৌণাদিকস্ত-প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)। ২ পশু, ছাগ। "বস্তো বয়ো বিবলং ছন্দঃ" (শুক্ল যজু° ১৪।৯) 'বস্তঃ অজঃ' (বেদদীপ)

"বস্ত বস্তসমো গন্ধো গাত্রে শবসমোঽপি বা।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো নৃপজীবিতম্॥"
(মার্ক° পু° ৪৩।১২)

বস্তকর্ণ (পুং) বস্তস্য ছাগস্য কর্ণাকৃতিঃ পত্রাবচ্ছেদে অস্ত্যস্তেতি, বস্তকর্ণ অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ শালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ অজকর্ণক। ৩ ধুনার গাছ। (রাজনি°)

বস্তগন্ধক (পুং) অরণ্যতুলসীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বস্তগন্ধা (স্ত্রী) বস্তস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্যাঃ। ১ অজগন্ধা। (রাজনি°) ২ ক্ষেত্রযমানী, চলিত রাধুনী। (চক্রদ° গ্রহণীচি°)

বস্তগন্ধাকৃতি (স্ত্রী) পুত্রদাত্রী লতা। (বৈদ্যকনি°)

বস্তমোদা (স্ত্রী) বস্তং ছাগং মোদয়তীতি মুদ্-ণিচ্-অণ্। ১ অজমোদা। ২ বনযমানী। (রাজনি°)

বস্তবাসিন্ (ত্রি) ছাগের ন্যায় শব্দকরী।

বস্তশৃঙ্গী (স্ত্রী) মেষশৃঙ্গী। (নিঘণ্টু প্র°)

বস্তান্ত্রী (স্ত্রী) বস্তস্যেব অন্ত্রমস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ছাগলান্ত্রী-ক্ষুপ, পর্য্যায়—বৃষগন্ধাখ্যা, মেষান্ত্রী, বৃষপত্রিকা, অজান্ত্রী, বকড়ী। ইহার গুণ কটু, কাসরোগনাশক, বীজপ্রদ ও গর্ভজনক। (রাজনি°)

বস্তার, মধ্যপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী মিত্ররাজ্য। ভূপরিমাণ ১৩০৬২ বর্গমাইল। এই সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর জগদলপুরে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।

এই রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছাদিত। পূর্ব্বভাগের অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানে নানাবিধ শস্য প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বেলাদীলা নামক পর্ব্বতমালা দন্তিবাড়ার নিকট হইতে ককুদের ন্যায় উন্নত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদ্বয়ের নাম নন্দিরাজ ও পিতুর রাণী। ঐ সকল পর্ব্বত-গাত্র বহিয়া অসংখ্য জলধারা প্রবাহিত। ঐগুলি স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া শবারী, ইন্দ্রবতী ও তাল নাম ধারণ করিয়া গোদাবরী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত স্থানসমূহ এইরূপে জলসিক্ত হওয়ায় এখানে পর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। এখানে লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানবাসীরা তাহার কোন সদ্ব্যবহার করে না।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে গোঁড় জাতিরই প্রাধান্য অধিক। জগদলপুরে কএকঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে। তাহারা মাংস ও মৎস্যপ্রিয় এবং গাহিরা নামক গোয়ালাজাতির হস্তে জলপান করে। এখানে ধাকর নামে ব্রাহ্মণজ এক নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহারাও উপবীত ধারণ করে।

দন্তেশ্বরী বা মৌলী (ভবানী ও কালী) এবং মাতাদেবী এখানকার সাধারণের উপাস্য দেবতা। উচ্চ বংশীয়েরা হিন্দুর অপরাপর দেবদেবীরও পূজা করেন। দন্তেশ্বরী এখানকার রাজবংশের কুলদেবতা। দেবীর অনুগ্রহে এই রাজবংশ হিন্দুস্থান হইতে বরঙ্গুলে যাইয়া রাজপাট স্থাপন করে। পরে মুসলমান কর্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইলে, দেবীর সঙ্গে তাহারা দন্তিবাড়ে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে দেবীর অবস্থানের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। দেবীর লোলরসনা তৃপ্তির জন্য এখানে নরবলি প্রদত্ত হইত। তন্নিবারণের জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরে একজন স্বতন্ত্র রক্ষক নিযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী বলির জন্য ইংরাজরাজ দায়ী রহিলেন। ঐ দেবীমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বদাই তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা রহিয়াছেন। কাহারও কোন অভীষ্ট জানিতে হইলে দেবীর মস্তকে ফুল দেয়। ঐ পুষ্পরাশি বামে বা দক্ষিণে পতিত হইলে কার্য্যের ইষ্টানিষ্ট বুঝা যায়। একপ্রকার মোটা কাপড় ভিন্ন এখানে আর কোনরূপ বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। যাহা আবশ্যক হয়, তৎসমুদায় নাগপুর, রায়পুর, নিজামরাজ্য ও ছত্রিশগড় প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হইয়া থাকে।

এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। রাজা ভাই রামদেও অপুত্রক হওয়ায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ইহাদের দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা নাই; কিন্তু একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনে উপবেশন করিবার অধিকারী। এখানে উলাউঠা জর

প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব আছে। বসন্ত সংক্রামিত হইলে মাতাদেবীর উপাসনায় সকলেই মত্ত হয়। ঐ সময় তাহারা রোগীকে (যাহার শরীরে দেবীর প্রবেশ হইয়াছে) অতি যত্নে রক্ষা করে। আমাদের বসন্ত হইলে আমরা শীতলাদেবীর চরণে যেরূপ মানস ও পূজাদি করিয়া থাকি, তাহারাও ঠিক মাতাদেবীর প্রতি তদ্রূপ পূজা করে। আমাদের ন্যায় তাহারাও দেবীর চরণামৃত ভিন্ন রোগীকে অপর কিছুই খাইতে দেয় না।

বস্তি, বারাণসী-বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন। ভূপরিমাণ ২৭৫২ বর্গমাইল। নেপালের পর্ব্বতমালা ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যে অবস্থিত। জেলার সমগ্রস্থান পর্ব্বতময়। তরাই প্রদেশের ন্যায় কোথাও উচ্চ এবং কোথাও বা নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত। মধ্যভাগে রাপ্তি ও কুয়ানা নদী প্রবাহিত থাকায় জেলাটী তিনটী স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর বিভাগ পর্ব্বতসমাকীর্ণ তরাই ভূমি, মধ্যভাগ উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী এবং ঘর্ঘরা ও কুয়ানার মধ্যবর্ত্তী নিম্নভাগ জলশূন্য বলিলেও চলে। এখানে কৃত্রিম উপায়ে জলসিঞ্চন করিয়া শস্যরক্ষা করিতে হয়। রাপ্তি, বুড়ী রাপ্তী, আরা, বাণগঙ্গা, মসদি, অমি, কুয়ানা, কুড়া, কোটনাইয়া ও ঘর্ঘরাই এখানকার প্রধান নদী। একমাত্র রাপ্তী ও ঘর্ঘরা-তেই বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারে। বখিরা বা বদনা, পাথরা চাউর ও চণ্ডুতাল নামক কএকটী হ্রদ আছে। এই জলাশয়সমূহে নানা জাতীয় পক্ষী বিচরণ করে। বন্সীর রাজা মৃগয়াভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য চাউর ও পাথরার হ্রদবিচরণকারী জীবগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এই জেলা জঙ্গলময় ছিল; সুতরাং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা এস্থানে ঘটে নাই। ১৮০১ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান গোরখপুরের অধীন থাকে। তৎপর হইতে এখানে আর কোন রাজকীয় ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৪৩ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। কুয়ানা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৮´ পূঃ।

বস্তিশেখ, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী স্থান। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শেখ দরবেশ নামা জনৈক মুসলমান এই ক্ষুদ্র নগর স্থাপন করেন।

বস্রি (অব্য) ক্ষিপ্র। (সায়ণ)

বহ্, বৃদ্ধি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্, ইদিৎ। লট্ বংহতে। লোট্ বংহতাং, লিট্ ববংহে। লুঙ্ অবংহিষ্ট।

বহরম, 'কিস্‌সই সঞ্জান' নামক পারসী ইতিহাস-প্রণেতা। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়।

বহরমপুর, (বারহাম্‌পুর) বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানেই উক্ত জেলার বিচার-সদর ও সেনা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাগীরথী নদীর বামকূলে মুর্শিদাবাদ রাজধানী হইতে ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বিখ্যাত পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মীরজাফরের সনদ অনুসারে প্রাপ্ত ভূমির উপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজগণ এই নগরে সেনাবাস জন্য বারিক নির্ম্মাণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দেই সেনাস্থাপনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। অবশেষে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নবাব মীর কাশিমের বিদ্রোহের পর তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয়। তৎ-পরে পুনর্বিদ্রোহ হইতে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তাবিত বারিক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৫এ ফেব্রুয়ারী এখানেই সর্ব্বপ্রথম ১৯শ দেশীয় পদাতিকদলের মধ্যে বিদ্রোহলক্ষণ সূচিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে আর সেনাদল রক্ষিত হয় না।

বহরমপুর, (বারহাম্‌পুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৪৭৫ বর্গমাইল।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। ইহার প্রাচীন নাম ব্রহ্ম-পুর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং সেনা-নিবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। অক্ষা° ১৯° ১৮´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪৭´ ৫৩´´ পূঃ। এখানে চিনি এবং চীন ও বাঙ্গালা-জাত গুটী হইতে প্রস্তুত রেশমের বিস্তৃত কারবার আছে। এই নগরটী পর্ব্বত-শ্রেণীর উপর অবস্থিত। এই প্রাচীন নগরের অনতিদূরে বউপুর নাম স্থানে সেনাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে।

বহরম শাহ, গজনীর অধিপতি। ৩য় মসাউদের পুত্র, স্বীয় খুল্লতাত সুলতান সঞ্জায়ের সাহায্যে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে ১১১৪ খৃষ্টাব্দে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় ৩৫ চান্দ্র বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া ১১৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি আলাউদ্দীন্ হসনঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া লাহোর রাজধানীতে পলায়ন করেন। উক্ত বৎসরে এখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র খুস্রু লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। কবি শেখ সনোই ও আবুল মজদ বিন্ আদম্ অল্ গজনাকী তাঁহার সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

বহরম শাহ, মইজ উদ্দীন্, জনৈক দিল্লীর সম্রাট্। সুল-তান রুকন্ উদ্দীন্ ফিরোজের পুত্র।[১] তিনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সুলতান রিজিয়াকে হত্যা করিয়া রাজা হন।[২] তিনি একজন

(১) ফিরিস্তা বহরমকে আলতমাসের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) তবকৎই নাসিরি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে রিজিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কারামুক্ত হইয়া রিজিয়া ও আলতুনিয়া পুনরায় দিল্লী অধিকারে প্রয়াস পান। কিন্তু তাহারা রণে পরাজিত হইয়া হিন্দুহস্তে নিহত হন। *Elliot Vol. II. p. 337.*

নির্ভীক যোদ্ধপুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কতকগুলি গুণও ছিল। তিনি রাজার ন্যায় বেশভূষা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন। তাঁহার শাসন-সময়ে সাধারণের সম্মতিক্রমে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন্ ঈতিগিন্ সহকারীরূপে রক্ষাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। দুই বৎসর রাজ্যশাসনের পর তিনি রাজমন্ত্রী উজীর নিজাম উলমুলক্ মহ্‌জব উদ্দীনের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তাহার পর সুলতান আল্‌তমাসের পুত্র আলাউদ্দীন্ মসাউদ রাজা হন।

বহরমান্দ খাঁ, মীর্জা বহরমের পুত্র সম্রাট্ আলমগীরের প্রধান অমাত্য। রুহ্‌উল্লা খাঁর মৃত্যুর পর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক মীর বক্সী পদে অভিষিক্ত হন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে বাহাদুরগড়ে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল।

বহরাম ঘোর, ইরাণরাজ্যের জনৈক অধিপতি। ইনি রাজাসনে আসীন হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনপূর্ব্বক প্রজার হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থান-জয়াশায় প্রণোদিত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্যভার ভ্রাতা জসীর স্কন্ধে অর্পণ করিয়া বণিকের বেশে সদলে হিন্দুস্থানে সমাগত হন। এই সময়ে সিন্ধুপ্রদেশে রায়বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে ইরাণীয় বণিক বলিয়া পরিচয় দেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি রাজার সৈন্যসামন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজ্যমধ্যে মত্তমাতঙ্গের উপদ্রব হইলে বহরাম স্বয়ং তাহাকে নিহত করিয়া রাজার প্রীতিভাজন হন। ক্রমে রাজার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য গাঢ়তর হইতে লাগিল। কোন প্রবলপরাক্রম বিপক্ষ সিন্ধুরাজ্য আক্রমণ করিলে বহরাম ঐ বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রাজা ও বহরাম একদিন মদ্যপান করিতেছেন, এমন সময়ে নেশার খেয়ালে বহরাম ভুলিয়া আত্মপরিচয় দান করেন। রাজা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। শেষে বহরামের প্রার্থনামতে স্বীয় অলোকসামান্যা কন্যারত্ন দান করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহরাম্ প্রজাবর্গকে মহোল্লাসে দিনযাপন করিতে আদেশ দেন; কিন্তু ইহাতে রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইলে অর্দ্ধেক সময় কার্য্যে ও অপরার্দ্ধ আমোদে কাটাইতে নির্দ্দেশ করেন। পারস্য রাজ্যের সোলী নর্ত্তকীগণ হিন্দুস্থান হইতে তৎকর্ত্তৃক এখানে আনীত হয়। তিনি তাহাদের বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করিয়া দেন। এখানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

বহল (পুং) উহ্যতে অনেনেতি বহ-বাহুলকাদলচ্। ১ পোত। (হারাবলী) (ত্রি) ২ দৃঢ়। ৩ বহল, প্রচুর। "রসাবস্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।" (উত্তররামচ° ১ অঃ) ৪ স্থূল। (ভাবপ্র°) (পুং) ৫ ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°)

বহলগন্ধ (ক্লী) বহলঃ প্রচুরো গন্ধো যস্য। শম্বরচন্দন। (রাজনি°)

বহলগন্ধকৃৎ (পুং) পক্ষিরাজ শালিধান্য, পক্ষিরাজধান।

বহলচক্ষুস্ (পুং) বহলানি প্রচুরাণি চক্ষুংষীব পুষ্পাণ্যস্য। মেষশৃঙ্গী। (রত্নমালা)

বহলতা (স্ত্রী) বহলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রচুরতা, প্রাচুর্য্য, বলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বহলত্বচ্ (পুং) বহলা দৃঢ়া ত্বক্ বল্কলং যস্য। ১ শ্বেতলোধ্র। ২ ভূর্জবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বহলদল (পুং) কৃষ্ণশোভাঞ্জন, চলিত কালসজিনা। (বৈদ্যকনি°)

বহলবর্ত্ম্ন্ (ক্লী) নেত্রবর্ত্মগত রোগভেদ। লক্ষণ—

"বর্ত্মোপচীয়তে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
সবর্ণাভিঃ সমাভিশ্চ বিদ্যাদ্বহলবর্ত্ম তৎ॥" (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৩ অঃ)

বর্ত্মদেশের যেরূপ বর্ণ, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা বর্ত্মের চতুষ্পার্শ্বে সমানভাবে জন্মিলে তাহাকে বহলবর্ত্ম কহে।

বহলা (স্ত্রী) বহলানি প্রচুরাণি পুষ্পাণি সন্ত্যস্যাঃ। অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ শতপুষ্পা। (রাজনি°) ২ স্থূলৈলা, বড়-এলাচ। "এলা তু বহলা স্থূলা মালেয়ং তারকাফলম্।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

বহলাঙ্গ (পুং) মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

বহাউদ্দীন্ নক্সবন্দ শেখ, জনৈক মুসলমান ফকির। ইনি সুফি সম্প্রদায়ের নক্সবন্দী শাখা প্রবর্ত্তন করিয়া সমধিক খ্যাতিলাভ করেন। ইনি 'হইবৎনামা' নামে একখানি নীতিমূলক ও 'দলিল-ই-অশিকিন' নামে একখানি স্বীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পারস্য রাজ্যের হরফা নগরে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বহাউদ্দীন্ বলদ মৌলানা, জনৈক মুসলমান সাধু, বাহ্লিক-(বাল্‌খ) দেশবাসী খ্যাতনামা জলাল্ উদ্দীন্ মৌলবী রুমীর পিতা। খাজারিমের শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদ উদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সুফি-সাম্প্রদায়িক মতে তাঁহার একান্ত ভক্তি থাকায় তিনি তন্মত-প্রচার-মানসে ঐ ধর্ম্মতত্ত্বের বিষদ ব্যাখ্যা প্রকটিত করেন; তাঁহার এই বক্তৃতাশ্রবণমানসে পারস্যের নানাস্থান হইতে দলে দলে মুসলমানগণ আগমন করিত। জীবনের শেষাবস্থায় তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া তুরুস্ক রাজ্যের কোণিয়া নগরে যাইয়া বাস করেন। এখানে ১২৩০ বা ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরুর আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বহাউদ্দীন্ জাকারিয়া শেখ, মূলতানবাসী মুসলমান ফকির। কুতবউদ্দীন্ মহম্মদের পুত্র ও কমালউদ্দীন্ কুরেশীর পৌত্র। মূলতানের অন্তর্বর্তী কোটকরোড় নগরে ১১৭০ খৃষ্টাব্দে (৫৬৫ হিঃ) তাহার জন্ম হয়। পাঠকার্য্য সমাধা করিয়া তিনি বোগদাদনগরে গমন করেন এবং তথায় শেখ সহাবউদ্দীন্ সুহরবারীর শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে মূলতানে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ফকিরউদ্দীন্ শকরগঞ্জের সহিত পরিচিত হন। ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে (৬৬৫ হিঃ) ১০০ চান্দ্রবৎসর বয়সে মূলতান নগরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। ভারতবর্ষীয় শ্রেষ্ঠতম মুসলমান সাধুগণের মধ্যে তিনি একজন। তিনি পুত্রদিগকে অতুল ধনসম্পত্তি দিয়া যান।

বহাউদ্দীন্ সাম, ঘোর ও গজনী রাজ্যের নরপতি গিয়াস্ উদ্দীন্ মাহ্মুদের পুত্র। তিনি ১২১০ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনমাস রাজত্বের পর তিনি আলাউদ্দীন্ অৎসিজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং হিরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণকালে তিনি বহাউদ্দীনকে খারিজমের হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নদীগর্ভে ডুবাইয়া মারে।

বহাদরান, রাজপুতনার বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর। [বিকানীর দেখ।]

বহারাগড়া, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান। অক্ষা° ২২° ১৭´ ১৯´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪৫´ ৩০´´ পূঃ।

বহিলবাড়া, মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বহি (পুং) পিশাচভেদ।

বহিরঙ্গ (ক্লী) বহিঃ প্রকৃতের্বাহ্যমঙ্গং যস্য। ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়াদি নিমিত্তক প্রকৃত্যবয়বাদি কার্য্য। ব্যাকরণে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রত্যয়াদি নিমিত্তক কার্য্য অভিহিত হইয়াছে।

"অন্তরঙ্গে কৃতে কার্য্যে বহিরঙ্গমসিদ্ধবৎ।"
(ব্যাকরণ-পরিভাষা)

বহিরর্গল (পুং) বহির্ভাগের অর্গল।

বহিরর্থ (ত্রি) বহিঃ বহির্বিষয়েষু অর্থো যেষাং। বহির্বিষয়ে অর্থযুক্ত। "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। (ভা° ৭।৫।৩১)

বহির্গিরি (পুং) জনপদভেদ।

বহির্গেহ (অব্য°) গেহাৎ বহিঃ বহির্গেহম্ ইত্যব্যয়ীভাবঃ। গৃহের বাহিরে।

বহির্গ্রাম (অব্য°) গ্রামাৎ বহিঃ বহির্গ্রামম্। গ্রামের বাহিরে।

বহির্দ্বার (ক্লী) বহিঃস্থং দ্বারম্। তোরণ, বাহিরের দ্বার।

"ধিগন্বেতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা ধিক্ সুজনতা
বয়োরূপং ধিক্ধিগপি চ যশো নির্ধনমতঃ।
অসৌ জীয়াদেকঃ সকলগুণহীনোঽপি ধনবান্
বহির্দ্বারে যস্মাত্তৃণলবসমাঃ সন্তি গুণিনঃ॥" (উদ্ভট)

বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠক (পুং) বহির্দ্বারস্য প্রকোষ্ঠকঃ। গৃহদ্বারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ, পর্য্যায়—প্রঘাণ, প্রঘণ, অলিন্দ। (অমর)

বহির্দ্ধা (অব্য°) বহির্ভাগে।

বহির্ধ্বজা (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

বহির্নির্গমন (ক্লী) বাহিরে নির্গমন, বাহিরে যাওয়া।

বহির্নিঃসরণ (ক্লী) বহির্নির্গমন।

বহির্ভূত (ত্রি) বহিস্-ভূ-ক্ত। বহির্গত। "পক্ষবিষয়িতাবহির্ভূতসাধ্যবিষয়িতাঘটিতধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতাশালিসংশয়ঃ পক্ষতা।"
(জগদীশ)

বহির্মুখ (ত্রি) বহির্বাহ্যবিষয়ে মুখং প্রবণতা যস্য। বিমুখ।

"শবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বহির্মুদ্রা (স্ত্রী) বাহিরে যে মুদ্রা করা যায়।

বহির্যাত্রা (স্ত্রী) বহির্ভাগে যাত্রা।

বহির্যান (ক্লী) বহির্গমন।

বহির্লম্ব (ত্রি) বাহির দিকে লম্বমান।

বহির্বাসস্ (ক্লী) বহির্বাসঃ। বাহিরের বস্ত্র। অন্তর্বাস ও বহির্বাস এই দুইপ্রকার বস্ত্র, অন্তর্বাস শব্দে কৌপীন এবং তাহার উপর যে বস্ত্র পরিধান করা হয়, তাহাকে বহির্বাসা কহে।

"মুণ্ডান্ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্দ্ধমুণ্ডিতান্।
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্॥" (ভাগ° ৯।৮।৬)

বহির্বিকার (পুং) বাহ্যবিকার।

বহির্বৃত্তি (স্ত্রী) বাহ্যবৃত্তি।

বহির্বেদি (অব্য°) বেদির বাহিরে।

বহিশ্চর (পুং) বহিশ্চরতীতি চর-ট। ১ বহির্বিচরণ। (হেম) (ত্রি) ২ বহিশ্চরণশীল।

"যুবয়োর্যন্মদীয়ং তন্মামকং যুবয়োঃ স্বকম্।
এতৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঃ॥"
(মার্ক° পু° ২৩।৮৩)

বহিষ্ক (ত্রি) বহিঃস্থিত।

বহিষ্করণ (ক্লী) ১ বহিরিন্দ্রিয়। ২ বাহির করণ।

বহিষ্কার (পুং) বাহির করা।

বহিষ্কার্য্য (ত্রি) বাহির করিবার যোগ্য।

বহিষ্কুটীচর (পুং) বহিষ্কুট্যাং চরতীতি চর-ট। কুলীর, বহিশ্চর।

বহিষ্কৃতি (স্ত্রী) বাহির করা।

বহিষ্ক্রিয় (ত্রি) বাহ্য ক্রিয়াশালী।

বহিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) ১ বাহ্য ক্রিয়া। ২ বাহির করিয়া দেওয়া।

বহিষ্টাজ্জোতিস্ (ত্রি) ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দোভেদ।

বহিষ্টাৎ (অব্য) বহির্ভাগে।

বহিষ্পট (পুং) বহিরাবরণ।

বহিষ্পরিধি (অব্য) পরিধির বাহিরে।

বহিষ্পবিত্র (ত্রি) পবিত্রতাহীন।

বহিষ্পিণ্ড (ত্রি) বহির্ভাগে পিণ্ডযুক্ত।

বহিষ্প্রজ্ঞ (ত্রি) যাহার প্রজ্ঞা বাহ্যব্যাপারে নিযুক্ত।

বহিষ্প্রাণ (ত্রি) ১ যাহার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে। ২ বিত্ত। (ভাগ ৫।১৪।৫)

বহিস্ (অব্য) বাহ্য, বাহির।

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যালোকে জাতয়োর্বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ১০।৪৫)

বহিঃসংস্থ (ত্রি) বহিঃস্থিত।

বহিঃসদ্ (ত্রি) বহিঃ সীদতি সদ-ক্বিপ্। বাহিরে উপবেশনকারী। (তৈত্তি° ব্রা° ৩।৪।১।১৬)

বহীনর (পুং) শতানীকের পৌত্র। (ভাগ ৯।২২।৪২)

বহীরজ্জু (অব্য) রজ্জ্বা বহিঃ। রজ্জুর বহির্ভাগে, দড়ির বাহিরে। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৮।২২)

বহু (ত্রি) বংহতে ইতি বহি বৃদ্ধৌ (লঙ্ঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চ। উণ্ ১।৩০) ইতি কুর্নলোপশ্চ। তিন আদি করিয়া সংখ্যা, তিনকে বহু বলা যাইতে পারে, এইরূপ তিন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সংখ্যাই বহু। অনেক, বিপুল। (মেদিনী) পর্য্যায়—প্রভূত, প্রচুর, প্রাজ্য, অদভ্র, বহুল, পুরুহ, পুরু, ভূয়িষ্ঠ, স্ফির, ভূয়স্, ভূরি। (অমর) বেদনিঘণ্টুতে ইহার ১২টী পর্য্যায় আছে, যথা—উরু, তুবি, পুরু, ভূরি, শশ্বৎ, বিশ্ব, পরিণসা, ব্যানসি, শত, সহস্র, সলিল, কুবিৎ। (বেদনিঘণ্টু ৩।১)

"অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্।" (মনু ৭।৮৬)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বহ্বী।

বহুক (পুং) বহু-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ কর্কট। ২ অর্ক। ৩ দাত্যূহ। ৪ জলখাতক। (মেদিনী) (সংখ্যায়াঃ অতিশদন্তয়াঃ কন্। পা ৫।১।২২) ইতি বহু-কন্। (ত্রি) ৫ বহুদ্বারা ক্রীত।

বহুকণ্টক (পুং) ১ ক্ষুদ্রগোক্ষুর। ২ যবাস। ৩ হিন্তাল। (রাজনি°)

বহুকণ্টকা (স্ত্রী) বহুকণ্টক-টাপ্। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বহুকণ্টা (স্ত্রী) বহবঃ কণ্টাঃ কণ্টকানি যস্যাঃ। কণ্টকারী। (রাজনি°)

বহুকন্দ (পুং) বহবঃ কন্দা যস্য। শূরণ, চলিত ওল। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুকন্দা—কর্কটী।

বহুকন্যা (স্ত্রী) গৃহকন্যা, চলিত ঘৃতকুমারী। (রাজনি°) অনেক কন্যা।

বহুকর (পুং) বহু কার্য্যং করোতীতি (দিবাবিভানিশাপ্রভেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ উষ্ট্র। (ত্রি) ২ বহু করোতি ভুবং সংমার্ষ্টি ইতি বহু-কৃ-ট। ২ মার্জ্জনকারী, পর্য্যায়—খলপূ, ভূমিসম্মার্জ্জক। (শব্দরত্না°) ৩ বহু কার্য্যকর্ত্তা, যিনি অনেক কার্য্য করেন।

"নিহন্তা বৈরকারাণাং সতাং বহুকরঃ সদা।
পারশ্বধিকরামস্য শক্তেরন্তকরো রণে॥" (ভট্টি ৫।৭৮)

বহুকরী (স্ত্রী) বহুকর-ঙীষ্। সম্মার্জ্জনী। (হেম)

বহুকর্ণিকা (স্ত্রী) বহবঃ কর্ণা ইব পত্রাণি যস্যাঃ। আখুকর্ণী, চলিত মূষাকাণীলতা। (রাজনি°)

বহুকাম (ত্রি) বহবঃ কামাঃ যস্য। অনেক কামনাযুক্ত। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১০।২১।১৫)

বহুকার (ত্রি) বহুকার্য্যং করোতি অণ্। বহুকার্য্যকারক, যিনি প্রভূত কর্ম্ম করেন। (শুক্ল যজু° ১০।২৮)

বহুকৃত্য (ত্রি) বহুকরণীয়, বহুতর কর্ম্মার্হ, যাহার অনেক কার্য্য করিবার আছে।

বহুকেতু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (রামা° ৪।৪৪।৭০)

বহুক্রম (পুং) বৈদিক শব্দের ক্রমভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১১।১১)

বহুক্ষম (ত্রি) ১ অধিক সহিষ্ণু। ২ জৈন সাধুভেদ। ৩ বুদ্ধভেদ।

বহুগন্ধ (ক্লী) বহুর্গন্ধো যস্মিন্। ১ ত্বচ্, গুড়ত্বচ্। চলিত দারুচিনি। (পুং) ২ কুন্দরুক, কুন্দুরী, চলিত কুন্দুরুখোটী। (রাজনি°) ৩ পীতচন্দন। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৪ উগ্রগন্ধ।

বহুগন্ধদা (স্ত্রী) বহুগন্ধং দদাতি যা বহুগন্ধ-দা-ক। কস্তূরি।

বহুগন্ধা (স্ত্রী) বহুর্গন্ধো যস্যাং। ১ চম্পককলি। ২ যূথিকা। ৩ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°)

বহুগর্হ্যবাচ (ত্রি) বহুগর্হ্যা বহুনিন্দিতা বাগ্‌যস্য। কুৎসিত বহুবাদী, যাহারা কুৎসিত ভাবে অনেক কথা কহে। (অমর)

বহুগব (পুং) পুরুবংশীয় সুদ্যুরপুত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২০।৩)

বহুগুড়া (স্ত্রী) ১ কণ্টকারী। ২ ভূম্যামলকী। ইহার পাঠান্তর বহুগুহা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৈদ্যকনি°)

বহুগুণ (ত্রি) ১ বহুসূত্রযুক্ত। ২ বহুসদ্‌গুণশালী। (পুং) ৩ অনেক গুণ। ৪ দেবগন্ধর্ব্বভেদ। (মহা° আদি°)

বহুজ্ঞ (ত্রি) বহু জানাতি জ্ঞা-ক। বহুদর্শী, যে অনেক জানে। ২ বহুবিদ্, অভিজ্ঞ।

বহুগ্রন্থি (পুং) বহবো গ্রন্থয়ো যস্য। ঝাবুক, ঝাউগাছ।

বহুচারিন্ (ত্রি) বহু স্থানে ভ্রমণকারী। (অথর্ব্ব° ১১।৩।৪৬)
বহুচিত্র (ত্রি) অনেক প্রকার, বিভিন্ন রকম।
বহুচ্ছদ (পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°)
বহুচ্ছিন্না (স্ত্রী) বহু যথা স্যাত্তথা ছিদ্যতে স্মেতি বহু-ছিদ ক্ত। কন্দগুড়ূচী। (রাজনি°)
বহুজল্প (ত্রি) বহুভাষী, বাচাল।
বহুজাত (ত্রি) দ্রুতগামী। (নিরুক্ত ১২।৪৩)
বহুত (দেশজ) অধিক, অনেক, প্রভৃত।
বহুতন্ত্রি (ত্রি) বহবস্তন্ত্রয়ো যস্য। বহুতন্ত্রবিশিষ্ট। যেমন বহুতন্ত্রিকায়, বহুতন্ত্রিগাত্র। (সংক্ষিপ্তসা°)
বহুতন্ত্রী (ত্রি) বহবস্তন্ত্র্যো যস্মিন্। বহুতন্ত্রবিশিষ্ট। যেমন বহুতন্ত্রী গ্রীবা, বহুতন্ত্রী ধমনী। (সিদ্ধান্তকৌ°)
বহুতন্ত্রীক (ত্রি) বহুতন্ত্রী স্বার্থে কন্। বহুতন্ত্রবিশিষ্ট। যেরূপ বহুতন্ত্রীকা বীণা, বহুতন্ত্রীকপট, বহুতন্ত্রীকবস্ত্র, ইত্যাদি।
বহুতর (ত্রি) বহু-তরপ্। অনেক, প্রভৃত।
বহুতরকণিশ (পুং) বহুতরাণি কণিশানি ধান্যশীর্ষাণি যস্য। রাগিধান্য, তৃণধান্যবিশেষ। (রাজনি°)
বহুতলবশা (স্ত্রী) লতাভেদ। (নিঘণ্টু) Iris Pseudacorus.
বহুতস্ (অব্য°) বহু-তসিল্। বহুপ্রকারে, অনেকরূপে।
বহুতা (স্ত্রী) বহূনাং ভাবঃ তল্-টাপ্। বহুত্ব, বহুর ভাব বা ধর্ম্ম।
বহুতিক্তা (স্ত্রী) বহুস্তিক্তো রসো যস্যাঃ। কাকমাচী।
বহুতিথ (ত্রি) বহু (বহুপূগগণসংঘস্য তিথুক্। পা ৫।২।৫২) ইতি তিথুক্। বহুর পূরণ।

"ততঃ কালে বহুতিথে গতে রাজা পুনঃ সুতম্।
প্রাহ গচ্ছাশু বিপ্রাণাং ত্রাণায় চর মেদিনীম্॥"(মার্ক°পু° ২২।১)

বহুতৃণ (ক্লী) তৃণ-'তৃণাদ্বহুঃ' ইতি বহুপ্রত্যয়ঃ। মুঞ্জাতৃণ, চলিত মুজ। (বৈদ্যকনি°)
বহুত্র (অব্য) বহু-(সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০) ইতি ত্রল্। বহুতে, অনেক বিষয়ে।
বহুত্ব (ক্লী) বহূনাং ভাবঃ ত্ব। বহুর ভাব, বহুতা।

"বহুত্বান্নামধেয়ানি পন্নগানাং তপোধন!।" (ভারত ১৩৫।৪)

বহুত্বক্ক (পুং) বহুত্বগেব বহুত্বচ্ স্বার্থে কন্। ভূর্জবৃক্ষ। (হেম)
বহুত্বচ্ (পুং) বহবস্ত্বচো যস্য। ভূর্জবৃক্ষ। (শব্দরত্নমালা)
বহুথা (অব্য) বহু প্রকারে, নানা প্রকারে।
বহুদন্তীসুত (পুং) বহুদন্তীর পুত্র। (কামন্দকীয় নীতি ১০।২৭)
বহুদণ্ডিক (ত্রি) বহবো দণ্ডাঃ সন্ত্যস্য বহুদণ্ড-ঠন্। বহুদণ্ডবিশিষ্ট। যথা 'বহুদণ্ডিকা নগরী, বহুদণ্ডিকো গ্রামঃ' (সিদ্ধান্তকৌ°)
বহুদল (পুং) রাগিনামক তৃণধান্য। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ চিঙ্গোটকক্ষুপ, চলিত চেঁচকো, কেশুর। (বৈদ্যকনি°)
বহুদান (স্ত্রী পুং) [পুরন্দর দেখ।]
বহুদামন্ (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।
বহুদায়িন্ (ত্রি) প্রভূত দানশীল।
বহুদুগ্ধ (পুং) বহূনি দুগ্ধানি অপক্কাবস্থায়াং যস্য। ১°গোধূম। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুদুগ্ধা। ২ বহুক্ষীরাগাভি। ৩ স্নুহীবৃক্ষ।
বহুদুগ্ধিকা (স্ত্রী) বহুদুগ্ধা-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বং। স্নুহী-বৃক্ষ। (শব্দচ°)
বহুদেবত (ত্রি) বহুদেবনিমিত্তক পাঠ্য।
বহুদেবত্য (ত্রি) বহুদেব সম্বন্ধীয় (পশু)।
বহুদৈবত (ত্রি) বহুদেবতা সম্বন্ধীয়।
বহুদৈবত্য (ত্রি) বহুদেবতা সম্বন্ধীয়।
বহুধন (ত্রি) বহুধনশালী ব্যক্তি। (ক্লী) প্রভূত ধন।
বহুধর (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮)
বহুধা (অব্য°) বহু (বিভাষাবহোর্ধা বিপ্রকৃষ্টকালে। পা ৫।৪।২০) ইতি-ধা। বহুপ্রকার।

"একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।" (গীতা ৯।১৫)
'বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ মাং' (স্বামী)

বহুধনেশ্বর (পুং) ১ ধনী ব্যক্তি। ২ কুবের।
বহুধাত্মক (ত্রি) বহুধা আত্মা যস্য। স্বয়ম্ভূ। (রামা° ৪।৪৪।১২০)
বহুধান্য (ত্রি) বহুধান্যযুক্ত। ১ যাহার প্রচুর ধান্য আছে। (ক্লী) ২ রাশি রাশি ধান্য। ৩ ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত দ্বাদশ ও ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষভেদ। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৩)
বহুধার (ক্লী) বহ্বী ধারা যস্য। বজ্রহীরক। (রাজনি°)
বহুধেনুক (ক্লী) বহুসংখ্যক দোহনযোগ্য গাভী।
বহুধেয় (পুং) ১ বহু নামযুক্ত। ২ সম্প্রদায়ভেদ।
বহুধাত (ত্রি) বহুবার অগ্নিদগ্ধ। (লোহাদি)
বহুনাড়িক (ত্রি) বহুনাড়ি-কন্। কায়। (সিদ্ধান্তকৌ°)
বহুনাড়ীক (ত্রি) বহ্ব্যো নাড্যো যস্মিন্, বহুনাড়ী-কপ্। ১ দিবস। ২ স্তম্ভ। (সিদ্ধান্তকৌ°)
বহুনাদ (পুং) বহুর্মহান্ নাদঃ শব্দো যস্য। শঙ্খ। (রাজনি°)
বহুপটু (ত্রি) বহুষু বিষয়েষু পটুঃ। ১ বহুকার্য্যে দক্ষ। ২ ঈষদূনপটু। (রাজনি°)
বহুপত্র (পুং) বহূনি পত্রাণি দলান্যস্য। ১ অভ্রক। (রাজনি°) (পুং) ২ পলাণ্ডু। (ত্রি) ৩ অনেক পত্রযুক্ত। ৪ বংশপত্র, হরিতাল। (বৈদ্যকনি°) ৫ মুচুকুন্দবৃক্ষ। ৬ পলাশবৃক্ষ।
বহুপত্রা (স্ত্রী) বহুপত্র-টাপ্। ১ তরুণী পুষ্পবৃক্ষ। ২ লিঙ্গিনী, শিবলিঙ্গিনীলতা। ৩ জতুকা। ৪ গোরক্ষদুগ্ধী। ৫ ভূম্যামলকী। ৬ ঘৃতকুমারী। ৭ বৃহতী। (বৈদ্যকনি°)

বহুপত্রিকা (স্ত্রী) বহুপত্রা সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্, টাপি-অত ইত্বং। ১ ভূম্যামলকী। ২ মহাশতাবরী। ৩ মেথিকা। (রাজনি°) ৪ বচা। (বৈদ্যকনি°)

বহুপত্রী (স্ত্রী) বহুপত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লিঙ্গিনী। ২ গৃহকন্যা। ৩ তুলসী। ৪ জতুকা। ৫ বৃহতী। ৬ গোরক্ষ-দুগ্ধা। (রাজনি°)

বহুপত্নীক (ত্রি) বহ্বী পত্নীর্যস্য 'ঋন্নদী সর্পিরাদেঃ কপ্' ইতি কপ্। বহুপত্নীযুক্ত, যাহার অনেক পত্নী আছে।

বহুপদ্ (ত্রি) ১ বহুপাদযুক্ত। ২ বটবৃক্ষ।

বহুপন্নগ (পুং) মরুন্তেদ।

বহুপর্ণ (পুং) বহূনি পর্ণানি পত্রাণি যস্য। ১ সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিনগাছ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অনেক পত্রযুক্ত।

বহুপর্ণিকা (স্ত্রী) বহুপর্ণ-সংজ্ঞায়াং কন্, টাপি অত ইত্বং। আখুপর্ণী। (রাজনি°)

বহুপর্ণী (স্ত্রী) বহুপর্ণ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেথিকা।

বহুপশু (ত্রি) বহুপশুযুক্ত। (পুং) অসংখ্য পশু।

বহুপাক্য (ত্রি) যাহার বাটীতে দরিদ্রাদির জন্য বহুতর খাদ্য বস্তু রন্ধন হইয়া থাকে।

বহুপাদ্ (পুং) বহবঃ পাদো যস্য অনেকশিফাবত্বাদস্য তথাত্বং। বটবৃক্ষ। (অমর)

বহুপাদ (পুং) বহবঃ পাদা যস্য। ১ বটবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অনেক পাদবিশিষ্ট।

"পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাৎ যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্।
একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্॥" (ভাগ° ৪।২৯।২)

বহুপায্য (ত্রি) বহুকর্ত্তৃক গন্তব্য, বা বহুকর্ত্তৃক রক্ষিতব্য।

"ব্যচিষ্ঠে বহুপায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে" (ঋক্ ৫।৬৬।৬)
'বহুপায্যে বহুভির্গন্তব্যে বহুভীরক্ষিতব্যে বা' (সায়ণ।)

বহুপুত্র (পুং) বহবঃ পুত্রাঃ সন্তয়ো যস্য। ১ সপ্তপর্ণ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ অনেক পুত্রবিশিষ্ট।

"বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ।" (হরিব° ২।৬৪)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বহুপুত্রী—শতমূলী। (রত্নমালা)

বহুপুত্রিকা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ।

বহুপুষ্প (পুং) বহূনি পুষ্পাণি যস্য। ১ পারিভদ্রবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ নিম্ববৃক্ষ।

বহুপুষ্পিকা (স্ত্রী) বহুপুষ্প সংজ্ঞায়াং কন্, অত ইত্বং। ধাতকীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বহুপ্রকার (ত্রি) নানাবিধ প্রকার।

বহুপ্রকৃতি (ত্রি) বহুপ্রকৃতিযুক্ত।

বহুপ্রজ (ত্রি) বহবঃ প্রজা যস্য। ১ বহুসন্ততিবিশিষ্ট, যাহার অনেকগুলি সন্তান। (পুং) ২ মুঞ্জাতৃণ। (রাজনি°) ৩ শূকর। (হেম) (বহুপ্রজাচ্ছন্দসি। পা ৫।৪।১২২) ইতি অসি। বহুপ্রজস্ বহুপ্রজশব্দার্থ।

বহুপ্রতিজ্ঞ (ত্রি) বহ্ব্যঃ প্রতিজ্ঞাঃ যস্মিন্। অনেকপদসঙ্কীর্ণ পূর্ব্বপক্ষবিশিষ্ট ব্যবহার, অনেক বিষয়ক প্রতিজ্ঞাযুক্ত ব্যবহার।

"বহুপ্রতিজ্ঞং যৎকার্য্যং ব্যবহারেষু নিশ্চিতম্।
কামং তদপি গৃহ্নীয়াদ্রাজা তত্ত্ববুভুৎসয়া॥" (মিতাক্ষরা)

২ অনেক প্রতিজ্ঞাযুক্ত।

বহুপ্রদ (ত্রি) প্রদদাতীতি প্র দা-ক, বহূনাং প্রদঃ। প্রচুর-দাতা, পর্য্যায়—বদান্য, স্থূললক্ষ্য, দানশৌণ্ড, স্থূললক্ষ, দানবীর, দানপূর্ণ। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ মহাদেব।
(ভারত ১৩।১৭।১০৮)

বহুপ্রসূ (স্ত্রী) বহূন্ প্রসূতে ইতি বহু-প্র-ক্বিপ্। বহুসন্তান-প্রসবকারিণী, পর্য্যায়—কৃমিলা। (হেম)

বহুপ্রেয়সী (ত্রি) বহুপ্রেয়সীযুক্ত।

বহুফল (পুং) বহূনি ফলানি যস্য। ১ কদম্ববৃক্ষ। (মেদিনী) ২ বিকঙ্কত। ৩ তেজঃফল। (রাজনি°)

বহুফলা (স্ত্রী) বহুফল-টাপ্। ১ ক্ষবিকা। ২ মাষপর্ণী। ৩ কাকমাচী। ৪ ত্রপুসী। ৫ শশাণ্ডুলী। ৬ ক্ষুদ্রকারবেল্লী। (রাজনি°) ৭ ভূম্যামলকী।

বহুফলিকা (স্ত্রী) বহুফলা সংজ্ঞায়াং কন্, অত ইত্বম্। ১ ভূবদরী। মেটেকুল। (রাজনি°)

বহুফেনা (স্ত্রী) বহুঃ ফেনোযস্যাঃ। ১ সাতলা। চলিত পীতদুগ্ধ শেহুণ্ড। (রাজনি°) ২ শঙ্খিনী, শঙ্খহুলী। (বৈদ্যকনি°)

বহুবল (পুং) বহু অতিশয়ং বলং যস্য। ১ সিংহ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অতিশয়বলযুক্ত।

বহুবল্ক (পুং) পিয়ালবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল। (রাজনি°)

বহুবীজ (পুং) ১ বীজপূরবৃক্ষ, জামীরগাছ। (বৈদ্যকনি°) ২ আতৃপ্যবৃক্ষ, আতাগাছ। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুবীজা, গিরিকদলী, চলিত বিচেকলা। (রাজনি°)

বহুভদ্র (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৩৭)

বহুভাষিন্ (ত্রি) বহু ভাষতে ভাষ-ণিনি। বাচাল, যাহারা অধিক কথা কহে।

বহুভাষ্য (ক্লী) বহুভাষণ, বহু কথা।

বহুভুজ্ (ত্রি) বহু-ভুজ্-ক্বিপ্। ১ বহুভোজনকারী, যিনি অধিক ভোজন করেন। ২ বহুভোগকারী।

বহুভুজা (স্ত্রী) বহবঃ ভুজা যস্য। দশভুজা, দুর্গা। (হেম)

বহুভোজন (ত্রি) বহু ভোজনং যস্য। ১ অতিভোজনযুক্ত। (ক্লী) ২ অতিশয় ভোজন।

বহুমঞ্জরী (স্ত্রী) বহ্ব্যো মঞ্জর্য্যো যস্যাঃ। তুলসী। (রাজনি°)

বহুমৎস্য (ক্লী) বহুমৎস্যশালী জলাশয়।

বহুমন্তব্য (ত্রি) বহু-মন-তব্য। বহুপ্রকারে মননীয়।

"তৎ তেঽহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম।

কামিনাং বহুমন্তব্যং সংকল্পপ্রভবোদয়ম্॥" (ভাগ° ৮।১২।১৬)

বহুমল (পুং) বহূনি মলানি যস্য। ১ সীসক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ অনেকমলযুক্ত।

বহুমান (পুং) বহু মানং যস্য। ১ বহুমানযুক্ত, সম্মানী। (ক্লী) ২ অধিকমান।

বহুমানিন্ (ত্রি) বহু-মন-ণিনি। অতিশয় সম্মানার্হ।

বহুমান্য (ত্রি) বহুভির্মান্যঃ। ১ অনেকলোক কর্ত্তৃক মাননীয়, যাহাকে অনেক লোকে সম্মান করে। ২ অতিশয় মাননীয়। (মনুটীকায় কুল্লূক ২।১১৭)

বহুমার্গ (ক্লী) বহবো মার্গা যস্মিন্, চতুর্দ্দিক্ষু পথবত্বাৎ তথাত্বং। ১ চত্বর। (ত্রি) ২ অনেকপথযুক্ত।

বহুমুখ (ত্রি) অনেক মুখ। অনেক লোকে যে কথা বলে, তাহাকে 'বহুমুখে বলা' কহে।

"ইতি লোকাদ্বহুমুখাদ্দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।

পত্যাভীতে ন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্॥"

(ভাগ° ৯।১১।১০)

বহুমূত্র (পুং) ১ রোগবিশেষ। (ত্রি) ২ বহুমূত্ররোগী।

বহুমূত্রতা (স্ত্রী) বহুমূত্ররোগ। (হেমচ°)

বহুমূর্ত্তি (স্ত্রী) বহ্বী মূর্ত্তির্যস্যাঃ। ১ বনকার্পাস। (শব্দচ°) ২ নানাকার। (ত্রি) ৩ বহুমূর্ত্তিধর, বহুরূপী। ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯০)

বহুমূর্দ্ধন্ (পুং) বহবো মূর্দ্ধানো যস্য, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইতি শ্রুতেস্তথাত্বং। বিষ্ণু। (শব্দরত্না°)

বহুমূল (পুং) বহূনি মূলানি যস্য। ইক্কট, চলিত গুকড়া।

"ইক্কটো বহুমূলশ্চ বাটীদীর্ঘঃ খরচ্ছদঃ।" (বৈদ্যকরত্ন°)

২ শিগ্রু। ৩ স্থূলশর, চলিত রামশর। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ অনেক মূলযুক্ত।

বহুমূলক (ক্লী) বহুমূল-কন্। ১ উশীর। ২ বীরণ। (ভাবপ্র°) (পুং) ৩ ইক্কট। (জটাধর)

বহুমূলা (স্ত্রী) বহুমূল-টাপ্। ১ শতাবরী। (রাজনি°) ২ আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

বহুমূলী (ত্রি) বহুমূল-ঙীপ্। মাকন্দী। (রাজনি°)

বহুমূল্য (ত্রি) বহূনি মূল্যানি যস্য। মহার্ঘ্যবস্তু, যাহার মূল্য অধিক। (ক্লী) ২ অধিক মূল্য, বেশী দাম।

বহুযজ্বন্ (ত্রি) বহুপূজাকারী।

বহুযাজিন্ (ত্রি) বহু যজ্ঞের কর্ত্তা।

বহুযোজনা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (মহাভারত শল্যপ°)

বহুরথ (পুং) জনৈক রাজা। (ভাগবত ৯।২১।৩০)

বহুরদ (পুং) জাতিবিশেষ। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'বাহুবাধ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বহুরন্ধ্রিকা (স্ত্রী) বহূনি রন্ধ্রাণি যস্যাঃ, বহুরন্ধ্র-টাপ, সংজ্ঞায়াং কন্-টাপি অতইত্বং। মেদা। (রাজনি°)

বহুরসা (স্ত্রী) বহুরসো যস্যাঃ। ১ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। (রাজনি°) ২ রসবতী স্ত্রী। (ত্রি) ৩ বহুরসযুক্ত।

বহুরামপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (ব্রহ্মখ° ৪৭।১৪৪)

বহুবেগম, লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ্ উদ্দৌলার মাতা। ইনি ১৭৯৮ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ফৈজাবাদ নগর নিষ্কর ভোগদখল করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত নগরের অনেক দুরবস্থা ঘটে। এখানে তাঁহার সমাধিমন্দির আছে, অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে তাহা এক শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। [ফৈজাবাদ দেখ।]

বহুরাশিক, গণিতভেদ। একটী ত্রৈরাশিক দ্বারা অপর অপর ত্রৈরাশিকের নির্দ্দিষ্ট রাশি প্রাপণকেই বহুরাশিক বলা হয়। [ত্রৈরাশিক দেখ।]

বহুরিবন্দ, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। জব্বলপুর নগর হইতে ১৬ ক্রোশ উত্তরে কৈমুর গিরিমালার অধিত্যকা-ভূমে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্যভূমে জল আট্কাইয়া রাখিবার জন্য ৪৫টী বাঁধ আছে। ঐ সকল বাঁধদ্বারা জল অবরুদ্ধ না হইলে এস্থান জলশূন্য মরুভূপ্রায় হইত। পূর্ব্বোক্ত বাঁধদ্বারা ৩৯টী ঝিল হইয়াছে। সকলগুলি নিকটবর্ত্তী গ্রামের নামেই অভিহিত। মুনিয়াতাল নামক বাঁধটী লক্ষ্মণসিংহ পরিহারের ভ্রাতা যমুনা সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুরুহা (স্ত্রী) বহু যথাতথা রোহতীতি রুহ-ক-টাপ্। কন্দগুড়ূচী। (রাজনি°)

বহুরূপ (পুং) বহূনি রূপাণি যস্য। ১ সর্জ্জরস। ২ শিব। ৩ বিষ্ণু। ৪ কামদেব। ৫ সরট। (মেদিনী) ৬ ব্রহ্মা। ৭ কেশ। (শব্দরত্না°) ৮ রুদ্র। (ভাগ° ৬।৬।১৮) ৯ প্রিয়ব্রতপুত্র মেধাতিথির পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২৫) ১০ বর্ষভেদ। ১১ বৃক্ষবিশেষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ১২ নানারূপযুক্ত।

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।" (মনু ১।৪৯)

বহুরূপক (পুং) বহুরূপ-স্বার্থে কন্। জাহকজন্তু। (রাজনি°)

বহুরূপা (স্ত্রী) বহুরূপস্য শিবস্য স্ত্রী-টাপ্। দুর্গা।

অল্পরূপা পরভাবস্থাম্বহুরূপা ক্রিয়াত্মিকা।
জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজসুতা ততঃ॥" (দেবীপু° ৪৫অঃ)

বহুরূপাষ্টক (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও শিবদূতী এই অষ্ট বহুরূপা বিষয়ক তন্ত্র।

বহুরূপিন্ (ত্রি) বহুরূপ-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ বহু রূপযুক্ত। ২ সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা নানা রূপ ধরিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

বহুরেখা (স্ত্রী) বহ্বী বহুলা রেখা করস্থাদিচিহ্নম্। প্রচুর দীর্ঘচিহ্ন। সামুদ্রিকমতে যাহাদের হস্তে বহুরেখা থাকে, তাহারা দুঃখভাগী হয়।

"রেখাভির্বহুভিঃ ক্লেশং স্বল্পাভির্ধনহীনতাম্।
রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥"
(গরুড়পু° ৬৪ অঃ)

বহুরেতস্ (পুং) বহু রেতো যস্য। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

বহুরোমন্ (পুং) বহূনি রোমাণি যস্য। ১ মেষ। (হারাবলী) (ত্রি) ২ লোমশ, যাহাদের গাত্রে অধিক লোম আছে। ৩ বানর। (বৈদ্যকনি°)

বহুল (ক্লী) বংহতে বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বহি বৃদ্ধৌ কুলচ্, নলোপশ্চ। ১ আকাশ। (মেদিনী) ২ সিতমরিচ। (রাজনি°) (ত্রি) বহূনর্থান্ লাতীতি লা-ক। ৩ প্রচুর।

"নাধার্ম্মিকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।" (মনু ৪।৬০)
৪ কৃষ্ণবর্ণ। (মেদিনী) (পুং) ৫ অগ্নি। ৬ কৃষ্ণপক্ষ।
"বহুলেঽপি গতে নিশাকরস্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ মোক্ষতি।"
(কুমারস° ৪।১৩) ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৮)

বহুলগন্ধা (স্ত্রী) বহুলো গন্ধো যস্যাঃ। ক্ষুদ্রৈলা, ছোটএলাচ্।

বহুলচ্ছদ (পুং) বহুলানি ছদানি যস্য। ১ রক্তশিগ্রু, লাল সজিনা। ২ শোভাঞ্জন বৃক্ষ, কালসজিনা। (রাজনি°)

বহুলতা (স্ত্রী) বহুলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বহুলত্ব, বাহুল্য, প্রাচুর্য্য, বহুলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বহুলবণ (ক্লী) বহূনি লবণানি যস্মিন্। ঔষর লবণ। (রাজনি°)

বহুল-বর্ম্মন্ (ত্রি) উত্তম কবচযুক্ত। (শাঙ্খায়নশ্রৌত ৮।২৪।৬)

বহুলা (স্ত্রী) বহুল-টাপ্। ১ নীলিকা। ২ এলা। (ভাবপ্র°) ৩ গো, গাভি। (মেদিনী) ৪ দেবীবিশেষ।

"ইষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলা হ্যাগতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভৃতঃ॥" (কালিকাপু ২৩ অঃ)
৪ নদীভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৩৯)' ৫ স্বনামখ্যাতা উত্তমরাজপত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬৯।৬) ৬ কৃত্তিকা নক্ষত্র, এই অর্থে এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। (মেদিনী)

বহুলান্ত (ত্রি) সোম। "বহুলান্তাঃ ইন্দ্রং" (ঋক্ ১০।৪২।৮) 'বহুলান্তাঃ বহুলময়াদিকমন্তে যেভ্যস্তে বহুলান্তাঃ সোমাঃ' (সা°)

বহুলাভিমান (ত্রি) অতিশয় অভিমানী, ভূয়িষ্ঠাভিমানী (ইন্দ্র) "ওজোষ্ঠো বহুলাভিমানঃ" (ঋক্ ১০।৭৩।১)
'বহুলাভিমানঃ ভূয়িষ্ঠাভিমানী' (সায়ণ)

বহুলালাপ (ত্রি) বহুতর বাক্যবিন্যাস।

বহুলাশ্ব (পুং) মৈথিলবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।১৩।২৬)

বহুলারা, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। দ্বারিকেশ্বর বা দারুকেশ্বর নদীর দক্ষিণকোণে বাঁকুড়ানগর হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত, এখানকার শিবমন্দির বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্দির মধ্যে শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি, দুর্গা, গণেশ, বুদ্ধ প্রভৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রধান মন্দিরের চারিপার্শ্বে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ভগ্নাবস্থায় প্রাচীরপরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

বহুলিকা (স্ত্রী) সপ্তর্ষি-মণ্ডল।

বহুলীকরিষ্ণু (ত্রি) অবহুলং বহুলং করিষ্ণুঃ বহুল-অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ইষ্ণুচ্। যাহা-বহুল ছিল না, তাহার বাহুল্যকারক।

"গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্।"
(ভাগ° ৪।৪।১২)

বহুলীকৃত (ত্রি) অবহুলং বহুলং কৃতং অভূত তদ্ভাবে চ্বি অপনীততুষ ধান্যাদি, চলিত বওলান। পর্য্যায় পূত। ২ বিস্তৃতীকৃত।

"পরাক্রমবতা বীর ত্বয়া তদ্বহুলীকৃতম্।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৯২)

বহুলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে বহুলেশ্বর শিবের একটী সুন্দর মন্দির আছে।

বহুবচন (ক্লী) বহুত্বং বক্তি, বহু-বচ-ল্যুট্। যাহাতে অনেক বস্তু বুঝায়। দুয়ের অধিক হইলেই বহুবচন হয়।

বহুবৎ (অব্য) বহুরূপে, বহুবচনের ন্যায়।

বহুবর্ণ (ত্রি) ১ গোধেরক জাতিভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৮ অঃ) ২ অনেকবর্ণ, অনেক জাতি।

বহুবর্ত্ত (ক্লী) জনপদভেদ। অপর নাম বহুবর্ত্তক।

বহুবলিকবি, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। ইনি নাগকুমারচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সমসাময়িক মথুরাধিপতি নাগকুমারের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

বহুবল্ক (পুং) বহূনি বল্কানি যস্য। প্রিয়াল। (রাজনি°)

বহুবল্লী (স্ত্রী) ডোড়িক্ষুপী, লতা বৃহতিকা। (রাজনি°)

বহুবাদিন্ (ত্রি) বহু বদতে বদ-ণিনি। বহুভাষী, বাচাল, যাহারা অধিক কথা কহে।

বহুবাদ্য, জম্বুখণ্ডের অন্তর্গত জনপদভেদ। (মহাভা° ভীষ্ম° ৯।৫৫)

বহুবার (পুং) বহূনি বারয়তীতি বহু বৃ-ণিচ্-অণ্। বৃক্ষবিশেষ চালতা। (Cordia Latifolia) হিন্দী বহুয়ার, লসোরা। বম্বে ভোস্বর। উৎকল—অউ। পারস্য শুগ্‌পিস্তন। তামিল বিড়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শেলু, শীত, শ্লেষ্মাত, শ্লেষ্মাতক, উদ্দাল, উদ্দালক, সেলু। ইহার ফলগুণ শীতল, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্রকারক, গুরু, দুর্জর ও মধুর। (রাজব°) ২ অনেকবার।

বহুবারক (পুং) বহূনি বৃক্ষাদীনি বারয়তীতি বৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। বৃক্ষবিশেষ। বহুবারবৃক্ষ।

বহুবার্ষিক (ত্রি) বহুবর্ষভব, যাহা অনেক বৎসর ধরিয়া হয়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (রামা° ১।৮।১২)

বহুবি (ত্রি) বহুতর পক্ষিযুক্ত বৃক্ষাদি।

বহুবিঘ্ন (ত্রি) ১ নানাপ্রকার বাধাযুক্ত। ২ নানাপ্রকার বাধা।

বহুবিদ্ (ত্রি) বহু-বেত্তি-বিদ্ ক্বিপ্। বহুজ্ঞ, যাহারা বহু বিষয় অবগত আছে।

বহুবিদ্য (ত্রি) বহুজ্ঞ, জ্ঞানবান্।

বহুবিধ (ত্রি) বহবো বিধা যস্য। ১ নানাপ্রকার। পর্য্যায়—বিবিধ, নানারূপ, পৃথগ্বিধ।

"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।" (গীতা ৪।৩২)

বহুবিস্তীর্ণ (ত্রি) বহু যথা স্যাত্তথা বিস্তীর্ণঃ। অনেক বিস্তারযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুবিস্তীর্ণা কুচিকা বৃক্ষ, চলিত কুচই। (শব্দচ°)

বহুবীজ (ক্লী) বহূনি বীজানি যস্য। গণ্ডগাত্র, চলিত আতা। (শব্দচ°)

বহুবীর্য্য (পুং) বহু বীর্য্যং তেজো যস্য। ১ বিভীতক। (জটাধর) ২ তণ্ডুলীয়শাক। ৩ শাল্মলিবৃক্ষ। ৪ মরুব। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুবীর্য্যা, ভূম্যামলকী। (রাজনি°)

বহুবোল্লক, (ত্রি) অধিক বাক্যব্যয়ী। (দিব্যা° ৩২৮।১৩)

বহুব্যয়িন্ (ত্রি) বহু-ব্যয়-অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় ব্যয়শীল, যাহারা অধিক ব্যয় করে।

বহুব্রীহি (পুং) ১ ষট্‌সমাসের অন্তর্গত সমাসবিশেষ। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে এই সমাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'হ'। [সমাস দেখ।] (ত্রি) বহবো ব্রীহয়ো যস্য। ২ প্রচুর ধান্যযুক্ত।

"দ্বন্দ্বোঽহং দ্বিগুরপি চাহং মদ্‌গেহেনিত্যমব্যয়ীভাবঃ।
তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥" (উদ্ভট)

বহুশক্তি (ত্রি) বহ্বঃশক্তির্যস্য। অধিক শক্তিসম্পন্ন।

বহুশত্রু (পুং) বহবঃ শত্রবো যস্য। ১ চটক। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বহুশত্রুবিশিষ্ট, যাহার অনেক শত্রু আছে। তৃতীয়া তিথিতে পটোল ভক্ষণ করিলে তাহার অধিক শত্রু হইয়া থাকে।

"কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাদ্বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরম্।
বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাৎ ধনহানিস্তু মূলকে॥" (তিথিতত্ত্ব)

বহুশল্য (পুং) বহু শল্যং যস্য। ১ রক্তখদির। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অনেক শল্যযুক্ত।

বহুশস্ (অব্য°) বহূনি দদাতি করোত্যাদি বা বহু (বহ্বল্পার্থা-দিতি। পা ৫।৪।৪২) ইতি শস্। বহু।

"কথয়স্ব বহুশশ্চৈতে পিতাপুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ।" (মার্ক° পু° ৫২।২৯)

বহুশাখ (পুং) ১ স্নুহীবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বহু শাখাযুক্ত।

বহুশাস্ত্র (ক্লী) বহুশাস্ত্রং কর্ম্মধা°। বহুবিধ শাস্ত্র।

বহুশাল (পুং) বহুভিঃ শালতে ইতি বহু-শাল-অচ্। স্নুহী।

বহুশিখ (ত্রি) বহ্বী শিখা যস্য। ১ অনেকশিখাযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুশিখা—২ গজপিপ্পলী। (রাজনি°) বহ্বী শিখা কর্ম্মধা°। ৩ অনেকশিখা।

বহুশিরস্ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৬)

বহুশৃঙ্গ (পুং) বিষ্ণু। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদাঃ" (শ্রুতি)

বহুশ্রুত (ত্রি) বহু শ্রুতং যস্য। অনেক শাস্ত্রশ্রুতিযুক্ত, বহুবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন।

"ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।" (মনু ৪।১৩৫)

বহুশ্রুতি (স্ত্রী) অনেক শ্রুতি, বহু বেদমন্ত্র। (পুং) পণ্ডিত।

বহুশ্রুতীয় (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

বহুশ্রেয়সী (ত্রি) বহ্বীনাং শ্রেয়সী যস্য, ঈয়স্বন্তত্বাৎ নকপ্‌ন বা হ্রস্বঃ। অনেক শ্রেয়সীযুক্ত।

বহুসদাচার (ত্রি) বহু সদাচারসম্পন্ন।

বহুসন্ততি (ত্রি) বহ্বী সন্ততির্বিস্তারোঽস্বয়ো বা যস্য। অনেক সন্তানযুক্ত। (পুং) ব্রহ্মযষ্টি, চলিত বেড়্‌বাঁশ। (শব্দচ°)

বহুসম্পুট (পুং) বহুঃ সম্পুটো যস্য। বিষ্ণুকন্দ। (রাজনি°)

বহুসার (পুং) বহুঃ সারঃ স্থিরাংশো যস্য। খদির। (রাজনি°) (ত্রি) বহুসারবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১১।৭।৩।১)

বহুসুত (ত্রি) বহবঃ সুতা যস্য। ১ অনেক পুত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ শতমূলী। (Asparagus racemosus)

বহুসুবর্ণক (ত্রি) ১ বহুসুবর্ণযুক্ত। (পুং) ২ রাজপুত্রভেদ। ৩ গঙ্গাতীরস্থ অগ্রহারভেদ।

বহুসূ (স্ত্রী) বহূন্ সূতে যা বহু-সূ-ক্বিপ্। ১ শূকরী। ২ বহুপ্রসবা, অতিশয় প্রসবযুক্তা।

বহুসূতি (স্ত্রী) বহুঃ সূতিঃ প্রসবো যস্যাঃ। ১ বহু অপত্যযুক্তা গাভী। ২ বহুসন্তানপ্রসবিণী স্ত্রী।

বহুসূবন্ (ত্রি) বহু-সূ-ক্বনিপ্। বহুপ্রজাপ্রসবকারক। স্ত্রিয়াং

ঙীষ্। 'ধনোরঃ' ইতি নস্য র। বহুসূবরী, বহুপ্রজাপ্রসবিত্রী। 'সুযুমা বহুসূবরী' (ঋক্ ২।৩২।৭) 'বহুসূবরী বহ্বীনাং প্রজানাং সবিত্রী' (সায়ণ)।

বহুস্রব (ত্রি) বহু যথা তথা স্রবতি স্রু-অচ্। অনেকধা ক্ষরণযুক্ত, অনেকক্ষরণশীল। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুস্রবা—শল্লকীবৃক্ষ।

বহুস্বন (পুং) বহুঃ প্রচণ্ডঃ স্বনঃ শব্দো যস্য। ১ পেচক। (ত্রি) ২ অনেকশব্দযুক্ত। ৩ শঙ্খ। (বৈদ্যকনি°)

বহুস্বামিক (ত্রি) যাহার প্রভু বহু, যে বস্তুর মালিক অনেক।

বহুহিরণ্য (ত্রি) ১ বহু সুবর্ণযুক্ত। (পুং) ২ বহু সুবর্ণ। ৩ বেদোক্ত একাহভেদ।

বহূদক (পুং) বহূনি উদকানি শৌচাঙ্গতয়া যস্য। সন্ন্যাসিভেদ। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করে। সাতবাড়ী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবে, তাহাই আহার করিবে। একজন গৃহস্থের বাটী ভিক্ষা করিবে না, অর্থাৎ একজন গৃহস্থ যদি প্রচুর ভিক্ষা প্রদান করে, তাহা গ্রহণ করিবে না, তবে এইরূপ ভাবে লইতে পারে, যাহাতে আবার অপর ছয় বাটীতেও যাইতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একের বাটী অধিক ভিক্ষা লইবে না।

এই সকল সন্ন্যাসী গোপুচ্ছ লোমের দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপূতপাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র, চর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, রুদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্র ও কৃপাণ গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত এবং সর্ব্বদা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তনে তৎপর থাকিতে হইবে। সায়ংকালে গায়ত্রীজপ এবং স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়।

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্র হইলে যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না, এইজন্য ইহারা পরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। ইহাদের শাস্ত্রে চাতুর্মাস্য ব্রতানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। ইহারা মোক্ষাভিলাষী। মোক্ষলাভের জন্য গায়ত্রী-জপই প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে দাহ করিবে না, জলতারণ অর্থাৎ জলে ভাসাইয়া দিবে। ইহাদের মৃত্যুতে অশৌচাদি হয় না।*

* "বহূদকস্য সন্ন্যাস্য বন্ধুপুত্রাদিবর্জ্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষ্যং একান্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণ্ডং শিক্যমদ্ভুতম্।
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌপিনঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
আচ্ছাদনং তথা কন্থাং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্।
পবিত্রমজিনং সূচীং পক্ষিণীমক্ষসূত্রকম্॥
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং মৃৎখনিত্রীং কৃপাণিকাং।
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনং তদ্বৎ ত্রিপুণ্ড্রং চৈব ধারয়েৎ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ।
স্বাধ্যায়ী সর্ব্বদা বাচমুৎসৃজেৎ ধ্যানতৎপরঃ॥
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপন্ কর্ম্ম সমাচরেৎ।" (সূতসংহিতা)
"কুটীচকাশ্চ হংসাশ্চ তথৈব চ বহূদকাঃ।
সাবিত্রীমাত্রসম্পন্নাঃ ভবেয়ুর্মোক্ষকারণাৎ॥
কুটীচকং ন প্রদহেৎ তরয়েচ্চ বহূদকম্।" (নির্ণয়সিন্ধু)

এই মতে বহূদকের অগ্নিক্রিয়া নাই; কিন্তু বায়ুসংহিতায় লিখিত আছে—পরমহংস ভিন্ন আর সকল প্রকার সন্ন্যাসীকেই খনন করিয়া পরে দাহ করিবে।

"মৃতে ন দহনং কার্য্যং পরমহংসস্য সর্ব্বদা।
কর্ত্তব্যং খননং তস্য নাশৌচং নোদকক্রিয়া॥
অন্যেষামপি ভিক্ষূণাং খননং পূর্ব্বমাচরেৎ।
পশ্চাদ্‌গৃহী যথাশাস্ত্রং কুর্য্যাদ্দহনমুত্তমম্॥" (বায়ুসংহিতা)

বহূদক, কুমারিকার মহানদীর নিকটবর্ত্তী নদীভেদ। (কুমারিকা° ১৫১।১৬)

বহ্বন্ন (ক্লী) প্রচুর অন্ন।

"আপণ্যো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্ধো বহ্বন্নম্।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ॥" (ভাগ° ৪।২৯।১২)

বহেড়ক (পুং) বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়াগাছ।

বহেড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। বহেড়াফল, ইহা ত্রিফলার মধ্যে একটী। হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাই ত্রিফলা।

বহেড়া, দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। অক্ষা° ২৬° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ১০´ ৮´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান একটী উপবিভাগের বিচার সদর ছিল। ইহার অস্বাস্থ্যতানিবন্ধন এবং সাধারণের অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় দরভাঙ্গা নগরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিচারবিভাগ স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বহেড়ি, উঃ পঃ প্রদেশের বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৪৯ বর্গমাইল।

বহ্‌লোল লোদী, সুলতান, দিল্লীর জনৈক মুসলমান রাজা। তিনি মালিক কালার পুত্র, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে মালিক বহ্‌লোল বলিয়া ডাকিত। তদীয় পিতৃব্য সুলতান শাহলোদী (ইস্‌লাম খাঁ) সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই বালকের সদ্বিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন এবং নিজ মৃত্যুর সময় তাঁহারই মস্তকে রাজমুকুট শোভিত করিয়াছিলেন।

রাজাসনে আসীন হইয়া বহ্‌লোল সুশাসনে রাজ্য মধ্যে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু

তদীয় পিতৃব্যপুত্র কুতব্ খাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদের সমীপে বহ্লোলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তদনুসারে রাজাদেশে হাজি হিসাম খাঁ সসৈন্যে তাঁহাকে দমনার্থ প্রেরিত হন। খিজিরাবাদ পরগণার কারাগ্রামের নিকট উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং হিসাম খাঁ পরাজিত হইয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন।

হাজি হিসাম বিতাড়িত হইলে বহ্লোল তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতান মহম্মদকে এই মর্ম্মে একপত্র পাঠান যে, তাঁহার শাসন-বিশৃঙ্খলতায় রাজ্য ছারখার হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং যে চিরদিনই সুলতানের পদানত, তাহাও জানাইলেন। তাঁহার পরামর্শমতে সুলতান হাজি হিসামকে হত্যা করিয়া হামিদ খাঁকে উজীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সুসংবাদে বহ্লোল অপরাপর লোদীদিগকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদনার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং নিজ জায়গীরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন।

এই মিলনের পর তিনি সুলতানের হইয়া মালব-রাজকে পরাজিত করেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ খান-খানান্ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই পদোন্নতিতে ক্রমে রাজসরকারে লোদীগণের প্রভাব বাড়িয়া উঠে। তাঁহারা সুলতানের বিনানুমতিতেই লাহোর, দীপালপুর, সন্নাম, হিসার, ফিরোজা ও কএকটী পরগণায় আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করে। সুলতান মহম্মদ তাহাদের এইরূপ ঔদ্ধত্য দমনের বিশেষ চেষ্টা করিলেও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী আক্রমণ করে। কিছুদিন অবরোধের পর তাহারা দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ না হইয়া সরহিন্দে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মালিক বহ্লোল এই সময় হইতে সুলতান নাম গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি দিল্লী হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ নামে খুত্‌বা পাঠ বা মুদ্রা প্রচার করিতে দেন নাই।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন্ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় সিন্ধু (হিন্দ্) প্রদেশ বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শাসনাধীন থাকিলেও লোদীবংশ সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।[১] পুনরায় বহ্লোল দলবল সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তৎপরে সুলতান আলাউদ্দীন্ যখন উজীর হামিদখাঁর প্রাণবিনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এই গোলযোগের সংবাদ পাইয়া বহ্‌লোল তৎক্ষণাৎ সদলে দিল্লী আক্রমণ করেন। এবার তিনি হামিদকে প্রীত করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পান। প্রত্যহ হামিদের বাসভবনে গমনাগমন করায় উভয়ের সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া আসিল। কিন্তু বহ্‌লোল নিজের রাজ্যপিপাসা ও হামিদের উচ্ছেদ-সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ছলে হামিদকে বন্দী করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং ৮৫৫ হিঃ (১৪৫১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল) ভারতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজ নামে খুৎবা-পাঠ ও মুদ্রা প্রচার করিবার আদেশ দিলেন। পরে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং অমাত্য ও সেনাবর্গকে হস্তগত করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।[২]

রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি দিল্লীর সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহ নিজ অধিকারভুক্ত এবং মূলতান প্রদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ যশোলাভ করেন। তাঁহার শাসনে বিরক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের পক্ষীয় কএকজন ওমরাহ লোদীবংশের উচ্ছেদ-চেষ্টায় জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা সুলতান মাহ্মূদকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তদনুসারে জৌনপুররাজ ৮৫৫ হিজিরায় অগ্রসর হইয়া দিল্লী অবরোধ করেন। অপরাপর ওমরাহগণের সহিত বহ্লোলপুত্র খ্বাজা বায়াজিদ দুর্গরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সুলতান বহ্‌লোল এতদ্বার্ত্তাশ্রবণে দীপালপুর হইতে আসিয়া দিল্লীপ্রান্তবর্ত্তী নরেলাগ্রামে সসৈন্যে অবস্থিত রহিলেন।

সন্ধিপ্রস্তাব ভঙ্গ হইল দেখিয়া বহ্‌লোল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর জৌনপুর-সেনাপতি ফতে খাঁ হিরবী পরাজিত ও বন্দী হইলে সুলতান মাহ্মূদ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে বহ্‌লোলের রাজ্যপিপাসা বলবতী হইয়াছিল। তিনি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের অধিকৃত সম্পত্তির কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। তৎপরে সুলতান আলাউদ্দীনের কুটুম্বিনী মালিকা জহানের পরামর্শানুসারে মাহ্মূদ শর্কি বহ্‌লোলকে আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য

(১) সরহিন্দ্, লাহোর, সামানা, সন্নাম ও হিসার হইতে পাণিপথ এবং দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সকল ভূভাগ লোদীদিগের অধিকারে ছিল।

(২) রাজ্যাধিকার করিয়া বহ্‌লোল আলাউদ্দীন্‌কে পত্র লিখিলেন যে, তোমার পিতা আমার শিক্ষাদাতা, অতএব আমি তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারি। খুৎবা তোমার নামেই পঠিত হউক। পত্রোত্তরে আলাউদ্দীন্ জানাইলেন, 'যখন আমার পিতা তোমাকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছেন, তখন আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করি। তুমি রাজ্যসম্পদ সুখে ভোগ কর। আমি বদাউন প্রদেশ লইয়া ক্ষান্ত থাকিব।' এই বদাউনে তিনি ১৪৭৮ খৃঃ অঃ (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত শান্তভাবে কাটাইয়াছিলেন।

হন। ইহাতে বহ্লোল কেবলমাত্র দিল্লীশ্বর মুবারক শাহের অধিকৃত সম্পত্তিরই সত্বাধিকারী হন, কিন্তু অপরের যে সকল সম্পত্তি তিনি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি শামসাবাদের শাসনকর্ত্তা জুনার্খাকে পরাজিত করিয়া কর্ণরায়কে শামসাবাদ সমর্পণ করেন।

সুলতান বহ্লোলের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া জৌনপুরাধিপতি মাহ্মুদ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পুনরায় শামসাবাদে উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এই যুদ্ধে কুতবর্খা লোদী বন্দী হইয়া জৌনপুরে নীত হন। সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহম্মদ শাহ রাজা হন এবং উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যায়। কিন্তু কুতবকে ফিরিয়া না পাওয়ায়, বহ্লোল পুনরায় মহম্মদের বিপক্ষে গমন করেন। যুদ্ধে মহম্মদেরই জয়লাভ হয় এবং তিনি কর্ণরায়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় জুনা খাঁকে শামসাবাদ প্রদান করিলেন।

সেই সময় মহম্মদের আদেশে তদীয় ভ্রাতা হসন খাঁ নিহত হন। ইহাতে জৌনপুর-রাজ্যে মহাগোলযোগ ঘটে। রাজমাতা বিবি রাজী কনিষ্ঠ পুত্রের নিধনে শোকার্ত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ মহম্মদকে দমন করিবার জন্য কএকটী ওমরাহকে পাঠাইয়া দেন। ইহাদের হস্তে মহম্মদ চিরদিনের মত ইহযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বিবি রাজীর আদেশে মহম্মদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সুলতান হুসেন খাঁ জৌনপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বহ্লোলের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে নিরাপদ করিলেন, কিন্তু বহ্লোলের শাম্সাবাদ আক্রমণ ও জুনার্খার রাজ্যচ্যুতিতে বিরক্ত হইয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে কিছুদিন যুদ্ধ হয়। দুই পক্ষেই সেনা সংক্ষয় হইতে লাগিল দেখিয়া পরস্পরে সন্ধি করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপরে বহ্লোল জৌনপুরাধিপতির প্রধান মিত্র আহ্মদ খাঁ মেবাতিকে পরাজিত করিয়া আপনার বশতাপন্ন করেন।

এই সময় বয়ানার শাসনকর্ত্তা যুসুফ খাঁ বলবনী বিদ্রোহী হইয়া বহ্লোলের অধীনতা উচ্ছেদপূর্ব্বক সুলতান হুসেনের নামে বয়ানা-দুর্গে খুৎবা-পাঠ ও মুদ্রা প্রচার করেন। তৎপরে তিন বৎসর আর কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে হুসেন বহু সৈন্য লইয়া বহ্লোলকে উপর্য্যুপরি আক্রমণ করেন। সরাই লস্করের যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। ৮৯৩ হিজিরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। হুসেনেরই জয়লাভ হইতেছে দেখিয়া কুতব্ খাঁ লোদী সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উহার সর্ত্তানুসারে বহ্লোল গঙ্গার উত্তরে এবং হুসেন গঙ্গার দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী স্থানসমূহের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। হুসেন রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে বহ্লোল পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কএকজন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইলেন। হুসেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার অধিকৃত কাম্পিল্য, পটিয়ালী, সাকিত, কোল ও জলালী নামক স্থান বহ্লোলের হস্তগত হইল। পুনরায় হুসেন দলবল সংগ্রহ করিয়া বহ্লোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এবারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি রাত্রি অভিমুখে পলায়ন করেন এবং অধিকাংশ ধনসম্পত্তি বহ্লোলের হস্তে পতিত হয়। ইহার পর রাপ্রিতে সুলতান হুসেনকে পুনরায় পরাস্ত করিয়া তিনি এতাবা আক্রমণ করেন। এই সময় বক্সারের অধিপতি রায় তিলকচাঁদ বহ্লোলের পরাক্রম শ্রুত হইয়া তাঁহার পদানতি স্বীকার করেন এবং সুলতানের অনুগ্রহ-লাভার্থ যমুনা পার হইয়া সুলতান হুসেনকে পন্না অভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া যান। ইত্যবসরে বহ্লোল জৌনপুর-অধিকারমানসে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হন। হুসেন আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া বরাইচে প্রস্থান করেন, কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বহ্লো-লের প্রেরিত সেনাদল তাঁহাকে আক্রমণ করিল, রহবনদী (কালীনদী)-তীরে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে হুসেন পরাজিত ও জৌনপুর রাজ্য বহ্লোলের হস্তগত হইয়াছিল। এখানে মুবারক খাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি বদাউন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অবসর বুঝিয়া হুসেনও পুনরায় জৌনপুর অধিকারপূর্ব্বক লোদীদিগকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু বহ্লোলের পুত্র বর্বাক্ ও সুলতান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। সুলতানহুসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ না হইয়া বিহারে পলাইয়া যান।

ইহার পর বহ্লোল হল্দি নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র কুতব খাঁ লোদী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সমাপন করিয়া বহ্লোল নিজ পুত্র বর্বাককে জৌনপুর সিংহাসনে এবং খাজা বায়াজিদের পুত্র আজম্ হুমায়ুনকে কাল্পিতে অধিষ্ঠিত করিলেন। চন্দাবার-পথে অগ্রসর হইয়া তিনি ধূলপুর (ঢোলপুর)-রাজকে কৃতার্থ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু মূল্যবান্ নজর আদায় করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অল্লাহাপুর, গোয়ালিয়ার, বাড়ি প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণের অর্থশোষণ করেন। এতাবা-নগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তিনি রায় দানন্দে (দয়ানন্দ)র পুত্র সঙ্গত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করেন। দিবারাত্র পরিশ্রম এবং কঠোর রৌদ্রে পরিভ্রমণ

ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পথিমধ্যেই পীড়িত হন এবং ৮৯৪ হিঃ (১৪৮৮ খৃঃ অব্দে) মলাবী গ্রামে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। প্রায় ৩৮ বৎসর ৮ মাস ও ৮ দিন বীরদর্পে রাজত্ব করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সুলতান বহ্লোল ধার্ম্মিক, বীর, সৎসাহসী ও বদান্য ছিলেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য ও দানশীলতার বহুতর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাধুতার রক্ষক ছিলেন। ধর্ম্মাধিকরণে প্রকৃত বিচার ও নিয়মাদি প্রতিপালন তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিতেন। দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি তিনি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন। আশ্রিতকে তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। দিনে পাঁচবার তিনি নমাজ পাঠ করিতেন।*

বহ্বক্ষর (ত্রি) বহু অক্ষরং যত্র। বহু অক্ষরযুক্ত পদ। (পা ৬।২।১৭৬)

বহ্বগ্নি (ত্রি) বেদোক্ত বিবিধ অগ্নি।

বহ্বধ্যায় (ত্রি) বহু অধ্যায়-সম্পন্ন।

বহ্বন্ন (ত্রি) বহু অন্ন দ্বারা উপেত। "সুরভিং বহ্বন্নামক্রুধীবলাং" (ঋক্ ১০।১৪৭।৬) 'বহ্বন্নাং বহুভিরন্নৈরদনীয়ৈঃ ফলমূলাদিভিরুপেতাং' (সায়ণ)

বহ্বপ্ (ত্রি) জলময় প্রদেশাদি।

বহ্বপত্য (পুং স্ত্রী) বহূনি অপত্যানি যস্য। ১ শূকর। ২ মূষক। (ত্রি) ৩ বহুসন্তানযুক্ত। (পুং) ৪ মুঞ্জতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

বহ্বভিধান (ক্লী) বহুবচন। (বৈদিক ব্যাকরণ)

বহ্বশ্ব (পুং) ১ মুদ্গলের এক পুত্র। ২ অনেক অশ্ব। (ত্রি) ৩ বহু অশ্বযুক্ত।

বহ্বদিন্ (ত্রি) বহু-অদ্‌-অদ-ণিনি। বহুভোজক, বহ্বাশী, যাহারা বহুভোজন করিতে পারে।

বহ্বাদি (পুং) বহু আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা— বহু, পদ্ধতি, অঙ্কতি, অঙ্কতি, অংহতি, শকটি, শক্তি, শারি, বারি, রাতি, রাধি, অহি, কপি, যষ্টি, মুনি, চণ্ড, অরাল, কৃপণ, কমল, বিকট, বিশাল, বিসঙ্কট, ভরুজ, ধ্বজ, চন্দ্রভাগ, কল্যাণ, উদার, পুরাণ, অহন, ক্রোড়, নখ, খুর, শিখা, বাল, শফ, গুদ, ভগ, গল ও রাগ। (পাণিনি)

* সুলতান বহ্লোলের বিস্তৃত ইতিহাস তারিখ-ই দাউদী, তারিখ-ই-শেরশাহী, তারিখ-ই-মুবারক শাহী, তারিখ-ই-খাঁ জহান্ লোদী, তারিখ-ই-সলাতিন্-ই-আফগানা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বহ্বনশিত্ব (ক্লী) ১ বহ্বাশিনো ভাবঃ ত্ব। বহুভোজনকারীর কার্য্য বা ভাব, অধিক ভোজন।

বহ্বাশিন্ (ত্রি) বহু অশ্নাতীতি বহু-অশ-ণিনি। বহুভোজনশীল,

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥" (চাণক্য ৬৯)

(পুং) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। (ভারত ১।১১৭।১৯)

বহ্বাশ্চর্য্য (ত্রি) বহু-আশ্চর্য্যযুক্ত।

বহ্বীশ্বর (ক্লী) নর্ম্মদাতটস্থ একটী পবিত্র শৈবক্ষেত্র।

বহ্বৃচ্ (স্ত্রী) ১ ঋগ্বেদ। বহ্ব্যঃ ঋচো যস্মিন্। (ক্লী) ২ সূক্ত। (পুং) বহ্ব্যশ্চোঽধ্যেতব্যা যেন। ৩ ঋগ্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

"যত্নেন ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্॥" (মনু ৩।১৪৫)

কাহারও কাহারও মতে 'বহ্বৃচ' অকারান্ত পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বহ্বৃচী (স্ত্রী) বহ্বৃচস্য পত্নী, বহ্বৃচ-ঙীপ্। ঋগ্বেদবেত্তার স্ত্রী। (জটাধর) বহ্ব্যঃ ঋচোঽধ্যেতব্যা যয়া। অধ্বর্য্যুনামাধ্যেত্রী স্ত্রী। স্ত্রীদিগের স্বাধ্যায় ও অধ্যয়ন যদিও নিষিদ্ধ, তথাপি পূর্ব্বকল্পে স্ত্রীদিগের স্বাধ্যায়াধ্যয়নে অধিকার ছিল।

"পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥" (যম)

বা (দেশজ) প্রশংসা, বিস্ময় ও উল্লাসসূচক শব্দ।

বাই (দেশজ, বায়ুশব্দের অপভ্রংশ) ১ বায়ু। ২ নর্ত্তকীবিশেষ। ৩ খেয়াল।

বাইচ্ (দেশজ) নৌকার বাচখেলা।

বাইচা (দেশজ) দাড়ী।

বাইন্ (দেশজ) ১ মৎস্যবিশেষ। ২ বাদকবিশেষ, যাহারা খোল, তবলা প্রভৃতি বাজায়। ৩ গুড় জ্বাল দিবার উনুন। ৪ মাদুর-বুনিবার সূত্র।

বাইনচাল (দেশজ) নৌকার তলদেশ ছিদ্র হইয়া যাওয়া।

বাইনাচ (দেশজ) বাইদিগের নৃত্য।

বাইমার (দেশজ) অলসতা, আলস্য।

বাইয়া (দেশজ) বায়ুপ্রকৃতিক।

বাইল (দেশজ) ১ বেলদো, কলা ও নারিকেল বৃক্ষের শাখা। ২ একখানি কপাট। ৩ নৌকার দিক্‌পরিবর্ত্তন।

বাইলহোঙ্গল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বিস্তৃত ময়দানের মধ্যস্থলে এই নগর অবস্থিত। সম্পগাঁও ও প্রসাদগড় নিকটে থাকায় এই-স্থান একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। এখানে নীল, রেশম প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এখানকার বসবেশ্বর নামক প্রাচীন লিঙ্গায়ত-মন্দির দেখিবার জিনিস।

মন্দিরের গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে, এক সময়ে উহাতে জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরগাত্রে রট্ট-সর্দ্দারগণের উৎকীর্ণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের দুইখানি কনাড়ী ভাষায় লিখিত শিলাফলক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১ম খানিতে ৭৩ পংক্তি ও ২য়ফলকে ৫১ পংক্তি আছে। প্রথমখানি অস্পষ্ট, দ্বিতীয় খানি রট্টরাজ কার্ত্তবীর্য্যের রাজত্বের (১১৪৩-১১৬৪ খৃঃ অঃ) শেষ বর্ষে উৎকীর্ণ হয়।[১]

বাইবেল, খৃষ্টানদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। ঈশ্বর-অভিব্যক্ত ধর্ম্মতত্ত্বসমূহের মূল-বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের মত প্রতিপালন করিয়া থাকেন, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে মহাত্মা খৃসোষ্টম (Chrysostom) সেই পুথি-কেই 'বাইবেল' আখ্যা প্রদান করেন। ভাষা ও অন্তর্নিহিত বিষয়ের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পুরাকাহিনীর ঐতিহাসিকতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা প্রথমার্দ্ধকে পূর্ব্বভাগ (Old Testament) এবং পরার্দ্ধকে উত্তর-ভাগ (New Testament) নাম দান করেন। পূর্ব্বখণ্ডের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সহিত উত্তর-খণ্ডের ঘটনানিচয় বিশেষরূপে সংযুক্ত। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ী খৃষ্টানগণ উক্ত উভয় গ্রন্থের সংযোজক ঘটনাবলিকে এপো-ক্রিফা (Apocrypha) বা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। ইহা যে ঈশ্বরপ্রোক্ত, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ সন্দিহান।

এক্ষণে আমরাও যে বাইবেল পুস্তক দেখিতে পাই,তাহা 'ওল্ড্' ও 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-সম্বলিত। এই New Testament বিভাগে পূর্ব্বখণ্ডের লিপিগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বা Scripture বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বর-সমাচার-বিষয়ক ধর্ম্মগ্রন্থকেই Holy Scripture বলিত। ইরেণিয়াস্ (Irenæus) এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের পূর্ব্ব ও উত্তরখণ্ড একত্র লইয়া Lord's Scripture নাম দিয়া যান। পূর্ব্বখণ্ডের গ্রীক্ নাম '*palaia diatheka*' হইতে মহাত্মা পল 'The Old Testment' নামকরণ করেন[২]। বর্ত্তমান মুদ্রিত বাইবেল গ্রন্থের পূর্ব্ব-খণ্ডে (Old Testment) ৩৯ খানি গ্রন্থবিভাগ আছে[৩]। অতি প্রাচীন সময়ে উহার কতকাংশ হিব্রু এবং কতকাংশ কাল্দীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে সংঘটিত হিব্রু-কালদীয় সাহিত্যের অনেক ঘটনাও সন্নি-বেশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বখণ্ডের ইতিহাস, পরমার্থতত্ত্ব, ভবিষ্যদ্বাণী ও কাব্যাংশের পর উত্তরখণ্ডের ঈশ্বর-সমাচার (Gospel), দেব ও মনুষ্যের সংমিশ্রণ, যীশুখৃষ্টের অলৌকিক লীলা ও মৃত্যু এবং খৃষ্টপ্রেরিত দূত (Apostle's)-গণের ভক্তি, দেবানুরক্তি প্রভৃতি একত্র গ্রথিত। য়িহুদীদিগের পূর্ব্বখণ্ডের বিভাগ বর্ত্তমান প্রণালী হইতে অনেক স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা আপনাদের বর্ণমালানু-সারে ইহাকে ২২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্মৃতি (Law), ঈশ্বরবাক্য এবং ঈশ্বরমহিমাকীর্ত্তনসূচক গান (Hagiographa) এই তিনটী পর পর লিপিবদ্ধ আছে। পাঁচটী পরিচ্ছেদ (Book) লইয়া মুসার (মোজেসের) স্মৃতি; জসুয়া, জাজেস্, সামুএল, কিংস্, ইসায়া, জেরিমিয়া ও এজিকাএল প্রভৃতি ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্ম্মোপদেষ্টার ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সাম্স্, প্রোভার্বস, ইক্লিজিয়াষ্টিস্, জব, সলোমনের গীত, রুথ, ল্যামেণ্টেসন্, এস্থার, দানিএল, এজ্রা, নেহেমিয়া প্রভৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম, ভজনা ও সত্ত্বা গীতাকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থগুলির সন্নিবেশ লইয়া য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়।

য়িহুদীদিগের অবরোধের পূর্ব্বে এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোজেসের উপদেশ বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই ধর্ম্মগ্রন্থ জলপ্লাবনকালীন পবিত্র জাহাজের পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জেরুসালেমের মন্দির নির্ম্মিত হইলে পর রাজা সলোমন এই গ্রন্থগুলিকে তথায় রাখিতে অনুমতি দেন। পরবর্ত্তী ঈশ্বরপ্রণোদিত ব্যক্তিগণ যাহাতে সাধারণের উপকারার্থ ভবিষ্যতে ঐ থানেই গ্রন্থ রক্ষা করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নেবুকাড্নেজার (Nebuchadnezzar) কর্ত্তৃক জেরুসালেম-ধ্বংসের পর ঐ পবিত্র গ্রন্থের হস্তলিপি নষ্ট হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে য়িহুদিগণ ইহার প্রতিলিপি বাবিলন নগরে লওয়ায় উহা ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়। তাহাদের অবরোধের সময় দানিএল (Daniel) জেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। অবরোধ মুক্ত হইয়া তাঁহারা ইস্রাএলের প্রতি ঈশ্বরপ্রোক্ত মোজেস্-গাথা পুনরুদ্ধারের জন্য এজরাকে অনুরোধ করেন। এজ্রা বহু পরিশ্রমে এই পবিত্র বাক্যাবলীর একখানি যথাসম্ভব প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া যান। য়িহুদিগণ উহার পাঠশুদ্ধি রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। জোসে-ফাস্ (Josephus) লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময় হইতে

(১) Indian Antiquary, Vol. IV. p. 115.

(২) Cor. III, 14.

(৩) জেনেসিস্, এক্সোডাস্, লেভিটিকাস্, নাম্বার্স, ডিউটারোনমি, জোসুয়া, জাজেস্, রুথ, ১ম সামুএল, ২য় সামুএল, ১ম কিংস্, ২য় কিংস্, ১ম ক্রনিক্ল্, ২য় ক্রনিক্ল্, এজ্রা, নেহেমিয়া, ইস্থার, জব, সামস্, প্রোভার্বস্, ইক্লিজিয়াষ্টিস্, সঙ্ অফ্ সলোমন, ইসায়া, জেরেমিয়া, ল্যামেণ্টেসনস্, এজিকাএল, দানিএল, হেসিয়া, জোএল, আমোস্, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা, নাহুম্, হবক্কুক, জেফানিয়া, হগ্গৈ, জাকারিয়া ও মালাচি।

আর্ত্তজরক্ষেসের (Artaxerxes) রাজ্যকাল পর্য্যন্ত কেহই এই পবিত্র গ্রন্থ-কলেবরে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দের মধ্যে য়িহুদীদিগের 'তালমুদ' (The Talmud) নামক ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়। উহাতে বিভিন্ন বাইবেল পুথির শব্দবিন্যাস ও পাঠবিপর্য্যয় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ তালমুদ সমাপ্ত হইলে টিবেরিয়ার মসোরাইটগণ (Masorites of Tiberias) বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থশুদ্ধি বজায় রাখিতে কৃতসংকল্প হন।[১]

হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রের সামারিটান্ পেন্টাটুক* (Samaritan Pentateuch) ও সেপ্টুয়াজিন্ট (Septuagint) নামক গ্রন্থাংশের গ্রীক অনুবাদই সর্ব্বপ্রাচীন। এখন যে সমস্ত সামারিটান পেন্টাটুক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন হিব্রু সামারিটান গ্রন্থের নকল মাত্র। ওরিগেন রাজার রাজত্বের পূর্ব্বে সামারিয়াবাসিগণ এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিল। ৭০ জন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ গ্রীক অনুবাদ সম্পন্ন করেন বলিয়া উহার সেপ্টুয়াজিন্ট নাম হয়।[৩] আকুইলা, থিওডোসিয়ান ও সিমাকাস নামধেয় তিনটী গ্রীক অনুবাদ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে রচিত হইয়া ওরিগেনের হেক্সাপ্লায় রক্ষিত হইয়াছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে সিরীয়ক, ৩য় শতাব্দে কোপ্টিক, ৪র্থে ইথিওপিক ও ৫মে আমেনিয়ানদিগের সেপ্টুয়াজিন্ট অবলম্বনে পূর্ব্ব ও উত্তর খণ্ড বাইবেল রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দে ইতালীয় ও ৪র্থ শতাব্দে উল্‌ফিলাসের গথিক অনুবাদের অসম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সমুদায় গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, তাহা মূল হিব্রুপুস্তকের অংশবিশেষের অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত সংগ্রহাকারে গ্রথিত এই পুস্তকের যে একখানি লিপি মুরাটোরিন্‌দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা ১৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহার প্রথম ও শেষ ভাগ পাওয়া যায় নাই। যাহা পুথিতে আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পবিত্রাত্মা মার্কের সুসমাচার হইতে এই গ্রন্থের উদ্বোধন হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কতক ছাড় আছে। সিরীয়দিগের পেশিটো (the Peshito) গ্রন্থখানি অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। তথাচ উহাতে কোন কোন অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

ইউসিবিয়াস্ (Eusebius) উত্তরখণ্ডের যে পুথি পাইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে সাধারণের আগ্রহের জিনিস হইয়াছে। তিনি এই গ্রন্থকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া যান অর্থাৎ একঅংশে স্বীকৃত বা প্রামাণ্য বিষয়গুলিকে (Acknowledged Books) সন্নিবেশিত করেন এবং অপরাংশে অপ্রামাণিক বা মতভেদযুক্ত গ্রন্থাংশগুলিকে স্থান দিয়াছেন। প্রথমশ্রেণীর মধ্যে তিনি কেবল সুসমাচার (Gospel), আদর্শ পুরুষগণের ক্রিয়াবলী (Acts of the Apostles) ও পল, জন ও পিটার প্রভৃতি মহাপুরুষের পত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিনি কতকগুলিকে সাধারণের অনুমোদিত এবং কতকগুলিকে কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করেন।[১]

প্রোটেষ্টান্টদিগের গৃহীত বাইবেল পুস্তকের বর্ত্তমান অংশসমাবেশ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে মার্টিন লুথার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বখণ্ডের 'পেন্টাটুক্' নামক প্রথম পঞ্চ পত্রিকায় সৃষ্টিপ্রকরণ, আব্রাহাম প্রবর্ত্তিত ঐশ্বরিক বিধি, আব্রাহাম বংশধরগণের ইজিপ্ত-গমন, ঈশ্বরাদেশে তাহাদের তদ্দেশত্যাগ, সিনিয়া দেশীয়[২] বনভ্রমণ, কানান-জয় ও তথায় বাসস্থাপন, এবং তদ্দেশবাসিগণের ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনাতিপাতের জন্য মোজেসের বিধি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জসুয়া ও জাজেস নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইস্রাএলবংশের রাজ্যস্থাপনের পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইহার পর রুথের উপাখ্যান এবং তৎপ্রসঙ্গে ডেভিডের ইতিহাস-বর্ণন। পরবর্ত্তী সামুএল নামক

(১) বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। কেহ কেহ বলেন, পাঠশুদ্ধির দ্বারা তাঁহারা গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরে বলেন যে এতদ্দ্বারা গ্রন্থের পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়াছে; কারণ ইহাতে আর পূর্ব্বপুরুষগণের মুখনিঃসৃত পবিত্র শব্দ নাই। কিন্তু সাধারণেই এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের সদ্বিবেচনা ও পরিশ্রম-সাফল্য স্বীকার করিয়া থাকেন।

* প্রথম পঞ্চপুস্তিকা মোজেসকৃত প্রাচীন ধর্ম্মনীতি।

(২) এই গ্রন্থের মৌলিকতা অনেকে স্বীকার করেন না।

(৩) কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থ য়িহুদীদিগের সান্‌হেড্রিম মহাসভার ৭০ জন সভ্যের অনুমোদিত হইয়াছিল। অন্য উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, আলেকসান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে সংরক্ষার জন্য টলেমী ফিলাডেলফাস্ একখানি স্মৃতি-গ্রন্থের জন্য জেরুসালেমের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত এলিয়াজারকে লিখিয়া পাঠান। তদনুসারে তিনি দ্বাদশটী জাতি হইতে ৬ জন করিয়া ৭২ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনুবাদার্থ পাঠাইয়া দেন। যাহাই হউক, সেপ্টুয়াজিন্ট গ্রন্থ যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পেন্টাটুক্ গ্রন্থও ঐরূপ টলেমী লেগাস বা তৎপুত্র ফিলাডেল্‌ফাসের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যীশু খৃষ্টের জীবিতকালে সেপ্টুয়াজিন্ট গ্রন্থ য়িহুদীদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, তৎপ্রমাণ উত্তরখণ্ডের স্থানবিশেষে লিপিবদ্ধ আছে। পরে খৃষ্টানগণ ঐ গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহারা উহা পরিত্যাগ করে।

(১) জেমস, জুডে, পিটারের ২য় এবং জনের ২য় ও ৩য় পত্র অনুমোদিত এবং রাখাল পলের ক্রিয়া এবং পিটার ও জনের শেষ ধর্ম্মকথা অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য।

(২) এলিম ও সিনাই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

পুস্তিকাদ্বয়ে সাধু সামুএল, রাজা সল ও ডেভিডের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজবিধি, রাজ্যস্থাপন ও নানা ধর্ম্মকথা; কিংস ও ক্রনিকল্‌স্ পুস্তিকা চতুষ্টয়ে ইস্রাএল ও জুডার রাজ্যবিবরণ, সলোমনের রাজ্যারোহণ, য়িহুদীদিগের অবরোধ, আসিরীয় ও বাবিলোনীয় আক্রমণ, ও য়িহুদীগণের ইতস্ততঃ গমন লিখিত আছে। ইহার পরবর্ত্তী এজ্‌রা ও নেহেমিয়া নামক পুস্তিকাদ্বয়ে য়িহুদীদিগের অবরোধমুক্তি এবং জেরুসালেম নগরে পুনরায় রাজপাট স্থাপন, ইস্থারে য়িহুদীদিগের অবরোধপ্রসঙ্গ, জব[১] নামক পুস্তকে কেবল ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, অতঃপর সাম্‌স্ বা গীতিগ্রন্থ। এই শেষ গ্রন্থে ডেভিড্ হইতে য়িহুদীদিগের অবরোধ সময়ে সংগৃহীত প্রার্থনা ভজন প্রভৃতি গীতিসমূহ আছে, জেরুসালেমের মন্দিরে এই সকল স্তোত্র উচ্চারিত হইত[২]।

'প্রভার্ব' নামক পুস্তিকায় সলোমনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ। ইক্লিজিয়াষ্টিসে জগতের অসারত্ব এবং সলোমনের গীতিমালায় বিশ্বাসিগণের প্রতি খৃষ্টের প্রেম, ধর্ম্মসহায়ে জীবাত্মার পরমাত্মায় সম্মিলন প্রভৃতি বিষয় অশ্লীলরূপকে বর্ণিত হইয়াছে! তৎপরে ইসায়া, জেরিমিয়া, এজিকাএল, দানিএল, হোসিয়া, জোএল, আমোস্, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা, নাহুম্, হবক্কুক, জেফানিয়া, হগ্‌গৈ, জকারিয়া ও মালাচি প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণের পুস্তিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, মূর্ত্তিপূজার প্রতিষেধ, ও ইদোম, নিনিভে প্রভৃতি বিধ্বস্ত নগরের উল্লেখ আছে।

উত্তরখণ্ডের* প্রথমেই খৃষ্টধর্ম্মঘোষক (Evangelist) মেথু, মার্ক, লুক ও জন্-লিখিত পুস্তকে খৃষ্টের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্টের দূতগণের কার্য্যাবলীতে (Acts of the apostles) য়িহুদী ও জেণ্টাইলগণের মধ্যে খৃষ্ট-মহিমা প্রচার, যীশুকেই খৃষ্টরূপে কথন ও খৃষ্টবিশ্বাসী ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রভৃতি স্থাপন, প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর পলের ১৪, জেম্‌সের ১, পিটারের ২, জুডের ১ ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা এবং জনের প্রত্যাদেশ সর্ব্বশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ।

খৃষ্টানদিগের বাইবেল নামক অংশ কোন্ সময়ে কোন্ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হিব্রু পণ্ডিতগণ এবং শব্দবিদ্‌গণ শব্দশাস্ত্রের সামঞ্জস্যরে দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার একটী পূর্ব্বাপর ইতিহাস প্রদত্ত হইল। পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে হিব্রুভাষার তিনটী উন্নতিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মোজেসের সময়ে যেরূপ ভাষায় য়িহুদীগণ কথা কহিত, সেই হিব্রু-ভাষায় পেণ্টাটুক্-বিভাগ ও জস্থুয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ হিব্রুভাষা একটু মার্জ্জিত হইলে জাজেস্, সামুএল, কিংস, এনিক্‌ল্‌স্ সামস, প্রভার্বস্ ও ইসায়া, হেসিয়া, জোএ, আমস, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা নাহুম, হবক্কুক প্রভৃতির গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তৎপরে অবরোধের সময় হিব্রুর মধ্যে বাবিলোনীয় রচনাপদ্ধতি সংমিশ্রিত হইলে ইস্থার, এজরা ও নেহেমিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। দানিএল ও এজ্‌রার কতকাংশ কাল্‌দী বা অরমিয়ান্ ভাষায় লিখিত। উত্তরখণ্ড (The New Testament) হেলেনিষ্টিক্ গ্রীক্ ভাষায় রচিত হয়। গ্রীক ঔপনিবেশিক য়িহুদীগণ এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তৎসাময়িক গ্রন্থে নিজ নিজ ভাষার রচনা ও তদ্দেশবাসী জাতির কথিত শব্দমালাও প্রক্ষিপ্ত করে। এইরূপে সংশোধিত গ্রীকভাষা হিব্রু-গ্রীক নামে কথিত হয়। সাধু যীশুখৃষ্টের পালেস্তিন অবস্থানকালে এই মিশ্রভাষা তথায় প্রচলিত থাকে এবং তৎকালে এই ভাষায় উত্তরখণ্ড লিপিবদ্ধ হয়। হিব্রু বাইবেল পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রণকার্য্য ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে সোনসিনো (Sonciuo) কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। কম্প্লুটেন্সিয়ান পোলিগ্লটের জন্য কার্ডিনাল জিমেনিসের (Cardinal Ximenes) ব্যয়ে বাইবেলগ্রন্থের উত্তরখণ্ড মুদ্রিত হয়। উহার মুদ্রণকার্য্য ১৫০২ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; কিন্তু ১৫২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মধ্যে ইরাস্‌মাস্ (Erasmus) নামা জনৈক ব্যক্তি ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জন মিল কর্ত্তৃক যে বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহাতে ত্রিশটী বিভিন্ন পাঠের উল্লেখ আছে। ১৮৩০ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্কোল্‌জ্ ((Scholz) যে দুইখণ্ড মুদ্রিত বাইবেল প্রকাশ করেন, তাহাতে ৬৭৪ খানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি ৩৩১ খানি গ্রন্থের পাঠ স্বয়ং মিলাইয়া প্রকৃত পাঠ ধার্য্য করিয়াছিলেন। রিঙ্ক (Rinch), লক্‌মান (Lachmann)

(১) এই গ্রন্থ বহু প্রাচীন ও মোজেস্ লিখিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

(২) এই অংশে ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, ঈশ্বর-বিযোজিত আত্মার কাতরোক্তি, আত্মগ্লানি, ভগবৎমিলন-প্রত্যাশায় পরম আনন্দ, ঈশ্বরবাক্য, সদুপদেশ, বাবিলনে কাতর য়িহুদীদিগের ক্রন্দন, মন্দির সম্মুখে আর্ক দেখিয়া পুরোহিতগণের আনন্দধ্বনি প্রভৃতি করুণ-রসাত্মক বিষয় বর্ণিত আছে।

* মেথু, মার্ক, লুক, জন, দি একট্‌স্, রোমান, ১ম করিন্থিয়ান, ২য় করিন্থিয়ান্, গালাটিয়া, ইফেসিয়া, ফিলিপিয়াস্, কোলোসিয়ান, ১ম থেসেলোনিয়ান, ২য় থেসালোনিয়ান্, ১ম টিমোথী, ২য় টিমোথী, টাইটস্, ফিলেমোন, হিব্রু প্রভৃতির প্রতি পলের পত্র, পিটারের ১ম ও ২য় পত্র, জেম্‌সের ৩ খানি পত্র, জনের ১ম, ২য় ও ৩য় পত্র এবং জুডের পত্র সাধারণের হিতার্থ প্রচারিত হয়। সর্ব্বশেষ সেণ্ট জন দি ডিভাইনের প্রত্যাদেশ (Revelation) প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রভৃতি জৰ্ম্মণ পণ্ডিতের সটীক গ্রন্থ খৃষ্টান-সমাজের আদরের সামগ্রী। ইংলণ্ডেও নানা সময়ে নানাপ্রকার বাইবেল মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের মুদ্রণে একমাত্র রাজারই অধিকার আছে। অন্য কেহ যদি এই অনুমোদিত পাঠ ছাপাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বাইবেল বোর্ডের অনুমতি লইতে হয়। খৃষ্টধৰ্ম্ম ও তৎপ্রবর্ত্তক বাইবেল শাস্ত্র নানাস্থানে বিলি করিবার জন্য পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে ৭০টী বাইবেল সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ২৪৩টী বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কোথাও একটী ভাষার দুই তিন প্রকার অনুবাদ দেখা যায়।

বাইশ (দেশজ) ১ দ্বাবিংশতি। ২ কুঠারের ন্যায় ছুতারের কর্ত্তনাস্ত্রবিশেষ। ৩ বিস্ময়প্রকাশক শব্দ।

বাইশা (দেশজ) দ্বাবিংশ সংখ্যা।

বাইশী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বাউ (দেশজ) ১ বাহু। ২ অলঙ্কারবিশেষ।

বাউটী (দেশজ) মণিবন্ধের গহনাবিশেষ। আজকাল এই গহনা বিশেষ-প্রচলিত নহে। পূর্ব্বে ইহার খুব আদর ছিল।

বাউনিয়া (দেশজ) বামন।

বাউনী (দেশজ) পৌষসংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে যোষিৎদিগের কৃত্যবিশেষ।

বাউরা (দেশজ) বাতুল।

বাউরি, পশ্চিম বঙ্গবাসী নিকৃষ্টজাতি। কৃষিকার্য্য, মৃৎপাত্রনির্ম্মাণ ও পাল্কী-বহন ইহাদের প্রধান ব্যবসা[১]। আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদের জাতিবিভাগ নিরূপণ করিতে গিয়া মানবতত্ত্ববিদ্ ইহাদিগকে পার্ব্বতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে ৯টী বিভিন্ন থাক আছে। যথা—১ মল্লভূমিয়া, ২ শিকারিয়া ও গোবরিয়া, ৩ পঞ্চকোটি, ৪ মালা বা মুলো, ৫ ধুলিয়া বা ধুলো, ৬ মলুয়া বা মালুয়া, ৭ ঝাঁটিয়া বা ঝেটিয়া, ৮ কাঠুরিয়া, ৯ পাথুরিয়া। ভিন্ন স্থানে বাস বা জাতীয় ব্যবসাহেতু ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমানকালে একটু স্বতন্ত্রতা ঘটিয়াছে; কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের কোন গোলমাল নাই। 'মামেরা' 'চাচেরা' সম্পর্ক বাদ দিয়া তাহারা সগোত্রেও বিবাহ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন একবংশের মধ্যে পুরুষের সাতপুরুষ ও কন্যার তিনপুরুষ বাদ দিয়াও বিবাহ চলে। ইহাদের মূর্খতানিবন্ধন বংশপরম্পরা ধার্য্য না থাকায় কখন কখন উক্ত নিষেধসত্বেও বিবাহাদি হইতে দেখা যায়। পিতামাতার সামর্থ্যানুসারে বালক বা যুবা উপযুক্ত পাত্রীর সহিত বিবাহিত হয়। পুরুষের ভরণপোষণের ক্ষমতা থাকিলেই সে ইচ্ছানুসারে দুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে নগদ ১।০ পাঁচশিকা ও উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে একটী ভোজ দিতে পারিলেই বিবাহকার্য্য সিদ্ধ হয়। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিধবা স্বামীর কনিষ্ঠকে বরণ করিতে বাধ্য। বিবাহবন্ধনচ্ছেদন করিতে হইলে বিবাহকালীন স্বামিদত্ত-লৌহ অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিতে হয়। স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের দোষ দেখাইয়া পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্ত স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ হয়। কোথাও কোথাও ইহাদের বিবাহে হিন্দুদিগের অনেকটা অনুকরণ দেখা যায়। পূর্ব্বাঞ্চলে মালাবদলও হইয়া থাকে।

অসভ্যজাতীয়ের ন্যায় ইহারা বক, কুকুর প্রভৃতিকে ভক্তি করে। জীবিত কুকুর মনুষ্যের উপকারী বলিয়া পূজনীয়; কিন্তু মৃত কুকুর ইহাদের নিকট অস্পৃশ্য। বক বা কুকুর মারিলে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। যদি কোন পুষ্করিণীতে একটী কুকুর ডুবিয়া মরে, তাহা হইলে ঐ অপবিত্র জল পুনর্বর্ষাদ্বারা বিধৌত না হইলে কেহ স্পর্শ করে না। ইহারা গবাদি পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাউরিগণ আপনাদিগকে শাক্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাউরিগণের পূজাপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনুমান হয় যে, ইহাদের ধর্ম্মের সহিত হিন্দুমতের পার্থক্য আছে। মনসা, ভাদু, মানসিংহ, বড় পাহাড়ী, ধর্ম্মরাজ ও কুদ্রুসিনী ইহাদের পূজ্যদেবতা। মনসা ও ভাদু বাগ্দীগণের উপাস্য দেবতা। বাউরিরা এই দুই দেবের পূজাপদ্ধতি বাগ্দীদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যেও এই মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। পূজ্যপদার্থ এক হইলেও উভয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা এই দেবদেবীর সমক্ষে ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি বলি দেয়। পূজার পর বাউরি-পুরোহিতগণ মুরগী এবং শূকরাদির মুণ্ড পায়। পশ্চিম বঙ্গের বাউরিগণ দেবপূজায় ব্রাহ্মণ পূজারি পায় নাই। তথায় ইহাদের স্বজাতিমধ্যস্থ লায়া বা দেঘরিয়া পূজকগণ যাজকতা করিয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বর্ণ ব্রাহ্মণেরাই বাউরিদিগের দেবপূজা

(১) এই জাতির নীচত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। দেবতার ভোগ হরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা এইরূপ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে বলে, তাহারা বাহকঋষির বংশধর। কোন বিবাহযাত্রায় তাহারা পাল্কী বেচিয়া মদ্যপান এবং আপনাদের গুরুকে অবমাননা করায় তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই দশা পাইয়াছে। অপর কেহ ভুইয়া বা মুসহরদিগের মত রিকমুনিকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে।

করে। ইহারা কালী, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতির পূজাও করিয়া থাকে। এখানকার বাউরিগণ শবদেহ দাহ করে; কিন্তু বাঁকুড়া জেলার বাউরিগণ মৃতদেহের মস্তক উপরে ও মুখ নিম্নে রাখিয়া পুতিয়া ফেলে। মৃত্যুর পর একাদশদিনে প্রেতকৃত্য সম্পন্ন হয়। ঐ সময় মৃতের নিকট আত্মীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে।

হলাকর্ষণ ও পাল্কীবহন ব্যতীত ইহারা এখন অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছে। গৃহাদি নির্ম্মাণে, ও নীল প্রস্তুত কার্য্যে ইহারা বিশেষ পটু। বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি স্থানে ইহারা চৌকীদারী কার্য্য করিয়া অনেক সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। এখনও ঘাটবাল, সাদিয়াল, দিগবার, তাবিদার ও চাকরাণ চৌকীদার প্রভৃতি কার্য্যে বাউরিদিগকে নিযুক্ত দেখা যায়।

বাউল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ[১]। স্বয়ং মহাপ্রভুকেই ইহারা আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু বাস্তবিক কোন্ ব্যক্তি এই সাম্প্রদায়িক মতের সৃষ্টি করিয়া যান, তাহা নিশ্চয় বলা সুকঠিন। ইহারা আপনাদের সাধনপ্রণালী কাহারও নিকট প্রকাশ করে না এবং বলিয়া থাকে—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা,
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান"।

ইহাদের বিশ্বাস, কাহারও নিকট নিজ সাম্প্রদায়িক মত বা ভজনপ্রণালী প্রকাশ করিলে প্রত্যবায় আছে।

ইহারা বলেন, পরমদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মানবহৃদয়ে বিরাজিত আছেন; সুতরাং নরদেহ ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে তাঁহার অন্বেষণে আবশ্যক নাই:—

"কারে বলবো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥"

শুদ্ধ ঐ পরম দেবতা কেন, অখিলব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থমাত্রই মনুষ্যশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হেতু তাহাদের মত দেহতত্ত্ব বলিয়াও প্রসিদ্ধ। "যাহা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" এই কথার সার্থকতা সম্পাদনের জন্য তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনধাম সকলই দেহমধ্যে বর্ত্তমান আছে।

মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এই সম্প্রদায়ের মুখ্যসাধন। প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর প্রেমেতেই ঐ প্রেম পর্য্যাপ্ত হয়। অতএব প্রকৃতিসাধনই ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহারা একএকটী প্রকৃতি লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনাতেই আজীবন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। অন্যের জানিবার উপায় নাই, জানিলেও তাহা লেখনীয় নহে। কামরিপু উপভোগের প্রকরণবিশেষ দ্বারা কালের শান্তিসাধনপূর্ব্বক চরমে পরমপবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ক হয়, তখন স্ত্রী[২] পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

"তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি,
নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি,
অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই।"[৩]

ঐ প্রকৃতি সাধনের অন্তর্গত 'চারিচন্দ্রভেদ' নামে একটী ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারেন; কিন্তু বাউলসম্প্রদায়ীরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, লোকে ঐ চারিটী চন্দ্রকে (অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গত শোণিত, শুক্র, মল ও মূত্র এই পদার্থ চতুষ্টয়) পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ পদার্থচতুষ্টয়কে পরিত্যাগ না করিয়া বরং পুনরায় শরীরমধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঘৃণাপ্রবৃত্তি পরাভবের জন্য ইহাদের মধ্যে অন্যান্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নরবধ করেনা সত্য, কিন্তু নরদেহ পাইলে তন্মাংস ভোজন করিয়া থাকে এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পরিধানপ্রথাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

যদি ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তথাপি লোকসমাজে ভয়ে ভয়ে কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়া চলে।

"লোক মধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরুর মধ্যে একাকার॥"

---

(১) বাতুলের ন্যায় এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংযোজিত করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমরা সখের বা পেশাদারী যে বাউল সম্প্রদায় দেখিতে পাই, তাহা ইহাদের অনুকরণে গঠিত। ভজনগীতকালে নৃত্য ও বেশভূষা নিরীক্ষণ করিলে ইহাদিগকে বাতুল বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ বাতুল হইতেই ইহাদের 'বাউল' নাম হইয়াছে। হিন্দিভাষায় বাতুলকে বাউরা বলে। বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃতরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'লোপোহনাদ্যযুবর্গাদি তৃতীয়ো।' (সংক্ষিপ্তসার)

(২) স্ত্রীলোক। কোন কোন বাউল সম্প্রদায় এমতের পক্ষপাতী নহেন।

(৩) কিন্তু এই উদ্দেশ্য কতদূর সম্ভবপর, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" (মহাভারত)

এই বচনানুসারে তাহারা লোক দেখাইবার জন্য তিলক ও মালা ধারণ করে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অপরাপর বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে। ইহারা ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করে। খেল্কা, পিরাণ বা আলখাল্লা গায়ে দিয়া এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি* সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হয়। ইহারা ক্ষৌরী হয় না, বরং শ্মশ্রু কেশাদি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটা ঝুটী বাঁধিয়া রাখে। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে দণ্ডবৎ প্রণাম করে।

ইহাদের মতে বিগ্রহ-সেবা বা উপবাসাদি আবশ্যক নহে। কোন কোন আখড়াধারী বাউল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকে বটে; কিন্তু সেটী বাউল মতানুসারে দুষ্য ও নিন্দনীয়। কেহ কেহ কর্ত্তাভজাদিগের ন্যায় রোগীদিগকে ঔষধ দান করে এবং হরিতাল পারদভস্ম প্রভৃতি অপূর্ব্ব ঔষধ আছে বলিয়া বড়াই করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা উপাধিও পাইয়া থাকে। ফলতঃ বাউল ও ক্ষ্যাপা একই অর্থবোধক।

ব্রজউপাসনাতত্ত্ব, নায়িকাসিদ্ধি, রাগময়ীকণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের কএকখানি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে †। উহাতে এই মতের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে।

ইহাদের ধর্ম্মসংগীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন-সংক্রান্ত সঙ্গীতে অনেক নিগূঢ়ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এজন্য সহজে তাহার অর্থবোধ হয় না। যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে নিতান্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। নিম্নে দুএকটী গান উদ্ধৃত করা গেল।

১। সহজমানুষ আলেকলতা।
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা।
আলেকের প্রেমের কোলে,
পেতেছে বাঁকানলে, ত্রিবেণীর জল উজন-চলে
বহিছে সর্ব্বদা।
আপনি চলে নলের পথে, সে নল নারে চিন্তে,
জগতে করে চিন্তে, চিন্তামণি চিন্তাদাতা।
আলেক দুনিয়ার বীজে, আলেকে সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্চে, আলেকে কয় কথা।
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে জগৎ মেতেছে,
আলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তার আছে পাতা।
আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদা ভাসে,
বাউলে তোর লাগ্‌লো দিশে, যেতে নারবি সেথা।
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিন্‌বি কেমন করে,
যে দিন ধরবে তোরে মুগুর দিয়ে ছিঁচ্‌বে মাথা।

২। দেল দরিয়া খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নির্দ্ধন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখ্‌তে পাবি,
মথুরাধাবাদ কররে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন।

৩। হলো বিষম রাগের করণ করা।
জেনে যোগমাহাত্ম্য রূপের তত্ত্ব, জানে কেবল রসিক যারা।
ফণিমুখে হস্ত দিয়ে, বসে আছ নির্ভয় হয়ে,
করি অমৃতপান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা।
রূপেতে রূপ নেহার করি, আছে রাগ দর্পণ ধরি,
হুতাশনকে শীতল করি, অনলে রেখেছে পারা।
গোঁসাই গুরুচাঁদে বলে, ডুবে থাক মন সিন্ধুজলে,
কিন্তু সে জল পরশ হলে, শুক্‌নোয় ডুবাবি ভরা।

বাউলী (দেশজ) কুম্ভকারদিগের ব্যবহৃত সাঁড়াশী সদৃশ যন্ত্র-বিশেষ। অগ্নি হইতে পোড়ান পাত্রাদি ইহা দ্বারা তোলা হয়।

বাও (দেশজ) ১ বায়ু। ২ বাগী।

বাওআত্তর (দেশজ) দ্বিসপ্ততি, ৭২।

বাওআন্ন (দেশজ) দ্বিপঞ্চাশৎ, ৫২।

বাওটা (দেশজ) দ্রুতগামী।

বাওড় (দেশজ) বাতাবর্ত্ত, মজা নদীর কতকাংশ। যে নদী মজিয়া গিয়া অল্প জল থাকে, তাহাকে বাউড় কহে।

বাউড়ী (দেশজ) কেন্দ্র।

বাওতি পিণ্ড, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী স্থান। নাগ-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে আসিলে দুইটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী কন্দরের অনতিদূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। নগরটী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখানে ও নিকটবর্ত্তী কন্দরদেশে অশোকস্তূপ প্রভৃতি অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বাওতি নালার তীরে প্রাচীন ধ্বংসরাশির উপর এই গ্রাম স্থাপিত। হসন্ আব্দাল হইতে হরিপুর (হাজারা জেলা) যাইবার পথে এই স্থান নয়নগোচর হয়। হসন্ আব্দাল ও বাওতিপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী লঙ্গরকোট বা শ্রীকোট নামক স্থান বহু প্রাচীন। প্রবাদ, শ্রীকোটদুর্গ রসালুর চিরশত্রু রাজা শিরকপ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল।

* একরূপ দীর্ঘাকার নারিকেলমালা। দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

† গ্রন্থগুলি বাঙ্গালাভাষায় লিখিত।

বাওঁনি, বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১২৭ বর্গমাইল। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এই রাজ্যটী মুসলমানের অধিকৃত। এখানকার সর্দ্দার নবাব গাজীউদ্দীন্ খাঁ নিজামবংশীয়। ইহার ৪০ জন অশ্বারোহী, ৩০০ পদাতি ও ৩টী কামান আছে। পেশবার নিকট হইতে তিনি যে ৫২টী গ্রাম পাইয়াছিলেন, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তদীয় বংশধরগণ এখনও সেই সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কোদনের গ্রামে তাঁহাদের রাজপাট অবস্থিত।

বাওলি, উঃ পঃ প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাওয়া (দেশজ) বায়ু শব্দজ।

বাওয়ালী (দেশজ) ১ কাঠুরিয়া বিশেষ। ২ চালুনী।

বাঁ (দেশজ) বাম।

বাঁইত (দেশজ) বমন।

বাঁইতি (দেশজ) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা দরমা, মাছুর প্রভৃতি বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বাঁউ (দেশজ) পাদতল হইতে উর্দ্ধবিস্তৃত হস্তাঙ্গুলির শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ বিশেষ।

বাঁক (দেশজ) ১ জলের পরিমাণবিশেষ। নদীর প্রবাহ-পরিবর্ত্তন স্থান। ২ ভারবহনের নিমিত্ত বংশ। ৩ পাদালঙ্কার বিশেষ। ৪ শিঙ্গার ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

বাঁক (দেশজ) ১ বক্র। ২ কুটিল।

বাঁকা, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৮৫ বর্গমাইল। উমরপুর, বাঁকা ও কাঠুরিয়া প্রভৃতি থানা ইহার অন্তর্গত। এখানকার অধিবাসিগণ উপদেবতার পূজা করে। ২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ২৪°৩৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫৮′৫″ পূঃ। চন্দনা নদীতীরে অবস্থিত। এখানে এবং উপবিভাগের সর্ব্বস্থানেই দোবে-ভৈরোঁ নামক ব্রহ্মদৈত্যের পূজা হয়। ভাগলপুরবাসীদিগের বিশ্বাস, এই সকল ভূতযোনি কুপিত হইলে সাধারণের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। তন্নিবারণের জন্য তাহারা উপদেবতাকে নানা উপহার প্রদান করে। দোবে ভৈরোঁ একজন উত্তরপশ্চিমভারতবাসী জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বীরমা নামক ক্ষেভোরী রাজার আশ্রয়ে মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী দদ্রিনগরে আসিয়া বাস করেন। রাজার উৎপীড়নে তিনি আত্মহত্যা করিলে, ব্রহ্মরক্তে তদ্রাজ্য নষ্ট হয়। রাজা তাহার ব্রহ্মকোপানল হইতে নিস্তার পাইলেন না। দেওঘরে থাকিলেও বৈদ্যনাথ বা পার্ব্বতী দেবী রাজাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষে তিনপাহাড়ের উপরে রাজদেহ পাথর চাপনে নিষ্পেষিত হয়। ভাগলপুরবাসীরা দোবে ভৈরোঁকে বৈদ্যনাথের পর পূজা দেয়। ব্রাহ্মণ বলিয়া আহার পূজায় জীববলি দেওয়া হয় না।

বাঁকাখাল, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদীর একটী খাল। রূপনারায়ণের মোহানা হইতে হল্‌দী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। জল অধিক থাকায় সকল সময় নৌকাদি গমনাগমনের সুবিধা আছে।

বাঁকাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাঁকি, উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। এক্ষণে উহা ইংরাজ-গবর্মেণ্টের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১১৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মহানদী, পূর্ব্বে কটক জেলা, দক্ষিণে পুরী ও পশ্চিমে খণ্ডপাড়া রাজ্য। ১৮০০ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান হিন্দু-সামন্তরাজের হস্তে ছিল। তিনি ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে বাৎসরিক ৪৪৩০ টাকা কর দিতেন। শেষোক্ত বৎসরে তিনি হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া চিরনির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার রাজ্য গবর্মেণ্ট অধিকার করেন। ইংরাজরাজের অধীনে থাকায় এই স্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

বাঁকিপুর, বাঙ্গালার পাটনা জেলার অন্তর্গত প্রধান নগর। এখানে পাটনা জেলার বিচার-সদর। অক্ষা° ২৫°৩৬′৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১০′৫০″ পূঃ। প্রাচীন পাটনা রাজধানীর পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকায় এবং য়ুরোপীয়গণের বাসস্থান মনোনীত হওয়ায় এইস্থান বিশেষ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন গঙ্গানদীর খাতের উপর রাজকীয় অট্টালিকা ও য়ুরোপীয়গণের আবাসবাটী নির্ম্মিত আছে। এই নগরের মিঠাপুর নামক বিভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও পাটনা-গয়া-রেলপথের ষ্টেশন আছে। বাঁকিপুর হইতে প্রাচীন পাটনা রাজধানীতে যাতায়াতের সুবিধার জন্যও সেখানে আর একটী ষ্টেশন হইয়াছে। এখান হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'গোলা' নামক স্থান। এখানকার গোলঘর দেখিবার জিনিস। বর্ষাকালে গঙ্গার খাত পুরিয়া ষ্টেসনের নিকট পর্য্যন্ত জল আইসে; কিন্তু অন্য সময়ে চড়া জাগিয়া উঠে এবং জল ১ মাইল দূরে সরিয়া যায়। কলিকাতা হইতে এই স্থান ৩৩৮ মাইল। [পাটনা দেখ।]

বাঁকিপুর, বারাকপুরের উত্তর পল্‌তার নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অষ্টেণ্ড কোম্পানির (Ostend Company) বাণিজ্যের আড্ডা ছিল। অষ্ট্রিয়ারাজ পূর্ব্বভারতীয় বাণিজ্যের অংশ লইবার প্রত্যাশায় ১৭২২-২৩ খৃষ্টাব্দে এই বণিক্‌সমিতি সংগঠন করেন। ইহার কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌দলে কার্য্য করিত।

জর্ম্মণ-সম্রাটের ভারত-বাণিজ্য লুণ্ঠনের এই মহৎ উদ্যম শীঘ্রই অবসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দল ভারতে আসিয়া মান্দ্রাজের কোভেলঙ্গ নগরে ও বাঙ্গালায় বাঁকিপুরে কুঠী স্থাপন করে। জর্ম্মণগণের অভ্যুদয়ে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকসম্প্রদায় বিচলিত হয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা রাজদরবারের আদেশে এই দলের ব্যবসাকার্য্য স্থগিত থাকে এবং ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সমুদ্রপথের বাণিজ্যপ্রভাবে ইহাদের বাণিজ্যোদ্যম খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও জর্ম্মণগণ একযোগে মুসলমান ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুসলমান সৈন্য বাঁকিপুর অবরোধ করিলে অষ্টেণ্ড কোম্পানির এজেণ্ট গোলার আঘাতে আহত হন এবং এখান হইতে জর্ম্মণ-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্যের আশা সমূলে উৎপাটিত হয়। অবশিষ্ট জর্ম্মণ-কর্ম্মচারিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যুরোপে পলায়ন করেন। তাঁহারা মান্দ্রাজক্ষেত্রে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াও দেনদার হইয়া পড়েন, অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সম্প্রদায় হতাশ্বাস হইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যপাট উঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

বাঁকা (পারসী) ১ বাঁক নামক শৃঙ্গবাদক। ২ অবশেষ।

বাঁকুড়া, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২২° ৪০´ হইতে ২৩° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৩৮´ হইতে ৮৭° ৪৭´ পূঃ। উহার উত্তর ও পূর্ব্বে দামোদর নদী, দক্ষিণে মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে মানভূম জেলা। ভূপরিমাণ ২৬২১ বর্গমাইল।

ইহার পূর্ব্বাংশ প্রায়ই সমতল। যতই উত্তর ও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই গণ্ডশৈল ও জঙ্গলভূমি নয়নপথে পতিত হইতে থাকে। এই বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট উচ্চ। সুশুনিয়া নামক পাহাড় ১৪৪২ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ের শিখরদেশে রাজা চন্দ্রবর্ম্মদেবের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। দামোদর ও দলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর এখানকার প্রধান নদী। বর্ষাঋতুতে ইহাদের কলেবর বর্দ্ধিত হয়। ঐ সময় পর্ব্বতগাত্রবিধৌত জলরাশি হঠাৎ বন্যার ন্যায় আসিয়া বহুস্থান ভাসাইয়া দেয়। এই বন্যার আগমন কাল না বুঝিতে পারিয়া কতশত লোক ভাসিয়া গিয়াছে। এই বন্যা গঙ্গার বাণ হইতে স্বতন্ত্র। এখানে ইহাকে হুপা বাণ বলে। বিষ্ণুপুর নগরের সন্নিকটে পূর্ব্বতন রাজগণের অক্ষয়কীর্ত্তিসমূহ বিরাজিত আছে।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংরাজ গবর্মেণ্ট উহার কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পরও বাঁকুড়া (তৎকালে বিষ্ণুপুর জমিদারী নামে খ্যাত ছিল) বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮০৫ হইতে ১৮৩০ পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলের মধ্যগত হয়।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস লইয়া এই জেলার বিস্তৃত ইতিহাস গঠিত। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে এই স্থান বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদ, নাট্যশালা, অশ্ব ও হস্তিশালা, সেনাবারিক, অস্ত্রাগার, ধনাগার, দেবমন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এখানকার হিন্দুরাজগণ কখনও শত্রুভাবে মুসলমান নবাবগণের প্রতিকূলাচরণ করিতেন, কখন বা মিত্রভাবে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেন। ইহারা কখন মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন না। প্রতিনিধিরূপে কোন কর্ম্মচারী রাজদরবারে হাজির থাকিত। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই রাজবংশের অবনতি হয়। মরাঠা দস্যুদিগের আক্রমণ, মুসলমান নবাবগণের অযথা করসংগ্রহ এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মহা দুর্ভিক্ষে বিষ্ণুপুর জনহীন হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুররাজ্যের অধিকাংশ স্থান অরণ্যে পরিণত হয়। এইরূপে ধনহীন হওয়ায় রাজা নিজ মদনমোহন দেবমূর্ত্তি কলিকাতাবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হন। পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবোদ্ধার-মানসে নিজ মন্ত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। গোকুল মিত্র টাকা লইয়াও দেবমূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন না। রাজা দেবমূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে নালিশ রুজু করিলেন। তিনি দেবমূর্ত্তি ফিরিয়া পাইলেন। [বিস্তৃত বিবরণ বিষ্ণুপুর শব্দে দেখ।]

ইংরাজের শাসনাধীনে আসিলেও এখানকার দুর্গতি অপনোদিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানগণের অযথা করসংগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেও এবং প্রজার কষ্ট বিদূরিত হইলেও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ক্ষতি হইতে এই রাজসংসার আর পূর্ব্বসমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। বিষ্ণুপুরের ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ মধ্যে একটী প্রাচীন কামান আছে। উহা ১২॥০ ফিট্ লম্বা। প্রবাদ এইরূপ, ঐ কামান দেবতা কর্ত্তৃক রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

উক্ত জেলার মধ্যে অণ্ডাল, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটী, বর্জোরা, রাজগ্রাম, কোতলপুর প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্যস্থান। গালা (লা) ও তসর এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এতদ্ভিন্ন এখানে নীল প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যের চাষ ও ব্যবসা আছে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বিষ্ণুপুর নগর এই জেলার প্রাচীন রাজধানী। [বিষ্ণুপুর দেখ।]

বাঁকুড়ি, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। (ব্রহ্মখ° ৪২।৮৭)

বাঁকোমুণ্ডী, উড়িষ্যার বোদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। ২০৮০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০° ৪২´ ২৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২০´ ১৮´´ পূঃ।

বাঁচা (দেশজ) রক্ষা কর।

বাঁঝা (দেশজ) বন্ধ্যা স্ত্রীলোক।

বাঁট (দেশজ) ১ গোস্তন। ২ অস্ত্রাদি ধরিবার মুষ্টি, ইহা কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ৩ বিভাগ।

বাঁটখারা (পারসী) ওজন পরিমাপক দ্রব্যবিশেষ, ইহা লৌহাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

বাঁটা (দেশজ) ১ পেষণ করা। ২. বিভাগ করা। ৩ তাম্বূলা-ধার। ৪ টাকার বাটা। প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ের লভ্যাংশ।

বাঁটুল (দেশজ) ১ বর্ত্তুল। ২ বেটে।

বাঁটুলিয়া (দেশজ) ভারুই পক্ষী।

বাঁড়া (দেশজ) ১ বর্দ্ধিত হওয়া। ২ লিঙ্গ।

বাঁড়িয়া (দেশজ) বাটিয়া দেওয়া, পরিবেশন করা।

বাঁদর (দেশজ) বানর।

বাঁদী (পারসী) ১ ক্রীতদাসী। ২ পরিচ্ছদবিশেষ।

বাঁদীপোতা (দেশজ) খোল করিবার উপযুক্ত এক কাপড়ের থান।

বাঁধ (দেশজ) বন্ধন। ভেড়ীর বাঁধ।

বাঁধনী (দেশজ) বন্ধনী, বন্ধনার্থ রজ্জাদি।

বাঁধা (দেশজ) ১ বন্ধন করা। ২ বন্ধক দেওয়া ও বন্ধক রাখা।

বাঁধাবাঁধি (দেশজ) আটা আটি।

বাঁধান (দেশজ) বন্ধন করান।

বাঁধারিবেত (দেশজ) বেত্রবিশেষ।

বাঁধাল (দেশজ) বাঁধ।

বাঁধালগুনিয়া (দেশজ) বন্ধকগৃহীতা।

বাঁধি (দেশজ) বন্ধন করা।

বাঁধুনি (দেশজ) বন্ধনী, শৃঙ্খলা, যথা 'কথার বাধুনি'।

বাঁয় (দেশজ) বাম, বামদিকে।

বাঁশ (দেশজ) বংশবৃক্ষ।

বাঁশই (দেশজ) কৃষিকর্ম্মে ব্যবহৃত মই, বাঁশের সিঁড়ী।

বাঁশখালী, চাটগাঁ জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। অক্ষা° ২২° ৫০´ ১৫´´ উঃ এবং দাঘি° ৯১° ৩১´ পূঃ। এখানে চাউলের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানে বাঁশখালী নামে একটী খাল আছে। সমুদ্র উপকূলে সঙ্কু নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে বাঁধ দেখা যায়, তাহাও বাঁশখালী নামে পরিচিত।

বাঁশগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। রাপ্তি ও ঘর্ঘরা নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৬১৬ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং তন্নামক তহসীলের বিচার-সদর। প্রতিবৎসর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে এখানে একটী মেলা হয়।

৩ উক্ত জেলায় ভূমিহারদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী নগর।

বাঁশগাঁও, বাঙ্গালায় পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাঁশগাড়ী (দেশজ) বেদখলি ভূম্যাদি অধিকারের পর বংশ দণ্ডদ্বারা সীমানির্দ্দেশ।

বাঁশগাড়ীকরণ (দেশজ) বংশদ্বারা অধিকার-চিহ্ন-স্থাপন।

বাঁশলোই, ভাগীরথী নদীর একটী শাখা। সাঁওতাল পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জঙ্গীপুরের অপর পারে গঙ্গানদীতে মিলিত হইয়াছে।

বাঁশী, রাজপুতনার উদয়পুরের অন্তর্গত বাঁশী সামন্তরাজ্যের রাজধানী। এখানে রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান আছে।

২ উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৬০৯ বর্গমাইল। নেপাল-সীমান্তে রাপ্তি নদীতীরে অবস্থিত।

৩ উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং বাঁশী তহসীলের সদর। নদীর অপর পারে নর্কথা নামক গ্রামে এখানকার রাজা বাস করেন। পূর্ব্বে বাঁশী নগরেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বতন রাজদুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। এই নগর হইতে কতকগুলি রাস্তা নেপাল, বস্তি, ডুমারিয়াগঞ্জ, বস্কলা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল স্থানে শস্যাদির প্রভূত বাণিজ্য হইত; কিন্তু এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বাঁশদা, গুজরাত প্রদেশের সুরাত এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২০° ৪২´ হইতে ২০° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৮´ হইতে ৭° ৩৪´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৩৮৪ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। স্থানে স্থানে সমতল ক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। ধান্য, ছোলা ও কলাই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে কার্পাস-নির্ম্মিত ফিতা, মাদুর, পাখা, পশমী কার্পেট বা বস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানকার সর্দ্দারগণ রাজপুতবংশীয়। ইহারা হিন্দু এবং সোলাঙ্কি নামক রাজপুতবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। বাঁশদা নগরের সমীপস্থ দুর্ভেদ্য প্রাচীর, দুর্গ ও বহুশত দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচায়ক। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে ইহাদের রাজ্যসীমা সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ে ইহারা বিতাড়িত

হইয়া জঙ্গল-প্রদেশ আশ্রয় করে। মহারাষ্ট্রগণ প্রকৃতরূপে ইহাদের নিকট কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বসইসন্ধির পর পেশবা এই স্থানের করসংগ্রহ-ভার ইংরাজের উপর সমর্পণ করেন।

ইংরাজাধিকার হইতে এখানকার সর্দ্দারগণ রাজা উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেনা-সংখ্যা ১৫০ জন এবং ১৪টী কামান আছে। প্রজাগণের বিচারভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত আছে। কাহাকেও ফাঁসি দিতে হইলে তাঁহাকে ইংরাজরাজের পলিটিকাল এজেণ্টের মত লইতে হয়। ইংরাজ-রাজের নিকট তিনি সম্মানসূচক ৯টী তোপ পাইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে, শিশু-পুত্রের অভিভাবক হইয়া ভার-প্রাপ্ত জনৈক ইংরাজকর্ম্মচারী রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসান হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৪৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৮´ পূঃ। রাজানুগ্রহে এখানে বালক ও বালিকা-বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩ মেদিনীপুরের একটী পরগণা ও তদন্তর্গত প্রধান গ্রাম।

বাঁশদিহা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাস্ড়া ও বালিয়া তহসীলের কত-কাংশ লইয়া ইহার সংগঠন হয়। ঘর্ঘরা-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৩৭৪ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া ঘর্ঘরায় পতিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বর্ষা-ঋতুতে ইহার অধিকাংশ স্থান ঘর্ঘরার বন্যায় ভাসিয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং ঐ তহসীলের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৫° ৫২´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৫´ ৩০´´ পূঃ।

বাঁশপাতি, মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য সুস্বাদু।

বাঁশফোঁড়, উঃ পঃ প্রদেশবাসী নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ডোম নামক নীচ জাতির একটী শাখা মাত্র। বাঁশ ফাঁড়াই বা ঘরামির কার্য্যই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা বলিয়া ইহারা এই নামে পরিচিত হইয়াছে। মীর্জাপুরবাসী বাঁশফোঁড়েরা বলে যে, তাহারা রেবা নগরের উত্তরপশ্চিমস্থ বীরসিংহপুর নামক স্থান হইতে এখানে আসিয়াছে। গোরখপুরবাসীরা আপনাদিগকে ঘরবাড়ী ডোম বলিয়া পরিচয় দেয়[১]। ইহারা অপরকে নিজ জাতি-ভুক্ত করিয়া লইতে পারে। যদি কেহ এই জাতীয় রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে একটী মহাভোজ দিতে হয় এবং তাহাদের সহিত একত্র বসিয়া মদ্যপান করিলে এই জাতির পূর্ণ অধি-কার পাইয়া থাকে।

ইহারা ডোমজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও কখন কখন 'ধানুক' বলিয়া পরিচয় দেয়। ভাগলপুর সহরে ইহাদের মধ্যে পঙ্গৎ-বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু এই জেলার অপর কোথাও পঙ্গৎ বা ডীহ প্রথা চলিত নাই। নেপালসীমান্তবাসী বাঁশ-ফোঁড়েরা তথাকার বিভিন্ন থাকের মধ্যে ডীহ-বিবাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুরে মহাবতী, চম্‌কেল, গোঁসেল, সমুদ্র, লহর, কলই, মগরিহ ও সরৈহা প্রভৃতি কএকটী থাক আছে। ইহাদের মধ্যে সপিণ্ড-বিবাহও প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু মাতুলকন্যা, পিসতুতা ভগিনী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতি নিকট সম্পর্কীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করে না। এমন কি, যে ঘরে ঐ সম্পর্কীয়া কন্যাগণের বিবাহ হয়, দুই পুরুষ গত না হইলে আর সে ঘরে বিবাহাদি করে না। গোরখপুরের ঘরবাড়ীগণ বাঁশফোঁড়, মাঙ্‌তা ডোম, ধরকার, নাটক, তসিহা, হালালখোর ও কুঁচবান্ধিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন থাকের মধ্যেও বিবাহাদি করে।

ইহারা অনেক বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিয়া থাকে। সমাজশাসনের জন্য চৌধুরী নামক একজন মোড়ল ইহাদের সামাজিক নেতা। জাতীয় গোলমাল বা সামাজিক বিভ্রাটের সময় সে কএকজন সদস্যের মত লইয়া বিচার করিয়া থাকে। যদি কোন নীচাশয় ব্যক্তি রজকিনী বা ডোমরমণীর প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে সে আজন্ম জাতিচ্যুত থাকে। রমণী-দিগের পক্ষেও ঐরূপ নীচ আসক্তিতে ঐরূপ শাস্তি প্রদত্ত হয়। কিন্তু যদি কেহ উচ্চ বংশীয় রমণীর প্রেমে অনুরক্ত হইয়া পড়ে, সে একটী জাতীয় ভোজ দিলেই পুনরায় সমাজে গৃহীত হইতে পারে। এক বিবাহই বিধি, কেহ কেহ ইচ্ছামত দুই তিনটী বিবাহও করে। কাহারও উপপত্নী রাখিবার অধি-কার নাই। স্ত্রীলোকের স্বামান্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। কোন স্ত্রীলোক অন্যের অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত জানিলে তাহার স্বামী ও পিতাকে ভোজ দিতে হয়। দোষ স্পষ্ট প্রমাণিত না হইলে রমণীর সাজা হয় না।

বালিকা-বিবাহই প্রচলিত। যদি কোন বালিকা বিবাহের

(১) মীর্জাপুরবাসিগণ বলে যে প্রায় ৪ বা ৫ পুরুষ হইতে তাহারা এই প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। এখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের জন্মভূমি (কথিত বীরসিংহপুর বা মতান্তরে পন্না রাজ্যের বিহ্‌পুর নামক স্থানে) মহাদেব পূজার্থ গমন করিয়া থাকে। গোরখপুর-বাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত সুপচ ভকত নামা জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়। ঐ ব্যক্তির মানদেবী ও পানদেবী নামে দুই স্ত্রী ছিল। বাঁশফোড়েরা মানদেবীর গর্ভজাত।

পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। বালকের মাতুল বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে যায় এবং কন্যার পণ চুক্তির জন্য তাহাকে ৪।০ টাকা কন্যাপক্ষে জমা দিতে হয়। যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীকে অযত্ন করে অথবা উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেয়, তাঁহা হইলে জাতীয় অনুমত্যনুসারে সে স্বামী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং সে আবার বিবাহ করিতে পারে। বিধবা রমণীগণ সাগাই বা ধরৌনা মতে বিবাহ করে এবং তাহাদের পুত্রকন্যাগণ পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিধবাগণ দেবরকেও বিবাহ করিতে পারে। তাঁহার প্রথমজাত পুত্রগণ পিতৃসম্পত্তিলাভে বঞ্চিত হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ভ্রাতা, ভগিনী অথবা দৌহিত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। শ্বশুরবংশে ভরণপোষণার্থ কেহ না থাকিলে রমণীগণও দত্তক লইয়া থাকে।

পুত্র জন্মিলে ১২ দিন অশৌচ থাকে। সূতিকাগৃহে বাসোর জাতীয় রমণীগণ ইহাদের সেবা করে। দ্বাদশ দিনে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে শূকরবলি দেওয়া হয় এবং সেই মাংস সকলেই ভোজন করে। রমণীরা ঐ দিন কূপপূজা করিয়া থাকে। ইহারা জাতবালকের কর্ণবেধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট দিনস্থির করিয়া লয়। কর্ণবেধের পর প্রত্যেক বালকই সামাজিক সভ্যরূপে গণ্য হয় এবং সে জাতীয় প্রথামত বিবিধ আচার মানিয়া চলে।

বিবাহের শুভলগ্ন গণনার জন্য তাঁহারা পণ্ডিতের নিকট যায়। বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বালকের পিতা কন্যাকর্ত্তার সহিত মদিরাপাত্র বদল করে এবং কন্যার ভ্রাতা নিজ পিতার মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দেয়। ইহাদের বিবাহ-প্রক্রিয়া ধরকার জাতির মত, কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে বরপক্ষে 'মত্মঙ্গর' ও হোম প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। ছাদ্‌নাতলায় ইহারা শিমূল ও গুলারের ডাল পুঁতিয়া রাখে। বিবাহকালে ইহাদেরও নখচ্ছেদ ও পদদ্বয় অলক্তকরাগে রঞ্জিত করা হয়। বিবাহ-সমাপনান্তে হিন্দুর অনুকরণে গৌরী ও গণেশপূজা হইয়া থাকে। তৎপরে কন্যাদান, গ্রন্থিবন্ধন, সিন্দূরদান প্রভৃতি কার্য্য শেষ হইলে বরকন্যাকে বাসর ঘরে (কোহাবর) লইয়া আমোদ প্রমোদে নিশা যাপন করিতে হয়।

মৃত ব্যক্তিকে দাহ করাই নিয়ম, কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে কিংবা সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তাহারা মাটীতে পুতিয়া রাখে বা নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। দাহান্তে ইহারাও নিম্বপত্র চর্ব্বণ করে। দশদিন মাত্র অশৌচ থাকে। দশম দিনে মৃতের পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অন্ন ও ক্ষীর মাখিয়া পাঁচটী পিণ্ড দেয় এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শূকরমাংস দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করায়। এই সকল কার্য্যে ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না। পিতৃপক্ষে তাহারা ১৫ দিন তর্পণের ন্যায় মৃত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ভূমিতে জলদান করে। নবম দিবসে তাহারা পুরি, বক্ষীর (ক্ষীরমিশ্রিত অন্ন) ও শূকরমাংস উৎসর্গ করিয়া থাকে। ১৫শ দিন আরও সমারোহে পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ দেওয়া হয়। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য তাহারা উঠানে সাজাইয়া রাখে।

বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই ইহাদের প্রধান দেবতা। প্রতি চৈত্রমাসের ৯ তারিখে দেবীর উদ্দেশে তাহারা শূকরবলি দেয়। গোরখপুরবাসিগণ কালিকাদেবীর পূজা করে। ৫ই শ্রাবণ নাগপূজার বিধি আছে। এতদ্ভিন্ন দীহনামক গ্রাম্য-দেবতা ও পিপুলাদি বৃহত্তর নানা পূজাও দৃষ্টিগোচর হয়। হর্দোইবাসিগণ কালদেব ও দেবীপূজা করিয়া থাকে। হোলি, রামনবমী, করবাচৌঠ, গরুড়পূজা প্রভৃতি উৎসবেও ইহারা যথেষ্ট আমোদপ্রমোদ করে।

রমণীগণ অলঙ্কার পরে। জাত বালকবালিকাগণের তাহারা ডাক ও রাস নাম রাখে। জাতবালককে দৃঢ়কায় ও সবল করিবার জন্য তাহারা রোঝা ডাকে এবং উপদেবতার কুদৃষ্টি অপনোদনের চেষ্টা করে। ইহারা গোমাংস খায় না। ডোম, ধোবা, ভাতৃবধূ, জ্যেষ্ঠশ্যালকপত্নী ও ভাগিনেয়বধূকে স্পর্শ করে না; এই সকল কার্য্য পাপ বলিয়া গণ্য। পাখা, ঝুড়ী, বাঁশের বাক্স প্রভৃতি নির্ম্মাণ ইহাদের দৈনিক কার্য্য। কেহ কেহ ঠিকা খাটে; কেহ বা ঝাড়ুদার ও মেথরের কার্য্য করে।

বাঁশবারা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী রাজ্য। মেবাড়ের পলিটিকাল এজেন্সীর শাসনাধীন। অক্ষা° ২৩° ১০´ হইতে ২৩° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২´ হইতে ৭৪° ৪১´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৩০০ বর্গমাইল। এই রাজ্যের পর্ব্বতময় বন্যভূমিতে ভীলজাতির বাস আছে। এখানকার সর্দ্দারগণ শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত। ডুঙ্গরপুরে যে রাজপুতবংশ রাজত্ব করিতেছে, ইহারা তাহার অন্যতম শাখা। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বাঁশবাড়া ও ডুঙ্গরপুর এক রাজার অধীন ছিল। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার দুই পুত্র উক্ত দুইটী সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন। এই সময়ের পর হইতে উক্ত সামন্তদ্বয়ের বংশধরগণ পরস্পর স্বাধীন হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। মহী নদীই তাঁহাদের রাজ্যসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ১৮শ শতাব্দের শেষ ভাগে বাঁশবাড়ারাজ মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা স্বীকার করিয়া ধারের অধিপতিকে কর প্রদান করিতে থাকেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ মহারাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ইংরাজের মিত্র করিয়া লন। ১৮১৮

খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে তিনি ইংরাজের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

এখানকার সর্দ্দারের উপাধি মহারাবল। ইংরাজরাজের নিকট হইতে ইনি ১৫টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। ইঁহার দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা আছে। খুসালগড়ের রাও সর্দ্দারগণ ইঁহার প্রধান সামন্ত। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সর্দ্দারেরা ঠাকুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঁশবাড়ার সর্দ্দারেরা ৫০০ পদাতি, ৬০ অশ্বারোহী ও ৩ কামান রাখিয়া থাকেন।

এই সামন্তরাজ্য ঘণ্টি, উতার, লোয়ারিয়া চিম্দা, ভুঙ্গরা, মহীরাবারা, পঙ্কালবারা, খণ্ডুবারা ও পথোগ নামক আটটী জেলায় বিভক্ত। এখানে সেলিমশাহী মুদ্রা প্রচলিত। ইংরাজমুদ্রার তুলনায় ইহা একতৃতীয়াংশ কম।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৩০′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৪′ পূঃ। এই নগরের চারিদিকে প্রাচীর আছে। দক্ষিণদিকস্থ উচ্চভূমির উপর রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। শাহি বেলাস নামক প্রাসাদে বর্ত্তমান সর্দ্দার বাস করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে বাইতাল নামক দীর্ঘিকা এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বাঁশবারারাজের ছত্রি অবস্থিত। বর্ত্তমান নগরের ২ মাইল দক্ষিণে পর্ব্বতোপরি অপর দুর্গবাসাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রতি আশ্বিন মাসে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়।

বাঁশবাড়িয়া, (বংশবাটী বা বাঁশবেড়ে) হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা হইতে ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৭′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৬′ ৩০″ পূঃ। এখানে হংসেশ্বরী দেবীর ১৩চূড়া মন্দির আছে। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্থানীয় জমিদারপত্নী শঙ্করী দাসীর অনুমত্যনুসারে নির্ম্মিত হয়। উক্ত সৌভাগ্যবতী রমণী মরাঠাগণের হস্ত হইতে এই মন্দিররক্ষার জন্য ইহার চারিদিকে পরিখা এবং একটী কামান ও অস্ত্রসম্বলিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বাঁশবাজী (দেশজ) বংশ ও রজ্জু লইয়া কৌশলময় ব্যায়ামক্রীড়া। জীমনাষ্টিক্ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই ক্রীড়া অভ্যাস করিত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকটও ইহার বিশেষ আদর ছিল।

বাঁশা, অযোধ্যা প্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে নানাদ্রব্যের অল্পবিস্তর বাণিজ্য চলে। প্রায় ৭ শতাব্দকাল কনৌজীয় কুর্ম্মীদিগের অধিকারে আছে, তাহাদের হস্তে এস্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

বাঁশী (দেশজ) বংশী।

বাঁশীবালা (পারসী) বংশীবাদক।

বাঁশুয়াবাতান (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

বাঁহাত (দেশজ) বামহস্ত।

বাকল (দেশজ) বল্কল।

বাকার (দেশজ) ভাণ্ডারগৃহ।

বাকিফ (আরবী) অভিজ্ঞতা।

বাকিফদার (আরবী) অভিজ্ঞ।

বাকী (আরবী) অবশেষ। প্রশস্ত ময়দান বা বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা।

বাকুদ, (বউকুদ) কটকজেলার অন্তর্গত একটী সমুদ্রের খাড়ি। মহানদীর শাখামুখে সংযোজিত। ফল্স্ পয়েণ্ট নামক বন্দরের দক্ষিণ দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে এই পথে গমন করিতে হয়। এই শাখামুখে পূর্ণ ভাটায় সামান্য একটু চর জাগিয়া উঠে; কিন্তু জুয়ার আসিলে মাল বোঝাই নৌকা বা ষ্টীমার স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের সময় ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই খাতমুখে একটী চাউলের আড়ত স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাকুর (ত্রি) ভাসমান। "ধমন্তি বাকুরং দৃতিং" (ঋক্ ৯।১।৮) 'বাকুরং ভাসমানং' (সায়ণ)

বাকুচ (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ।

বাকুলা (দেশজ) ১ বল্কল, খোলা, খোসা। ২ যশোরের অন্তর্গত একটী স্থান, জনৈক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক স্থাপিত। (দেশাবলী২৭৯।১৪) ৩ মুসলমান অধিকারে চন্দ্রদ্বীপের একটী সরকার।

[চন্দ্রদ্বীপ দেখ]

বাকুসা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বাখরগঞ্জ, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী জেলা। ছোট লাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৩৬৪৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ঢাকা ও ফরিদপুর, পূর্ব্বে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে যশোর ও ফরিদপুর। বরিশাল নগর ইহার বিচার-সদর।

পলি জমিয়া 'ব'দ্বীপাকারে এই জেলার উৎপত্তি। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নামক প্রধান নদী এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন এখানে বাঘিয়া, শালতি, রামশিলা প্রভৃতি কএকটী বিস্তীর্ণ জলা আছে। এইরূপে জলসিক্ত হওয়ায় এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়। এই বাখরগঞ্জেই যে বালাম চাউলের উৎপত্তি স্থান, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজগণ এই স্থানকেই কলিকাতার শস্তভাণ্ডার (Granary of Calcutta) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বিল জলা প্রভৃতিতেও প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার সকল নদীতেই নৌকাযোগে গমনা-

গমন করা যায়। মেঘনা নদীর বন্যা বড় ভয়ানক। এই নদীর মোহানায় কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ শাহবাজপুর, মানপুরা, ভাছরা ও রাবনাবাদ প্রভৃতি দ্বীপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নলছিটী, মহারাজগঞ্জ বা ঝালকাটী, মাদারীপুর, সাহেবগঞ্জ ও দৌলৎখাঁ প্রভৃতি স্থানে এখানকার বাণিজ্য-দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। সুন্দরী কাষ্ঠ, চাউল, সুপারী প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে এখান হইতে রপ্তানী হয়।

অকবর-সেনানী টোডরমল্ল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানকে সোণারগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজার আদেশে বাথরগঞ্জের পুনরায় জরীপ আরম্ভ হইলে, সুন্দরবনের বাখরগঞ্জ-বিভাগ মুরাদখানা নামে অভিহিত হয়। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বঙ্গের নবাব জাফর খাঁ কর্ত্তৃক যে জরীপ হয়, তাহাতে বাথরগঞ্জ ও সুন্দরবন জাহাঙ্গীরনগর বাকলার অন্তর্গত থাকে। বাঙ্গালা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইলে পর ১৭৬৫-১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ঢাকার রাজস্ব-সংগ্রাহকের অধীন ছিল, কিন্তু এখানকার বিচার-কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র জজ ও মাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ সময়ে কৃষ্ণকাটী ও খৈরাবাদ নদীর সংযোগ-স্থলে বাখরগঞ্জ নগরেই ইহার বিচার আদালতাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বরিশাল নগরে বিচার বিভাগ উঠিয়া আসিলে ঐ স্থান জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হয়। তৎপরবর্ত্তী কালে এই জেলার অনেক আকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মাদারিপুর উপবিভাগ ফরিদপুরে মিশিয়াছে এবং নোয়াখালির কতকগুলি স্থান ইহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে।

বরিশাল, বাখরগঞ্জ, বউফল, নলছিটী, ঝালকাটী ও পিরোজ-পুর নগর এখানকার প্রধান স্থান। লোকসংখ্যাও এই কয় স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার লোকেরা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ। ডাকাতি, মারপিট ও খুনী মোকদ্দমা বরিশালে নিত্য দেখা যায়। লোকের অত্যাচার যেরূপ ক্ষতিকর, ঝড়, বন্যা প্রভৃতিও সেইরূপ শস্যাদির হানিজনক।

বাখান (দেশজ) ব্যাখ্যান।

বাখারি (দেশজ) ১ বাঁশের চটা। ২ সামুদ্রিক শম্বুকভেদ।

বাখারি চূণ (দেশজ) বাঁখারি পোড়াইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

বাগ্ (পারসী) ১ বাগান। ২ অশ্ববল্গা। যথা 'বাগ্ডোর'

বাগদণ্ড, কায়স্থ জাতির একটা সমাজ। এখানে একসময়ে বহুশত কুলীন কায়স্থের বাস ছিল।

বাগদা, চিংড়ী মৎস্যবিশেষ।

বাগলকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাদগী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৮৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। ঘাটপ্রভা-নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°১১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৫´৫০´´ পূঃ। এখানে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। এ স্থানের ২॥০ ক্রোশ দূরে মুচকন্দি নামক স্থানে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার জলে চাষ বাস হয়।

বাগলপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাগলানা, পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য। ইহার পূর্ব্বে চান্দোর, পশ্চিমে সুরাত ও সমুদ্র, উত্তরে সুলতান-পুর ও নন্দুরবাড় এবং দক্ষিণে নাসিক ও ত্রিম্বক। এইরাজ্য ৩৪টী পরগণায় বিভক্ত ছিল। এখানকার নয়টী দুর্গের মধ্যে শালহীর ও মুলহীর নামক পার্ব্বত্য দুর্গদ্বয় দুর্ভেদ্য ছিল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অভিযান-কালে এই রাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হইয়া ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুলহীরপতি অবরোধের পর আত্মরক্ষণে অসমর্থ হইয়া মোগলের নিকট দুর্গের চাবি প্রেরণ করেন এবং চিরদিন মোগল-সম্রাটের অধীন থাকিতে স্বীকৃত হন।

বাগাঁচড়া, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। শান্তিপুরের ৫ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এই স্থান গঙ্গার চর হইতে উৎপন্ন, ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রের আবাসভূমিতে পরি-ণত হয়, তাই 'বাঘের চর' হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই স্থান যে এক সময়ে গঙ্গার গর্ভ ছিল, মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত নৌকার তলা ও চকোর কাষ্ঠাদি তাহার প্রমাণ। মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে দুর্গা, সিংহ ও অসুরের একখানি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা কোন সময়ে পূজান্তে নদীগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল।

শুনা যায়, এখানে রঘুনন্দন[১] বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সাধক ছিলেন, তাঁহার আশ্রমে শ্যামরায় নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তান্ত্রিক-মতে সাধনার জন্য তিনি বাগাঁচড়ার পশ্চিমস্থ জঙ্গলে গমন করিতেন। এই বন মধ্যে তিনি পঞ্চ-মুণ্ডী আসনে কালী, তারা ও বাগ্দেবী স্থাপনা করেন। কালনার লোকে তাঁহাকে 'ঠাকুর বৈরাগী' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সম্বন্ধে এখানে অনেক অলৌকিক কীর্ত্তি শুনা যায়। তৎকালীন মুসলমান নবাব তাঁহার এতাদৃশ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সাধনার জন্য প্রার্থনা মত ৪৮ বিঘা জমি বাগাঁচড়ার বন ও নিভুঁজ গ্রামে ১০০ বিঘা জমী, এ ছাড়া

(১) ক্ষিতীশ বংশাবলীর অনুসরণে আমরা তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের লোক বলিয়া ধরিতে পারি।

শ্যামরায়ের সম্মানার্থ তিনি ৪খানি নবাবী খুন্তী দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দোলের সময় শ্যামরায়ের সহিত বাহির হয়।

নিভুঁজ গ্রামের জমি কতকাংশ গঙ্গার জঙ্গলে বিলয় পাইয়াছে এবং উপযুক্ত দলিলাদি না থাকায় অপরাংশ জমিদারগণ আত্মসাৎ করিয়াছে। আজিও ঐ ৪৮ বিঘা জমি শ্যামরায়ের সেবার্থ নিয়োজিত আছে। উহা বৈরাগীডাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ।

মতান্তরে প্রকাশ, রঘুনন্দনের তান্ত্রিক নাম পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস। তিনি সাধারণের নিকট বৈরাগী ঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইলেও গোপনে তান্ত্রিকসাধন করিতেন। ষট্‌চক্রভেদ, বামকেশ্বরতন্ত্র, শ্যামারহস্যতন্ত্র, শাক্তক্রমতন্ত্র ও তত্বচিন্তামণি নামে কএকখানি গ্রন্থ এই পূর্ণানন্দের রচিত। তত্বচিন্তামণি ১৪৯৯ শকে রচিত হয়। উহাও প্রায় রঘুনন্দনের সমকালবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বাগ্দেবীর খড়ের ঘর ছিল। ১২৮৭ সালে বর্ত্তমান কোটা নির্ম্মিত হইয়াছে। নানাদেশীয় লোক বাগ্দেবী ঠাকুরাণীর পূজা দিতে আসে। প্রতি শনি মঙ্গলবারে যাত্রী সমাগম হয়। রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ এখানে অধিকারী বলিয়া পরিচিত। বাগ্দেবী-প্রতিষ্ঠার পর চাঁদরায় নামা জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি এখানে শিবালয় স্থাপন করেন। চাঁদরায়ের অট্টালিকা এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উহা চাঁদরায়ের জঙ্গল নামে খ্যাত। সেই ২৫ বিঘা পরিমিত স্থান এখন ব্যাঘ্র ও বন্য বরাহাদির আবাস স্থল।

এই মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয়। প্রায় সকল স্থানই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে আরও চারিটী মন্দির আছে। মূল মন্দিরের উপর একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিয়া ভিত্তিগুলিকে এরূপ দৃঢ় করিয়াছে যে, তাহা হইতে আর ইষ্টক খুলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। মন্দির প্রবেশের দুইটা দ্বার। দক্ষিণের দ্বারটী পূর্ব্বদিকের অপেক্ষা বড়। মন্দিরের সম্মুখ ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পূর্ব্বদ্বারের উপরে চাঁদরায়ের উৎকীর্ণ লিপিদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, চাঁদরায় ব্রাহ্মণ সন্তান, ১৫৮৭ শকে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বাগ্দেবীর শাপে চাঁদরায় নির্ব্বংশ হন। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এখন চাঁদরায়ের বাটীর অধিকারী। নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন নামক গ্রামের অধিবাসিগণের মতে, চাঁদ রায় রাজা রুদ্রের দেওয়ান ছিলেন, রাজা রুদ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ।[১]

বাগ্দেবীপ্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেবের পৌত্র জয়কৃষ্ণ কোন কারণে চাঁদরায়কে শাপ দেন। সেই শাপেই চাঁদরায় নির্ব্বংশ হন। এখনও কেহ সাহস করিয়া তাঁহার ভিটার ইষ্টকাদি গ্রহণ করে না। বিশ্বাস, তাহা হইলে সেও চাঁদরায়ের ন্যায় নির্ব্বংশ হইবে।

বিশ্বেশ্বর মজুমদার নামক জনৈক ব্যক্তি পলাশ হইতে বাগাঁচড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাহার চন্দ্রশেখর, নীলকণ্ঠ, সভারাম ও শিবরাম নামে চারি পুত্র ছিল। সভারাম নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব সরকার হইতে তাঁহারা 'খাঁয়' উপাধি লাভ করেন। সভারামের কৌশলে কৃষ্ণচন্দ্র মৃত পিতা রঘুরামের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। [কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে চোর ডাকাতের বিলক্ষণ উপদ্রব ছিল। বিশ্বনাথ ডাকাতের প্রসিদ্ধ পত্রবাহক "কোঁপো ভট্টাচার্য্য" এই গ্রামেই বাস করিতেন।

বাগাচেরা (দেশজ) গুল্মজাতীয় বৃক্ষভেদ।

বাগাৎ, বাগান. বাগিচা, (পারসী) বাগান।

বাগাস্রা, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। গাইকবার ও জুনাগড়ের নবাবকে তিনি রাজকর দিয়া থাকেন। ২ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° পূঃ। শ্রীর নামক প্রসিদ্ধ বন্যবিভাগে অবস্থিত।

বাগী (দেশজ) ১ ঝুড়ী। ২ স্ফোটক রোগভেদ। ৩ উপদংশ।

বাগুয়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাগুজী (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাগুন (দেশজ) বার্ত্তাকু।

বাগুনিয়া (দেশজ) বেগুনে রঙ্।

বাগুটীয়া, (বাগুটিয়া) যশোর জেলার অন্তর্গত কায়স্থকুলীনপ্রধান একটী গ্রাম।

বাগেপল্লী, (বগেনহল্লী) মহিসুর-রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং গুমনায়কনপলা তালুকের সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৭´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০´৩১´´ পূঃ।

বাগেবাড়, বোম্বাই প্রদেশের কালাদগী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৭৬৪ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর ও প্রধান বাণিজ্য-স্থান।

বাগে (দেশজ) কবলে।

বাগেবাগে (দেশজ) ১ চৌদিকে। ২ বাহিরে বাহিরে।

বাগেসর, উঃ পঃ প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সরযূ ও গোমতী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। ২

(১) কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের কথামত তাঁহাকে কৃষ্ণচন্দ্রের জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করেন। 'প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদরায়।' (অন্নদা-মঙ্গল) কিন্তু এক কথা কতদূর সত্য তাহা বলা বলা যায় না।

২৯°৪৯´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´৩৫´´ পূঃ। এই নগর কলিকাতা হইতে ৯১১ মাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানে মধ্য-এসিয়া ও ভোট রাজ্যের সহিত বাণিজ্য-বিস্তার আছে। প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসে এখানে একটী ভোটিয়া-মেলা হয়। ঐ সময় পর্ব্বতজাত নানাদ্রব্য বিক্রয়ার্থ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রবাদ, মোগল-সর্দ্দার তৈমুর বাগেসর উপত্যকায় একটী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না।

বাগ্ড়া (দেশজ) ব্যাঘাত)

বাগ্ড়ী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের 'ব' দ্বীপাংশে জলঙ্গী ও মেঘনা নদীর অন্তর্নিহিত একটী প্রাচীন জনপদ। ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। হিউএন্‌সিয়াং এই স্থানকে সমতট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। বিক্রমপুরনগর এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখন বিক্রমপুর গঙ্গার উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু যখন ধলেশ্বরী খাতের দক্ষিণ দিয়া উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল, তখন এই বিক্রমপুর রাজধানী গঙ্গার দক্ষিণেই বিরাজিত ছিল। কৃষ্ণনগর, মুরলী (যশোর) ও বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরী এই প্রাচীন সমতট প্রদেশের মধ্যগত।

[বিক্রমপুর ও বাঙ্গালা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বাগ্ড়াটিয়া (দেশজ) ব্যাঘাতজনক।

বাগ্ডোর্ (দেশজ) লাগাম।

বাগ্ডোগ্রা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাগ্দা, মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী; গেঁওখালীর নিকট হুগলী নদীতে পতিত হইয়াছে।

বাগ্দা চিংড়ী, মৎস্য বিশেষ।

বাগ্দী, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গবাসী নীচ জাতি। দাসবৃত্তি, কৃষিকার্য্য ও ধীবরবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে তেন্তুলিয়া, দুলিয়া, ওঝা, মাছুয়া (মেছুয়া বা মেছো), গুলিমাঝি, দণ্ডমাঝি, কুশমেতিয়া (কুশমাতিয়া বা কুশপুত্র), কশোইকুলিয়া, মল্লমেতিয়া (মাতিয়া বা মাতিয়াল), বাজান্দারিয়া, দরাতিয়া, লেট, নোদা ও ত্রয়োদশ প্রভৃতি কএকটী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্টিগোচর হয়। বাগ, ধারা, খাঁ, মাঁঝি, মসালচি, মুদি, পালখাই, পরামাণিক, ফেরকা, পুইলা, রায়, সাত্রা ও সর্দ্দার প্রভৃতি ইহাদের পদবী। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। অর্দ্দি, বাঘঋষি, কচ্ছপ, কাশবক, পাকবসন্তা, পাতঋষি, পোঙ্কঋষি, শালঋষি, অলম্যান, কাশ্যপ, বাগ্নি, দাশু, গদিভারত, কাল, রাঙ্কো প্রভৃতি প্রচলিত নাম গোত্ররূপে ব্যবহৃত।

স্বঘর ভিন্ন অপর ঘরে এবং সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। একজন তেন্তুলিয়া তেন্তুলিয়া ভিন্ন অপর শ্রেণীর বাগ্দী ঘরে বিবাহ করিতে পারিবে না, কিন্তু কন্যার এক গোত্র হইলে বিবাহও হয় না। সপিণ্ডবিবাহও নিষিদ্ধ।

বাঁকুড়া, মানভূম ও উড়িষ্যার উত্তরাংশে বাগ্দীগণের মধ্যে বাল্যবিবাহও প্রচলিত দেখা যায়। কেহ কেহ বয়স হইলে পুত্র কন্যার বিবাহও দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে বয়স্থা কন্যার পরপুরুষে আসক্তি, ইহারা দোষের বলিয়া মনে করে না। ২৪ পরগণা, যশোর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় বাল্যবিবাহই প্রচলিত। কেহ কেহ অবস্থানুসারে একাধিক বিবাহও করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপদ্ধতি হিন্দুর মত হইলেও তাহাতে কএকটী অসভ্যপ্রথা মিশ্রিত হইয়াছে। বর যাত্রার পূর্ব্বে মউয়াগাছের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সে মউয়াগাছে সিন্দুর দান করে। গাছ বিবাহের সময় যে সূতায় তাহাকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই সূতা মহুয়া পাতার সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তে বাঁধিয়া দেয়। বরযাত্রীদল কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় না। দ্বন্দ্বযুদ্ধে বর পক্ষীয়েরা জয়লাভপূর্ব্বক বর লইয়া ভিতরে যায়। শালপত্রাচ্ছাদিত কুঞ্জের মধ্যস্থিত পীড়ির উপর বর উপবেশন করে। উহার চারিকোণে তৈলভাণ্ড-শস্য ও হলুদ থাকে এবং মধ্যস্থলে গর্ত্ত কাটিয়া জল রাখা হয়। কন্যা আসিয়া সেই শালকুঞ্জের চারিদিকে সাতপাক ঘুরিয়া বেড়ায়; পরে কুঞ্জমধ্যে আসিয়া বরের সম্মুখে উপবেশন করে। ঐ জলপূর্ণ গর্ত্তটী উভয়ের সম্মুখেই থাকে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ হইলে কন্যাসম্প্রদান শেষ হয়। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবার পর গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। গোত্রান্তরের পর সিন্দূরদান ও মালাবদল হইলে বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া যায়। রাত্রিকালে উপস্থিত কুটুম্বগণকে সাধ্যমত ভোজন করান হয়। পরদিন বর কন্যাকে লইয়া নিজ বাটীতে গমন করে। বিবাহের পর চতুর্থদিনে গাঁটছড়া খোলা হইয়া থাকে।

তেন্তুলিয়া বাগ্দী ব্যতীত অপর সকল বাগ্দী শ্রেণীতেই বিধবাগণের সাঙ্গা করিবার নিয়ম আছে। এই বিবাহে পূর্ব্বমত কোন মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। এক আসনে উভয়কে বসাইয়া তাহাদের কপালে হলুদবাটা মাখান হয়। পরে উভয়ের মস্তকে একখানি চাদর ঢাকা দিয়া শুভদৃষ্টি হইলে বর কন্যার হাতে লোহার খাড়ু পরাইয়া দেয়। বিধবারা নিজ দেবরকেও বিবাহ করিতে পারে।

* রাজা সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতেও এই স্থান সমতট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অকবরনামায় এই স্থান ভাটী বলিয়া উক্ত। বাঙ্গালার নদ্যাদি প্রবাহের নিম্ন দেশে অবস্থিত বলিয়া সম্রাট্ যশোর প্রভৃতি জেলাকেও ভাটী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

যে সকল বাগ্দী হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আচার ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, পরপুরুষগামী বা অবাধ্য হইলে জাতীয় সভার মতানুসারে তাহাকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। স্বামী একটী কুটা দুই খণ্ড করিয়া বিবাহ বন্ধন ছেদন করে; কিন্তু তাহাকে স্ত্রীর ছয় মাস খোরাকী দিতে হয়। ছয় মাসের পর ঐ রমণী পুনরায় সাঙ্গা করিতে পারে। তেন্তুলিয়া ব্যতীত অপর বাগ্দীরা বাউরিদিগের মত বিবাহ করিবার জন্য কোন উচ্চ জাতিকে আপনাদের জাতিভুক্ত হইতে দেয়।

শিব, বিষ্ণু, ধর্ম্মরাজ ও দুর্গা প্রভৃতি সকল শক্তি মূর্ত্তিই ইহারা উপাসনা করে। পতিত ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল দেবপূজায় ইহাদের যাজকতা করে। মনসাদেবীই ইহাদের কুলদেবতা। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ৫ই ও ২০এ এই দেবী-সমক্ষে মহাসমারোহে তাহারা ছাগবলি দেওয়া হয়। নাগপঞ্চমীর দিন তাহারা দেবীর চতুর্ভুজা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। পূজান্তে তাহা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বিসর্জ্জিত হয়। বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চলে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ইহারা ভাদু দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া মহাসমারোহে নগর ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই উৎসবে খুব নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

ইহারা শবদেহ দাহ করে; কিন্তু বসন্ত বা বিসূচিকা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে মাটীতে পুতিয়া রাখা হয়। তিন বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকদিগকেও পুতিয়া ফেলে। অশৌচের পর তাহারা মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। অপরাপর হিন্দুদিগের ন্যায় তাহাদেরও সম্পত্তি বিভাগ হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্রই অধিক অংশ পায়; কারণ তাহাকেই তৎপরিবারভুক্ত সকল বৃদ্ধ স্ত্রীলোককেই পালন করিতে হয়।

ঘাটোয়ালী, চৌকীদারী প্রভৃতি দাসবৃত্তি ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহারা লাটি খেলিতে বিশেষ পটু। বাঙ্গালায় জমিদারবর্গ ইহাদিগকে পাক নিযুক্ত করে।

বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলায় এক শ্রেণীর বাগ্দী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যেও সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। পুরুষেরা মাথায় শিখা রাখে। ইহারা মদ্য ও মাংস-প্রিয়। স্ত্রীলোকেরা মাথায় সিন্দুর দেয়, মঙ্গলসূত্র ও বলয় ধারণ করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলেও ইহারা নিরীহ ও শান্ত। দেবতা ব্রাহ্মণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি। পুরোহিত না থাকিলেও জাতকর্ম্মে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের যাজকতা করে। দ্বাদশদিনে জাতবালকের নামকরণ ও জ্ঞাতি ভোজন হয়। বিবাহের প্রথম দিনে বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা ও তৈল মর্দ্দন করা হয়; দ্বিতীয় দিবসে যথাবিহিত মন্ত্রপাঠের পর বিবাহ সমাপ্ত হইলে বর ও কন্যার পায়ে চাউল ছড়ান হইয়া থাকে। বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা মৃতদেহ পুঁতিয়া ফেলে। ত্রয়োদশ দিনে অশৌচান্ত হইলে স্বজাতীয়গণের ভোজ হইয়া থাকে। সামাজিক বিভ্রাটের বিচার মণ্ডলেরা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

বাগ্‌পত্রি, (বাগপৎ) উঃ পঃ প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। হিন্দন ও যমুনা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৪০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের সদর। যমুনা-নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৫´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ ৫´´ পূঃ। মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই পথে অবস্থান করিয়াছিলেন। নগরটী দুই-ভাগে বিভক্ত। একদিকে কস্‌বা (চাসী) ও অপরভাগে মণ্ডি (বণিক)-গণের বাস। এস্থানে অনেক হাটবাজার আছে। নানা অট্টালিকায় নগরটী বেশ সুশোভিত। যমুনা পার হইবার জন্য নগরের বাহিরে একটী সেতু আছে। এখানকার অধিবাসিগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত। মহাজনেরা প্রায়ই জৈন। চিনি বিক্রয়ের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন তুলা, গম, লঙ্কা, সাজিমাটি প্রভৃতি পঞ্জাব, রাজপুতনা ও বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

বাগ্‌বান্, বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী মালীজাতি-বিশেষ। আচার ব্যবহারে ইহারা অনেকাংশে কুণ্‌বি জাতির মত। অরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকারকালে ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা স্বভাবতঃই সবল ও দৃঢ়কায়, পুরুষেরা মাথা নেড়া করে; কিন্তু দাড়ি রাখে, রমণীগণের বেশ-ভূষা ঠিক হিন্দুরমণীর মত। বাজারে ফল বা শাকসবজী বিক্রয়-বিষয়ে ইহারা পুরুষের সাহায্য করে। ইহারা স্বশ্রেণীর মধ্যেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। কেহ কোন সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে "চৌধুরী" তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। মুসলমান হইলেও ইহারা ভিতরে ভিতরে হিন্দু দেবদেবীর পূজা দেয়, বিপদে মানস করে এবং উৎসবাদি পালন করে; কিন্তু বিবাহাদিতে কাজিকে ডাকে। ইহারা হানফিসম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান, কিন্তু কখন কেহ কল্‌মা পাঠ করে না।

বাগ্‌রাশি, উঃ পঃ প্রদেশের বুলন্দ-সহর জেলার একটী নগর। বাগুরাও নামক জনৈক ঠগ ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। লোদী-রাজগণের সময়ে পাঠানগণ এখানকার ব্রাহ্মণদিগকে উচ্ছেদ করিয়া এইস্থান অধিকার করে।

বাগ্‌রু, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে এই রাজ্যের প্রধান সামন্ত ঠাকুরের আবাস। কার্পাস-বস্ত্রের ছিট ও রঙ্গের বিস্তৃত কারবার আছে।

বাগ্‌লি, মধ্যভারতের ইন্দোর এজেন্সীর অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৩০০ বর্গমাইল। এখানকার সর্দার-গণ চম্পাবৎবংশীয় রাজপুত। ইহাদের উপাধি ঠাকুর। বর্ত্তমান ঠাকুররাজ সিন্দিয়ার অধীন। সিন্দিয়ারাজকে ইনি রাজকর দিয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। কালীসিন্ধু নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ।

বাগ্‌বাগিচা (পারসী) বাগান ও তৎসংলগ্ন ভূম্যাদি।

বাঘ (দেশজ, ব্যাঘ্র শব্দের অপভ্রংশ) ব্যাঘ্র।

বাঘ, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। কিচ্‌গড়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া বালাঘাট জেলার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক শোণ ও দেব নামক শাখানদীদ্বয়ের সহিত মিশিয়া সতোনার নিকট বাণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় এই নদীতে পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করা যায়।

বাঘ, গোয়ালিয়ার রাজ্যের ভোপাবর এজেন্সীর অধিকৃত একটী পরগণা। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল ও প্রস্থে ১২ মাইল। এই বনময় পার্ব্বতীয় স্থানে ভীষণকায় ভীলজাতির বাস। এস্থানে লৌহের খনি আছে। পূর্ব্বে ঐ লৌহ হাপোড়ে গালাইয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

বাঘ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। গিওনা ও বগ্নি নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫২´ ৩০´´ পূঃ। এখানকার পঞ্চপাণ্ডু নামক গুহামন্দির সমধিক বিখ্যাত। বিন্ধ্যগিরিমালার দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্যভূমের উপর এই গুহামন্দির স্থাপিত। এখানকার বৌদ্ধবিহারগুলি অজন্টার গুহামন্দিরের মত। এ সমস্ত খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস।

বাঘআঁকড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘআঁচড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘখালি, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রনদী।

বাঘজলা, (বাগজলা) বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত দমদমা গোরাবারিকের নিকটবর্ত্তী একটী নগর। অক্ষা° ২২°৪৭´৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৪৭´ ১৬´´ পূঃ। দমদমার সেনাবাসও এই নগরসীমার অন্তর্ভুক্ত। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ জলাভূমিই বাঘজলা নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানে অত্যধিক দস্যুর উপদ্রব হইত। এখন এই মাঠে নানা প্রকার বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঘজস্যা (দেশজ) একপ্রকার কীট।

বাঘডাঙ্গা, যশোর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১২´ পূঃ। এস্থানে অতি উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত হয়।

বাঘনখোশিম্ (দেশজ) শিম্বীভেদ।

বাঘনলা (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘভেরেণ্ডা (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘমতী, উত্তর-বিহারে প্রবাহিত একটী নদী। নেপালরাজ্যের কাঠমাণ্ডু নগরের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া মুজঃফরপুর, চম্পারণ ও দরভাঙ্গা জেলার মধ্য দিয়া বুড়ীগণ্ডকে মিলিত হইয়াছে। পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রবাহিত থাকায় বর্ষাকালে ইহার জলপ্রবাহ অতিশয় অধিক হয় এবং সময় সময় ঢলের বন্যায় তীরভূমিদ্বয়ের বিশেষ ক্ষতি করে। হৈয়াঘাটের নিকট ইহার করই নামক শাখা নির্গত হইয়া তিলকেশ্বরে তীলযুগানদীতে পড়িয়াছে। লালবাক্য, ভুরেঙ্গী, লখনদই, ছোট বাঘমতী, ধৌস ও ঝিম নামক কয়টী শাখাই প্রধান। মালাই হইতে বেলানপুর-ঘাট পর্য্যন্ত বাঘমতীর পুরাতন গর্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ষাকালে বাঘমতীর স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় ইহার কলেবর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু শীতের সময় উহাতে ২ ফিট মাত্র জল থাকে। পুরাতন গর্ভের পূর্ব্বকূলে অনেকগুলি নীলকুঠী আছে।

বাঘমতী, (ছোট) বাঘমতী নদীর একটী শাখা মুজঃফরপুর জেলায় প্রবাহিত। হৈয়াঘাট হইতে দরভাঙ্গা পর্য্যন্ত ইহাতে বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারে। কমলা, ধৌস ও ঝিম্ ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

বাঘমারা, ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান।

বাঘমারি, ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূম জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিশৃঙ্গ।

বাঘমুণ্ডী, বাঙ্গালার মানভূম জেলার একটী অধিত্যকা। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম গঙ্গাবাড়ী। অক্ষা° ২৩°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫৩০´´ পূঃ। পুরুলিয়া নগর হইতে এই স্থান ১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

বাঘরঙ্গ (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘলতা (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘল, সিমলা পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। অম্বালার কমিসনারের কর্ত্তৃত্বাধীন। ভূপরিমাণ ১২৪ বর্গমাইল। এখানকার রাজগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত। ইহাদের রাণা উপাধি ছিল। বর্ত্তমান সর্দারের পিতা ইংরাজরাজের সহায়তা করায় রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সনদ অনুসারে তাঁহারা এই রাজ্য ভোগ করিয়া

আসিতেছেন। সকলকার্য্যের বিচার রাজাই করিয়া থাকেন, কোন বধাদেশ দিতে হইলে তাঁহাকে কমিসনরের অনুমতি লইতে হয়। অর্কিনগর এই রাজ্যের রাজধানী। এখানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। য়ুরোপীয় অতিথিগণের বসবাসের জন্য রাজা একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্থান সিমলা-শৈল হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ ও কুনেতজাতি হইতে এখানকার কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। গোর্খা অধিকারে অর্কিনগর রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এখানকার রাজার ৫০ জন সৈন্য ও ১টী কামান আছে। ইংরাজকে ইনি বাৎসরিক ৩৬০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব স্থান। প্রতিবৎসর এখানে একটী মেলা হয়।

বাঘবনপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শালিমার উদ্যানের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। জাহাঙ্গীর বাদশাহের ঝিলম্ উদ্যানের অনুকরণে সম্রাট্ শাহজহানের প্রধান স্থপতি আলীমর্দ্দন খাঁ এই উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করেন। মোগল-সম্রাটের অবনতির সঙ্গে এই উদ্যান ধ্বংসে পরিণত হয়। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ উহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন।

বাঘহাট, সিমলাশৈলের সমীপবর্ত্তী ইংরাজরক্ষিত একটী গিরিরাজ্য, অম্বালাবিভাগের ছোটলাটের অধীন। এখানকার রাণা দলীপসিংহ রাজপুতবংশীয়। ইনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সৈন্যসংখ্যা ৩৫ জন। কশৌলী ও সোলোনের সেনানিবাসের জন্য কতক স্থান ইংরাজরাজ অধিকার করায় তাঁহার রাজকর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বাঘাআড়ী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

বাঘাফড়িঙ্গ (দেশজ) ফড়িঙ্গবিশেষ।

বাঘার, (বঘিয়ার) সিন্ধুনদের একটী শাখা। সিন্ধুপ্রদেশের করাচী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নদী বৃহদায়তন ছিল এবং লহোরীবন্দর পর্য্যন্ত বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারিত। ইহার মোহানাস্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জূণী ও রেচ্ছন নামক শাখা-চতুষ্টয়ে বাণিজ্যতরী সহজেই যাতায়াত করিতে পারে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুমুখে বালুচর পড়ায় ইহার গতিরোধ হইয়াছে।

বাঘের খাল, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া নগরের নিকটে প্রবাহিত গঙ্গার একটী খাল।

বাঘের হাট, খুলনাজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৬৭৯ বর্গমাইল। বাঘের হাট, মাতলা হাট, রামপাল ও মোরেলগঞ্জ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর। ভৈরবনদের তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৪´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৯´ পূঃ। এই নগরের পশ্চিমাংশে খাঁ-জহানের ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। খাঁ-জহানের সাতগম্বুজ নামক মস্‌জিদ্ ও সমাধি-মন্দির এখানকার দেখিবার জিনিষ। সমাধি-মন্দিরের উপরকার গম্বুজটী ৪৭ ফিট্ উচ্চ। এখানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটী মেলা হয়। খাঁ-জহান্ সুন্দরবনে আবাদ করিতে এখানে আসিয়াছিলেন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই সমাধি দেখিতে অনেক লোকে আসিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই মুসলমান। ইহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মকদ্দমা লইয়া দিন কাটাইতে ভাল বাসে। এখন এই নগরের অনেক বাণিজ্যোন্নতি দেখা যায়।

বাঘেল খণ্ড, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ এজেন্সী। দেশীয় সামন্ত-রাজগণের অধিকৃত এবং বড় লাটের মধ্যভারতের এজেন্টের তত্ত্বাবধানে শাসিত। অক্ষা° ২২° ৪০´ হইতে ২৫° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৫´ হইতে ৮২° ৪৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বুন্দেলখণ্ডের অধীন ছিল। উক্ত বৎসর হইতে ইহা বাঘেলখণ্ড-এজেন্সী নামে পরিচিত হয়। ভূ-পরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল। রেবা, নাগোদ, মইহর, সোহবল, কোথি, সিদ্ধপুর ও জগির প্রভৃতি সামন্তবর্গ দ্বারা শাসিত হয়। বাঘেলা নামক রাজপুতগণের বাস হইতে এই স্থান বাঘেলখণ্ড নামে পরিচিত হইয়াছে। বাঘেলা এক সময়ে গুজরাতে রাজত্ব করিতেন। [বাঘেলা দেখ।]

বাঘেলা, শিশোদীয়-বংশীয় রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা গুজরাত-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিহুণপাল (ত্রিভুবন-পাল), দুর্ল্লভ ও বল্লভের রাজত্বের পর ১৩০২ সংবতে বিশলদেব পাটনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার ১৮ বৎসর রাজত্বের পর অর্জ্জুনদেব ১৩২০ সংবতে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৩৩৩ সংবতে সারঙ্গদেবের রাজ্যারোহণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৫৩ সংবৎ হইতে ১৩৬০ সংবৎ পর্য্যন্ত কর্ণ রাজত্ব করেন। শেষোক্ত সংবতে দিল্লীশ্বর সুলতান (সুরত্রাণ) আলা-উদ্দীন্ সসৈন্যে আসিয়া হিন্দুরাজবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। বিচারশ্রেণী ও প্রবচনপরীক্ষা নামক গ্রন্থে এই রাজবংশের রাজ্যকাল সম্বন্ধে অনেক গোল আছে।

রেবার বাঘেলারাজ-আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, অনহলবাড়ের অধিপতি সিদ্ধরায় জয়সিংহের (১১০০-১১৫০ খৃঃ অঃ) পুত্র ব্যাঘ্রদেব দ্বাদশ শতাব্দে এখানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। ব্যাঘ্রদেবের নাম হইতেই তাঁহারা বাঘেলা নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বাঘেশ্বর, কুমায়ুন জেলার হিমালয়-পর্ব্বতস্থ একটী শৈবতীর্থ। গোমতী ও সরযূ-সঙ্গমের নিকটে সীরকোট নামক স্থানে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণের মানসখণ্ডে এই তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেবোদ্দেশে বৎসরে দুইটী মেলা হয়। ঐ সময়ে দেবদর্শনমানসে অনেক লোক-সমাগম হইয়া থাকে এবং বিক্রয়ার্থ নানা দ্রব্যও আনীত হয়।

বাঘেশ্বর, গোঁড়দিগের উপদেবতা বিশেষ। গোঁড়গণ ইহার পূজা করিয়া থাকেন।

বাঘেরা, (ব্যাঘ্রা) রাজপুতনার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। খোর্ত্ত নগর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে বরাহনগরের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি, প্রাচীন বরাহ-মন্দির ও সাগরু নামক পুষ্করিণী, 'শ্রীমৎ আদি বরাহ' নাম ও বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা প্রভৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময়ে এখানে বরাহমূর্ত্তিপূজার আদর ছিল। এখনও এখানে শূকর পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঘেরাবাসী যদি এখানে কোন শূকরহত্যা করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে, এইরূপ প্রবাদ আজিও প্রচলিত দেখা যায়।

বাঘেরার প্রাচীন নাম বসন্তপুর।[১] ইহা চম্বাবতী নগরাধিপ গন্ধর্ব্বসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল। এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখন এই নগরে প্রায় ৩ হাজার লোকের বাস আছে। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বেনিয়া এবং সকলেই প্রায় বিষ্ণুর উপাসক। অধিবাসিগণ কুঠার-হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

বাচণ্ড, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কিয়ান্ নদীর বামকূলে পর্ব্বতের তটদেশে অবস্থিত। এক সময়ে এই স্থান মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল। ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বামন অবতার, হরগৌরী, বিষ্ণু, লিঙ্গমূর্ত্তি, বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ ও শিলালিপি প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। শিলালিপিতে এই নগর বচ্ছুনিস্থান নামে লিখিত হইয়াছে। এখানে চন্দেলরাজ ভিল্লমদেব রাজত্ব করিতেন।

বাচ্চা (দেশজ) শাবক।

বাছন (দেশজ) বেছে লওয়া, ভাল দেখিয়া লওয়া।

বাছল, রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা বিরাটের পিতা বেনরাজের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। খৃষ্টীয় ১১৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাছলরাজগণ রোহিলখণ্ড (পূর্ব্ব) দেবল ও দেবহা (পিলিভিৎ নদী) নদীর অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। কাঠেরিয়াগণের অভ্যুদয়ে তাহারা দেবহার পূর্ব্বদিকে পলাইয়া যায়। মুসলমানগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করে এবং গড়গাজন ও গড় খেরা প্রভৃতি স্থানে দুর্গস্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে থাকে। নিগোহি নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। দিল্লীশ্বর এই নগর অবরোধ করিয়া রাজা উদ্ধরণের ১২টী পুত্রকে শমন ভবনে প্রেরণ করেন। এখনও নিগোহিতে তাহাদের ১২টী সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। এখনও তাহাদের বংশধর তর্পণসিংহ এই স্থান জায়গীররূপে ভোগ করিতেছেন।

বাছল-রাজপুতদিগের গোত্রাচার্য্য শাখা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। চোহান, রাঠোর ও কচ্ছবহগণের সহিত ইহাদের কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। মথুরা, বদাউন্, শাহজহানপুর, রোহিলখণ্ড ও আলিগড়ের নিকটে এখনও বাছল জমিদারদিগের অস্তিত্ব আছে। আবুল-ফজল গুজরাত-প্রদেশে এই জাতির আধিপত্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

বাছা (দেশজ) ১ বৎস। ২ পছন্দ।

বাছুর (দেশজ) গোবৎস।

বাজ (দেশজ) ১ ডানা, তীরের পালক। ২ ঘৃত। ৩ বজ্র। ৪ বাদ্য।

বাজ্ (পারসী) পক্ষিবিশেষ, বাজপাখী।

বাজন (দেশজ) বাদ্যকরণ।

বাজনঘড়ী (দেশজ) যে ঘড়ী বাজে, বাদ্যকারী ঘটিকা-যন্ত্রবিশেষ।

বাজনা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্র।

বাজনীয়া (দেশজ) বাদ্যকর, যাহারা বাজায়।

বাজন্দার (দেশজ) বাদক, যাহারা বাজনা বাজায়।

বাজবহরী (পারসী) শিকারী পক্ষিবিশেষ।

বাজবাহাদুর, মালবের অধিপতি। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতা সুজাখাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ণনাম মালিক বইয়াজিদ। তিনি মালবের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান জয় করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সিংহাসনে আরোহণ সময়ে তিনি সুলতান বাজবাহাদুর নাম গ্রহণ করেন। তিনি রূপমতী নাম্নী জনৈক রমণীর প্রেমে আসক্ত হন। একথা পশ্চিমভারতের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। ১৭ বৎসর রাজত্বের পর সম্রাট্ অকবর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া নিজ শাসনভুক্ত করিয়া লন। পরে বাজবাহাদুর দিল্লীধামে অকবরশাহের সহিত মিলিত হইয়া দুই হাজার অশ্বারোহীসেনার নায়ক হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর একটী পুষ্করিণী মধ্যে তাহাদের উভয়কে গোর দেওয়া হয়।

---

(১) স্থানীয় অধিবাসীরা পদ্মপুরাণের দোহাই দিয়া বলে যে, সত্যযুগে এই স্থান তীর্থরাজ, ত্রেতায় গুভিজ, দ্বাপরে বসন্তপুর ও কলিযুগে ব্যাঘ্র বলিয়া বিঘোষিত হয়। যখন এই স্থানের নাম বসন্তপুর ছিল, তখন তীর্থযাত্রিগণ দলে দলে এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে এই তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাজবাহাদুরচন্দ্র, জনৈক হিন্দু রাজা। রাজচন্দ্রের পুত্র। ত্রিমল্লচন্দ্রের পৌত্র ও লক্ষ্মণচন্দ্রের প্রপৌত্র। ইনি স্মৃতিকৌস্তভ-প্রণেতা অনন্তদেবের প্রতিপালক ছিলেন।

বাজয়াফ্‌ৎ (পারসী) ১ বাজেয়াপ্ত করা, বাদ দিয়া কাটিয়া লওয়া। ২ বিয়োগকরণ।

বাজরা (দেশজ) ১ ঝুড়ি, ফলপূর্ণ ঝুড়ী। ২ শস্যবিশেষ।

বাজা (দেশজ) বাদ্য।

বাজাজ্‌ (দেশজ) বস্ত্রব্যবসায়ী।

বাজাদার (দেশজ) যাহারা বাজনা বাজায়।

বাজানা, গুজরাত প্রদেশের কাঠি-বার রাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। আহ্মদাবাদ ও কচ্ছের রণপ্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে স্থানবিশেষে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। নানা শস্য ও তুলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অন্য নদ নদী না থাকায় অধিবাসীরা ভূগর্ভে কূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী ঢোলেরা নামক বন্দরে এখানকার বাণিজ্য চলিয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের উপর কোনরূপ শুল্ক গৃহীত হয় না।

এখানকার অধিবাসীরা মুসলমান এবং জাট নামে অভিহিত। এখানকার সর্দ্দারবংশ মুসলমান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। ইংরাজরাজকে তিনি বাৎসরিক প্রায় ৮ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। সৈন্যসংখ্যা ২৩২ জন। রাজার দত্তকগ্রহণে ক্ষমতা নাই।

বাজানীয়া (দেশজ) বাদ্যকর, বাজনাবাদক।

বাজার (পারসী) হট্ট, বিপণী।

বাজার, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কালীপাণি নামক নদীতীরে অবস্থিত। এই নগর স্বাৎ ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় এই স্থান প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাবুল, মধ্যএসিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে মালপত্র এখানকার বাজারে জমা হইত বলিয়া তৎকাল এই নগর 'বাজার' নামেই খ্যাত হইয়াছিল। ইহার সন্নিহিত দস্তালোক পর্ব্বতে অনেকগুলি বৌদ্ধগুহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বাজারগাঁও, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। পূর্ব্বকাল হইতেই বেরার ও বোম্বাই নগরের সহিত এখানকার বিস্তৃত বাণিজ্য রহিয়াছে। আমদানী রপ্তানী কার্য্য রেলগাড়ীতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ গ্রামের পশ্চিমাংশে একটী বৃহৎ চৌবাচ্চা গাঁথা আছে। ইহার দক্ষিণ-ভাগের ধ্বংসপ্রায় দুর্গমধ্যে নাগপুররাজ জানোজীর ৫ হাজারী সেনাপতি দ্বারকোজী নায়ক রাজত্ব করিতেন। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে দ্বারকোজী ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বাজারু (পারসী) বাজার সম্বন্ধীয়।

বাজারদর (দেশজ) বাজারের প্রচলিত মূল্য।

বাজারভাত (দেশজ) বাজারের প্রচলিত মূল্য।

বাজি ঘোরপড়ে, জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত। মুধোলের অধিপতি। ইনি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-গবর্মেণ্টের অনুমত্যনুসারে শিবাজীর পিতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শিবাজী স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ঘোরপড়ে ধৃত ও নিহত হন। তদীয় আত্মীয় ও অনুচরবর্গ প্রভুর পদানুসরণ করে। মুধোল নগর লুণ্ঠিত হইবার পর অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল।

বাজিতপুর, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও থানা। অক্ষা° ২৪° ১২´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৫৯´ ৪৩´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে মস্‌লিন বস্ত্র প্রস্তুত হওয়ায় এই স্থানের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। মস্‌লিন সংগ্রহের জন্য এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী কুঠি (factory) নির্ম্মিত ছিল।

বাজিতপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর।

(ব্রহ্মখণ্ড ৪৭।১৪৮-১৫৫)

বাজিতাগ্রাম, বাঙ্গালার বীরভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। (দেশা° ৫৭।২১৪)

বাজিপ্রভু, জনৈক মহারাষ্ট্র-সেনানী। মহাদের দেশপাণ্ডিয়া নামে খ্যাত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন মোগলসৈন্য শিবাজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হয়, তখন ইনি পুরন্দরের দুর্গে মাবলি ও হেট্‌কারী মরাঠাসৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মুসলমান সেনানী মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও দিলের খাঁ পুরন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইলে তিনি বীরদর্পে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কএকবার যুদ্ধের পর মোগলসৈন্য দুর্গের নিম্নদেশ অধিকার করে। কিন্তু হেটকারি মহারাষ্ট্রসৈন্য উপর হইতে গোলাবর্ষণ করায় তাহারা পুনরায় পলায়নপর হয়, এমন সময়ে মাবলিসৈন্যের আক্রমণে মোগলসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। মোগলসেনানী দিলের খাঁ ইহাতেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শিবাজী কৌশলপূর্ব্বক মোগল-সেনানী জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া এই যুদ্ধের অবসান করেন। এই যুদ্ধে বাজিপ্রভু বীরোচিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাজিব (আরবী) ১ আবশ্যকীয়। ২ যথাযোগ্য।

বাজিবী (আরবী) আবশ্যকতা।

বাজী (পারসী) ক্রীড়াবিশেষ, ভোজবিদ্যা। ২ পণ। ৩ আতসবাজী।

বাজীকর (পারসী) বাজীওয়ালা, ভোজবিদ্যাপ্রদর্শক। ২ যাহারা আতসবাজী প্রস্তুত করে।

বাজীভোর (পারসী) হতাশ্বাস হওয়া।

বাজীরাও, (১ম) জনৈক মহারাষ্ট্র পেশবা। বালাজী রাও বিশ্বনাথের পুত্র, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [বিস্তৃত বিবরণ 'পেশবা' শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাজীরাও রঘুনাথ, (২য়) মহারাষ্ট্রের নবম পেশবা। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৭ম পেশবা মাধবরাও নারায়ণের অপঘাত মৃত্যুর পর তিনি মহারাষ্ট্র-পেশবাপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু মহারাষ্ট্র-মন্ত্রিসভার কার্য্যবিপর্য্যয়ে কিছু সময়ের জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিম্‌নাজী অপ্পা 'চিম্‌নাজী মাধবরাও' নামে ৮ম পেশবারূপে মহারাষ্ট্ররাজ্যও শাসন করিয়াছিলেন।

[চিম্‌নাজী মাধবরাও দেখ।]

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিদলের প্রার্থনামতে মহারাষ্ট্র-রাজসরকারে হোলকর ও শিন্দেরাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে রঘুনাথ রাও গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার গর্ভবতী পত্নী আনন্দীবাঈকে ধার-দুর্গে রাখিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরেই এখানে শেষ মহারাষ্ট্র-পেশবা বাজীরাও রঘুনাথের জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমুজ্জল রূপজ্যোতির বিকাশ পাইতে লাগিল। যেমন রূপ, তৎসদৃশ গুণমণ্ডলীতেও বালক বিভূষিত হইয়া উঠিল। বিনয়াদি সদ্‌গুণে তাঁহাকে সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিল, যে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিত, সেই তাঁহার অমায়িকতায় আপ্যায়িত হইত। নিবিষ্টচিত্তে বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রদেশে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না যে, তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচারে সমকক্ষ হইতে পারেন। রাজবংশোচিত অস্ত্রশস্ত্রশিক্ষায়ও তিনি সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অশ্বারোহী ও অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ মহারাষ্ট্রভূমে বিরল ছিল।

বালকের এই অদ্ভুত প্রতিভাশক্তি ভবিষ্যতে আশঙ্কার কারণ জানিয়া মহারাষ্ট্রসচিব নানাফড়নবিশ তাঁহাকে এবং তদীয় ভ্রাতাদিগকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববাস কোপরগাঁও হইতে শিবনেরীর পার্ব্বত্য-দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে জুন্নারের দুর্গমধ্যে নজরবন্দী করেন। রঘুপন্ত ঘোরপড়ে ও বলবন্তরাও নাগনাথ তাঁহাদের অভিভাবকতায় নিযুক্ত থাকেন। ইহার পূর্ব্বে নানা নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাধবরাওকেও বন্দী করিয়াছিলেন। বাজীরাওর অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া রক্ষী বলবন্তরাও তাঁহার পত্রখানি মাধবরাওর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বাজীরাওর প্রতি মাধবের স্নেহাধিক্য অবলোকন করিয়া নানা-ফড়নবিশ উভয়কে দূরে রাখিয়া দিলেন এবং বলবন্তরাওকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। দিন দিন মাধবের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাড়িতে লাগিল। হতাশ হইয়া মাধবরাও আত্মহত্যা করিলেন। এই সংবাদ নানার নিকট পৌছিলে তিনি পরশুরামভাউ, রঘুজী ভোঁস্‌লে, দৌলৎরাও শিন্দে ও তুকোজী হোলকরকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, বাজীরাওকে সিংহাসনে বসাইলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে ইংরাজের আধিপত্য বাড়িবে ; সুতরাং তাঁহাকে রাজ্য না দিয়া মাধবরাওর বিধবা পত্নী যশোদাবাঈকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকেই রাজতক্তে বসান শ্রেয়ঃ। বাজীরাও এই সংকল্প অবগত হইয়াই সিন্দিয়াকে হস্তগত করিলেন। নানাফড়নবিশ ও পরশুরামের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বাজীরাও নিশ্চিন্ত রহিলেন। এদিকে শিন্দে-মন্ত্রী বল্লভভট্ট ও শিন্দেরাজ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইলেন। পুণায় আসিয়া বাজীরাও ও সিন্দিয়ার মিলন হইলেও মহামন্ত্রী বল্লভ তাঁহার কৃত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তদীয় কনিষ্ঠ চিম্‌নাজী মাধবরাওকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মে পুণায় আনাইয়া পেশবাপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে পরশুরাম বল্লভের সাহায্যে নানার উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী হন। [পরশুরাম ও নানাফড়নবিশ দেখ।]

নানা উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় বাজীরাওকে স্বীয় দলে আনিতে চেষ্টা পাইলেন। এতদিন বহুপরিশ্রমে যে অর্থরাশি তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি পেশবাসৈন্য ও শিন্দেসৈন্যের কতকাংশ হস্তগত করিলেন। পেশবাসেনানী বাবারাও ফড়কে পরশুরামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন, তুকোজী হোলকর ও সখারাম ঘাটগে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমে বাজীরাওকে হস্তগত করিয়া তিনি শিন্দেরাজকে রাজ্যদানের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিলেন। সেই সঙ্গে নিজাম-মন্ত্রী মাসীর উলমুল্‌ক ও স্বয়ং নিজামকেই খুর্দ্দাযুদ্ধে অধিকৃত নিজামরাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বাজীরাও ও বাবারাও শিন্দে-মন্ত্রী বল্লভের আগমনেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বল্লভ সসৈন্যে আসিয়াই বাজীরাওকে সকল ষড়যন্ত্রের মূল জানিয়া তাঁহার তাম্বু ঘেরাও করিলেন এবং সখারাম ঘাটগের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে উত্তর-ভারতে চালান দিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘাটগেকে অর্থলোভে বশীভূত করিলেন। তিনি কিছুদিনের মত নিকটেই রহিলেন। এদিকে নানার কূটমন্ত্রণায় বল্লভ ও পরশুরাম উভয়েই ধৃত হইলেন এবং বাজীরাও ভীমাতীরবর্ত্তী কোরেগাঁও-নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নানা বাজীরাওর নিকট উপস্থিত হইয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। যেন তিনি পেশবাপদে

অধিষ্ঠিত হইয়া নানা-ফড়নবিশের উপর কোনরূপ অত্যাচারী না হন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৫এ নবেম্বর সাধারণের সম্মতিক্রমে বাজীরাও পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাজীরাও সিংহাসনে আসীন হইবার পর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজ্যবিপ্লবের সূচনা হয়। উক্ত বৎসরে পুণানগরেই পেশবার আরব ও সিপাহী সৈন্যের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া একটী খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। উত্তরোত্তর অন্তর্বিপ্লবে রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। বাজীরাওর পরামর্শানুসারে ঘাটগে নানার বাসবাটী ও তাঁহার অনুচরবর্গের গৃহাদি লুণ্ঠন করিলেন। নানা সপরিবারে ধৃত ও বন্দী হইলেন। বাজীরাও স্বীয় বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা অমৃতরাওকে সচিবপদে এবং বালাজীপন্ত পটবর্দ্ধনকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া শিন্দেরাজকে সরাইতে মনন করিলেন; কিন্তু শিন্দেরাজ তাঁহার প্রতিশ্রুত দুই ক্রোর টাকা চাহিয়া বসিলেন। রাজকোষ শূন্য হওয়ায় তিনি যথা সময়ে টাকা দিতে পারিলেন না। তিনি ঘাটগেকে পুণানগর লুটিয়া অর্থ-সংগ্রহের আদেশ দিলেন। প্রথমেই রাজগৃহে বন্দী পুণার আত্মীয়বর্গকে নির্যাতন-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ক্রমে মহাজন, ও ধনী ব্যক্তি মাত্রকেই কঠোর অত্যাচার ও নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য বাজীরাও শিন্দেকে প্রকাশ্যরূপে তিরস্কার করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাদজী শিন্দের বিধবা পত্নীকে অমৃতরাও আশ্রয় দেন। এই সূত্রে ঘাটগে আসিয়া অমৃতরাওর তাম্বু আক্রমণ করেন। ক্রমে উভয়পক্ষে ঘোর বিবাদের সূচনা হয়।

শিন্দে বাজীরাওকে ভয় দেখাইবার জন্য নানাকে আহ্মদনগর দুর্গ হইতে মুক্ত করিলেন। বাজীরাও পূর্ব্ব হইতেই নানার ষড়যন্ত্রে ভীত ছিলেন। তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্তিতে চমকিত হইয়া তিনি সিন্দিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে নানাপক্ষীয় ইংরাজসৈন্য পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় রহিলেন। এদিকে তিনিই স্বয়ং গুপ্তচর পাঠাইয়া নানাকে পুণায় আনাইলেন এবং মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ঘাটগের হস্তে অমৃতরাও পরাজিত হইলে মহাদজীর পত্নীত্রয় কোল্হাপুর রাজ্যে যাইয়া আশ্রয়লাভ করেন, বল্লভভট্ট প্রভৃতি শেন্বী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করেন। পেশবা পুনরায় শিন্দের সহিত মিলিত হইয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোল্হাপুর-পতিকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনায় বিভ্রাট্ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার কোল্হাপুর রাজ্য জয় করা হইল না। এই সময়ে নানাফড়্নবিশের মৃত্যু হয়। বাজীরাও ক্রমে সিন্দিয়ার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় রহিলেন। যশোবন্তরাও হোলকর মালববিজয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দমনের জন্য শিন্দে পুণা ছাড়িয়া চলিলেন। অবসর পাইয়া বাজীরাও পুণাবাসীর উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঘাটগেকে প্রতিশোধ দিতে অসমর্থ হইয়া তিনি যশোবন্তের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমেই তাঁহার হস্তে শিন্দেসৈন্য বিদ্ধস্ত হইতেছিল। তিনি পেশবারাজ্য লুণ্ঠন করায় বাজীরাও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গতি-রোধ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শিন্দে ও পেশবার মিলিত সৈন্য যশোবন্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। পুণায় বিজয় ঘোষণা করিয়া যশোবন্ত পেশবা-পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বাজীরাওকে পুনরায় আনাইতে পারিলেন না। শেষে তিনি অমৃতরাওকে পেশবা-পদ দান করিতে স্বীকৃত হন। বাজীরাও ইংরাজের সহিত মিলিত হইলে, বিশেষ অনিচ্ছাসত্বে অমৃতরাও পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বসইর সন্ধি অনুসারে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্‌লী হোলকর দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে পুনরায় বাজীরাওকে পেশবাপদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

শিন্দে, হোলকর ও পেন্ধারিগণের পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হওয়ায় পরবৎসরে দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়। এই সময়ে বাজীরাও শিন্দে ও রঘুজী ভোঁস্‌লের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের প্রভাব হ্রাস-করণে যত্নবান্ হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর দুর্গ ও অ্যাসে যুদ্ধ জয়ের পর ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাজীরাওর পুনরভ্যুত্থান পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-রাজ্যে দস্যু উপদ্রব ও বিদ্রোহী সেনাদলের বিপ্লব ব্যতীত আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনের অধিষ্ঠান হইতে বাজীরাও ইংরাজী প্রথায় সৈন্যশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি খুশ্রুজি কর্ণাটকের সরসুবাদার হইলে সদাশিব মানকেশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনকে তাঁহার শাসন-বিশৃঙ্খলতার বিষয়, অবগত করিলেন; সুতরাং তাঁহার পরামর্শে খুশ্রুজী পুনরায় প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং ত্রিম্বকজী দেঙ্গলিয়া কর্ণাটকের শাসনকর্ত্তা হইয়া গমন করিলেন। এই ত্রিম্বকজী ইংরাজবিদ্বেষবশতঃই বাজীরাওকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বাজীরাও শেষজীবনে ধর্ম্ম-সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে ত্রিম্বকজীর অত্যাচারে রাজ্য ছারখার যাইতে বসিল। পুণার ধর্ম্মাধিকরণে

ন্যায় বিচার লোপ পাইল, যে পক্ষ অধিক ঘুস দিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারই জয়লাভ হইত।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা শিন্দে, হোলকর, ভোঁসলে ও পেন্ধারিসর্দ্দারগণের নিকট লোক পাঠাইয়া ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। ত্রিম্বকজীর প্ররোচনায় তিনি ইংরাজকর্ম্মচারী এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে নিজাম ও গাইকবাড়রাজের প্রতিপত্তি-লাভের কথা জ্ঞাপন করিলেন। ঐ সময়ে গাইকবাড়ের দূত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণায় ছিলেন। তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য ত্রিম্বক ও বাজীরাও বিশেষ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তাঁহারা শঠতাপূর্ব্বক গঙ্গাধরকে পণ্ঢরপুরের বিঠোবামন্দিরে লইয়া হত্যা করেন। এই অপরাধে ইংরাজরাজ ও গোপাল রাও মৈরাল ত্রিম্বকের উপর সন্দিহান হন। ত্রিম্বককে ইংরাজহস্তে সমর্পণের জন্য বাজীরাওকে অনুরোধ করা হইল। বাজীরাও ত্রিম্বকজীকে স্বয়ং অবরুদ্ধ রাখিলেন। ত্রিম্বক অর্পিত হইল না দেখিয়া ইংরাজসৈন্য পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইল। বাজীরাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ত্রিম্বকজীকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিলেন। গঙ্গাধরের হত্যায় বরোদার রাজমন্ত্রী সীতারাম ত্রিম্বকজীর সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনিও বাজীরাওর পক্ষ হইয়া সেনা-সংগ্রহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। উক্ত বৎসরেই ত্রিম্বক ঠানা দুর্গ হইতে আহ্মদনগরের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলাইয়া আসেন।

ত্রিম্বক সমর্পিত হইলে, সদাশিব ভাউ মানকেশ্বর, মোরো-দীক্ষিত ও চিম্নাজী নারায়ণ বাজীরাওর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাহিরে ইংরাজের সহিত মিত্রতা দেখাইলেও পরোক্ষে শিন্দে, হোলকর, নাগপুর ও পেন্ধারিগণের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিম্বকজীকে অর্থ সাহায্য করিয়া তিনি ভীল, কোল, রামোসি ও মাঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকে ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উত্তেজিত করিলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এ সংবাদ পেশবাকে অবগত করাইলেন। পেশবা ইহার প্রতিবিধান জন্য সেনাদল পাঠাইলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সন্তুষ্ট না হইয়া ত্রিম্বকের আত্মসমর্পণ প্রার্থনা করিলেন এবং জানাইলেন, যতদিন না ত্রিম্বক প্রত্যর্পিত হয়, ততদিন সিংহগড়, পুরন্দর ও রায়গড় দুর্গ ইংরাজাধিকারে থাকিবে। যদি বাজীরাও এই দুর্গত্রয় ইংরাজের নিকট বন্ধকস্বরূপ না রাখেন, তাহা হইলে ইংরাজরাজ পুণা-রাজধানী অবরোধ করিতে বাধ্য হইবেন। দুর্গত্রয় ইংরাজহস্তে সমর্পিত হইল বটে; কিন্তু তন্মধ্যে একটী সৈন্যও রহিল না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুণার সন্ধিঅনুসারে পেশবা নর্ম্মদার উত্তর এবং তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণবর্ত্তী ভূভাগের অধিকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। পুণার সন্ধি শেষ হইলে তিনি পুণানগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ঢরপুরে তীর্থযাত্রা করেন। উক্ত বৎসরে কিকির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পেশবা সাতারা অভিমুখে পলায়ন করিলেন; কিন্তু ইংরাজ-সেনানী কর্ত্তৃক পশ্চাদনুসৃত হইয়া নানা স্থানে পর্য্যটনের পর পুনরায় পুণা অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী ইংরাজের যুদ্ধে পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া তিনি সাতারা হইতে শোলাপুর অভিমুখে পলায়ন করেন; কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি আসীরগড়ের নিকটবর্ত্তী ঢোলকোট নগরে ইংরাজসেনানী সর্ জন-মেকমের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। উক্ত বৎসরের ৩রা জুন ইংরাজরাজ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা মাসহরা বন্দোবস্ত করিয়া কাণপুরের নিকট বিঠুর নগরে তাঁহার আবাস নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ধুন্ধুপন্থ (নানাসাহেব) ইহারই দত্তকপুত্র। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিঠুর নগরেই বাজীরাওর মৃত্যু ঘটে।

বাজু (পারসী) ১ অলঙ্কারবিশেষ। এই অলঙ্কার হস্তে ব্যবহৃত হয়। ২ হস্ত। ৩ দেওয়ালের অংশবিশেষ। ৪ দরজা ও জানালার পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠদ্বয়।

বাজুবন্দ (পারসী) হস্তালঙ্কার, বাজু।

বাজে (আরবী) ১ বৃথা, বিফল। ২ ব্যথালাগা।

বাজেখরচ (আরবী) অনাবশ্যক খরচ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরচ।

বাজেজমা (আরবী) উপরি যে জমা হয়, অতিরিক্ত জমা।

বাজেজমী (আরবী) যে জমীর খাজনা দেওয়া হয় না।

বাজেদফা (আরবী) অতিরিক্ত দফা।

বাটন (দেশজ) ১ পেষণ। ২ বিভাগকরণ।

বাটনী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক বাটনা বাটে।

বাটপাড় (দেশজ) ডাকাত।

বাটপাড়িয়া (দেশজ) বাটপাড়, ডাকাত।

বাটপাড়ী (দেশজ) বাটপাড়ের কার্য্য, ডাকাতী।

বাটা (দেশজ) ১ পেষণ। ২ তাম্বূলাধার। ৩ মৎস্যবিশেষ।

বাটালি (দেশজ) সূত্রধারদিগের কাষ্ঠচ্ছেদক যন্ত্রবিশেষ।

বাটিয়া (দেশজ) রজ্জুবিশেষ, পাটের পাকান সূতা।

বাটী (দেশজ) ১ গৃহ। ২ পাত্রবিশেষ।

বাটুয়া (দেশজ) ১ পথসম্বন্ধীয়। ২ থলিয়া। ৩ বেটো, ক্ষুদ্র তাম্বূলাধার।

বাটুলা (দেশজ) কলাইভেদ।

বাটুলাই (দেশজ) কটাহ, কড়া।

বাট্‌খারা (দেশজ) তুলাদণ্ডের সেরাদি পরিমাপক দ্রব্যবিশেষ।

বাট্টা (দেশজ) ১ তাম্বূলাধার। ২ টাকা বা নোট ভাঙ্গাইতে

যে অতিরিক্ত পয়সা লাগে। ৩ বিভিন্ন দেশের মূল্যবিনিময়ের লভ্যাংশ।

বাড়, ১ প্লাবন। ২ স্নান। ভ্বাদি° আত্মনে সক° স্নানার্থে অক° সেট্‌। লট্ বাড়তে। লোট্ বাড়তাং। লিট্ ববাড়ে। লুঙ্ অবাড়িষ্ট।

বাড়, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৪২৮ বর্গমাইল। ফত্‌বা (ফতুয়া), বাড় ও মুকামা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪৫´ ১২´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এই নগরে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বাড়ই (দেশজ) গুড় প্রস্তুতকারীর প্রধান ব্যক্তি।

বাড়ন্ত (দেশজ) ১ বর্দ্ধনশীল। ২ চাউল প্রভৃতির অভাবকে গৃহিণীরা বাড়ন্ত কহে।

বাড়ব (ক্লী) বড়বানাং সমূহঃ বড়বা (খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) ইত্যঞ্। ১ বড়বা-সমূহ। বড়বায়া ইদং বড়বা-অণ্। (ত্রি) ২ বড়বা সম্বন্ধীয়।

"দীপনীয়মচক্ষুষ্যং বাড়বং দধি বাতলম্।" (সুশ্রুত ১।৪৫)

(পুং) বাড়ং বজ্রান্তস্নানং বাতি প্রাপ্নোতীতি বাড়-বা-ক। ৩ ব্রাহ্মণ। বড়বায়াং ঘোটক্যাং জাতঃ, বড়বা-অণ্। ৪ বড়বানল। পর্য্যায়—ঔর্ব্ব, সংবর্ত্তক, অব্ধ্যগ্নি, বড়বামুখ। (হেম)

"মহোদধের্জ্জঠরগতশ্চ বাড়বো ভবান্ বিভূত্যা পরয়া করে স্থিতঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৮।৬৪)

বাড়বাগ্নি (পুং) বড়বা সমুদ্রস্থা ঘোটকী তৎসম্বন্ধাগ্নিঃ। বড়বানল। "পয়সি সলিলরাশের্নক্তমন্তর্নিমগ্নঃ স্ফুটমনিশমতাপি জ্বালয়া বাড়বাগ্নেঃ।" (মাঘ ১১।৪৫)

বাড়বাগ্র্য (পুং) বাড়বেষু ব্রাহ্মণেষু অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠঃ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

"ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্ত বাড়বাগ্র্যস্ত ধীমতঃ।
পপ্রচ্ছ হৃষ্টমানস্কস্তীর্থযাত্রাবিধিং মুনিম্।"
(পদ্মপু° পাতলখ° ১৯ অঃ)

বাড়বেয় (পুং) বড়বায়া ঘোটকরূপধারিণ্যাঃ সূর্য্যপত্ন্যা অপত্যে পুমাংসৌ বড়বা ঢক্। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

বাড়ব্য (ক্লী) বাড়বানাং ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ বাড়ব (ব্রাহ্মণমানববাড়বাদ্যৎ। পা ৪।২।৪২) ইতি যৎ। ব্রাহ্মণসমূহ।

বাড়া, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পেন্ডারি-সর্দ্দার চিতু এইস্থান জায়গীররূপে ভোগ করিয়াছিলেন। এখানে ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ আছে। কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় এবং ছিন্দবাড়ারাজ্যের বন্যভূমি হইতে কাষ্ঠ ও ঐ্‌ওর বাণিজ্য এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা।

বাড়া (দেশজ) ১ বর্দ্ধিত। ২ বাদ্যাদির বিভাগ। ৩ গৃহ। যথা—'ইমামবাড়া'

বাড়াবাড়ি (দেশজ) অতিরিক্ত, বৃদ্ধি।

বাড়ি (দেশজ) বৃদ্ধি। ধান্যাদি কর্জ্জ দেওয়া হইলে তাহার যে বৃদ্ধি দেয়, তাহাকে বাড়ি কহে।

বাড়িঙ্গন (পুং) বাড় প্লাবনং তস্মৈ ইঙ্গতে ইতি বাড়্-ইঙ্গ-ল্যু। বার্ত্তাকু। (রত্নমা°)

বাড়ী (দেশজ) ১ গৃহ। ২ ছড়ী।

বাড়ী, হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত।

বাড়ী, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতাপুর জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ১২৫ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এখানে কচ্ছেরা ও আহীর জাতির বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান তাহাদের অধিকারে থাকে। অবশেষে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী প্রতাপসিংহনামা জনৈক হিন্দু দিল্লীর তোগলক সম্রাটের ফর্ম্মান্ অনুসারে এই স্থান দখল করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজিও এখানে চৌধুরী নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে এখানকার অনেক স্থান বৈশ নামক রাজপুতদিগের অধিকৃত।

বাড়ীর (পুং) ভৃত্য।

বাড়্তী (দেশজ) বৃদ্ধি, অধিক।

বাঢ় (ক্লী) বাহ-প্রযত্নে-ক্ত (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অতিশয়।

"বাঢ়ং ময়া সা নগরী দৃষ্টা বিদ্যার্থিনা সতা।" (কথাসরিৎ° ২৪।৬৮)

২ প্রতিজ্ঞা। (অমর) 'বাঢ়ম্' এইরূপ একটী অব্যয় আছে। (ভারত) 'বাঢ়ং ত্রিষু দৃঢ়ে ক্লীবমনুমত্যাদেশ ত্রিষু।' (নানার্থরত্নমা°) ৩ সত্য। (রঘু ১৯।৫২)

বাঢ়স্বন্ (ত্রি) নিঃশঙ্কগামী, অশঙ্কিতগমন।

বাণ (পুং) বণনং বাণঃ শব্দস্তদস্যাস্তীতি বাণ-অচ্। অস্ত্রবিশেষ, চলিত তীর। পর্য্যায়—পৃষৎক, বিশিখ, অজিহ্মগ, খগ, আশুগ, কলম্ব, মার্গণ, শর, পত্রী, রোপ, ইষু, চিত্রপুঙ্খ, শায়ক, বীরতর, তূণক্ষেড়, কাণ্ড, বিপর্ষক, শরু, বাজী, পত্রবাহ, অস্ত্রকণ্টক। লৌহময় বাণের পর্য্যায় যথা—প্রক্ষেড়ন, লৌহনাল, নারাচ। ক্ষিপ্তবাণের পর্য্যায়—তীক্ষ্ণ, লিপ্তক, দিগ্ধ। (শব্দরত্না°)

"যত্র বাণাঃ সংপতন্তি কুমারা বিশিখাইব" (ঋক্ ৬।৭৫।১৭)

২ গোস্তন। ৩ কেবল। (মেদিনী) ৪ অগ্নি। (ত্রিকা°) ৫ কাণ্ডাবয়ব। (বিশ্ব) ৬ ভদ্রমুঞ্জতৃণ। (রাজনি°) (পুং স্ত্রী) ৭ নীলঝিণ্টী।

"বিকচবাণদলাবলয়োঽধিকং রুরুচিরে রুচিরেক্ষণবিভ্রমাঃ॥"
(মাঘ ৬।৪৬)

বণ্যতে শব্দ্যতে ইতি বণ শব্দে (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। ৮ বাক্। (নিঘণ্টু) ৯ স্বনাম-খ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিকুক্ষির পুত্র। (রামা° ১।৭০।২২-২৩) ১০ কাদম্বরীপ্রণেতা একজন কবি।

"সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুট-প্রমৃষ্টহোমশ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাৎ ততঃ সুরো বাণ ইতি ব্যজায়ত॥"
(কাদম্বরী)

কাহারও কাহারও মতে ইনি হর্ষচরিতপ্রণেতা। [বাণভট্ট দেখ।] ১১ বলিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। ভাগবতে লিখিত আছে—মহারাজ বলির শতপুত্র ছিল, বাণ তাহার মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ এবং সকল গুণসম্পন্ন ও সহস্রবাহু। ইনি বহুসহস্র বৎসর তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বরগ্রহণ করেন। পাতালস্থ শোণিতপুরী ইহার রাজধানী ছিল। মহাদেবের অনু-গ্রহে দেবগণ ইহার কিঙ্করসদৃশ ছিলেন। যুদ্ধস্থলে মহাদেব স্বয়ং আসিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেন। বাণের উষা নামে এক কন্যা ছিল। উষা প্রতিরাত্রে এক কমনীয়কান্তি পুরুষকে স্বপ্ন দেখিত। ক্রমে উষা স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সখী চিত্রলেখার সমীপে মনোভাব ব্যক্ত করে। চিত্র-লেখা ঐ পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া যোগবলে আকাশ-মার্গ দিয়া দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে অনি-রুদ্ধকে হরণ করিয়া গোপনে উষার নিকট লইয়া যায়। অনিরুদ্ধ কিছুদিন এইখানে গুপ্তভাবে থাকিলেন, পরে বাণ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন।

এদিকে অনিরুদ্ধ চারিবৎসর পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ হইলে নারদ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দেন। অনিরুদ্ধ বাণের নিকট আবদ্ধ আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে অনিরুদ্ধের এই সংবাদ পাইয়া সত্বর বাণপুরীতে যাইয়া বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মহাদেব আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বাণের বাহুচ্ছেদ করেন। বাণের বাহু সকল ছিন্ন হইলে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন। স্তবে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। বাণের চারি বাহু অবশিষ্ট থাকে। বাণ অনিরুদ্ধের সহিত উষাকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার মহোৎসব করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে দ্বারকায় লইয়া আসেন। (ভাগবত ৬২-৬৪ অঃ) হরিবংশে ১৭২ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বাণগঙ্গা (স্ত্রী) বাণেন প্রকটিতা গঙ্গা নদীবিশেষঃ। রাবণবাণ-নির্ভিন্ন সোমেশ্বরগিরিভব নদীবিশেষ। রাবণ বাণ নিঃক্ষেপ করায় সোমেশ্বর পর্ব্বত হইতে যে জলধারা নির্গত হইয়াছিল, তাহার নাম বাণগঙ্গা। এই বাণগঙ্গায় স্নান করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয়। এই স্থলে বাণেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেও অশেষ পুণ্যলাভ হয়। এই নদী গঙ্গা-তুল্য-পুণ্যপ্রদা বলিয়া বাণগঙ্গা নাম হইয়াছে।*

বাণদণ্ড (পুং) বাণস্য দণ্ডঃ। বাধাদণ্ড, পর্য্যায়—বেমা। (হেম)

বাণধি (পুং) বাণা ধীয়ন্তেঽস্মিন্ যা আধারে-কি। ১ ইষুধি, তূণ। (হেম)

বাণনাশা (স্ত্রী) নদীভেদ।

বাণপঞ্চানন (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

বাণপথ (পুং) শরমার্গ। বাণ ছাড়িলে যতদূর যায়।

বাণপাত (পুং) ১ শরনিঃক্ষেপ।

বাণপুষ্পা (স্ত্রী) বাণস্য পুষ্পা। শরপুষ্পা। (রাজনি°)

বাণপুর (ক্লী) বাণস্য রাজ্ঞঃ পুরম্ নগরম্। বাণরাজনগর। পর্য্যায়—দেবীকোট, কোটীবর্ষ, উষাবন, শোণিতপুর, আগ্নেয়, উমাবন, কোট্টীপুর। (শব্দরত্না°)

বাণভট্ট (পুং) কাদম্বরী গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র রচনা করেন। শেষার্দ্ধ রচনার পূর্ব্বেই ইহার জীবদেহের অবসান হয়। ইনি চিত্রভানুর পুত্র, অর্থপতির পৌত্র ও কুবেরের প্রপৌত্র। কাদম্বরী ব্যতীত চণ্ডীশতক, পার্ব্বতীপরিণয়রূপক, মুকুটতাড়িতক নাটক (চণ্ডপাল দময়ন্তীকাব্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন), সর্ব্বচরিত নাটক ও হর্ষচরিত রচনা করেন। ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় তাঁহার রচিত কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সম্রাট্ হর্ষদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন।
[হর্ষদেব দেখ।]

বাণযুদ্ধ (ক্লী) বাণেন সহ যুদ্ধং। বাণরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম। [বাণ দেখ।]

বাণলিঙ্গ (ক্লী) বাণার্চ্চনার্থং কৃতং লিঙ্গং। নর্ম্মদাদি নদীজাত শিবলিঙ্গবিশেষ।

"বাণঃ সদাশিবো দেবো বাণো বাণাসুরোঽপি চ।
তেন যস্মৈ কৃতং তস্মাদ্বাণলিঙ্গমুদাহৃতম্॥" (হেমাদ্রি°)

---

* "সোমেশাদ্দক্ষিণে ভাগে বাণেনাদ্রিং বিভিদ্য বৈ।
রাবণেন প্রকটিতা জলধারাতিপুণ্যদা॥
বাণগঙ্গেতি বিখ্যাতা যা স্নানাদঘহারিণী।
স্নাত্বা তু বাণগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা বাণেশ্বরং বিভুম্॥
গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্য মোদতে দেববদ্দিবি॥"
(বরাহপুরাণ ত্রিবেণ্যাদি মহিমানামাধ্যায়)

নর্ম্মদা নদীতে যে শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাই বাণলিঙ্গ। এই বাণলিঙ্গ সকল লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিবলিঙ্গ-পূজনে কোমল লিঙ্গের মধ্যে মৃল্লিঙ্গ এবং কঠিন লিঙ্গের মধ্যে বাণলিঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"কোমলেষু চ লিঙ্গেষু পার্থিবং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
কঠিনেষু চ পাষাণং পাষাণাৎ স্ফাটিকং বরম্॥
হৈরণ্যং রাজতাৎ শ্রেষ্ঠং হৈরণ্যাদ্ধীরকং বরম্।
হীরকাৎ পারদং শ্রেষ্ঠং বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্॥"
(মেরুতন্ত্র ৯ প্রঃ)

নর্ম্মদা, দেবিকা, গঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতি পুণ্যনদীতে বাণলিঙ্গ পাওয়া যায়। এই লিঙ্গপূজনে ইহজন্মে সকল অভীষ্টলাভ এবং পরকালে মুক্তি হইয়া থাকে।

"বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥
নর্ম্মদা দেবিকায়াশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষন্মুখ॥" (বীরমিত্রোদয়)

বাণলিঙ্গ সকল ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নদ্বারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যথা—যে লিঙ্গ মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ এবং কৃষ্ণ কুণ্ডলিকাযুত, তাহার নাম স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। যাহা নানাবর্ণ এবং জটা ও শূল-চিহ্নযুক্ত, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ। দীর্ঘাকার, শুভ্রবর্ণ এবং কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত হইলে নীলকণ্ঠ। শুক্লাভ, শুক্লকেশ ও নেত্রত্রয় চিহ্ন-যুক্ত হইলে মহাদেব। কৃষ্ণবর্ণ আভাযুক্ত এবং স্থূলবিগ্রহ হইলে কালাগ্নিরুদ্র। মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ, শ্বেত যজ্ঞোপবীতযুক্ত, শ্বেত পদ্মাসীন, ও চন্দ্ররেখাভূষিত হইলে ত্রিপুরারি লিঙ্গ কহে।

বাণলিঙ্গে মহাদেব সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন। বাণলিঙ্গে পূজা করিতে হইলে বেদিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক, কারণ ঐ বেদিকার উপর লিঙ্গস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। বিনা আধারে পূজা করিতে নাই, ঐ বেদিকা তাম্র, স্ফাটিক, স্বর্ণ, পাষাণ ও রৌপ্য দ্বারা করা যাইতে পারে। প্রতিদিন এইরূপ বেদিকার উপর বাণলিঙ্গ রাখিয়া পূজা করিলে তাহার মুক্তি লাভ হয়।

"তাম্রী বা স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা।
বেদিকা চ প্রকর্ত্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ॥
প্রত্যহং যোঽর্চ্চয়েল্লিঙ্গং নার্ম্মদং ভক্তিভাবতঃ।
ঐহিকং কিং ফলং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥" (সূতসংহিতা)

নানা প্রকার বাণলিঙ্গ আছে, তাহার কতকগুলি মোক্ষার্থী-দিগের হিতকারক, কতক গৃহস্থের, কতক বা সন্ন্যাসীদিগের শুভজনক হইয়া থাকে।

নিন্দনীয় লিঙ্গ—বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে তাহা পূজা করিতে নাই, ঐরূপ লিঙ্গপূজা করিলে দারাপুত্রক্ষয় হইয়া থাকে। এক পার্শ্বস্থিত লিঙ্গ, ভগ্নলিঙ্গ, ছিদ্রলিঙ্গ এবং যে লিঙ্গের অগ্রদেশ তীক্ষ্ণ ও শীর্ষদেশ বক্র, ত্র্যস্র, অর্থাৎ যাহা ত্রিকোণ, অতি স্থূল ও অতি কৃশ, তাদৃশ লিঙ্গ পূজায় প্রশস্ত নহে। কপিলবর্ণ অথবা ঘনাভলিঙ্গ মোক্ষার্থীদিগের শুভজনক। যে লিঙ্গের বর্ণ ভ্রমরের ন্যায়, সেইরূপ লিঙ্গই গৃহস্থদিগের শুভকর। এই লিঙ্গ সপীঠ বা অপীঠ উভয় অবস্থায় পূজা করা যাইতে পারে। বাণলিঙ্গপূজায় আবাহন বা বিসর্জ্জন কিছুই করিতে হয় না। স্ত্রীশূদ্র সকলেরই এই বাণলিঙ্গ-পূজনে অধিকার আছে। শিবের যে ধ্যান আছে, তাহা দ্বারাও বাণলিঙ্গপূজা করা যাইতে পারে, অথবা নিম্নোক্ত ধ্যানে পূজা করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্॥
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্॥"

বাণলিঙ্গ নাম হইবার কারণ সূতসংহিতায় লিখিত আছে—রাজা বাণ মহাদেবের অতিশয় প্রিয় ছিল এবং প্রতিদিন শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিত। এইরূপ দিব্য পরিমাণ শতবৎসর পর্য্যন্ত শিবপূজা করিলে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বর দেন,—আমি তোমাকে চতুর্দ্দশকোটি লিঙ্গ প্রদান করিতেছি, ইহা সিদ্ধ-লিঙ্গ। এই লিঙ্গ নর্ম্মদাদি পুণ্যনদীতে থাকিবে। যথানিয়মে এই বাণলিঙ্গ পূজা এবং পূজান্তে তাহার স্তব করিয়া পূজা সমাধান করিতে হয়।

স্তব যথা—"বাণলিঙ্গমহাভাগ সংসারাত্ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে॥
সংসারাকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ॥
দহনায় নমস্তভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ॥" ইত্যাদি
(যোগসার, বাণলিঙ্গস্তোত্র) [নর্ম্মদাসম্ভব দেখ।]

বাণ, বীরনারায়ণচরিতকাব্যপ্রণেতা জনৈক কবি। ইনি অভি-নব ভট্টবাণ নামে প্রসিদ্ধ।

বাণকবি, শব্দচন্দ্রিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

বাণবার (পুং) বাণং পরমুক্তশরং বারয়তীতি বৃ-ণিচ্-অণ্। ভটাদির চোলাকৃতিসন্নাহ, পর্য্যায়—বারবাণ, বারণ, চোলক। (হারা°) এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাণবারং মৃজাবর্ণতেজোবলবিবর্দ্ধনম্।" (সুশ্রুত ৪।২৪)

বাণসুতা (স্ত্রী) বাণস্য বাণাসুরস্য সুতা। উষা। (শব্দরত্না°)

বাণহন্ (পুং) বাণং বাণাসুরং হন্তীতি হন্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

বাণা (স্ত্রী) ১ বাণমূল। (মেদিনী) ২ নীলপুষ্প ঝিণ্টীক্ষুপ, চলিত নীলঝাঁটী। (দেশজ) ৩ শিগ্ন।

বাণারি (পুং) বাণস্য বাণাসুরস্য অরিঃ। বিষ্ণু।

বাণাশ্রয় (পুং) বাণস্য আশ্রয়ঃ। ধনুঃ। (হলায়ুধ)

বাণাসন (ক্লী) বাণস্য আসনং। ধনুঃ। (হলায়ুধ)

বাণি (দেশজ) স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া যে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়।

বাণিজ (পুং) বণিগেব, বণিজ-অণ্। ১ বণিক্। ২ বাড়বাগ্নি।

বাণিজক (বাণিজিক) (পুং) বণিগেব বণিজ্-ঠঞ্। ১ বাড়বাগ্নি। ২ বণিক্।

"যত্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।" (মনু ৩।১৮১)

৩ ধূর্ত্ত। (শব্দরত্না°)

বাণিয়া (দেশজ) জাতিবিশেষ। বেণেজাতি।

বাণেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ বিবাদার্ণবসেতু নামক গ্রন্থের জনৈক সংগ্রহকর্ত্তা। [বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার দেখ।]

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। গুপ্তিপাড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার তীব্র স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা যে সকল সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতেন, বাণেশ্বর একবার শুনিয়াই তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'কালে আমার বাণুও একজন পণ্ডিত হইবে।' বাস্তবিক এ উক্তি মিথ্যা হয় নাই। তিনি অল্প বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুললিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু কবিতা প্রচলিত আছে। তিনি প্রথমে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন ; অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের সভা উজ্জ্বল করেন। বড়লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যে সকল পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে যে বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে বাণেশ্বর একজন ছিলেন।

বাতক (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাতাবিনেবু (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

বাতাস (দেশজ) বায়ু।

বাতাসা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। চিনি অথবা গুড় দ্বারা বাতাসা প্রস্তুত হয়।

বাতাসিয়া টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

বাতি (দেশজ) বর্ত্তি, আলোক। মোম ও চর্ব্বি এই দুই রকমের বাতি প্রস্তুত হয়।

বাতিল (আরবী) ১ যাহা বাদ দেওয়া যায়, কার্য্যাক্ষম। ২ মিথ্যা। ৩ নিষ্ফল, অসিদ্ধ।

বাতিবালা (হিন্দী) যে আলো দেয়।

বাদর (পুং) বদর-স্বার্থে-অণ্। ১ কার্পাসবৃক্ষ। (মেদিনী) বদরস্যেদং তস্য বিকারো বা অণ্। (ক্লী) ২ কার্পাসসূত্র। (ত্রি) ৩ তদ্বস্ত্রাদি।

বাদরায়ণ (পুং) বদর্য্যাং ভবঃ ফক্। বেদব্যাস।

[বেদব্যাস দেখ।]

বাদরায়ণি (পুং) বাদরায়ণ-ইঞ্। বেদব্যাস।

বাদর, ১ জনপদভেদ। ২ তৎস্থানবাসী। (সহ্যাদ্রি ২।৫।১০)

বাদলা (দেশজ) ১ বর্ষা। ২ সোণা বা রূপার ফিতা। ৩ জরঠুটো।

বাদশা (পারসী) রাজা, অধিপতি।

বাদ্‌শাজাদা (পারসী) বাদশাহ-পুত্র।

বাদশাজাদী (পারসী) বাদশাহ-কন্যা।

বাদশাপুর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাদশাপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের গুরগাঁও ও দিল্লী জেলায় প্রবাহিত একটী পার্ব্বত্যনদ। দিল্লীজেলার বল্লভগড় পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। বাদশাপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী জলপ্রপাতও এই নামে খ্যাত।

বাদশাহ, মুসলমান-সম্রাট্ বা সুলতানগণের সম্মানসূচক উপাধি। এই বাদশাহদিগের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বাদশাহীমোহর নামে প্রসিদ্ধ।

বাদশাহী (ত্রি) বাদশাহ-সম্বন্ধীয়। বাদশাহপ্রদত্ত নিষ্করভূমি।

বাদা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত লবণজলসিক্ত ভূভাগ। ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথের গোড়ে ষ্টেসন হইতে বিদ্যাধরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইংরাজ দপ্তরে এইস্থান 'Salt lake' নামে উল্লিখিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপন্ন হয়।

বাদা, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখ° ৪২।৬৫)

বাদাজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বাদাম (পারসী) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম 'বাতাম্র'।

বাদাম, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ (Terminalia Catappa)। ইহার বীজের শাঁস খাইতে উত্তম। জামাদি বৃক্ষের ন্যায় উহা উচ্চ ও গুঁড়িভাগ মোটা হয়। বাদাম সাধারণতঃ দুইপ্রকার দেশী বা পাত ও বিলাতি।

হিন্দী—জঙ্গলিবাদাম, হিন্দিবাদাম, বাদামী, বাঙ্গালা—বাদাম, উড়িষ্যা—বাদাম, উঃ পঃ প্রদেশ—দেশীবাদাম ; দাক্ষিণাত্য—হিন্দিবাদাম, জঙ্গলীবাদাম, বাদাম-ই-হিন্দি ; বোম্বাই—বাদাম, জঙ্গলীবাদাম, বাঙ্গালীবাদাম, দেশী-

বাদাম; মহারাষ্ট্র—বঙ্গালীবাদাম, নাটবাদাম, জঙ্গলীবাদাম; তামিল—নটবদম কোট্টই, নট্‌বদোন, নথে-বদম; তেলগু—বেদম, নথে-বদম-বিট্টুলু; কনাড়ি—নাটবাদামি, তরি, তরু, মলয়—নাট্টুবাদাম, কোটকুরু; সিঙ্গাপুর—কোট-অম্বা, সংস্কৃত—ইঙ্গুদী, হিঙ্গুদী; পারস্ত—বাদামে হিন্দি; ইংরাজী—Indian almond.

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১ হাজার ফিট্‌ উচ্চ স্থানে পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বৃক্ষত্বক্‌ হইতে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ আটা নির্গত হয়। উহা জলে গলিয়া যায়। ইহার পত্র ও ছাল অম্লরসযুক্ত। ইহাতে ধারকতাগুণ আছে। কালী বা দাঁতে কস লাগাইবার জন্য দেশীয় লোকে ইহার সহিত লবণাক্ত লোহ (Iron-salts) মিশায়। রেশম, পশম ও কার্পাস বস্ত্রাদি নানাবর্ণে রঙ্গ করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। বৃক্ষছালের আঁইস্‌ হইতে মান্দ্রাজ প্রদেশে একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

বাদাম-নিষ্পেষণে একপ্রকার তৈল বাহির করা হয়। উহা সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। বায়ুরোগগ্রস্ত উষ্ণমস্তিষ্ক-ব্যক্তির এই তৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার দর্শে। পাঁচড়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ইহার কচি পত্রের রস মাখিতে দেখা গিয়াছে।

বিলাতী বাদামকে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ Prunus Amygdalus নাম দিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে ইহা রতকোটম্বা নামে পরিচিত। অপর সর্ব্বত্রই প্রায় বাদাম বা বাদামি নামে খ্যাত। আফগানিস্থান, আলজিরিয়া, এসিয়া মাইনর, সিরীয়া ও পারস্ত প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার ত্বক্‌ হইতে যে নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপে 'Hog-tragacanth' নামে বিক্রীত হয় এবং প্রকৃত ট্রাগাকান্থের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই বাদাম হইতে একপ্রকার স্বচ্ছ তৈল পাওয়া যায়। সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করণে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। উন্মাদরোগীর মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য এই তৈল মাখান হইয়া থাকে।

একপ্রকার তিক্ত বাদাম আছে, তাহা বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কখন কখন স্নায়বীয় বেদনায় ইহার প্রলেপ দিলে বেদনা ক্রমে অপসৃত হইতে দেখা যায়। ইহা দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। পিপারমেণ্টের সহিত ইহার দুগ্ধ সেবনে সর্দ্দি নষ্ট হয়। সাধারণতঃই ইহা তেজ ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকর, মূত্রকারক ও অশ্মদ্রবকর, প্লীহা ও যকৃৎদোষনাশক। বাটিয়া মাথার চুলে লাগাইলে উকুন নষ্ট হয়। ইহার শিকড়ের গুণ—ধাতু-পরিবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্যকর। অবস্থাবিশেষে ইহার রস সেবন করা বা প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। বাদামছালের রস চিনির সহিত সেবন করিলে ছর্দ্দি নষ্ট হয়।

বাদামগোটা (দেশজ) একজাতীয় বাদাম। (Indian chesnut)

বাদামতক্তি (দেশজ) একপ্রকার সন্দেশ।

বাদামি, (বাতাপি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাদগি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৬৭৬ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটী জৈন গুহামন্দির ও ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিযুক্ত তিনটী হিন্দু গুহামন্দির বাহির হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে হিন্দুর পুনঃ প্রাধান্য স্থাপিত হইলে এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এখানকার একটী মন্দির মধ্যে পঞ্চশীর্ষ সর্প (অনন্ত) মূর্ত্তির উপর ভগবান্‌ বিষ্ণু নরসিংহরূপে স্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন এখানে বহুশত হিন্দুশিল্পের নিদর্শন দেখা যায়।

বাদামী (দেশজ) বাদামের মত আকারবিশিষ্ট। (Oval)

বাদিন্‌, (বাদিনো) সিন্ধুপ্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৭৯৫ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তালুকের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৪°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৪°৫৩´ পূঃ। স্থানীয় খালের অপর তীরবর্ত্তী প্রাচীন নগর; বিখ্যাত পাঠানসর্দ্দার মদৎ খাঁর সিন্ধু আক্রমণকালে নষ্ট হইয়া যায়। এখানে ঘৃত, চিনি, গুড়, দধি, তামাক, চর্ম্ম, তুলা এবং লৌহপিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর জুনমাসে এখানে একটী পক্ষান্ত মেলা হয়। ঐ সময়ে নানা স্থান হইতে এখানে বিক্রয়ার্থ দ্রব্যসমূহ আনীত হইয়া থাকে।

বাদিপুরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি।

বাদিয়া, পশ্চিমবঙ্গবাসী জাতিবিশেষ। [বেদে দেখ।]

বাদু, ২৪ পরগণার বারাসত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী ব্রাহ্মণপ্রসিদ্ধ গ্রাম।

বাদুড়, স্বনামপ্রসিদ্ধ স্তন্যপায়ী পক্ষিজাতিবিশেষ (Bat)। পক্ষীর ন্যায় ডানা থাকিলেও ইহারা পশ্বাদির ন্যায় স্তনপান করে। ইহারা নানা আকারবিশিষ্ট ও নিশাচর। বহুদূর হইতে উড়িয়া আসিয়া ইহারা অন্যের ক্ষতি করিয়া থাকে। বাদুড় সাধারণতঃ দুইপ্রকার। কতকগুলি কীট পতঙ্গাদির উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং অপর শ্রেণীর বাদুড়েরা সুপক্ক ফলাদি ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা আছে। কর্ণ যেরূপ বড়, শ্রবণশক্তিও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাহায্যে ইহারা সহজেই সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ অনুসরণ করিয়া

তন্থায় গমন করিতে সমর্থ হয়। রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ইহারা আহারান্বেষণ করে এবং দিবাভাগে বৃক্ষকোটরে, বৃক্ষের ডালে, গুহায়, ভগ্ন অট্টালিকায়, ও ছাদের নিম্নে কড়িতে পশ্চাৎপদের নখ লাগাইয়া মাথা নিম্ন করিয়া ঝুলিতে থাকে। প্রসবের সময় ইহারা একটী কিংবা দুইটী ছানা প্রসব করে। ছানাগুলি মাতার আকৃতির তুলনায় বড় হয়।

ইহাদের করোটী পাতলা, শঙ্খাস্থি (Temporal bone) ও শব্দগ্রহণ জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়স্থ শম্বুকাকার গহ্বর বৃহৎ। পঞ্জর ও বুক্কাস্থি বিস্তৃত। ইহাদের চর্ব্বণ ও কর্ত্তনদন্ত আছে। পদাস্থি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পক্ষাস্থি হইতে পদদ্বয়ে সূক্ষ্মচর্ম্ম-পটহ সংযুক্ত থাকায় ইহারা সহজে উড়িতে পারে। পদের পশ্চাদ্দিকে নখর আছে। তদ্দ্বারাই ইহারা ঝুলিতে পারে। বক্ষস্থলে দুইটী স্তন আছে।

ইহাদের অন্ধান্ত্র (Cœcum) নাই। শিশ্ন লোলমান ও অস্থিসংযুক্ত। সন্তানোৎপাদনের সময় আসিলে ইহাদের অণ্ডকোষ বাহির হয়। গর্ভাশয়ে দুইটী ক্ষুদ্রাকার শৃঙ্গ থাকে। কতকগুলি স্ত্রীবাদুড়ের শাবকপালের থাকিবার থলি থাকে। শীতকালে শাবকদিগকে উহার আচ্ছাদনে গরম রাখে। শাবকগণ তরুণাবস্থায় মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকে। ইহাদের গাত্রে লোম আছে। ঐ লোমের মধ্যে Nycteribia নামে একপ্রকার কীট জন্মে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্গণ এই জাতীয় পক্ষীকে Pteropodidæ, Vampyridæ Noctilionidæ ও Vespertilionidæ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

কীটজীবী হইতে ফলজীবী বাদুড়ের অবয়ব স্বতন্ত্র দেখা যায়। চক্ষু, দন্ত, পুচ্ছ, কর্ণ ও মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের *Pteropus Edwardsi* বা বড় শৃগালমুখী বাদুড়, আমাদের দেশে বাদুড়, দাক্ষিণাত্যে পাদল, বড় বগল, মহারাষ্ট্রে বড়বাগুল, কণাড়ি তেলগুল ববাড়ি, তৈলঙ্গে—শিকরাট়ী, বুদ্দুর, ও শিকৎয়েল্লী নামে খ্যাত। ইহারা প্রায় একত্র থাকে। দিবাভাগে নির্জ্জীবের ন্যায় ইহারা ঝুলিতে থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা আসিলেই ইহাদের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ে ইহারা জল-পানার্থ অথবা স্নানার্থ গমন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীতে Pteropus Leschenaultii বা The fulvous fox-bat নামে আর একটী স্বতন্ত্র থাক আছে।

চাম-গদিলি (Cynopterus marginatus) বা ছোট শৃগালমুখী বাদুড়। লম্বকর্ণ রক্তপায়ী বাদুড় (Megaderma lyra) ও কাশ্মীরদেশীয় রক্তপায়ী বাদুড় (M. Spectrum); ইহারা অপর বাদুড়ের রক্ত ও মাংস খাইয়া থাকে। পত্রাকার লম্বকর্ণ বাদুড় (Rhinolophus perniger) এই শ্রেণীতে R. metratus, R. tragatus, R. Pearsoni, R. affinis, R. rouxi, R. macrotis, R. sub-badius প্রভৃতি কএকটী থাক আছে। Hipposideros armiger বা অশ্বক্ষুরের ন্যায় লম্বকর্ণযুক্ত বাদুড়শ্রেণীতে H. Speoris, H. murinus, H. Cineraceus প্রভৃতি থাক দৃষ্ট হয়। পুচ্ছহীন বাদুড় Cœlops Frithii এবং লম্বপুচ্ছ পত্রাকৃতি বাদুড় (Rhinopoma Hardwickii) গুলি Cœlops জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সহিত যব ও মলাক্কাদ্বীপের Nycteris Javanica শ্রেণীর অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

Noctilionidæ শ্রেণীতে—দীর্ঘবাহু বাদুড় (Taphozous longimanus), কৃষ্ণশ্মশ্রু বাদুড় (Taphozous melanopogon), শ্বেতগর্ভ বাদুড় (T. saccolaimus), কুঞ্চিত ওষ্ঠ বাদুড় (Nyctinomus plicatus,) এবং Vespertilionidæ শ্রেণীতে—রেশমী-বাদুড় (Scotophilus, serotinus), লোম যুক্ত পক্ষবিশিষ্ট বাদুড় (S. Leisleri), মুখ চেপ্টা বাদুড় (S. pachyomus), করমণ্ডলদেশীয় বাদুড় (S. Coromandelianus), স্থূলকর্ণীবাদুড় (S. lobatus), ধূম্রবর্ণবাদুড় (S. fuliginosus) প্রভৃতি বিভিন্ন থাক আছে। নিশাবিহারী বাদুড়-শ্রেণীর মধ্যে Noctulinia noctula, Nycticejus Heathii, N. luteus (হরিদ্রাবর্ণের বাদুড়) N. Temminckii, N. castaneus, N. astratus, N. canus, N. ornatus, N. nivicolus, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ থাক দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন Lasiurus Pearsoni (লোমপক্ষ), Murina suillus (শূকরমুখী) M. formosa (সুন্দরমুখী) Kerivoula picta (রঞ্জিত), K. pallida (ঈষৎ চিত্রিত), K. papillosa, Verpertilio caligenosus (গোঁফযুক্ত), V. siligorensis, V. darjelingensis, V. Blythii, V. adversus, Myotis murinus (ইন্দুরমুখী), M. Theobaldi, M. parvipes, Plecotus ausritus (লম্বকর্ণ), Barbastellus communis ও Nyctophilus Geoffroyi (পত্রাকার লম্বকর্ণ) প্রভৃতি আরও কতকগুলি স্বতন্ত্র বাদুড়জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম ও থানা। যমুনা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এখানে চিনি, গুড় ও পাটের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

বাদো সরাই, অযোধ্যাপ্রদেশের বারাবাঙ্কিজেলার অন্তর্গত

একটী পরগণা। ভূ-পরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল। ইহার কতকাংশ প্রাচীন ঘর্ঘরা-খাতে উচ্চভূমিতে এবং অপরাংশ তরাই প্রদেশের নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বারবাঙ্কি নগরের ১২॥ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে রামনগর হইতে দরিয়াবাদ যাইবার পথে অবস্থিত। বাদশাহ নামক জনৈক ফকির ৫২০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগর স্থাপন করেন। এখানকার মুসলমানসাধু মালামৎ-শাহের সমাধি-মন্দির মুসলমানগণের নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। প্রত্যহ ঐ পবিত্রক্ষেত্রে পূজা ও উপহারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বাধ, বিহতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° সেট্। লট্ বাধতে। লোট্ বাধতাং। লিট্ ববাধে। লুঙ্ অবাধিষ্ট।

বাধ (পুং) বাধনমিতি বাধ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত, বারণ, রোধ। ২ উপদ্রব। ৩ পীড়া। ৪ ন্যায় মতে সাধ্যাভাব-বৎপক্ষ, সাধ্যের অভাবযুক্ত পক্ষ। "সাধ্যাভাববৎপক্ষো বাধঃ যথা হ্রদো বহ্নিমান্।" (সামান্যনিরুক্তি গাদা°)

বাধক (পুং) বাধনমিতি বাধ-ভাবে ণ্বুল্। স্ত্রীরোগবিশেষ। এই রোগ হইলে সন্তানোৎপত্তির বাধা হয়, এই জন্য ইহার নাম বাধক। স্ত্রীদিগের ঋতুকালে এই রোগের প্রকোপ হয়। এই রোগ হইলে সন্তানার্থিগণ যথাবিধানে ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজা করিলেই ইহা নিবারিত হয়।

ইহাদের লক্ষণ—রক্তমাত্রী নামক বাধকরোগে কটী, নাভির অধোভাগ, পার্শ্ব ও স্তন ঋতুকালে এই সকল স্থলে অতিশয় ব্যথা হয়। এক মাস বা দুইমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। এইরূপ ঋতুতে সন্তান হয় না।

ষষ্ঠীনামক বাধকরোগে—নেত্র, হস্ত ও যোনিদেশে অতিশয় জ্বালা এবং লালাসংযুক্ত রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ছয় মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হয়, ঋতুকালীন যে রক্তস্রাব হয়, ঐ রক্ত মলিন। ইহাতেও সন্তান হয় না।

চাঙ্কুরবাধক রোগে—উদ্বেগ, দেহে গুরুতা, অতিশয় রক্তস্রাব এবং নাভির অধোদেশে শূল ও তিন চারিমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। ইহাতে শরীর কৃশ ও হস্তপাদে জ্বালা হইয়া থাকে। এই বাধকরোগেও সন্তান হয় না।

জলকুমারক নামক বাধকরোগে ঋতুকালে যোনিদেশে অতিশয় বেদনা, অল্পরক্ত ক্ষরণ এবং দেহ শুষ্ক হয়। কেহ কেহ ইহাতে কৃশ থাকিলে স্থূল, স্তন গুরু এবং বহুদিন অন্তর ঋতু হইয়া থাকে।*

প্রথম ঋতুর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত অনেক স্ত্রীলোকেরই বাধক-রোগ হইয়া থাকে। পরে, ইহার প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করিলে ঐ রোগ সারিয়া যায়। সুশ্রুতাদিতে এই রোগের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ত্রি) ২ বাধাজনক, প্রতিবন্ধক।

"ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাস্মার্থবাধকঃ॥" (মার্ক° ৩৪।১৬)

বাধকতা (স্ত্রী) বাধকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাধকের ভাব বা ধর্ম্ম, বাধা।

"স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ॥" (ভাগ° ৭।১।৬)

বাধন (ক্লী) বাধ-ল্যুট্। ১ পীড়া। ২ প্রতিবন্ধক, বাধা। বাধতে ইতি বাধ-ল্যু। (ত্রি) ৩ পীড়াদাতা। ৪ প্রতিবন্ধক।

"শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি যত্রোভৌ শক্রবাধনৌ। (হরিব° ৯৫।৫৩)

বাধা (স্ত্রী) বাধ-টাপ্। ১ পীড়া।

"দুর্বৃত্তাঃ সন্তি শতশো দানবাঃ পাপযোনয়ঃ।
তেভ্যো ন স্যাৎ যথা বাধা মুনীনাং তু তথা কুরু॥"(মার্ক°২২।৩)

২ নিষেধ। (হেম)

বাধিত (ত্রি) বাধ-ক্ত। ১ বাধাযুক্ত। ২ নিবর্ত্ত।

"সকৃদ্গতবিপ্রতিষেধেন যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

বাধিতৃ (ত্রি) বাধতে ইতি বাধ-তৃণ্। বাধক।

বাধিরিক (পুং) বধিরিকা শিবাদিত্বাদণ্ (পা ৪।১।১১২) বধিরি-কার অপত্য।

বাধির্য্য (ক্লী) বধিরস্য ভাবঃ বধির-ষ্যঞ্। বধিরের ভাব, বধিরতা রোগ।

"যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥" (মাধবকর)

---

* "রক্তমাত্রা তথা ষষ্ঠী চাঙ্কুরো জলকুমারকঃ।
চতুর্বিধো বাধকঃ স্যাৎ স্ত্রীণাং মুনিবিভাষিতঃ॥
চতুর্বিধো বাধকস্তু জায়তে ঋতুকালতঃ।
ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরধঃপার্শ্বে স্তনেঽপি চ॥
রক্তমাত্রীপ্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা।
মাসমেকদ্বয়ং বাপি ঋতুযোগো ভবেদ্যদি।
রক্তমাত্রীপ্রদোষেণ ফলহীনা তদা ভবেৎ॥ (রক্তমাত্রাঃ)
নেত্রে হস্তে ভবেজ্জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ।
লালাসংযুতরক্তঞ্চ ষষ্ঠীবাধকযোগতঃ॥
মাসৈকেন ভবেদ্যস্যাঃ ঋতুর্মাসদ্বয়ং তথা।
মলিনা রক্তযোনিঃ স্যাৎ ষষ্ঠীবাধকযোগতঃ॥ (ষষ্ঠ্যাঃ)
উদ্বেগো গুরুতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেদ্বহু।
নাভেরধো ভবেৎ শূলং চাঙ্কুরঃ ন তু বাধকঃ॥
ঋতুহীনা চতুর্ম্মাসং ত্রিমাসং বা ভবেদ্যদি।
কৃশাঙ্গীকরপাদে চ জ্বালাচাঙ্কুরযোগতঃ॥" (চাঙ্কুরস্য)
(ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বৈদ্যক)

যখন বায়ু শব্দবহ শ্রোত্র আবরণ করিয়া অথবা কেবল শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন বাধির্য্যরোগ হয়।

[বধিরতা দেখ।]

বাধ্য (ত্রি) বাধ-ণ্যৎ। ১ বাধনীয়, বাধিতব্য। ২ নির্বর্ত্ত্য।

"নাহং স্বারোচিষস্তন্ব্যঃ স্ত্রীবাধ্যো বা জলেচরি।" (মার্ক° ৬৬।৪০)

বাধ্যতা (স্ত্রী) বাধ্যস্য ভাবঃ বাধ্য-তল্-টাপ্। বাধ্যত্ব।

বাধ্যোগ (পুং) বধ্যোগ-বিদাদিত্বাদণ্। (পা ৪।১।১০৪) বধ্যোগের গোত্রাপত্য।

বাধ্যোগায়ন (পুং) বাধ্যোগস্য গোত্রাপত্যং হরিতাদিত্বাৎ ফক্। (পা°৪।১।১০০) বাধ্যোগের গোত্রাপত্য।

বান্দা (দেশজ) দাস, ভৃত্য।

বান্দা, উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। ভূ-পরিমাণ ৩০৬১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর ও উ-পূর্ব্বে যমুনানদী, পশ্চিমে কেননদী ও গৌরীহার সামন্তরাজ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে পন্না ও চারখাড়ি সামন্তরাজ্য এবং পূর্ব্বে আলাহাবাদ জেলা।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত। এই মধ্যভারতীয় অধিত্যকায় বনরাজি বিরাজিত। স্থানে স্থানে পর্ব্বতশাখার উচ্চ চূড়াও দেখা যায়। বর্ষাগমে পর্ব্বতগাত্রবিধৌত জলরাশি নানা শাখা প্রশাখার অধিত্যকা-ভূমি প্লাবিত করিয়া যমুনায় আসিয়া মিলিত হয়। কেন ও বাগৈন্ নামক শাখাদ্বয়ের জল নিদারুণ গ্রীষ্মেও শুকায় না। অপরগুলির জল শুকাইয়া গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়ে। জলরাশি পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় উহার অববাহিকা-ভূমি এতই সুগভীর হইয়াছে যে, সমতলভূমিতে আসিলেও তাহারা তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না। এখানকার মার নামক জলসিক্ত ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা। গম, ছোলা, জুয়ার, বজ্রা, তুলা, তিল, অড়হর, মসুর প্রভৃতি কলাই, ধান্য, শণ ও নানা তৈলকর বীজ উৎপন্ন হয়। বন্যভাগে নানা উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। বনবিভাগের অধিকাংশ স্থানই ইংরাজ-গবর্মেন্টের অধিকৃত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদমূলে লৌহ পাওয়া যায়। কল্যাণপুরের অধিবাসিগণ ঐ লৌহ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে।

বান্দা জেলার কোন বিশেষ ইতিহাস নাই। পূর্ব্বে এই স্থান বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকায় উহার ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহ তাহাতেই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে বহুপ্রাচীনকালে গোঁড় জাতির বাস ছিল। কোন আর্য্যহিন্দুগণ এখানে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই স্থানের পুরাকাহিনী রামায়ণাদির ঘটনাসমাশ্রিত দেখা যায়। প্রবাদ শুনা যায়, অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সমসাময়িক বামদেব নামা কোন যোগীর নামানুসারে এই স্থানের 'বান্দা' নাম হইয়াছে। শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে আমরা এখানে নাগবংশীয় রাজগণের উল্লেখ পাই। নাগরাজগণ কনোজরাজের অধীন থাকিয়া এই প্রদেশ শাসন করিতেন। নরবার নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১৪শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান চন্দেলবংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর চৌহান নরপতি পৃথ্বীরাজ কিছুদিনের জন্য এইস্থান অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে ঐস্থান উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। এই সময়ে এখানে অনেক দুর্গ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই ধ্বংসসমূহের নিদর্শন আজিও দেখা যায়। কালঞ্জরস্থ অজয়গড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ, খজুরাহ ও মহোবার প্রসিদ্ধ দেবমন্দির এবং হামীরপুরের কৃত্রিম হ্রদ চন্দেলরাজ-বংশের অক্ষয়কীর্ত্তি। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদ ও ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে কুৎবউদ্দীন্ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এখানকার রাজন্যবর্গ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

১৩০০ খৃষ্টাব্দে চন্দেলরাজবংশের অবনতি ঘটিলে, বুন্দেলা-রাজপুতগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। বুন্দেলা-সৈন্যের দুর্দ্দম সাহসের জন্য কোন মুসলমান নরপতিই তাঁহাদিগকে বিমুখীন করিতে পারেন নাই। সম্রাট্ অকবর শাহের অখণ্ড প্রতাপে ইহারা পরাজিত হইলেও নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মোগলরাজবংশের সামন্তরূপে থাকিয়াও তাঁহারা দিল্লীশ্বরের বিপক্ষতাচরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজা চম্পৎ রায়ের অধিকারকালে বুন্দেলাগণ সম্রাট্ শাহজাহানের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছিল এবং অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে রাজা ছত্রশালের অধীনে বুন্দেলাগণ মোগল সম্রাটের প্রত্যেক উদ্যম বিফল করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়াছিল। রাজা ছত্রশাল মোগল বিপক্ষে মহারাষ্ট্র-সৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, একারণ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু সময়ে তিনি স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের একতৃতীয়াংশ ও ললিতপুর, জালৌন ও ঝাঁসি জেলা মরাঠাকে দান করিয়া যান। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ২য় পেশবা বাজীরাও বুন্দেলা-গণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ঐ সময় হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান পুণার মহারাষ্ট্র সরকারের অধীন থাকে।

মহারাষ্ট্রদস্যুগণের উৎপীড়নে এইস্থান মরুভূমে পরিণত হইয়াছিল। চন্দেল ও বুন্দেলারাজগণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মহা-রাষ্ট্রীয়গণের যুদ্ধবিপ্লবে ধ্বংসে পরিণত হয়। ইহার উপর মহা-

রাষ্ট্ররাজ-সরকারের অসম্ভব করসংগ্রহে প্রজাগণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

রাজা হিম্মৎ বাহাছর ইংরাজের পক্ষে থাকায় তাঁহাকে অধিক সম্পত্তি দান করা হয়; কিন্তু বান্দার মরাঠা-নবাব শামশের বাহাছর ও দস্যুপ্রায় সর্দ্দারগণ ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করায় রাজ্যচ্যুত হন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এখানে পূর্ণশান্তি বিরাজিত হয়। উক্ত বৎসরে হিম্মতের মৃত্যুর পর ইংরাজগণ দত্ত-সম্পত্তি ফিরাইয়া লন এবং শামশের বাহাছুরের পরিবারবর্গ ৪ লক্ষ টাকার বৃত্তিভোগে কালযাপন করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তাঁহাদের 'নবাব' আখ্যা যায় নাই।

ইংরাজের শাসনাধীন হওয়া অবধি এখানে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রগণ যে প্রথায় জমির কর-সংগ্রহ করিতেন, ইংরাজ গবর্মেন্ট সেরূপ না করিলেও বান্দাবাসী পূর্ব্বক্ষতিপূরণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইহারা কাণপুর ও আলাহাবাদের রাজ-বিদ্রোহীদলে যোগ দেয়। বান্দার নবাব স্বয়ং ঐ বিদ্রোহীদলের নেতা হইয়া সকল স্থান অধিকার করেন; কিন্তু কালঞ্জরের ছুর্গ ইংরাজ হস্তেই ন্যস্ত ছিল। পরবৎসর বিদ্রোহশান্তির সঙ্গে সঙ্গে জেনারল হুইট্‌লক এইস্থান জয় করেন।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৪২৭°৮ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। কেননদীর দক্ষিণকূলের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৮´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২২´ ১৫´´ পূঃ। বান্দার নবাবের রাজ-প্রাসাদ থাকায় এই নগর বান্দা নামে বিঘোষিত হয়। এখানে তুলার বিস্তৃত কারবার আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের অবসানে বান্দার নবাবকে এই নগর হইতে অপসৃত করা হইলে নগরের শ্রীবৃদ্ধি বিলক্ষণ কমিয়া আইসে। বান্দার সেই বিস্তৃত তুলার বাণিজ্য এখন রাজাপুর নগর হইতে পরিচালিত হইতেছে। এই নগরে ৬৬ মস্‌জিদ, ২৬১ হিন্দু দেবালয় ও ৫টী জৈনমন্দির বিদ্যমান আছে। নবপ্রাসাদের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। অজয়গড়-রাজবংশের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, জৈৎপুররাজ গুমানসিংহের সমাধিমন্দির এবং কেনতীরবর্ত্তী ভূরাগড় ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের জিনিস।

বান্তবা, গুজরাত-প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২২১ বর্গমাইল, ভাদর ও ওজহৎ নদী ইহার দক্ষিণ-ভাগে প্রবাহিত থাকায় এই স্থান বিশেষ উর্ব্বরা দেখা যায়।

এখানকার সর্দ্দারগণ মুসলমান। জুনাগড়ের নবাববংশের কোন রাজপুত্র ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি লাভ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে তাঁহারা ইংরাজ গবর্মেন্টের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শান্তভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে বাধ্য হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যিনি এখানকার সর্দ্দার ছিলেন, তিনি বাবিনামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। মানানদরে তাঁহাদের রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত। এই রাজ্যের অপর একজন অংশীদার গীদরে বাস করেন, তাঁহারও উপাধি বাবি। ইহাদের সৈন্যসংখ্যা ১৭১ জন। বেরাবল, মাঙ্গোল ও পোরবন্দর নামক বন্দর দিয়া এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৭´ পূঃ। এইস্থান ছুর্গপরিখাদিদ্বারা সুরক্ষিত।

বান্তবাল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নেত্রবতী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৫৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪´ ৫০´´ পূঃ। উক্ত নদীর খাত-মধ্যে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতেই এখানকার বাণিজ্যাদি সমভাবে চলিতেছে। এখানকার অনেক দ্রব্য মহিসুর রাজ্যে প্রেরিত হয়। টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধের সময় কুর্গের রাজা এই নগরের কতকাংশ নষ্ট করিয়া দেন এবং প্রায় অর্দ্ধেক নগরবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। বান্তবাল তালুকের ভূ-পরিমাণ ১৬৫০ বর্গমাইল।

বান্দা, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৭০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর।

বান্দেকর, বোম্বাই প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা গোয়া হইতে লবণ, নারিকেলতৈল, নারিকেল, খর্জ্জুর ও ভেলা প্রভৃতি দ্রব্য ধারবাড় প্রভৃতি জেলায় বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ইহা-দের মধ্যে কতক হিন্দু এবং অপর কতকগুলি পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান দেখা যায়।

বান্দোগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। পর্ণাশা নদীর একটী শাখা এই নগরের উত্তরপূর্ব্বে শোণ নদীতে মিলিত হইয়াছে। এখানে চেদিরাজগণের বিখ্যাত ছুর্গ অবস্থিত।

বান্ধকিনেয় (ত্রি) বন্ধক্যা অপত্যং পুমান্ বন্ধকী (কল্যাণ্যা-দীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৬) ইতি ঢক্ ইনঙচ। অসতীসুত, জারজ।

বান্ধব (পুং) বন্ধুরেব বন্ধু (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) ইতি স্বার্থে অণ্। ১ জ্ঞাতি। ২ সুহৃৎ। (মেদিনী)

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥" (চাণক্য)

বান্ধবক (ত্রি) বান্ধব সম্বন্ধীয়।

বান্ধব্য (স্ত্রী) জ্ঞাতিসম্পর্ক।
বান্ধুক (ত্রি) বন্ধূকবৃক্ষ সম্বন্ধীয়।
বান্ধুপত (ত্রি) বন্ধুপতি সম্বন্ধীয়।
বাপ (হিন্দী) পিতা।
বাপ মা (দেশজ) পিতা ও মাতা।
বাপু (দেশজ) ১ পিতা। ২ সম্বোধনসূচক শব্দ।
বাপট্‌লা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৬৭৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ৫৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩০´ ২৫´´ পূঃ।

বাপুভাঙ্গিয়া, জনৈক দস্যুদলনেতা। একজন মহারাষ্ট্রীয় পুলিশ জমাদারের পুত্র। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সে কোলিদস্যুগণের দলপতি হইয়া ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ক্রমে তাহার উৎপাতে পুণা সাতারা প্রভৃতি জেলার নানা প্রদেশে ভয়ের কারণ হয়। অনেক সময় তাহারা ইংরাজ-সেনাদিগকে হত্যা করিয়া পর্ব্বতের বনপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে।

বাপুগোখ্‌লে, জনৈক মহারাষ্ট্রসেনাপতি। পেশবা বাজীরাও রঘুনাথের অধিকারকালে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন[১]। এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যে ঘোর শাসন-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। নানাফড়্‌নবিশ, পরশুরাম ভাউ প্রভৃতির প্রাধান্যলাভের জন্য ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন সর্দ্দারগণের বিদ্রোহে মহারাষ্ট্রশাসন সমূল উৎপাটিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। পেশবা নামে কর্ত্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য্য পরিচালনের ভার কূটনীতিবিশারদ সচিবগণের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্জ্জিত হইলে, সেনাপতি বাপু গোখ্‌লে পেশবার আদেশমত তাঁহার ধনসম্পত্তি অধিকার করেন। গোখ্‌লে ঐ সকল সম্পত্তি হইতে এরূপ করসংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন মান্যগণ্য এবং মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া উঠেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পিতৃব্য ধুন্ধুপন্তের সহিত ধুন্ধিয়ার দমনে গমন করেন। ঐ সময়ে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনারল ওয়েলেস্‌লীর সহিত নানাস্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সময় আপা দেসাই মেপাঙ্কর ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ সেনানী আর কেহই ছিল না। ইংরাজ বীর ওয়েলেস্‌লীর সঙ্গে থাকিয়া তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অনেক পারদর্শিতা লাভ করেন। তাহারই ফলে তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতৃব্য সৈন্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হন।

ইংরাজের সহবাসে কিছুকাল অতিবাহিত হইলেও তাঁহার হৃদয় হইতে ইংরাজবিদ্বেষ অপনোদিত হয় নাই। তিনি মনে মনে মহারাষ্ট্রজগৎ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পরামর্শ দিয়া পেশবাকে ইংরাজবিদ্বেষী করিয়া তুলিলেন এবং পেন্ধারিযুদ্ধের আয়োজন-ছলে সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোখ্‌লে সেনাবিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এই সময়ে পেশবা মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে আমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করিবার পরামর্শ দেন; কিন্তু গোখ্‌লে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক, উভয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। বাপুগোখ্‌লে মহারাষ্ট্রসৈন্যের নেতা হইয়া কির্কির রণক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কোরিগাঁএ একটী ভীষণ সংঘর্ষ হয়। অবশেষে বাজীরাও সদলে কর্ণাটক অভিমুখে পলায়ন করেন। উক্ত বৎসরের ১৯এ ফেব্রুয়ারী বাজীরাওর শোলাপুর হইতে প্রবর্ত্তনকালে ইংরাজসেনানী স্মিথ মহারাষ্ট্রদলকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে গোখ্‌লের সহৃদয়তার পরিচয় তৎকালীন ইংরাজকর্ম্মচারিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাপুজী নায়ক, বারামতীবাসী জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। রঘুজী ভোঁস্‌লে তাঁহাকে বালাজী বাজীরাওর পরিবর্ত্তে পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। [মহারাষ্ট্রশব্দ দেখ।]

বাপ্পা, মিবারের গুহিল[১] বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। টড লিখিয়াছেন, গুহের অধস্তন অষ্টম পুরুষে রাজা নাগাদিত্যকে ভীলগণ নিহত করিয়া ইদররাজ্য অধিকার করে। তৎকালে বাপ্পা তিনবর্ষবয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন। পুরোহিতগণ রাজবংশলোপের ভয়ে তাঁহাকে লইয়া ভাণ্ডিরদুর্গে পলায়ন করেন, কিন্তু সেখানেও বালকের অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ত্রিকূটপাদমূলস্থ নাগোদ নগরীতে লইয়া আইসেন। এখানে ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া

(১) বিজয়দুর্গের প্রতিনিধি ধুন্ধুপন্ত গোখ্‌লে তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন। পেশবা-রাজসরকারে ধুন্ধুপন্তের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায়, বাপুগোখ্‌লে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

(১) বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইলে রাজা শিলাদিত্যপত্নী পুষ্পবতী সসত্ত্বাবস্থায় স্বামীর সহমৃতা না হইয়া গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলকামনায় মালিয়া গিরিগহ্বর আশ্রয় লয়েন। প্রবাদ, এখানে অচিরেই তাঁহার একটী পুত্রসন্তান হয়। গুহামধ্যে জন্মহেতু ঐ বালক গুহিলে নামে পরিচিত হন, কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ নাম গ্রহাদিত্য ছিল। সেই জন্য বোধ হয় তদ্বংশধরগণ গহলোত নামে আখ্যাত।

বাপ্পা বনরাজি-সমাচ্ছন্ন উপত্যকাভূমে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন।

একদা শারদীয় ঝুলন-পর্ব্বোপলক্ষে নাগোদের শোলাঙ্কিরাজ-দুহিতা সহচরীসমাবৃতা হইয়া সেই বনপ্রদেশে ক্রীড়ামানসে আগমন করেন। দৈববশে তথায় বাপ্পা তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হন। চঞ্চলপ্রকৃতি বালক বাপ্পা কৌতুকচ্ছলে তাঁহাদের পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করেন। হিতাহিত-বিবেকবিহীনা বালিকাগণের সম্মতিক্রমে অচিরে রাজকুমারীর সহিত খেলায় তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

পরে রাজকুমারী বিবাহযোগ্যা হইলে রাজা পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বরপক্ষীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামুদ্রিক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "ইনি পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন।" এই বিস্ময়কর বাক্যশ্রবণে রাজপরিবার মধ্যে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রকৃতপাত্রনির্ণয়ে সমর্থ না হইয়া তাঁহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। রাজকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাপ্পা তদ্দেশ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পলায়নকালে বালিয়ো ও দেব নামা দুইজন ভীলযুবক তাঁহার অনুগমন করে।

এই পলায়ন হইতেই বাপ্পার অদৃষ্টাকাশ পরিষ্কৃত হয়। ভট্টকবিগণের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি নাগোদনগরের উপত্যকাদেশে ব্রাহ্মণগণের ধেনুচারণ করিতেন। একটী গাভীর দুগ্ধ প্রত্যহ কে খাইত, তাহা না জানিতে পারায় তিনি সতর্কভাবে গাভীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাপ্পা দেখিলেন,—সেই পয়স্বিনী এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকাপথে গমন করিয়া নিবিড় বেতসবনে প্রবেশপূর্ব্বক এক ধ্যানী যোগী-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের শিরোদেশে অবিরল অমৃত-পয়োধারা বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। যোগিবর তাঁহার সহিত আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাপ্পা তৎপরদিন হইতেই বিশেষ ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। যোগিবর হারীত তাঁহাকে নীতিশিক্ষা প্রদান করিলেন। অনতিকালবিলম্বে তাঁহাকে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার পবিত্র যজ্ঞোপবীত সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে 'একলিঙ্গের দেওয়ান' আখ্যা প্রদান করেন।

অকৃত্রিম গুরুভক্তি ও শিবোপাসনায় তিনি ধর্ম্মের অনুগ্রহ-লাভ করেন। সিদ্ধি সমীপবর্ত্তী হইলে লোকে অনায়াসেই দৈবানুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। সেই কাননালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় চিতোরের অদূরবর্ত্তী নাহরামুগরা গিরিপ্রদেশে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ যোগীশ্বর তাঁহাকে একখানি মন্ত্রপূত অসি প্রদান করেন, তদ্দ্বারাই তিনি চিতোর-সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

প্রমার-বংশীয় মোরিরাজগণ তৎকালে চিতোরে রাজ্য করিতেছিলেন। বাপ্পার মাতা মোরিবংশীয়া ছিলেন, সুতরাং মাতুল সম্পর্কে তিনি মোরিরাজ সমীপে উপস্থিত হন এবং রাজানুগ্রহে অনেক ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া সামন্ত মধ্যে পরি-গণিত হইয়াছিলেন। বাপ্পার প্রতি রাজার সমধিক সম্মান-দর্শনে অপরাপর সামন্তগণের ঈর্ষানল ক্রমশঃই প্রজ্বলিত হইতেছিল। অবশেষে এরূপ অধীনতা অসহবোধে তাঁহারা রাজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। এই সময়, শত্রুসৈন্য চিতোর আক্রমণ করিলে, বাপ্পার প্রবল পরাক্রমে শত্রুগণ বিধ্বস্ত হইল। কথিত আছে, তিনি স্বরাজ্যাপহারক সেলিমকে পরাজিত করিয়া গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং পিতৃবৈরী সেলিমকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

চিতোরে প্রত্যাগত হইলে তিনি রোষতপ্ত রাজপুত সামন্তগণ কর্ত্তৃক অধিনায়করূপে নিরূপিত হইলেন। রাজ্য-লিপ্সা বলবতী হওয়ায় তিনি বিদ্রোহী সামন্তগণের সহায়তায় চিতোর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির অব্য-বহিত পরেই তিনি মর (মুকুট), হিন্দু সূর্য্য, রাজগুরু ও চাকুয়া (সার্ব্বভৌম) প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। হিন্দু ও ম্লেচ্ছ-মহিলার গর্ভে তাঁহার অনেকগুলি সন্তান উৎপন্ন হয়। মারবারের অন্তর্গত ক্ষীররাজ্যবাসী গুহিলগণ বাপ্পার সন্তান।

দেলবার সর্দ্দারগণের নিকট হইতে যে প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, বাপ্পারাও বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মেরুশৃঙ্গতলে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তিনি কাশ্মীর, গান্ধার, ইস্পাহান, ইরাক, ইরান, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি অনেক প্রতীচ্য নরপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের কুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল রমণীগর্ভে বাপ্পার যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা নৌশিরা, পাঠান এবং হিন্দু মহিলাগর্ভজাত পুত্রগণ অগ্নি-উপাসক সূর্য্যবংশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিলালিপি ও ভট্টকবিগণের বর্ণনা-সাহায্যে মহাত্মা টড ৭৬৯ বিক্রমসম্বতে বাপ্পার জন্মকাল স্থির করেন। তদ্দ্বারা ৭৪৪ সম্বতে তাঁহার চিতোর-সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। রাজভবনের কুলতালিকায় লিখিত বাপ্পাবংশধর-গণের নামের সহিত আইতপুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত ১০২৪ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপিবর্ণিত রাজন্যগণের নাম-সাদৃশ্য দেখা যায়।

বাফ্‌তা (পারসী) বস্ত্রভেদ, এই কাপড়ে সাধারণতঃ কোর্ট, প্যান্টুলেন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বাব্ (আরবী) ১ পুস্তকের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। ২ কর। ৩ বিষয়।

বাবই (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। ২ তুলসীভেদ, বাবুই তুলসী।

বাবক, জনৈক ভণ্ড মুসলমান। ৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনাকে প্যাগম্বর বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত কাহারও বিদিত না থাকিলেও এক সময়ে তিনি আজর-বইজান ও ইরাকবাসী বহুশত লোককে স্বীয় মত অবলম্বন করাইয়াছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য তিনি খলিফা আল্ অতামুল ও খলিফা আলমুতাশিমের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। কএকবার যুদ্ধে জয়ী হইলেও তিনি হাইদার-ইবন্-কাউসের হস্তে পরাস্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার ৬০ হাজার শিষ্য শমনভবনে প্রেরিত হয়। পরবৎসরে অর্থাৎ ৮৩৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য নিহত ও কারারুদ্ধ হইলে তিনি গর্দ্দিয়ান্ পর্ব্বতে পলায়ন করেন। ৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নিরাপদে ছিলেন। তৎপরে তিনি খলিফাসেনানী আফ্‌শিনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বাবক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি প্রথমে হস্তপদ ও পরে মস্তক কাটিয়া বাবকের চাতুর্য্যের অবসান করেন। প্রায় বিংশবৎসর কাল বাবক খলিফার প্রভাব উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতায় প্রায় ২॥০ লক্ষ নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

বাবৎ (আরবী) ১ কারণ। ২ বিষয়। ৩ কার্য্য।

বাবতী (আরবী) কোন কার্য্য বা বিষয়ে।

বাবনপাড়ু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৮°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°২২´৩০´´ পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই মৎস্যজীবী। লবণের বাণিজ্য জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

বাবনাবাড়ী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদরনদতীরবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

বাবরঙ্গ (দেশজ) লতাভেদ।

বাবরচী (তুর্কী) পাচক।

বাবরচীখানা (পারসী) পাকশালা।

বাবরীচুল (পারসী) কুঞ্চিত কেশ, বড় বড় কোকড়ান চুল।

বাবলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বাব্‌সাব্ (আরবী) ১ হেতু। ২ কার্য্য।

বাবা (তুর্কী) পিতা।

বাবা জগজীবন দাস, সৎনামী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। অযোধ্যাপ্রদেশের দরিয়াবাদ পরগণায় তাঁহার জন্ম হয়। [সৎনামী দেখ।]

বাবাজী (দেশজ) ১ পুত্র। ২ জামাতা। ৩ পুত্রাদি সম্বন্ধীয়কে বাবাজী বলা হয়। ৪ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের নাম।

বাবাবুদন, (চন্দ্রদ্রোণ) মহিসুর রাজ্যের কদুর জেলায় অবস্থিত একটী গিরিমালা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার মুলৈনা গিরি (৬৩১৭ ফিট্), বাবাবুদন (৬২১৪) ও কালহত্তীগিরি (৬১৫৫) নামক শৃঙ্গত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই পর্ব্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের একটী শাখামাত্র। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বমুখের দেবীরম্মগুড় নামক একটী চূড়ায় দেওয়ালি-উৎসবের সময় আলোকদান করা হয়। পর্ব্বতোপরিস্থ বনমালায় শাল, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে। এখানে সর্ব্বপ্রথম কাফির চাস হয়। বাবা বুদন নামক জনৈক মুসলমান সাধু এখানে কাফি আনিয়া পুতিয়াছিলেন। তাহার নামেই এই পর্ব্বতের নাম হইয়াছে। দক্ষিণ ঢালুদেশের গুহায় ইহার সমাধি স্থাপিত। অতিগুণ্ডিবাসী জনৈক মুসলমান কলন্দার ঐ গুহামন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। বাবাবুদনের সমাধিমন্দির হিন্দুর নিকট দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন বলিয়া পূজনীয়। এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে লৌহ পাওয়া যায়। কালহত্তীনামক গিরিশৃঙ্গে য়ুরোপীয়গণের স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত।

বাবালালগুরু, মালববাসী জনৈক কবি। ইনি হিন্দিভাষায় কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজ্যসময়ে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বাবু (দেশজ) ১ ভদ্রলোক। ২ তিব্বতীভাষায় অলস ব্যক্তিকে বাবু কহে।

বাবুই (দেশজ) পক্ষিভেদ।

বাভন, বেহারবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ভুঁইহার, জমিন্দার, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থব্রাহ্মণ, পশ্চিমাব্রাহ্মণ, মর্‌হিয়াব্রাহ্মণ, অযজ্ঞকব্রাহ্মণ, ও চৌধুরিজী নামে ইহারা আখ্যাত এবং সাধারণের নিকট বিশেষ গণ্যমান্য। এই জাতির উৎপত্তি-কথায়(১) ইহাদের নীচ-

(১) ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। পরশুরাম ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যে ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ ক্রমে জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমাধিকারিত্ব গ্রহণ করেন। অপরে বলেন, পুত্রহীন জনৈক অযোধ্যাপতির যজ্ঞে যে শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র ঋষি উৎসর্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণবংশধরগণ ব্রহ্মভাবহীন হইয়া বাভন নামে খ্যাত হন। অপর সকলে কহিয়া থাকেন যে, মগধাধিপতি জরাসন্ধের যজ্ঞে লক্ষব্রাহ্মণের

জাতিত্ব কল্পিত হইলেও শারীরিক গঠন ও উদারপ্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলে কিছুতেই ইহাদিগকে নীচবংশোদ্ভব বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহারা বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণের যজনযাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিরক্ষা ও কৃষিকার্য্যাদিদ্বারা কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন। সময়ে সময়ে ইহারা ক্ষত্রোচিত যুদ্ধবিগ্রহাদি-দ্বারা আপনাপন অধিকার বজায় রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালার 'বারভূঁয়া' নামে প্রসিদ্ধ রাজা বা জমিদারগণ একসময়ে বিশেষ বীরত্বে মুসলমানরাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। ভূমিবৃত্তি হইতে তাঁহাদের যেরূপ 'ভৌমিক' নামপ্রাপ্তি হয়, বেহারে ইহারা ও সেইরূপ 'ভূঁইহার' বামন বা বাভন নামে পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ নামের পরিচয় দিতেছেন। বারাণসী, বেতিয়া ও মগধের অন্তর্গত টিকারীর ব্রাহ্মণরাজবংশ এই বাভনবংশসমুদ্ভূত।

অরাপে, অধিমিশ্র, চৌবে, চৌধুরিজী, দীক্ষিত, দোবে, মবার, মিশ্র, ওঝা, পঞ্চোবে, পাণ্ডে, পাঠক, রায়, সিংহ, শ্রোত্রী, ঠাকুর, তিবারী (তেওয়ারী) ও উপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাদের বংশোপাধি। ইহাদের মধ্যে তিনপ্রকার গোত্র বা গাঁই বিভাগ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ঋষির নামে[২], কতকগুলি কার্য্য বা ব্যক্তিগত[৩] এবং অপরগুলি দেশগত[৪]। ইহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই। এমন কি কন্যার মাতা ও বরের মাতা যদি সমগোত্রীয়া হন, তাহা হইলেও বিবাহ সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু উঃ পঃ প্রদেশের বাভনগণের মধ্যে এরূপস্থলে বিবাহ ও আদান প্রদানে বাধা নাই। হরারিয়া, কোদারিয়া, ভূসবরাত, সর্ব্বনিকৃষ্ট মানভূমের উত্তরস্থ রামপাই ও ডোমকতার বাভনেরাও নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য। ইহারা পরস্পরের কন্যা গ্রহণ করে; কিন্তু ইহাদের ঘর হইতে কন্যাগ্রহণে কাহারও বাধা নাই। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহই প্রচলিত। বালকের বয়ঃবৃদ্ধি হইলে কোন দোষ হয় না; কিন্তু বালিকার বয়োবৃদ্ধিতে দোষ জন্মে। একটী পুরুষ দুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে পারে। ধনীগৃহে বয়োবৃদ্ধাবালিকারও বিবাহ হইতে দেখা যায়। রমণী অসতী হইলে অথবা স্বামীর অবিশ্বাসী হইলে পরিত্যক্ত হয়। বিবাহপ্রথা প্রায়ই বেহারীদিগের মত। সিন্দূরদান হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। ইহারা শবদেহ দাহ করেন। ১০দিন মাত্র অশৌচ থাকে, ১১ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। বৈরাগী-বাভনদিগের সমাধি দেওয়া হয়। যাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র, তাহারা শবের মুখে অগ্নি দিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেন। কনৌজিয়া ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। পূর্ব্ববিহারে মৈথিলব্রাহ্মণগণও ইহাদের যাজকতা করেন।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত ইহারা সকলপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম করেন। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব সাম্প্রদায়িক উপাসনা প্রচলিত আছে। সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপে অভিনিবিষ্ট থাকিলেও ইহারা কালীমাতা ও শীতলার পূজায় ছাগবলি দেন এবং প্রতি মঙ্গলবারে হনুমানের পূজা করেন। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা কতকগুলি উপদেবতার পূজা করিয়া থাকেন।

স্থানবিশেষে ইহাদের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিহারে ইহারা কায়স্থ অপেক্ষা হীন এবং তাঁহাদের নিম্নে স্থান পাইয়া থাকে। শাহাবাদ, সারণ ও উঃ পঃ প্রদেশে ইহারা রাজপুত জাতির সমান। পাটনা ও গয়ার অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ ইহাদের পাচিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি খায়; কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থগণ ইহাদের হাতে কাঁচা পাক কোন দ্রব্যই খান না। ব্রাহ্মণের সহিত ইহারা একত্র জল বা ধূমপান করিতে পান না। রাজপুতগণ ইহাদের হস্তে মৃৎপাত্রে জলপান করে ও খাদ্যাদি খায়; কিন্তু স্থলবিশেষে ইহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহারা ব্রাহ্মণের হস্তে কাঁচা পাকা ও রাজপুতদিগের নিকট হইতে আমান্ন ভোজন করিতে পারে। ইহারা বালকদিগের উপ-নয়ন-সংস্কার দিয়া থাকে। শৈব ও শাক্তগণ মৎস্যাদি খায়; কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী। মদ্যপান শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বারাণসী, বেতিয়া, টিকারী, হাতোয়া, তমখি, শিবহর ও মধুবনের জমিদার রাজগণ বাভনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাপর বাভনেরা সেনা, দারোগা, দ্বারবান্ ও লাঠিয়াল প্রভৃতির কার্য্য করে। অপর কেহ কেহ স্বহস্তে চাষবাস করিয়া থাকে।

বাভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৮০ বর্গমাইল। এখানকার অধি-

উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ায় রাজদেওয়ান (জনৈক অম্বষ্ঠ কায়স্থ) উক্ত ব্রাহ্মণ-সমাগমের চেষ্টায় কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোককে উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ সাজাইয়া রাজার অভিলাষ পূর্ণ করেন। রাজা ইহাদের অসদৃশভাব নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলে দেওয়ানজী তাহাদের পাচিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া রাজার সন্দেহ দূর করেন। ইহারা ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত না হইলেও বাভন বা বামন নামে স্বতন্ত্র সমাজভুক্ত হয়।

(২) অগ্নিহোত্র, আথর্ব্ব, বাশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গর্গ, গৌতম, হারীত, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন, কৌশিক, পরাশর, সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য।

(৩) ভূসবরাত, চোভাইয়া, একসেরিয়া, জলেবার, কোদারিয়া ও পাঁচ-ভাইয়া।

(৪) এই প্রায় ১৬২টী গাঁইবিভাগ আছে। যথা—ঐলবার, অম্বারিয়া, গৌড়, শোণভাদরিয়া, গম্ভারিয়া, চৌসা প্রভৃতি।

বাগী ও সর্দ্দারগণ কোলিজাতীয়। সর্দ্দারের উপাধি ঠাকুর, রাজপুতবংশে উদ্ভব হইলেও ইহারা সঙ্করবর্ণ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইহাদের রাজকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৪°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪০´ পূঃ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানকার রাজবংশের সহিত ইংরাজের শাসন-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

বামড়া, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার সন্নিহিত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৯৮৮ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের দক্ষিণ-ভাগ পর্ব্বত ও বনাকীর্ণ। ব্রাহ্মণী নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত। এখানে প্রচুর লোহ পাওয়া যায়। জঙ্গলমধ্যে লা, রেশম, গুটী, মোম, মধু ও রজন প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে বামড়া রাজ্য সরগুজা রাজ্যের অধীন ছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে সম্বলপুরাধিপতি বলরামদেব এই রাজ্যকে গড়-জাত মহলের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহারা আপনাদিগকে গঙ্গা-বংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের বংশোপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে রামচন্দ্রদেব রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতে অধস্তন ১০ম পুরুষে রাজা সুধলদেব সি, আই, ই, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। কুমার সচ্চিদানন্দদেব বাহাদুর বিশেষ উৎসাহের সহিত রাজকার্য্যে পিতার সহায়তা করিয়া থাকেন।

বামন (দেশজ) ব্রাহ্মণ।

বামনঘাটী, উড়িষ্যাপ্রদেশের ময়ূরভঞ্জরাজ্যের উত্তরস্থ একটী বিভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে সিংহভূমে ডেপুটী কমিসনরের হস্তে এই স্থানের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বেকার প্রজা-বিদ্রোহের পর ইংরাজরাজ এখানকার শাসনভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দার হস্তে পুনরায় শাসনভার প্রদত্ত হয়; কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বালকরাজের হইয়া ইংরাজরাজ এখানকার শাসনকার্য্য পর্য্যা-লোচনা করিতে থাকেন।

বামনহাটী (দেশজ) ব্রাহ্মণযষ্ঠীলতাভেদ।

বামনিয়াবাস, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বামানী, বিশাখপত্তন জেলার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ, ২৪৮৮ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১৯°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°৪০´ পূঃ।

বামানী, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও প্রধান বাণিজ্য-স্থান।

বায়না (পারসী) কোন দ্রব্য কিনিবার পূর্ব্বে মূল্য স্থির করিয়া মূল্যের মধ্যে অগ্রিম যাহা দেওয়া হয়। বায়না করার পর সেই দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও ক্রেতাকে আর অধিক দিতে হয় না।

বায়নাক্কা (আরবী) বিস্তারিত বিবরণ।

বার্ (পারসী) ১ ফল। ২ সময়। ৩ পুনরুক্তি।

বারউড়ানী (দেশজ) দেওড়, গুলি নিক্ষেপ।

বারকোল (দেশজ) কচ্ছপ।

বারকোষ (দেশজ) কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রভেদ।

বারকল, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যভূমে বিস্তৃত একটী গিরিমালা। বারকল টঙ্গ ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ, অক্ষা° ২২°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২°২২´ পূঃ। এই পর্ব্বতের জঙ্গলভূমে বহুশত বন্যহস্তী বিচরণ করিয়া থাকে।

২ উক্ত গিরিমালাস্থ একটী জলপ্রপাত। অক্ষা° ২৩°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ২৬´ পূঃ। পর্ব্বতনিঃসৃত জলরাশি প্রায় ১ মাইল রাস্তা প্রপাতাকারে পতিত হইয়া কর্ণফুলী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

বারগ্রাম, কীকটদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

বারদিগর (পারসী) পুনরায়।

বারদিয়া, পশ্চিম মালবের অন্তর্গত একটী ইংরাজরক্ষিত সামন্ত-রাজ্য। ঠাকুর রাজগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত।

বারমহল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী ভূমি-বিভাগ। উত্তর আর্কট ও সালেম জেলার ত্রিপাতুর, কৃষ্ণগিরি, ধর্ম্মপুর, উত্তঙ্করই, ওসুর ও দেঙ্কমকোট্টই তালুক লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়। অক্ষা° ১২° ৫´ হইতে ১২° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০´ হইতে ৭৯° ৩০´ পূঃ। এই বিভাগের কৃষ্ণগিরি, জয়রণগড়, বরণগড়, কাবলগড়, মহারাজগড়, ভূষণগড়, গজনগড়, কট্টিরগড়, ত্রিপাতুর, বানিয়াম্বাড়ী, সথারসনগড় ও থাতুকল্লু প্রভৃতি দ্বাদশটী স্থানে দেশরক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় ঘাটপর্ব্বতমালা।

পূর্ব্বে এইস্থান বিজয়নগররাজবংশের অধিকারে ছিল এবং ঐ রাজবংশের আনগুণ্ডি শাখার রাজগণ এই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহা মহিসুর-রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৮শ শতাব্দের কর্পার পাঠান নবাব বারমহল অধিকার করেন। প্রায় ৫০ বৎসর রাজ্যশাসনের পর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হাইদার আলী তাঁহাদের নিকট হইতে এইস্থান কাড়িয়া লন।

পরবৎসরে মহারাষ্ট্রগণ এই প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন; কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিপর্য্যস্ত হইলে পুনরায় হাইদার এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও

হাইদারের মিলিত সৈন্যের সহিত ইংরাজগণ কৃষ্ণগিরিতে পরাজিত হন। ইহার একমাস পরে ইংরাজসৈন্য পুনরুদ্যমে বারমহল আক্রমণ করে এবং পর পর কতকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। ১৭৯০ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিলেও কৃষ্ণগিরিদুর্গ জয় করিতে পারে নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারমহল ইংরাজ-করে অর্পিত হয়। তৎপরে উহার পূর্ব্বনাম পরিত্যক্ত হয় এবং এইস্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে।

বারভূঁয়া,[১] (বারো ভূঁয়ে বা বারভূঁইয়া) বাঙ্গালার দ্বাদশজন ভৌমিক বা রাজা উপাধিধারী জমিদার। আইন-ই অকবরী, অকবরনামা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই সামন্তগণের কাহারও কাহারও উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা কেহ কিছু অগ্রবর্ত্তী, অনেকেই প্রায় সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক। সেনাপতি মানসিংহ যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আসেন, তখন কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের সেই উজ্জ্বল সময়েও এই দ্বাদশজন ভৌমিক অৰ্দ্ধ স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালার রাজস্ব আদায় লইতেন এবং আবশ্যক হইলে সৈন্যসংগ্রহ দ্বারা তাঁহারা দিল্লীশ্বরের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন।

এক সময়ে ১২ জন অধিপতির শাসনে বাঙ্গালা রাজ্য পরিচালিত হইত বলিয়া সকলেই বঙ্গদেশকে 'বারভূঁয়ে বাঙ্গালা' নামে অভিহিত করিয়াছিল। ঐ বার জন ভৌমিকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

নাম	যে স্থানের রাজা	জাতি।
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়	চন্দ্রদ্বীপ	বসুবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ
প্রতাপাদিত্য	যশোহর	গুহবংশীয় ঐ
লক্ষ্মণমাণিক্য	ভুলুয়া	শূরবংশীয় ঐ
মুকুন্দরাম রায়	ভূষণা	দেববংশীয়।
চাঁদরায় ও কেদার রায়	বিক্রমপুর	ঘৃতকৌশিক গোত্র দেববংশীয় ঐ
চাঁদ গাজি	চাঁদপ্রতাপ	মুসলমান।
গণেশ রায়	দিনাজপুর	উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।
হাম্বীরমল্ল	বিষ্ণুপুর	মল্লবংশীয়।
কংসনারায়ণ	তাহিরপুর	বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
রামচন্দ্র ঠাকুর	পুঁটীয়া	বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
ফজল গাজি	ভাওয়াল	মুসলমান[২]
ঈশা খাঁ মসনদ আলী	খিজিরপুর	ঐ

উক্ত দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে রাজা কন্দর্পনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দ রায়, চাঁদরায় ও কেদার রায়, এই পাঁচ জন বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক একটী সমাজ গঠিত হয়।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণা গ্রামে রাজা মুকুন্দরামের রাজধানী ছিল। তদ্বংশধর রাজা সীতারাম রায়ের অধঃপতনের পর নবাবী আমলে ভূষণা একটী বৃহৎ চাকলায় পরিণত হয়। [বিস্তৃত বিবরণ ভূষণা ও সীতারাম শব্দে দেখ।]

রাজা কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজা। রাজা মুকুন্দের সমসাময়িক ভৌমিক ছিলেন। কন্দর্পের পিতা রাজা পরমানন্দ বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের ৯ম সমীকরণ করেন। ঐ সময় চাঁদরায়, কেদাররায় ও মুকুন্দরাম কুলীনদিগের পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া তাঁহার সমীকরণ-কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করেন। চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় কায়স্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময় যশোহর নগরে প্রতাপের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায় কর্ত্তৃক যশোহর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপাদিত্য[৩] নিজের প্রতিভা-বলে ঐ সমাজকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন। এই রাজগণ যে এক সময়ে অর্দ্ধ স্বাধীন থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী ও রণসজ্জা কাহারও অবিদিত নাই।[৪]

বারমুয়ারা, গুজরাত প্রদেশের মহীকান্থার অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ বড়োদারাজকে বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন।

বারমূলা, উড়িষ্যাপ্রদেশের দশপল্লারাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিকন্দর। গোয়ালদেও গিরিশৃঙ্গের নিকট অবস্থিত। উক্ত রাজ্যের উত্তর সীমা দিয়া মহানদী এখানে প্রবাহিত হইতেছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় বারমূলা-গিরিপথে ইংরাজ-সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। এইখানেই মহারাষ্ট্রীয়গণ ইংরাজ-বিরুদ্ধে শেষবার অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই গিরিসঙ্কটে ২রা নবেম্বর পরাজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ জন্মের মত স্বাধীনতা হারাইল।

২ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিকন্দর। এস্থান দিয়া বিপাশা (ঝিলাম) নদী প্রবাহিত। অক্ষা° ৩৪° ১০´ উঃ এবং

(১) ভূমিহার শব্দের অপভ্রংশ।

(২) দিল্লী হইতে ইনি বাঙ্গালায় আসিয়া ভাওয়ালের রাজা শিশুপালকে পরাজয়পূর্ব্বক তথায় অধীশ্বর হন। এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

(৩) এই স্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত। ইঁহার বংশধরগণ এক্ষণে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

(৪) [চাঁদরায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নামে এবং ভূঁয়া ও তত্তৎ রাজধানী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্রাঘি° ৭৪° ৩০´ পূঃ। উক্ত নদীর দক্ষিণকূলে বারমূলা নগর অবস্থিত। এখানে নদীবক্ষে একটী বিস্তৃত সেতু আছে।

বারবই, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের নিমার জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। নর্ম্মদানদীর ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে রাজপুতনা-মালব রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ধরগাঁও, খসড়াবাড়, মণ্ডলেশ্বর ও বারবই হোলকর-রাজকরে প্রদত্ত হয়।

বাররা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম্ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১০ বর্গমাইল।

বাররা, (বারুবা) উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৮° ৬২´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৩৭´ ৩৫´´ পূঃ। এস্থান হইতে নানা দ্রব্য ভারতের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বারবাঁকি, হেড়ম্বপর্ব্বতনিঃসৃত একটী নদী। (দেশা° ৩১।১।৩)

বারবাটী, উড়িষ্যারাজধানী কটকের অন্তর্গত একটী দুর্গ। কটকের অপরপারে মহানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৬´ পূঃ। কোন্ সময়ে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার ঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে হিন্দুরাজগণের অধিকারকালে উহার গঠনকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ও মহারাষ্ট্রাধিকারে ইহার কতকাংশ সংস্কৃত হয়। এখন এই ভগ্নস্তূপ জঙ্গলে পরিণত হইলেও উহার পূর্ব্বদ্বার এবং ফতেখাঁ রহিম-নির্ম্মিত মস্‌জিদ বিদ্যমান আছে। এই দুর্গসীমার চারিধারে দুই স্তবক প্রস্তরপ্রাচীর এবং মধ্যস্থলে পতাকাস্তম্ভ ছিল। পূর্ব্বদ্বারের নিকটে ও দুই পার্শ্বে দুইটী চতুরস্র গম্বুজ চিহ্নও বিদ্যমান আছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী মোটে (M. la Motte) ইহার গঠনকার্য্যের সহিত ইংলণ্ডস্থ উইণ্ডসর দুর্গের তুলনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র অভিযানের শেষে এই দুর্গ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয়।

বারবালা, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। উতৌলী নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরের চারিদিক্ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত।

বারবালা, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৫৮০ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচারসদর। এখানকার ধ্বংসাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে এইস্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিবাসিগণ অধিকাংশ সৈয়দবংশীয় মুসলমান। ইহারাই নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকারী।

বারবামপুর, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গমাইল।

বারবিঘা, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪১´ পূঃ।

বারসিতকূলী, বেরাররাজ্যের অকোলা জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বারহটনরহরদাস (পুং) অবতারচরিতনামক হিন্দী গ্রন্থরচয়িতা।

বারা, পঞ্জাব প্রদেশের পেশাবর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। বারা নামক উপত্যকাভূমি হইতে প্রবাহিত। নানা শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া কাবুল নদীর শাহ আলম্ শাখায় পতিত হইয়াছে। বারা নামক দুর্গের সম্মুখে এই নদী ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। একটী পেশাবর নগরে এবং অপর দুইটী খলীল ও মোহ্মন্দ জাতি-অধিবাসিত প্রদেশে প্রবাহিত থাকিয়া তদ্দেশবাসীকে জলদান করিতেছে। কোহাট ও আটকে দ্রব্যাদি লইবার জন্য এই নদীবক্ষে দুইটী সেতু আছে। বারা নদীতীরে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। শিখ-অধিকারে ঐ চাউল পেশাবরে আনীত এবং উহার অধিকাংশই পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎপরিবারের আহার্য্যরূপে সংগৃহীত হইত। এই পুণ্যসলিলা নদী তথাকার হিন্দুর চক্ষে পবিত্র বলিয়া গণ্য।

বারা, অযোধ্যা প্রদেশে উনাও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৬° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৬´ পূঃ। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বারা নামক ভরজাতির জনৈক রাজকর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানে নীলের চাস আছে।

বারা, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। যমুনা হইতে কৈমুর গিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-পরিমাণ ২৫২.২ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের সদর।

বারা, উঃ পঃ প্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পলিময় সৈকতদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৪´ ১৫´´ পূঃ।

বারাকপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৪২ বর্গ মাইল। এখানে ৬৭টী গ্রাম আছে। বারাকপুর ও নবাবগঞ্জ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

১ উক্ত জেলার একটী নগর। হুগলী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৭।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৫´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২২´ ৫২´´ পূঃ। এখানে ইংরাজের সেনানিবাস স্থাপিত আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনা-

বারিকে সৈন্য রাখা হয়, তদবধি সেই বারিকের নামানুসারে এই স্থানের নাম বারাকপুর হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ বণিক চার্ণকের (Job Charnock) এখানে বিশ্রামভবন ছিল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ইংরাজ মহাপুরুষ এখানে একটী বাজার স্থাপন করিয়া যান। এখানকার সৈনাবাসের দক্ষিণভাগে বারাকপুর পার্ক নামক রাজকীয় উদ্যান। ভারতের ইংরাজরাজপ্রতিনিধিগণ (Viceroys of India) এই সুরম্য উদ্যান-বাটিকায় অবস্থানকল্পে অনেক উন্নতি করিয়া যান। লর্ড মিণ্টো এখানে যে বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্ তাহার অনেক সংস্কারসাধন করেন। এখানে লেডী কেনিংএর সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

এখানে দুইবার সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় এখানকার সিপাহীদল সমুদ্রবক্ষ দিয়া ব্রহ্মে যাইতে অস্বীকৃত হয়। স্থলপথে যাইতেও তাহারা দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রার্থনা করে। ইংরাজসেনানী কার্টরাইট্ সাহেব তাহাদিগকে বিস্তর বুঝাইলেও তাহারা কুচকালে বিদ্রোহী হইয়া উঠে; কিন্তু পুনরায় নবেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার তাহারা কুচকাওয়াজ করিতে করিতে বিদ্রোহিতাচরণ করিলে ইংরাজসেনাধ্যক্ষ পেগেট তাহাদিগকে শান্ত করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তিনি সেনাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন, যদি তাহারা অনুমতি অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে তাহাদের অস্ত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ কথাও তাহারা কর্ণপাত না করিলে পেগেট-সহচর কামানবাহী ইংরাজসৈন্য তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। তাহারা ইংরাজের তোপমুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে না পারিয়া পলায়ন করে। কতক নদীগর্ভে ঝাপাইয়া প্রাণরক্ষা করে, অপরে ইংরাজকরে বন্দী ও নিহত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। টোটা-কাটার কথায় জাতি যাইবার ভয়ে তাহারা ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। জেনারল হিয়ার্সে তাহাদের প্রকৃত কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই। প্রধূমিত হৃদয়ানল ক্রমশঃই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দিন দিন সিপাহীদলের আক্রোশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। ২০এ মার্চ্চ মঙ্গল পাঁড়ে নামা ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতি দলের জনৈক কর্ম্মচারী লেপ্টেনান্ট বাফ্ ও জনৈক সার্জেণ্ট মেজরকে গুলিদ্বারা হত্যা করে এবং অপরাপর সিপাহীদিগকে তাহার সহিত যোগ দিতে বলে। যে রক্ষক-সিপাহীদল উপস্থিত ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও মঙ্গল পাঁড়েকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে নাই তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দেওয়া হয়। মঙ্গল পাঁড়ে ইংরাজ সৈনিক-বিচারে ফাঁসি যায়। [বিস্তৃত বিবরণ সিপাহীযুদ্ধ শব্দে দেখ।]

বারাণ্ডা (দেশজ) অলিন্দ।

বারান্তর (দেশজ) পুনরায়।

বারাপোলি, দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত একটী নদী। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোড়গরাজ্যে ও মলবার জেলায় প্রবাহিত হইয়া আরব্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে। কোড়গরাজ্যের ব্রহ্মগিরি নামক পর্ব্বতের যেস্থান হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে, তাহা লক্ষণতীর্থ ও পাপনাশী নামে খ্যাত। কোড়গ-সীমান্তে এই নদীর ২ শত ফিট্ একটী উচ্চ প্রপাত আছে। বনভাগ ও পর্ব্বতকন্দরাদির মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকায় তীরভূমির দৃশ্য অতীব মনোরম। কোন্নুর যাইবার পথে এই নদীর উপর দিয়া একটী সুন্দর সেতু আছে।

বারামতী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৮° ৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৬´ ৪৫´´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত আছে।

বারাবাঁকি, (বারবাঙ্কি) অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। উঃ পঃ প্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৭৬৮ বর্গ মাইল। এই জেলাটী প্রায় সমতল, তবে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ক্রমশঃই ঢালু হইয়া আসিয়াছে। গোমতী, ঘর্ঘরা ও চৌকা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা নদী এই জেলামধ্যে প্রবাহিত থাকায় এই স্থানের শস্যোৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যভাগে কতকগুলি ঝিল (জলাভূমি) ও তলাও আছে। বর্ষাকালে তলাওগুলি জলপূর্ণ ও একত্র হইয়া একখণ্ড বিস্তৃত জলরাশির ন্যায় দেখায়, কিন্তু বর্ষাপগমে খণ্ড খণ্ড পুষ্করিণীর আকার ধারণ করে।

এই জেলার নানাস্থানে যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহার উদ্ধারসাধন করিতে পারিলে একটী অভিনব ইতিহাস প্রকটিত হইতে পারে। মাজিমা শিদ্ধৌর ও আলিয়াদের নিকট এখনও নাগপূজোপলক্ষে শত শত লোক সমবেত হইয়া থাকে। নাগরাজগণের অধিকার হইতেই এখানে নাগপূজার সৃষ্টি, একথা এখনও অনেকের মনে জাগরূক আছে। অহিচ্ছত্রের নাগহ্রদের নিকট যথায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তথায় অশোক-নির্ম্মিত একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে এখানে ভরজাতির পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের অভ্যুদয়ে অযোধ্যার স্থানে স্থানে দুর্গ, প্রাকার, পরিখা ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও ধ্বংসাবশেষসমূহই লুপ্তকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত এবং ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মুসলমান আক্রমণে ক্ষত্রিয় ও ভররাজগণের প্রভাব ক্রমশঃই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ সালর মসাউদ এই স্থান আক্রমণ করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে ঔসরি সেখগণ শিহরিয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে জোহেল-পুরের নিকট ভরজাতিকে পরাজিত করিয়া মুসলমানসেনানী আবদুল বাহিদ্ সেই স্থান জৈদপুর নামে অভিহিত করেন। ঐ সময়ে খেওলির সৈয়দগণ ভরদিগের নিকট হইতে ভিঠৌলী এবং ভাটিনামক মুসলমানগণ বাই-ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে ববৌলী ও ভর-অধিকৃত মবাই-মহোলারা নামক স্থান দখল করে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে রুধৌলী ও ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে রসুলপুর ভরশাসনচ্যুত হয়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে এই স্থান দিল্লীর লোদী ও জৌনপুরের শর্কি-বংশের যুদ্ধাভিনয়স্থল হইয়াছিল। ঐ সময়ে ফতেপুরের সুবাদার দরিয়াও খাঁ কর্ত্তৃক দরিয়াবাদে এবং কামিয়ার ও কহ্লন জাতির বাসভূমিতে (ঘর্ঘরা নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূমি) অচলসিংহ কর্ত্তৃক একটী সেনা-নিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত অচলসিংহের বংশধরগণ এখনও ছয়খানি ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং প্রায় বিংশতি সহস্র কহ্লন সেই অচলসিংহকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। ঐ সময়ে এই জেলার ইতস্ততঃ মুসলমান কর্ত্তৃক বিক্ষোভিত হইলেও হরাহা নগর সূর্য্যবংশী ও সূর্য্যপুর সোমবংশী ক্ষত্রিয়গণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রামনগরের রাইকবাড় ক্ষত্রিয়গণ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাস করে, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। [বরাইচ দেখ।]

সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্ব সময়ে রাইকবাড়-সর্দ্দার হরি-হরদেব কাশ্মীর-যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট্ তাঁহাকে এই জেলার সইলাক্ পরগণা প্রদান করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাইকবাড়গণ বিদ্রোহী হইলে লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করে। কল্যাণীনদীতে মুসলমানসৈন্যের সহিত তাহাদের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে খাঁজাদাগণ জয়ী হইয়া তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সয়াদৎ আলীখাঁর মৃত্যুর পর রাইকবাড়গণ তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-শাসনভুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহারা একটী বিস্তৃত রাজ্য সংগঠন করিয়াছিল। দেশীয় রাজার অধিকারে এইস্থান অত্যাচারের আদর্শস্থল হইয়া উঠে। গোমতী ও কল্যাণীতীরবর্ত্তী জঙ্গলময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে সূর্য্যপুরের শৈরাজ সিংহজীর, ভবানীগড়ের মহীপৎসিংহের ও কাশুনগড়ের গঙ্গাবক্সের দস্যুসেনাদলের বাসযোগ্য দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ স্থাপিত ছিল।

১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার তালুকদার-গণ যোগদান করিয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে সীতাপুর ও বরাইচের রাইকবাড়গণ রাজপুতোচিত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তৎকালীন জনৈক ইংরাজসেনানী ইহাদের রণোন্মাদ ও ভীষণ সাহসের কথা অকপটে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। পরবৎসরে দরিয়াবাদ হইতে নবাবগঞ্জ জেলায় সদর উঠাইয়া আনা হয়। বারাবাঁকি, ফতেপুর, রামসনেহী ও হাই-দরগড় এই চারিটী জেলার উপবিভাগ।

বারাসত, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৮৯ বর্গমাইল। বারাসত, দেগঙ্গা, হাবরা ও নৈহাটী প্রভৃতি থানা ইহার অন্তর্গত।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ২২°৪৩´২৪´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩১´ ৪৫´´ পূঃ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যশোর ও নদীয়া জেলা হইতে কতকগুলি পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, 'উহা বারাসত জেলা' নামে খ্যাত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এখানে বি, সি, রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদের মতাবলম্বী মুসলমানদল তিতুমিঞা নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের বুজরকিতে ভুলিয়া হিন্দুবিদ্বেষী হয়। এই উদ্ধত মুসলমানগণ দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল। এমন কি তাহারা গ্রাম পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এখানে ইহারা একটী বাঁশের কেল্লা প্রস্তুত করিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া তাহারা ঐ দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশেষ বীরত্ব-সহকারে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে এক শত মৃত ও আড়াই শত বন্দীরূপে ধৃত হইলে তাহারা পলায়ন করে। তৎপরে দুএকবার ইংরাজ-বিপক্ষে অস্ত্রধারণে চেষ্টা করিলেও তাহারা পুনঃ পুনঃ নিগ্রহভোগ করিয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালায় তিতুমীরের লড়াই নামে প্রসিদ্ধ।

বারাসিয়া, মধুমতী নদীর একটী শাখা। ফরিদপুর ও যশোর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। খালপাড়ার নিকট মধুমতীকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় লোহাগড়ায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে সকল সময় পণ্যদ্রব্য লইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিতে পারে।

বারিক (ইংরাজী Barrack) ১ সৈন্যাবাস। ২ বহুলোকের আবাসস্থান।

বারিকপুর [বারাকপুর দেখ।]

বারিগুরা, মধ্যভারতের রেবা নামক সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বারিয়া, গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থার অধীন একটী করদ-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৮১৩ বর্গমাইল। রন্ধিকপুর, ছুধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদথিলা, শাগতালা ও রাজগড় প্রভৃতি ৭টী ইহার উপবিভাগ। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান বনাচ্ছাদিত।

এখানকার সর্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মুসলমান কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া চম্পানের নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বেগারা কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ক্রমে এই রাজবংশ দুইটী ঘরে বিভক্ত হইয়াছেন। একঘর ছোট উদয়পুরে ও অপর ঘর বারিয়ায় থাকেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজবংশের সহিত ইংরাজের মিত্রতা স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে এখানকার সর্দার বারিয়া ভীলসৈন্য লইয়া শিন্দে-সৈন্যের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করেন। এখানকার সর্দারগণ দেওগড় বারিয়ার মহারাবল নামে প্রসিদ্ধ।

ইংরাজরাজকে সর্দার বাৎসরিক ৯৩৩০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। ইহাদের সৈন্যসংখ্যা ২৫৯ জন। ইংরাজের নিকট ইহারা ৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২২° ৪৪´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৬´৩০´´ পূঃ। ইংরাজকর্ম্মচারীর অভিমত না লইয়া তিনি হত্যাপরাধীকে দণ্ড দিতে পারেন।

বারিদোয়াব, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটী অন্তর্বেদী। ইরাবতী ও শতদ্রুসহ বিপাশা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান। গুরুদাসপুর, অমৃতসর, লাহোর, মণ্টগোমারি ও মুলতান জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লীর রেলপথ এখানে বিস্তৃত।

বারিদোয়াবখাল, উক্ত অন্তর্বেদীর মধ্যে জলপ্রবাহের জন্য একটী কাটাখাল। গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও লাহোর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সম্রাট্ শাহজহানের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার আলীমর্দ্দন খাঁ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে যে হসলি খাল কাটাইয়া যান, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঐ খালের কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য লর্ড নেপিয়ার উহার কার্য্যারম্ভ করেন। ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হয়। মুলখাল ও শাখাখাল লইয়া ইহার পরিমাণ ৩৮৮ বর্গমাইল। রাজবহা বা ক্ষুদ্র জুলি লইলে উহার পরিমাণ আরও ৮৬২ মাইল বেশী হইবে। প্রায় ৪৩৩০৮০ একার জমি এই খাল দ্বারা জলসিক্ত হইয়া থাকে।

বারিস্ (আরবী) ওয়ারিস্, উত্তরাধিকারী।

বারুই, বাঙ্গালা ও বেহারবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহারা বারই, বরজী, বারজীবী ও লতাবৈদ্য নামে অভিহিত। পাণের চাষ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা পাণের চাষ দেয় বটে; কিন্তু বাজারে তাম্বুলীদিগের ন্যায় খুচরা বিক্রয় করে না। কোথাও কোথাও তাম্বুলীদিগকেও পাণের চাষ দিতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় ব্যবসা এক হইলেও বিহার ও বাঙ্গালার বারুই জাতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। ইহারা একত্র আহার ও পরস্পরের সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করে না।

বাঙ্গালার বারুইদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা বলে যে, দেবপূজোপকরণে পাণের আবশ্যকতা দেখিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহাদের সৃষ্টি করেন। জাতিমালায় লিখিত আছে যে, গোয়ালার ঔরসে তাঁতি-রমণীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তিকথা লিখিত হইয়াছে। মতান্তরে প্রকাশ যে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে এই জাতি উৎপন্ন।

সাধারণতঃ ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, নাথান ও কোটা নামক চারিভাগে বিভক্ত। অলম্যান, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, চন্দ্রমহর্ষি, গৌতম, জৈমিনি, কণ্বমহর্ষি, কাশ্যপ, মধুকুল্য (মৌদ্গল্য), শাণ্ডিল্য, বিষ্ণু, মহর্ষি ও ব্যাস নামে কএকটী গোত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইগুলি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ মাত্র। গোত্র ধরিয়া ইহাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। সগোত্রে বিবাহও চলে; কিন্তু সমানোদক হইলে বিবাহ ঘটে না।

ইহাদের মধ্যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধা নাই। ইহাদের মধ্যেও কএকটী গোষ্ঠীপতি আছে; কিন্তু তাহারা সামান্য ঘরেও আপনাদের পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপ্রণালী ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের মত। কোন কোন বিবাহে কুশণ্ডিকাও হয় এবং কোথাও কোথাও কুশণ্ডিকা হয় না। বিবাহের অঙ্গাধীন সমস্ত কার্য্যের পর অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা হয়।

ধর্ম্মকর্ম্মে ইহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করে। অধিকাংশই শাক্ত। বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম। যে সকল ব্রাহ্মণেরা নবশাখের যাজকতা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহাদের গৃহে পৌরোহিত্য করেন। প্রচুর পাণ উৎপন্নের আশায়

বারুইরা বৈশাখ চতুর্থীতে কুলদেবীর পূজা করে। পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষানদীতীরে বারুইগণ আশ্বিনী কৃষ্ণানবমীতে উষার পূজা করে। এই পূজায় ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, তাহারা নিজ নিজ উপহার দেবীকে উৎসর্গান্তে গ্রামস্থ বালকবালিকাদিগকে প্রদান করে। বিক্রমপুরবাসী বারুইগণ ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত সুঙ্গাই নামক ভগবতীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

পাণ উৎপন্ন করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। বায়ু ও সূর্য্যের প্রকোপ হইতে পর্ণলতা রক্ষার জন্য নল, পাঁকাটী অথবা বাঁখারি দিয়া 'বরোজ' প্রস্তুত করে। ঐ বরোজগুলি সাধারণতঃ ৮ ফিট্ উচ্চ হয় এবং দীর্ঘ ও প্রস্থে জমির সমান। পাণলতার নীচে পাঁকমাটি ও খোলের সার দিতে হয়। লতার ডাল যতই কাটা হয়, গাছও ততই বাড়িয়া উঠে। ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসে নূতন পত্র গজায়। উহাই 'ফাল্গুনে ও আষাঢ়ে নোচ' নামে খ্যাত। কর্পূরী (কর্পূরগন্ধযুক্ত), সাঁচি (ছাঁচি), কড়ুই, দেশী, বাঙ্গালা, ভাটিয়াল, ধালদোগ্গ, বুবুনা ও ঘাস পাণ নামক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পাণ বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় উৎপন্ন হয়।

বারুইগণ স্নানান্তে শুচি হইয়া বরোজ মধ্যে প্রবেশ করে। যে কৃষকেরা পর্ণক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, তাহাদেরও স্নান ব্যতিরেকে বরোজের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। লাভের প্রত্যাশায় অধুনা ধোবা, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শুঁড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানগণ পাণের চাষ করিতেছে; কিন্তু তাহারা বারুইদিগের মত বরোজের পবিত্রতা রক্ষা করে না আবশ্যকমত কোনরূপ পূজাদিও করে না।

এই বারুইগণ নবশাখের অন্তর্গত। বর্ত্তমানকালে শিক্ষা-প্রভাবে অনেকের সামাজিক ও সাংসারিক উন্নতি দেখা যায়। অনেকে শিক্ষক, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির কার্য্য করিতেছে। গবর্মেণ্টের অধীনেও অনেকে কেরাণীর কার্য্যে লিপ্ত আছে। ইহাদের বংশোপাধি—আইন্, আশ, বয়াল, ভদ্র, ভৌমিক, ভাবল, বিশ্বাস, চাঁদ, চৌধুরি, দাম, দাস, দেব, দত্ত, ধর, গুহ, হালদার, হোড়, কর, খান্ খোর, কুণ্ডু, লাহা, মজুমদার, মল্লিক, মণ্ডল, মন্ত্রিণী, মান্না, মারিক, মিত্র, লাহা, নাগ, নন্দন, নন্দী, পাল, রক্ষিত, রুদ্র, সরকার, সেন প্রভৃতি।

বেহার ও বারাণসীবাসী বারুইদিগের সহিত তথাকার তাম্বুলীদিগের কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এখানে এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিনব প্রবাদ প্রচলিত আছে। দুইজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণভ্রাতা একদা বনমধ্যে তৃষ্ণাতুর হইয়া জলান্বেষণ জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যেষ্ঠের আদেশে কনিষ্ঠভ্রাতা একটী মহুয়া বৃক্ষের উপরে উঠিয়া কোটর মধ্যে জল পায়; কিন্তু ভ্রাতাকে গোপন করিয়া সেই জল পানপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে অবতরণ করে। এই মিথ্যাকথার জন্য পরমেশ্বরের আদেশে কনিষ্ঠের উপবীত হইতে পাণলতার সৃষ্টি হয়। তদবধি ঐ কনিষ্ঠের সন্তানসন্ততিগণ পাণের ব্যবসা করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে পাণচাষ হইতে বিরত করিবার জন্য এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরে বলিয়া থাকেন, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে তাম্বুলিকের জন্ম হয়। গোরখপুরের বারুইগণ বলে যে, পর্ণবিক্রয়বৃত্তি হইতে তাহারা এই নামে অভিহিত হইতেছে। আজমগড়ের অন্তর্গত বীরভানপুর তাহাদের পৈতৃক বাসস্থান।

পশ্চিমা বারুইদের মধ্যে প্রায় ১৪৭টী থাক আছে। এগুলি স্থানবাচক। যেমন অহরবাড়, অযোধ্যাবাসী, বৃন্দাবনবাসী, সরযুপুরী, চৌরাসিয়া, শ্রীবাস্তব, উত্তরাহ, পর্ব্বতগড়ী, জৈসবার, জৌনপুরী ইত্যাদি। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পিসী ও মাসীর বংশে যতদিন পিণ্ড বাঁধে, ততদিন বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহারা কন্যার ৮ বা ৯ বৎসরে এবং বালকের ১২ বা ১৩ বর্ষেই বিবাহ দেয়। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে হইলে জাতীয় সভায় তাহার কারণ আবেদন করিতে হয়; কিন্তু দুইটী ব্যতীত কাহারও তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ প্রচলিত। ধনীর পক্ষে চারহোবা, গরিবের দোলা এবং বিধবা রমণীগণের সাগাই। উপরোক্ত দুইটী কুমারীবিবাহে সিন্দুরদান বিহিত আছে।

ইহারা সাধারণতঃ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহে। মহাবীর, পাঁচপীর, ভবানী, হরদিহ দেব, শোখবাবা ও নাগবেলি ইহাদের প্রধান উপাস্য-দেবতা। প্রধান প্রধান দেবপূজায় তেওয়ারী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা করে; কিন্তু গ্রাম্যদেবতার পূজা গৃহস্থগণ স্বয়ং সমাপন করিয়া থাকে। ইহারা শবদেহ দাহ করে, কেহ কেহ গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়াও থাকে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট ইহারা অন্নগ্রহণ করে। ঘাটিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ ইহাদের প্রস্তুত পক্কান্ন ভক্ষণ করিতে পারে। ইহারা মদ্য ও মাংস খায়।

বারুইপুর, ২৪ পরগণার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৪৪২ বর্গমাইল। এখানে পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা বিস্তৃত হওয়ায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিচারবিভাগ আলিপুর সদরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। কলিকাতার ৮ ক্রোশ দক্ষিণে আদিগঙ্গা নামক গঙ্গাখাতের পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৯´ পূঃ। টলিসাহেব কর্তৃক গোড়ের খাল কাটা হইবার পর ঐ নদীখাত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখনও ঐ নদীগর্ভস্থিত পুষ্করিণীগুলি গঙ্গা নামে

প্রসিদ্ধ। এখানকার 'রায়চৌধুরী' বংশ প্রাচীন জমিদার এবং ডায়মণ্ডহারবার নামক উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান ইহাদের ভূসম্পত্তিভুক্ত। এখানে বারুই জাতির বহু পাণের চাষ দেখা যায়।

বারুদ (তুর্কী) অগ্নিচূর্ণ। কামান বা বন্দুক নামক যুদ্ধাস্ত্রের গোলাগুলি নিক্ষেপ জন্য গন্ধক, সোরা প্রভৃতির যোগে প্রস্তুত মসলা (Gun-powder)। হাউই, বোম, রকেট প্রভৃতি অগ্নিক্রীড়াবিষয়ক দ্রব্য প্রস্তুত করণেও এরূপ মসলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু উহাদের মিশ্রণভাগ পরস্পর স্বতন্ত্র। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডে তীর ধনুকের যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তৎপরবর্ত্তীকালে তাহারা বারুদের উদ্ভাবন করিয়া যুদ্ধব্যাপারে অনেক সুবিধা করিয়াছে। রোজার বেকন (Roger Bacon) নামা জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ বারুদের প্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারত ও চীনসাম্রাজ্যে বারুদের প্রচলন ছিল, কিন্তু য়ুরোপে সেই বারুদের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

[নালিকাস্ত্র দেখ।]

সোরা, গন্ধক ও কয়লা অগ্ন্যুত্তাপে উত্তপ্ত হইলে জলিয়া বিস্ফারিত হয়। ঐ দ্রব্যে এরূপ গুণ থাকায় আবশ্যকতা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৬৫ ভাগ সোরা, ১২০ গন্ধক ও ১৫ কয়লা মিশাইলে উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত হইতে পারে। কামানের গোলা-নিঃসরণ জন্য প্রস্তুত বারুদে ৭৫, ১০ ও ১৫ এইরূপ পরিমাণ লাগে। পশুপক্ষী প্রভৃতি শীকারের জন্য ৭৮,১০,১২ এইরূপ ভাগ দিলেই যথেষ্ট হয়। ঐরূপ ভাগে মিলিত সোরা, গন্ধক ও কয়লা উত্তমরূপে পিষিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়। পরে সেই চূর্ণে তারপিন্ তৈল বা স্পিরিট্ মিশাইয়া পুনরায় মর্দ্দন করিতে হয়। উহা কাগজে রাখিয়া শুকাইলে ক্রমে দানা বাঁধিয়া যায়। ঐ দানা এরূপ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক যে, অঙ্গুলির চাপে যেন তাহা গুঁড়াইয়া না যায়। বারুদে অগ্নি লাগাইলে এত শীঘ্র পুড়িয়া যায় যে চক্ষুর পলক ফেলিতে ফেলিতে তাহা নিঃশেষিত হয়। কেবল অতি সামান্য ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। একখানি সাদা কাগজের উপর বারুদ রাখিয়া আগুণ দিলে চক্ষুর নিমিষে বারুদ পুড়িয়া কাগজখানি কাল করে মাত্র, কিন্তু উহা আগুণে পুড়িয়া যায় না। বড় দানা অপেক্ষা গুঁড়া বারুদ শীঘ্রই আগুণে ধরিয়া উঠে। বারুদ জলসিক্ত হইলে কোন কাজেই আসে না। কামান বা বন্দুক মধ্যে উপর্য্যুপরি বারুদ সহযোগে গোলা ছুড়িলে, তচ্ছিদ্র মধ্যে অল্পে অল্পে ময়লা জমিয়া উহার মধ্যভাগ (Barrel) খারাপ করিয়া থাকে। এজন্য উহার অভ্যন্তর ভাগ পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার না করিয়া তোপ দাগা নিষিদ্ধ।

ব্যবসার জন্য তুবড়ী, তারাবাজী, ছুঁচবাজী, ছমুপটকা প্রভৃতি বাজীর বারুদ প্রস্তুত করে, তাহার কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। ইংলণ্ড হইতে যে বারুদ কলিকাতা প্রভৃতি নগরে বিক্রয়ার্থ আইসে, তাহার প্রস্তুত, রক্ষা ও বিক্রয় এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানী প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরাজরাজের একটা আইন (Statute 38 Vict c 17) বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বারুদপুর, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ঠাকুর নামক সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। [ভরুদপুর দেখ।]

বারুদখানা (পারসী) যে স্থলে বারুদ প্রস্তুত ও রাখা হয়।

বারুল, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী লৌহক্ষেত্র। এই লৌহময় ভূমির মধ্যস্থলে বারুল গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৯´ পূঃ। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রচুর খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। মিঃ ডেভিড্ স্মিথ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া গবর্মেণ্টে যে রিপোর্ট দেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৬০।০ লক্ষ টন্ মিশ্রিত লৌহ পাওয়া যায়। উহা গলাইলে অন্ততঃ ১৬ লক্ষ টন পরিষ্কার লৌহ উৎপন্ন হইতে পারে।

বারো, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জ্ঞাননাথ পর্ব্বতের পাদমূলস্থ হ্রদতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। ইহা বারনগর নামে প্রসিদ্ধ। গোদারিয়া জাতির স্থাপিত গদরমর নামক দেবমন্দির ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরস্তম্ভাদি এখানকার পূর্ব্বকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ঐ মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী গণেশমন্দিরের গাত্রে অষ্টশক্তি ও নবগ্রহাদি মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। পার্শ্ববর্ত্তী জৈনমন্দিরগুলির গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে ঐ প্রাচীন প্রস্তরাদি হইতে এইগুলি গঠিত অথবা সংস্কৃত হইয়াছে। এখানে ৯৩৩ সংবতে যদুকুলতিলক তোমররাজগণের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, মালবের পরমাররাজগণের পূর্ব্বে এখানে তোমরবংশীয় রাজন্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উক্ত হ্রদের উত্তর তীরে একটী বৈষ্ণব-মন্দির, উহার সম্মুখস্থ ছত্রে দশ অবতার মূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্বে ষোল-খাম্বি নামক চাঁদনি স্থাপিত।

ইহার ১॥০ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী পাথেরী নামক গ্রাম এক সময়ে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে বুন্দেলা-সর্দ্দার ছত্রশাল এই নগরের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া এই নগরী লুণ্ঠন করেন। লব্ধ দ্রব্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বীণা নদীর বন্যা দেখিয়া চমকিত হন। রাজা ছত্রশাল বীণাকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—

"বীণা তুম্ পরবিন্ হো, সব নদীসর্দ্দার।
শাবণ মেঁ আবম্ ভয়ো হামে লাগাদো পার॥"

প্রবাদ্‌ তাঁহার এই স্তুতিতে বীণা তুষ্টা হইয়াছিলেন। নদীর বন্যা কমিলে তিনি নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন।

বায়েক (দেশজ) একবার।

বারো (দেশজ) দ্বাদশ।

বারোদ্বারী (দেশজ) ভিক্ষুক, বারদ্বারে যাহারা ভিক্ষা করে।

বারোয়ারী (দেশজ) সাধারণ। বারজনে মিলিয়া যাহার অনুষ্ঠান করে।

বারৌন্দা, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। পাথর-কুচার নামেও খ্যাত। ভূ-পরিমাণ ২৩৮।। বর্গমাইল। এখান-কার সর্দ্দার রণগভীর দয়াল রাজপুতবংশের প্রাচীনতম শাখা-সম্ভূত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট সনদ দিয়া তাঁহাদের রাজপদ সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা ২০ অশ্বারোহী, ১৭০ পদাতি ও ৩ কামান।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। এখানে রাজপ্রাসাদ অব-স্থিত। অক্ষা° ২৫° ২´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২´ ৩০´´ পূঃ।

বার্ক এডমণ্ড, (Edmond Burke) জনৈক ইংরাজ-রাজ-নৈতিক। তাঁহার পিতা একজন সামান্য ব্যবহারজীবী ছিলেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া তিনি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে 'ভিণ্ডিকেশন অব্ নেচারল সোসাইটী' এবং 'মহৎ ও সুন্দর' নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন। লর্ড নর্থের কর্ম্মত্যাগে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনাবিভাগের বেতনদাতার পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ সময়ে প্রিভি কৌন্সিল-সভায়ও তাঁহাকে আসন দেওয়া হয়। তৎপরে লর্ড শেলবোর্ণ রাজকোষের কর্ত্তা হইলে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনকর্ত্তা ওয়ারেন্ হেষ্টিং-সের অন্যায়-শাসনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি স্বার্থশূন্যহৃদয়ে যে রাজ-নৈতিক বক্তৃতা (Burke's impeachment on Warren Hastings) করেন, তাহাতেই তিনি জগদ্‌বাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ফরাসীবিপ্লবের দোষ দেখাইয়া তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন, (Reflection on the French Revolution) তাহা তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লিমেণ্টের আসন ত্যাগ করেন। বৃদ্ধবয়সে একমাত্র সুশিক্ষিত পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ডাঃ জনসন্, লর্ড মেকলে প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার বাগ্মিতা ও শব্দ-সন্নিবেশের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ডবলিন্ নগরে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বেকন্সফিল্ড নগরে তাহার জীবলীলা শেষ হয়।

বার্থলমিউ, সেণ্ট, জনৈক খৃষ্টান সাধু। অনেকে ইহাকে ন্যাথানেল বলিয়া মনে করেন। ইনি আরব, আর্মেণিয়া ও প্রায় খৃষ্টীয় ২২০ অব্দে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন।

বার্লাম, খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের সেণ্ট-জন বিভাগবর্ণিত জনৈক সাধু। পারস্য সীমান্তবাসী ভারতবাসী এবং সাধু জোসেফাৎ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতরাজপুত্র জোসেফৎকে 'বোধিসত্ব' বলিয়া কল্পনা করেন।

বার্লো, সর জর্জ, মান্দ্রাজের ইংরাজ শাসনকর্ত্তা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিদর্শকরূপে তিনি ভারতে পদার্পণ করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বেল্লূরে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে ইংরাজবণিকগণ বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন।

বার্ব্বটীর (পুং) ১ ত্রপু, রঙ্গ ধাতু। ২ আম্রাস্থি। ৩ অঙ্কুর। ৪ গণিকাসুত। (হেম)

বার্হ (ত্রি) বর্হসম্বন্ধীয়।

বার্হত (ক্লী) বৃহত্যাঃ ফলং প্লক্ষাদিত্বাদণ্। ১ বৃহতীফল। বৃহতিভবঃ। উৎসাদিত্বাৎ অঞ্। (ত্রি) বৃহতিভব।

বার্হতানুষ্টুভ (ত্রি) বৃহতী অনুষ্টুভ্ ছন্দ-সম্বন্ধীয়।

বার্হদগ্ন (পুং) বৃহদগ্নেরপত্যং কণ্বাদিত্বাদণ্। বৃহদগ্নি ঋষির গোত্রাপত্য।

বার্হদীষব (পুং) বৃহদিষুবংশীয়।

"উদক্‌সেনস্ততস্তস্মাদ্ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ।" (ভাগ° ৯।২১।২০)

'বার্হদীষবাঃ বৃহদিষোর্বংশ্যা ইমে, দীর্ঘত্বমার্ষং' (স্বামী)

বার্হদুকৃথ (ত্রি) বৃহদুকৃথসম্বন্ধীয়। বৃহদুকৃথের গোত্রাপত্য।

বার্হদ্গির (ত্রি) বৃহদ্ গিরিসম্বন্ধীয়।

বার্হদ্দৈবত (ক্লী) শৌনক-রচিত বৃহদ্দেবতা-সম্বন্ধীয়।

বার্হদ্বল (ক্লী) ১ বৃহদ্বল-সম্বন্ধীয়। ২ বৃহদ্বলের অপত্য।

বার্হদ্রথ (পুং স্ত্রী) বৃহদ্রথস্যাপত্যং শৈষিকোঽণ্। বৃহদ্রথ নৃপ-সুত। (ত্রি) ২ বৃহদ্রথ সম্বন্ধী।

বার্হদ্রথি (পুং) বৃহদ্রথের গোত্রাপত্য।

বার্হবত (ত্রি) বর্হবত শব্দযুক্ত।

বার্হস্পত (পুং) বৃহস্পতেরিদং স বা দেবতাঽস্য অণ্। ১ বৃহ-স্পতি সম্বন্ধী। ২ বৎসরবিশেষ। ৩ বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু প্রভৃতি।

বার্হস্পত্য (পুং) বার্হস্পত্যং বৃহস্পতিপ্রোক্তং শাস্ত্রং অধীয়-মানস্তেনাস্ত্যস্যেতি, অর্শ আদিত্বাদচ্। নাস্তিক।

"বৈশেষিকঃ স্যাদৌলূক্যো বার্হস্পত্যস্তু নাস্তিকঃ।

চার্ব্বাকো লোকায়তিকশ্চৈতে ষড়পি তার্কিকাঃ॥' (হেম)

বৃহস্পতিনা প্রোক্তমিতি বৃহস্পতি-ণ্য। (ক্লী) ২ নীতি-শাস্ত্র। বৃহস্পতেরিদমিতি বা (দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্য। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। (ত্রি) ৩ বৃহস্পতি সম্বন্ধীয়।

বার্হিণ (ত্রি) বর্হিণো বিকারঃ তালাদিত্বাৎ অণ্। বর্হিবিকার।

বার্হিষদ (পুং) বর্হিষদের গোত্রাপত্য।

বাল (পুং ক্লী) বলতীতি বল-ণ। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। চলিত বালা। পর্য্যায়—হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, কেশনামক, অম্বুনামক, হ্রিবের, বর্হিষ্ঠ, বালক, বারিদ, বর, হ্রীবেরক, কেশ্য, বজ্র, পিঙ্গ, ললনাপ্রিয়, কুন্তলোশীর, কচামোদ। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, পিত্ত, বমন, তৃষা, জ্বর, কুষ্ঠ, অতিসার, শ্বাস ও ব্রণনাশক, কেশহিতকর। (রাজনি°) (ত্রি) বলতীতি বল-প্রাণনে (জলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ইতি ণ। ২ মূর্খ।

"অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥" (মনু ২।১৫৩)

'অজ্ঞ এব বালো ভবতি নত্বল্পবয়াঃ' (কুলূক)

৩ অর্ভক। ইহার পর্য্যায়—মাণবক, বালক, মাণব, কিশোর, বটু, মুষ্টিন্ধয়, বটুক, কিশোরক, পাক, গর্ভ, হিতক, পৃথুক, শিশু, শাব, অর্ভ, ডিম্ভক, ডিম্ব। (রাজনি°)

জন্মাবধি ষোড়শবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালাবস্থা। স্ত্রীদিগকেও ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালা কহে।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥" (ভরত)

বাল অর্থাৎ বালকদিগকে সকল দেবতা রক্ষা করেন।

"অনাথবালবৃদ্ধানাং রক্ষকাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৬ অ°)

ভাবপ্রকাশে বালপরিচর্য্যাবিধি এইরূপ লিখিত আছে—

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যথাবিধি কুলাচার ও স্ত্রী আচার যাহা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

বয়ঃক্রমভেদে এই বালক তিনপ্রকার, দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্ন-ভোজী ও অন্নভোজী। তন্মধ্যে একবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, দুইবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী এবং দুইবৎসরের পর ষোড়শবৎসর পর্য্যন্ত অন্নভোজী।

বালকের ষষ্ঠ অথবা অষ্টমমাস বয়ঃক্রম হইলে যথোক্ত বিধি অনুসারে অতি অল্পমাত্রায় অন্নভোজন করাইতে হইবে। তৎ-পরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে অল্প অল্প করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসই অন্নাশনের বিহিতকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বালককে ক্রোড়দেশে রাখিয়া সর্ব্বদা শিষ্টালাপাদিদ্বারা সুখী করিবে। কখন তর্জ্জনাদিদ্বারা অসুখী করিবে না। নিদ্রিত অবস্থায় সহসা জাগাইবে না এবং যতদিন, নিজে উপবেশনে সমর্থ না হয়, ততদিন উপবেশন করাইতে চেষ্টা করিবে না। হঠাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন অথবা অতিশীঘ্র শয়ন এবং ঔষধাদি প্রয়োগ সময় ভিন্ন অনর্থক রোদন করাইবে না।

বালকের ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার মন আনন্দপূর্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলেই শরীর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ধূম, অগ্নি, জল, উচ্চ ও নিম্নস্থান হইতে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, নেত্রাঞ্জন, কোমলতর বস্ত্র ও মৃদু অনুলেপন জন্ম হইতেই বালকের পক্ষে হিতকর। বালক-দিগের পাঁচবৎসরের ঊর্দ্ধকাল, আট বৎসরের পর নস্য প্রয়োগ, করা যায়। ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিরেচন দিতে নাই। (ভাবপ্র°)
[সুশ্রুত শারীরস্থান দশম অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।]

বালকের শরীর মেধা, বল ও বুদ্ধি বর্দ্ধনের নিমিত্ত নিম্ন-লিখিত চারিপ্রকার যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল যোগের নাম প্রাশ। বালককে ইহার যে কোন একটী যোগ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথম যোগ সুবর্ণচূর্ণ, কুষ্ঠ, মধু, ঘৃত ও বচ। দ্বিতীয় সোমলতা, শঙ্খপুষ্পী, মধু, ঘৃত ও সুবর্ণ। তৃতীয় অর্কপুষ্পী, মধু, ঘৃত, সুবর্ণচূর্ণ ও বচ। চতুর্থ—সুবর্ণচূর্ণ, কটফল, শ্বেতবর্ণ-ভূমিকুষ্মাণ্ড, দূর্ব্বা, ঘৃত ও মধু। (সুশ্রুত শারীর ১০ অঃ) (পুং) বলতি মস্তকং রক্ষতি সংবৃণোতীতি বা বল-ণ। ৫ শিরোভব আচ্ছাদনবিশেষ, চলিত চুল। পর্য্যায়—চিকুর, কচ, কেশ, কুন্তল, কুঞ্জর, শিরোরুহ, শিরজ। (শব্দরত্না°) ৬ ঘোটকশিশু, পর্য্যায়—কিশোর। (অমর) ৭ অশ্ববালধি। ৮ করিবালধি। ৯ নারিকেল। (মেদিনী) ১০ পঞ্চবর্ষীয় হস্তী।

'পঞ্চবর্ষো গজো বালঃ স্যাৎ পোতো দশবর্ষকঃ।' (হেম)

১০ পুচ্ছ। ১১ মৎস্যবিশেষ। (শব্দচ°)

বালক (ক্লী) বাল-স্বার্থে কন্। ১ হ্রীবের। (রাজনি°) ২ অঙ্গুরীয়ক। ৩ পারিহার্য্যাণ (বিশ্ব) (পুং) বাল এব স্বার্থে কন্। ৪ শিশু।

"ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানাস্ত শান্তয়ে।"
(মার্কপু° ৫১।৫৩)

৫ অজ্ঞ। ৬ হয়বালধি। ৭ হস্তিবালধি। ৮ বলয়। ৯ কেশ।

বালকপ্রিয়া (স্ত্রী) বালকানাং প্রিয়া ৬তৎ। ১ ইন্দ্রবারুণী। ২ কদলী। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বালকপ্রিয় মাত্র।

বালকদাস, সৎনামী সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। ঘাসিদাসের পুত্র। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিদ্বেষী হিন্দুদিগের হস্তে নিহত হন।

বালকরাম, বৈদ্যমহোৎসবটীকা প্রণেতা।

বালকবি, কর্পূররসমঞ্জরী নামক অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

বালকুটজাবলেহ (পুং) বালরোগাধিকারে অবলেহভেদ।

বালকৃমি (পুং) বালস্য কেশস্য কৃমিঃ ৬তৎ। কেশকীট, চলিত উকুন। (জটাধর)

বালকৃষ্ণ, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তার নাম।

১ পঞ্চশ্লোকিতাজিক-প্রণেতা। ২ মুদিতরাঘবরচয়িতা। ৩ হরিভক্তিভাস্করোদয়প্রণেতা। কেহ কেহ ইহাকে বালচন্দ্র নামেও অভিহিত করেন। ৪ হোমবিধানরচয়িতা। ৫ দত্তসিদ্ধান্ত-মঞ্জরীপ্রণেতা, ইনি জলহনীট করবংশীয় দেবভট্টের পুত্র। ৬ পঞ্চশ্লোকী ও তট্টীকাপ্রণেতা। ৭ অলঙ্কারসারপ্রণেতা। ৮ ঋগ্বেদদেবতাক্রমরচয়িতা। ৯ তর্কটীকান্যায়বোধিনীকার। ১০ তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যকার। ১১ প্রয়োগসারপ্রণেতা। ইনি গোকুলগ্রামবাসী ছিলেন। ১২ প্রশস্তি-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থ-রচয়িতা, ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। ১৩ নন্দপণ্ডিতের তত্ত্বমুক্তাবলী নামক গ্রন্থের বালভূষা নামক টীকাপ্রণেতা। ১৪ সপ্তসংস্থ-প্রয়োগপ্রণেতা, মহাদেবের পুত্র। ১৫ শিবোৎকর্ষপ্রকাশ-প্রণেতা। ১৬ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধি-রচয়িতা। ১৭ জম্বুসরবাসী যাদবের পুত্র, রামকৃষ্ণের পৌত্র, নারায়ণের প্রপৌত্র। ইনি জাতককৌস্তভ, জৈমিনিসূত্রভাষ্য, তাজিককৌস্তভ, যোগিনী-দশাক্রম প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ত্রিবেণীস্তোত্র, নারায়ণস্তোত্র, মহাগণ-পতিস্তোত্র, যন্ত্রোদ্ধার, শঙ্করস্তোত্র, শিবস্তোত্র ও সংক্রান্তিনির্ণয় প্রভৃতি কএকখানি পুস্তিকাও রচনা করেন।

১৮ কাদম্বরীবিষমপদবিবৃত্তি-প্রণেতা। বেঙ্কট রঙ্গনাথ দীক্ষিতের পুত্র। ১৯ ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশরচয়িতা। ইনি নিজপুত্র মহাদেবভট্ট দিনকরের জন্য উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

বালকৃষ্ণ ত্রিপাঠী, গুণমঞ্জরীপ্রণেতা। কাশীরামের পুত্র।

বালকৃষ্ণদাস, শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ও তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যের টীকাকার।

বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীযোজনা ও সেবাফলবিবৃত্তি টিপ্পনী নামক গ্রন্থরচয়িতা, বালুভট্ট নামে খ্যাত। ২ বল্লভা-চার্য্যকৃত সেবাকৌমুদীর নিবন্ধবিবৃত্তিযোজনা নামে টীকা, নির্ণয়া-র্ণব ও সুবোধিনী নামে ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকাপ্রণেতা।

বালকৃষ্ণ পায়গুণ্ড, উপাকৃতিতত্ত্ব, চিত্রমীমাংসাগূঢ়ার্থপ্রকা-শিকা ও রাক্ষসকাব্যটীকা 'কাশিকা' নামক গ্রন্থত্রয়-রচয়িতা। ইনি বাব্রম্ ভট্ট নামেও পরিচিত।

বালকৃষ্ণ ভট্ট, ১ শ্রৌতপ্রায়শ্চিত্ত নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ বিদ্বৎভূষণ-কাব্যপ্রণেতা। ইনি অত্রিবংশীয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বালকৃষ্ণ ভারদ্বাজ, তিথিনির্ণয় নামক গ্রন্থরচয়িতা।

বালকৃষ্ণ মিশ্র, মানবশ্রৌতসূত্রবৃত্তিপ্রণেতা। বিদ্যানাথের পুত্র।

বালকৃষ্ণানন্দ, দ্রাবিড়বাসী জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি শ্রীধরাচার্য্য, স্বয়ম্প্রকাশ, শিবরাম, গোপাল, পুরুষোত্তম ও পূর্ণা-নন্দ প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করেন। ঈশাবাস্যোপনিষদ, কাঠ-কোপনিষদ, কেনোপনিষদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ ও প্রশ্নোপনিষদ প্রভৃতির ভাষ্য এবং প্রণবার্থনির্ণয় ও ভিক্ষুসূত্রভাষ্যবার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত।

বালকেশী (স্ত্রী) তৃণবিশেষ।

বালকোট, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নয়নসুখনদীর বামকূলে অবস্থিত। নৌশেরাবাসীর সহিত এখানকার অধিবাসীদিগের বিস্তৃত ব্যবসা চলে।

বালকোট, মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার পার্ব্বত্যভূভাগস্থ একটী নগর। ইহা প্রাচীর ও পরিখাদি পরিবেষ্টিত এবং দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার লোদী-অধিবাসিগণ বিদ্রোহে যোগদান করে। ঐ সময়ে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক এখানকার প্রাচীন দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

বালক্রিয়া (স্ত্রী) বালকের যোগ্য ক্রিয়া।

বালক্রীড়ন (ক্লী) বালস্য ক্রীড়নং, ক্রীড়-ভাবে-ল্যুট্। বাল-খেলা, বালকের ক্রীড়া।

"বালক্রীড়নমিন্দুশেখরধনুর্ভঙ্গাবধি প্রস্তুতা।" (মহানাটক)

বালক্রীড়নক (পুং) বালানাং ক্রীড়নকঃ ক্রীড়নদ্রব্যং। কপর্দ্দক, বালকেরা কড়ি লইয়া খেলা করে, এই জন্য ইহার নাম বালক্রীড়নক। (রাজনি°) ২ বালকেরা যে দ্রব্যদ্বারা ক্রীড়া করে, সেই সকল দ্রব্যকেই বালক্রীড়নক কহে।

বালক্রীড়া (স্ত্রী) বালস্য ক্রীড়া। বালকের খেলা।

বালখিল্য (পুং) মুনি বিশেষ।

"বিধিনা নির্ম্মিতা পূর্ব্বং বেদী পরমপাবনী।
অগ্নেবেশ্যাদি মুনয়ো বালখিল্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বৃহদ্রামা° চিত্রকূটমা° ১ স°)

ব্রহ্মার রোমকূপ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি হয়, ইহাদের আকার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। এই মুনিদিগের সংখ্যা ষাটহাজার। (ভারত, বিষ্ণুপু°) ইহাদের নামের পাঠান্তর বালিখিল্য। ইহারা সকলেই প্রবল-তপোবলসম্পন্ন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—

"ক্রতোশ্চ সন্ততির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত।
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫২।২৪)

ক্রতুর ভার্য্যা সন্ততি ষষ্টিসহস্র বালখিল্যগণকে প্রসব করেন। এই সকল ঋষি ঊর্দ্ধরেতা।

বালগঞ্জ, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, কুশীয়ারা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৩০´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৫২´ ১৫´´ পূঃ। এই নদী দিয়া এখনকার চাউল, পাট, তৈলকর বীজ ও শীতলপাটী প্রভৃতি বঙ্গের নানাস্থানে প্রেরিত হয় এবং কার্পাস বস্ত্র ও লবণ এখানে আনীত হয়।

বালগর্ভিণী (স্ত্রী) প্রথমগর্ভবতী গাভী, পর্য্যায়—প্রষ্ঠৌহী, পলোকী, বালগর্ভবতী। (শব্দরমা°)

বালগোপাল (পুং) বালঃ শিশুমূর্ত্তিধরো গোপালঃ। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যমূর্ত্তি।

"তীরপয়োনিধিরুক্ষনিবাসং হাস্তকটাক্ষজবংশিনিনাদং।
শ্যামলসুন্দরনৃত্যবিলাপং তং প্রণমামি চ বালগোপালম্॥"

(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালাষ্টক)

বালগোঁসাই, কোচবিহারের জনৈক রাজা। রাজা নরনারায়ণের পুত্র। ইনি ৯৮৬ হিজিরায় রাজ্য করেন। তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা মানসিংহকে ১০০৫ হিঃ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বালগ্রাম, শোণপার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ব্রহ্মখ° ৫৮।৩৪-৩৮)

বালগৌরীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বালগ্রহ (পুং) বালানাং বালকানাং গ্রহঃ। বালকহন্তৃগ্রহবিশেষ।

"বালগ্রহা অনাচারাৎ পীড়য়ন্তি শিশুং যতঃ।
তস্মাত্তদুপসর্গেভ্যো রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥" (ভাবপ্র°)

অনাচার হইলে বালগ্রহগণ বালকদিগকে পীড়ন করে, এজন্য গ্রহগণ যাহাতে বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বালককে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বালগ্রহ নয়টী যথা—স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমুণ্ডিকা ও নৈগমেয়। এই নয়টী গ্রহের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি পুরুষ।

[ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ নবগ্রহ শব্দে দেখ।]

বালগ্রহের আক্রমণের কারণ—যে বংশে দেবযাগ ও পিতৃযাগ, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি সৎকার হয় না এবং যে বংশ শৌচাচারবিরহিত ও কুৎসিত ব্যবহারে নিরত এবং যাহার গৃহে ভগ্ন কাংস্যপাত্র থাকে, সেই বংশে বালকদিগকে গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে হিংসা করে। গ্রহ কর্ত্তৃক বালকের অনিষ্টাশঙ্কা হইলেই গ্রহগণের অর্চ্চনা করিতে হয়, সেই অর্চ্চনাদিতেই গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যেরূপ নিয়মে বালকের প্রতিপালন অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে অহিতাচার বা অশৌচাচার করিলে অথবা মঙ্গলাচার না করিলে এবং বালক ভীত, হৃষ্ট বা তর্জ্জিত হইলে কিংবা অতিশয় রোদন করিলে ঐ সকল গ্রহ তাহার শরীরে আশ্রয় করে। বালকের দেহে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ বিধেয়।

বালগ্রহ পীড়িতের সামান্য লক্ষণ।—গ্রহপীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন ও কখন ত্রাসযুক্ত হইয়া রোদন করে এবং নখ ও দন্তদ্বারা নিজের বা ধাত্রীর গাত্র বিদারণ করে, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি, দন্তে দন্তঘর্ষণ, আর্ত্তনাদ, ওষ্ঠদংশন, পূর্ব্ববৎ আহার করিতে অনিচ্ছা এবং জৃম্ভা, বলহ্রাস, দেহের মলিনতা, জ্ঞানাবরোধ, হৃদয়ের কম্প, পুনঃ পুনঃ ফেনবমন, একেবারে অনিদ্রা, শোথ, স্বরভঙ্গ, অতীসার এবং শরীরে মৎস্য ও রক্তের ন্যায় গন্ধ হয়।

বালগ্রহপীড়িতের বিশেষ লক্ষণ।—নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে শোণিতগন্ধ, স্তনে দ্বেষ, মুখ বক্র, নেত্রের একটী পক্ষ স্থির, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুদ্বয়ভার, সর্ব্বদাই অল্প অল্প রোদন, হস্তের অঙ্গুলিসমূহ দৃঢ়মুষ্টিকরণ এবং মলের গাঢ়তা, স্কন্দগ্রহার্ত্ত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

স্কন্দাপস্মার গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে কখন সচেতন, কখন অচেতন, হস্তপদ কম্পন, মলমূত্র নিঃসরণ, শব্দসহকারে জৃম্ভন, মুখে ফেণোদ্গম, এই সকল লক্ষণ হয়।

শকুনিগ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে অঙ্গের শিথিলতা, ভয়ে চমকিয়া উঠা, গাত্রে পক্ষিগন্ধ ও স্রাববিশিষ্ট ব্রণদ্বারা এবং দাহপাকবিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পীড়া এই সকল লক্ষণ হয়।

রেবতীগ্রহ পীড়িত হইলে মল হরিদ্বর্ণ, দেহ অতিশয় পাণ্ডু বা শ্যামবর্ণ, জ্বর, মুখপাক, সর্ব্বাঙ্গবেদনা এবং সর্ব্বদা নাসা ও কর্ণমর্দ্দন এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

পূতনাগ্রহ পীড়িতের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরলমল নিঃসরণ, দেহে কাকতুল্য গন্ধ, বমন, লোমহর্ষণ এবং তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

অন্ধপূতনাগ্রহাভিভূত হইলে স্তনে দ্বেষ, অতীসার, কাস, হিক্কা, বমন, জ্বর, সতত বিবর্ণ ও শোণিতগন্ধ, এই সকল লক্ষণ হয়।

শীতপূতনাগ্রহ পীড়িতের উদ্বিগ্ন, অতিশয় কম্প, রোদন, অবসন্নভাবে নিদ্রা, অন্ত্রকূজন ও অঙ্গশৈথিল্য। মুখমণ্ডিকা-গ্রহপীড়িতের অঙ্গ ম্লান, হস্তপাদ এবং বদন রক্তবর্ণ, বহুভোজী, উদর শিরাকর্ত্তৃক আবৃত, উদ্বেগ এবং দেহে মূত্রগন্ধ। নৈগমেয় গ্রহ পীড়িত হইলে ফেন বমন, দেহের মধ্যভাগ বিনমিত, উদ্বেগ, বিলাপ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, জ্বর, দেহে বসা গন্ধ এবং অচেতন, এই সকল লক্ষণ হয়।

বালক স্তব্ধভাবাপন্ন, স্তনদ্বেষী ও পুনঃ পুনঃ মুহ্যমান হইলে

এবং রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ না হইলে রোগ সাধ্য হয়। রোগ আক্রমণের অনতিবিলম্বেই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শিশুকে পবিত্র গৃহে রাখিয়া তাহার অঙ্গে পুরাতন ঘৃতাভ্যঙ্গ ও গৃহমধ্যে সর্ষপ বিক্ষেপ করিতে হইবে। রোগীর নিকট সর্ব্বগন্ধা ওষধিবীজ এবং গন্ধমাল্য সহযোগে অগ্নিতে ঘৃত হবন করিতে হইবে।

এই সকল গ্রহের চিকিৎসা এইরূপ লিখিত আছে—স্কন্দগ্রহ-পীড়িত কুমারের পক্ষে পরিষেচনে বাতঘ্নবৃক্ষের কাথ এবং ঐ সকল বৃক্ষের মূলের কাথের সহিত পাক করা এবং সর্ব্বগন্ধা, সুরামণ্ড ও কৈটর্য্য এই সকল দ্রব্যপ্রক্ষেপযুক্ত তৈল অভ্যঞ্জনে প্রশস্ত। দেবদারু, রাস্না, মধুর বৃক্ষ, এই সকলের কাথ ও দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। সর্ষপ, সর্পনির্ম্মোক, বচ, কাকাদনী, ঘৃত এবং উষ্ট্র, ছাগ অথবা গাভীর রোম ধূমে প্রয়োগ করিবে। সোমলতা, ইন্দ্রবল্লী, শমী এবং বিল্বকণ্টক এবং মৃগাদনীর মূলগ্রথিত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিবে। নিশাকালে স্নান করিয়া চত্বরে স্কন্দগ্রহের পূজা করিতে হয়। রক্তমাল্য, রক্তপতাকা, গন্ধ, বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য, ঘণ্টাবাদ্য, নূতন শালী, যব ও কুক্কুট সহযোগে বলি প্রভৃতি দ্বারা পূজা প্রশস্ত।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রতিদিন বালককে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র—"তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বয়সাং তথা।
নিধানং যোঽব্যয়োদেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহসেনাপতির্দ্দেবো দেবসেনাপতির্ব্বিভুঃ।
দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দ্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥"

স্কন্দাপস্মারের চিকিৎসা—বিল্ব, শিরীষ, গোলোমী এবং সুরসাদিগণের কাথ পরিষেচনে, সর্ব্বগন্ধা সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জনে, ক্ষীরবৃক্ষের এবং কাকল্যাদিগণের কাথ সহযোগে পাক করা ঘৃত বা দুগ্ধপানে এবং বচ ও হিঙ্গুযোগে আলেপন প্রযোজ্য। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, কেশ, হস্তীর নখ, ঘৃত এবং বৃষের লোম ধূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। অনন্তা, বিম্বী, মর্কটী এবং কুক্কুটী এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। চতুষ্পথে স্কন্দাপস্মার গ্রহের পূজা করিয়া পক্ক ও অপক্ব মাংস, প্রসন্ন রুধির, দুগ্ধ ও ভূতান্ন নিবেদন করিবে।

মন্ত্র—"স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোঽস্তু বিকৃতাননঃ॥"

শকুনিগ্রহের চিকিৎসা—শকুনিগ্রহজন্যরোগে বেতস, আম্র, কপিত্থ ইহাদের কাথ পরিষেচনে, কষায় ও মধুর দ্রব্যস্থ দ্রব্য সহ পাক করা তৈল অভ্যঞ্জনে, যষ্টিমধু, বেণামূল, বালা, শ্যামালতা, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, ও শৈলজ ইহাদিগের প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। ব্রণরোগের বিহিত চূর্ণ, বিবিধ প্রকার পথ্য ও ব্রণরোগোক্ত ধূপও প্রযোজ্য। শতমূলী, মৃগাদনী, এর্ব্বারু, নাগদন্তী, নিদিগ্ধিকা, লক্ষ্মণা, সহদেবা এবং বৃহতী অঙ্গে ধারণ করিবে। যথোক্ত-বিধানে ইহার পূজা করা বিশেষ আবশ্যক।

রেবতীগ্রহের চিকিৎসা—অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, শারিবা, পুনর্ণবা, মুগানি, মাষানি ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের কাথ সেক, ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, ধাতকী, তিন্দুক, কুষ্ঠ বা সর্জ্জরস সহযোগে পাককরা তৈল অভ্যঙ্গ, কাকোল্যাদিগণযোগে পক্কঘৃত সেবন, কুলথ, শঙ্খচূর্ণ এবং সর্ব্বগন্ধ প্রদেহ এবং গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ এবং যবঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রাতঃ ও সায়াহ্নে প্রয়োগ করিলে এই গ্রহপ্রকোপ প্রশমিত হয়।

খই, দুগ্ধ, শালি-অন্ন ও দধি এই সকল গোয়ালঘরে নিবেদনপূর্ব্বক পূজা করিবে এবং নদীসঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান করাইয়া এই গ্রহের উদ্দেশে স্তুতি করিবে। মন্ত্র যথা—

"নানাবস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদতু॥
লম্বাকরালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতী সততং মাতা সা তে দেবী প্রসীদ তু॥"

পূতনাগ্রহের চিকিৎসা—কপোতবঙ্কা, অরলুক, বরুণ, পরিভদ্রক, কাষ্ঠমল্লিকা, ইহাদের কাথ সেকে, বচ, হরিতকী, গোলোমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ এবং সর্জ্জরস এই সকল সহযোগে পাক করা তৈল অভ্যঙ্গে, তুগাক্ষীর, মধুরক, কুষ্ঠ, তালিশ, খদির ও চন্দনসহ পাক করা ঘৃত, বচ, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, গিরিকদম্ব, এলাইচ ও হরেণু এই সকলের ধূম প্রয়োগ করিবে। গন্ধনাকুলী, কুম্ভীকা, কুলের আটির মজ্জা, কর্কটের অস্থি ও ঘৃত ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কাকাদনী, চিত্রফলা, বিম্বী এবং গুঞ্জা এই সকল অঙ্গে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

মৎস্য, অন্ন, কৃশর ও মাংস এই সকল দ্রব্য শরাবে রাখিয়া আচ্ছাদনশূন্য গৃহ মধ্যে নিবেদন করিয়া যথাবিধানে পূজা করা আবশ্যক। পরে উচ্ছিষ্ট জলে বালককে স্নান করাইতে হইবে। স্নানের পর স্তুতিমন্ত্র—

"মলিনাম্বরসংবৃতা মলিনা রূক্ষমূর্দ্ধজা।
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা॥
দুর্দ্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালমেঘকালিকা।
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা॥"

অন্ধপূতনা-গ্রহের চিকিৎসা—তিক্তবৃক্ষের পত্রের কাথসেক, সুরা, কাঁজী, কুষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধূনা এই সকল যোগে প্যাককরা তৈল অভ্যঙ্গ ; পিপ্পলীমূল, মধুরবর্গ, মধু, শালপানি এবং বৃহতী এই সকল যোগে পাককরা ঘৃত পান এবং অঙ্গে সকল-প্রকার প্রদেহ ও চক্ষুতে শীতল প্রদেহ বিধেয়। কুক্কুটপুরীষ, কেশ, চর্ম্ম, সর্পনির্মোক এবং জীর্ণবস্ত্রখণ্ড ধূমে প্রয়োগ করিবে। কুক্কুটী, মর্কটী, শিম্বী ও অনন্তা এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। আম ও পক্কমাংস এবং শোণিত চতুষ্পথে নিবেদন করিয়া গৃহমধ্যে শিশুকে সর্ব্বগন্ধাদির জলে স্নান করাইয়া স্তুতিমন্ত্র পড়িতে হইবে।

মন্ত্র—"করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবাসিনী।
দেবীবালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপূতনা॥"

শীতপূতনাগ্রহের চিকিৎসা—কপিত্থ, সুবহা, বিম্বীফল, বিম্ব, প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক সেক ; ছাগমূত্র, গোমূত্র, মুথা, দেবদারু, কুষ্ঠ ও সর্ব্বগন্ধা, এই সকল একত্র যোগে তৈলপাক করিয়া অভ্যঙ্গ, এতদ্ভিন্ন রোহিণী, ধূনা, খদির এবং পলাশ ও অর্জ্জুনত্বক্ এই সকলের কাথেও দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন বিধেয়। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, অজগন্ধা, সর্পনির্মোক, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু এই সকল ধূমপানার্থে প্রযোজ্য। লম্বা, গুঞ্জা ও কাকাদনী অঙ্গে ধারণ বিধেয়। মুদ্গ সহযোগে অন্ন পাক করিয়া তদ্দ্বারা নদীতে শীতপূতনার তর্পণ করিবে। মদ্য এবং রুধির দেবীকে উপহার প্রদান করিয়া জলাশয়ের প্রান্তে বালককে স্নান করাইবে।

মন্ত্র—"মুদ্গৌদনাশনাদ্দেবী সুরাশোণিতপায়িনী।
জলাশয়ালয়া দেবী পাতু ত্বাং শীতপূতনা॥"

মুখমণ্ডিকা চিকিৎসা—কপিত্থ, বিম্ব, তর্কারী, বাংশী, শ্বেত এরণ্ডপত্র ও কুবেরাক্ষী, ইহাদের কাথ সেক, ভৃঙ্গরাজ, অজগন্ধা, হরিগন্ধা, ইহাদিগের রসে বচ দ্বারা তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন, মৌরী, দুগ্ধ, তুগাক্ষীর, অঞ্জনা, মধুর ও স্বল্পপঞ্চমূল, এই সকল যোগে পাককরা ঘৃত পান, বচ, ধূনা, কুষ্ঠ ও ঘৃতের ধূপ এবং চাস, চৌরল্লি ও সর্প ইহাদের জিহ্বা অঙ্গে ধারণ, বর্ণক, চূর্ণক, মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা, এই সকল এবং পায়স ও পুরোডাস, গোষ্ঠমধ্যে বলি প্রদান মন্ত্রপূতজলে শিশুকে স্নান করাইয়া এই মন্ত্র পড়িবে।

মন্ত্র—"অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী।
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা॥"

নৈগমেয় গ্রহের চিকিৎসা—বিম্ব, অগ্নিমন্থ ও নাটাকরঞ্জ ইহাদিগের কাথ এবং সুরা, কাঞ্জী ও ধান্যাম্ল সেক, প্রিয়ঙ্গু, সরল কাষ্ঠ, অনন্তমূল, শুল্ফা, কুটন্নট, গোমূত্র, দধিমণ্ড ও অম্লকাঞ্জী এই সকল যোগে তৈলপাক করিয়া অভ্যঙ্গ, দশমূলের কাথ, দুগ্ধ, মধুরগণ এবং খর্জ্জুর মস্তক এই সকল যোগে পক্বঘৃত পান, হরীতকী, জটিলা ও বচ অঙ্গে ধারণ এবং স্কন্দাপস্মার গ্রহরোগোক্ত লেপ উৎসাদনে প্রযোজ্য ; শ্বেত সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, ভল্লাতক ও অজমোদা এই সকলের ধূপ প্রযোজ্য। নিশাকালে জনসমূহ নিদ্রিত হইলে মর্কট, উলূক এবং গৃধ্রের পুরীষ নির্ম্মিত ধূপ, তিল, তণ্ডুল ও মাল্যাদি উপহার দ্বারা বৃক্ষমূলে পূজা করিতে হইবে। বটবৃক্ষমূলে শিশুকে স্নান করাইয়া এই মন্ত্র পড়িতে হইবে।

মন্ত্র—"অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেয়োঽভিরক্ষতু॥"

(সুশ্রুত উত্তরত° ২৭-৩৭ অঃ, ভাবপ্র° বালরোগাধিকা°)

রাবণকৃত বালতন্ত্রে বালগ্রহদিগের বিশেষবিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় বিবৃত হইল। এই সকল গ্রহ জন্মাবধি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদিগকে পীড়া দিয়া থাকে, তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকের গ্রহপীড়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রথম দিন, প্রথম মাস বা প্রথম বৎসরে নন্দা নামে মাতৃকা বালকদিগকে আক্রমণ করিলে প্রথমে জ্বর হয়, সর্ব্বদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকে, গাত্র উদ্বেজিত হয়, ইহাতে শিশু শয়ন করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে, স্তনপান করে না, এবং সর্ব্বক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে।

দ্বিতীয় দিন, মাস বা বর্ষে সুনন্দা নামক মাতৃকা বালককে আক্রমণ করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তৃতীয় দিন, মাস বা বর্ষে পূতনা নামে মাতৃকা বালককে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জ্বর, গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবদ্ধ, ক্রন্দন, উর্দ্ধনিরীক্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে, শিশু স্তন্যপান করে না।

চতুর্থ দিন, মাস বা বৎসরে মুখমণ্ডিকা মাতৃকা বালককে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জ্বর, চক্ষু উন্মীলন, গ্রীবানমন ও রোদন ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে, শিশু স্তন্যপান করে না, নিদ্রা যায় না এবং সর্ব্বদা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে।

পঞ্চম দিন, মাস বা বর্ষে কটপূতনা নামক মাতৃকা গ্রহণ করে, ইহাতে জ্বর ও গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবদ্ধ ও স্তন্যপানে অনিচ্ছা দেখা যায়। ষষ্ঠ দিন মাস বা বৎসরে শকুনিকা নামে মাতৃকা বালকদিগকে পীড়া দেয়, ইহাতে শিশুর গাত্রভেদ, দিবা ও রাত্রিতে উত্থান এবং উর্দ্ধনিরীক্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে।

সপ্তমদিন, মাস বা বর্ষে শুষ্করেবতী নামে মাতৃকা বালকদিগকে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জ্বর, গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবদ্ধতা এবং রোদন ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে।

অষ্টম দিন, মাস বা বর্ষে অর্য্যকা মাতৃকা, নবম দিন, মাস বা বর্ষে সূতিকামাতৃকা, দশম দিন, মাস বা বর্ষে নির্ঋতামাতৃকা,

একাদশ দিন, মাস বা বর্ষে পিলিপিচ্ছিকা মাতৃকা এবং দ্বাদশ দিন মাস বা বর্ষে কামুকা নাম্নী মাতৃকা আক্রমণ করে, এই সকল মাতৃকা আক্রমণ করিলে ইহাদের পূজা ও বলি দিলে মাতৃকা সকল সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পরিত্যাগ করেন, তখন বালক আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। (রাবণকৃত বালতন্ত্র)

বালচন্দ্র (পুং) বালেন্দু।

বালচতুর্ভদ্রিকা (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—মুতা, পিপুল, আতাইচ, কাঁকড়া শৃঙ্গী প্রভৃতি চূর্ণ মধুযোগে সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমি নিবারিত হয়।

বালচরিত (ক্লী) বালকের খেলা।

বালচর্য্য (পুং) বালস্য বালকস্যেব চর্য্যা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ বালকের চরিত্র।

বালচর্য্যা (স্ত্রী) বালকের কার্য্য।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী:—ঘৃত ৪ সের, আমরুলের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ কয়েত বেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস মিলিত ১ সের। এই ঘৃত সেবনে বালকের অতিসার ও গ্রহণীরোগ উপশমিত হয়। (ভৈষজ্য বালরোগ°)

বালচিকিৎসা (স্ত্রী) বালস্য চিকিৎসা। ১ বালকের চিকিৎসা। ২ কৌমারভৃত্যা, বালকের রক্ষা।

"গর্ভোপক্রমবিজ্ঞানং সূতিকোপক্রমস্তথা।
বালানাং রোগশমনং ক্রিয়াবালচিকিৎসিতম্॥" (বৈদ্যক°)

বালজীবন (ক্লী) বালস্য জীবনং। দুগ্ধ, বালক দুগ্ধপান করিয়া জীবিত থাকে।

বালতনয় (পুং) বালানি নবোদ্গতপত্রাণি তনয়া ইব যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। (অমর) ২ বালক পুত্র। (ত্রি) ৩ বালতনয়যুক্ত।

বালতন্ত্র (ক্লী) বালায় বালকরক্ষার্থং তন্ত্রমুপায়ঃ শাস্ত্রং বা। গর্ভিণীচর্য্যা, পর্য্যায়—কুমারভৃত্যা, গর্ভিণ্যবেক্ষণ। (ত্রিকা°)

বালতৃণ (ক্লী) বালং নবজাতং তৃণং। নবতৃণ, পর্য্যায়—শষ্প। চলিত কচি ঘাস।

বালত্ব (ক্লী) বালস্য ভাবঃ ত্ব। বালকতা, বালকের ভাব।

বালদলক (পুং) বালানি দলানীব দলানি যস্য, বা বাল ইব ক্ষুদ্রং দলং যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্। খদিরবৃক্ষ। (অমরটী° ভরত)

বালদিয়াবাড়ী, পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪১´ পূঃ। এখানে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সিরাজ উদ্দৌলার সহিত পূর্ণিয়ার নবাব সকত জঙ্গের একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পূর্ণিয়ারাজ পরাজিত ও নিহত হন।

বালদীক্ষিত, অত্যগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, আগ্রয়ণপ্রয়োগ, উপাকর্ম্ম-প্রমাণ, বৌধায়নপ্রয়োগ, বৌধায়নপ্রবর্গ্য, বৌধায়ন-মহাগ্নিচয়ন, বাজপেয়প্রয়োগ, শ্রৌতপরিভাষাসংগ্রহবৃত্তি ও সাবিত্র-চয়নপ্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

বালদীক্ষিত পায়গুণ্ড, ভক্তিতরঙ্গিণী-টীকাপ্রণেতা। বৈদ্য-নাথ পায়গুণ্ডের পুত্র।

বালধি (পুং) বালাঃ কেশাঃ ধীয়ন্তেঽত্র, বাল-ধা-কি। কেশ-যুক্ত লাঙ্গূল।

"চমরীগণৈঃ শিববলস্য বলবতি ভয়েঽপ্যুপস্থিতে।
বংশবিততিষু বিষক্তপৃথুপ্রিয়বালবালধিভিরাদদে ধৃতিঃ॥"
(কিরাত ১২।৪৭)

বালনাথ, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝিলাম হইতে জালালপুর যাইবার পথে অবস্থিত একটী গণ্ডশৈল। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বালনাথ নামে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা এখানে গোরক্ষনাথ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। ১৭৮৪-৯১ খৃষ্টাব্দে মীর্জা মোগল বেগের জরিপেও এই স্থানের নাম লিখিত আছে।

বালপত্র (পুং) বাল ইব ক্ষুদ্রং পত্রং যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ যবাস। (রাজনি°) বালং পত্রং। (ক্লী) ৩ নূতনপত্র। (স্ত্রী) বালপত্রা। ৪ দুরালভা। (বৈদ্যকনি°)

বালপত্রক (পুং) বালপত্র-স্বার্থে কন্। খদিরবৃক্ষ।

বালপাশ্যা (স্ত্রী) বালপাশে কেশসমূহে সাধুঃ যৎ। ১ সীমন্তিকা-স্থিত স্বর্ণাদিরচিত পট্টিকা। চলিত সিঁতী। পর্য্যায়—পরিতথ্যা। ২ বালপার্শ্বস্থিত মণি। (অমরটীকা° তর্কবা°)

বালপুষ্পিকা (স্ত্রী) বালানি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্, টাপি অতইত্বং। যূথিকা। (রাজনি°)

বালপুষ্পী (স্ত্রী) যূথিকা। (জটাধর)

বালবোধক (ত্রি) বালকের পক্ষে সহজে বোধগম্য।

বালভদ্রক (পুং) বালোঽপি ভদ্র ইব, ততঃ স্বার্থে কন্। বিষ-ভেদ, পর্য্যায়—শাস্তব। (শব্দচ°)

বালভারত (ক্লী) ১ অমরচন্দ্ররচিত সংক্ষিপ্ত ভারতকথা। ২ রাজশেখর রচিত একখানি নাটক।

বালভাব (পুং) বালস্য ভাবঃ। বালকের ভাব, বালকতা।

"লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাৎ তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে॥" (মনু ৮।১১৮)

বালভৃত্য (পুং) বাল্যকাল হইতে দাস।

বালভৈষজ্য (ক্লী) বালং ভৈষজ্যং, বালস্য শিশোর্ভৈষজ্যং। ১ রসাঞ্জন। (রাজনি°) ২ বালকের ঔষধ।

"ভৈষজ্যং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা তস্য কনীয়সী॥"
(চক্রপাণিস° বালরোগাধি°)

বালভোজ্য (পুং) বালানাং ভোজ্যঃ। চণক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বালকের ভক্ষণীয় মাত্র।

বালমউ, অযোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। সম্রাট্‌ অকবর শাহের রাজত্বের শেষভাগে বলাই কুর্ম্মীনামা জনৈক হিন্দু চন্দেলরাজগণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মাড়ির কচ্ছবহ ক্ষত্রিয়গণের নিকট আশ্রয়লাভ করে। মুসলমানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করায় কচ্ছবহ নরপতিগণ তাহাকে পারিতোষিকস্বরূপ এই বনবিভাগ দান করেন। ঐ ব্যক্তি এখানকার বন কাটাইয়া মানবের বাসযোগ্য করে। সে এখানে যে বলাইখেরা নামে গ্রাম স্থাপিত করে, তাহাই বালমউ নামে খ্যাত হয়। বালমউ নগর হইতে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে। চৌদ্দখানি গ্রাম লইয়া এই পরগণা গঠিত। এখানকার ৮ খানি গ্রামে কচ্ছবহ ক্ষত্রিয়গণ, ২ খানিতে নিকুম্ভ, ২ খানিতে সুকুল ব্রাহ্মণ, ১ খানিতে কায়স্থ ও অপর একখানিতে কাশ্মীর ব্রাহ্মণগণের বাস আছে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বাণিজ্যব্যাপারে এই নগর বিশেষ উন্নতিশীল।

বালমের, একটী গুর্জ্জর-রাজধানী। অমরকোট ও যোধপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এই রাজধানী (পিলোমলো) পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। খেড়ায় প্রাপ্ত তাম্রফলক হইতে জানা যায়, ৮৭০ শকের নিকটবর্ত্তী-কালে এখানে গুর্জ্জরাধিপত্য ছিল।

বালমতি (ত্রি) বালবুদ্ধি।

বালমৎস্য (পুং) মৎস্যবিশেষ। ক্ষুদ্রমৎস্য, ইহার লক্ষণ নাড়ী-স্থূল, বৃত্তমুখ, শল্কহীন, দন্তযুক্ত, সন্ধ্যা ও রাত্রিশেষে সঞ্চরণশীল। ইহার গুণ—পথ্য, বল্য ও বৃষ্য। (রাজনি°)

বালমুকুন্দ আচার্য্য, সীতাচরণচামরপ্রণেতা।

বালমূল (ক্লী) কচিমূলা।

বালমূলক (ক্লী) অচিরজাত কোমলমূলক, কচিমূলো। ইহার গুণ ঈষদুষ্ণ, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, মধুর, কটুরস ও মূত্রদোষনাশক। শ্বাস, অর্শ, কাস, গুল্ম, ক্ষয় ও নেত্ররোগনাশক, কণ্ঠশোষক, বল ও রুচিকর, মলবিকৃতিনাশক, উষ্ণ ও শোষপ্রদ। আমগুণ—সংগ্রাহী, রুচিকর; বাত ও কফঘ্ন। পক্বগুণ কটু, উষ্ণ, পিত্তদাহপ্রকোপকর। বেশবারের সহিত ভোজনে বলবর্দ্ধক এবং হৃদ্রোগ ও শূলনাশক।

বালমূলিকা (স্ত্রী) আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। (বৈদ্যকনি°)

বালমূষিকা (স্ত্রী) বালা ক্ষুদ্রা মূষিকা ইন্দুরঃ। ক্ষুদ্র মূষিকা, ছিট্‌কা ইন্দুর, পর্য্যায়—গিরিকা, চিক্ক, বেশ্মনকুল। (শব্দরত্না°) ... (পুং) হরিণাদি মৃগবর্গ।

"হরিণৈণকুরঙ্গর্ষ্যপৃষতন্যঙ্কুশম্বরাঃ।
রাজীবোঽপি চ মুণ্ডী চ ইত্যাদ্যা বালসংজ্ঞকাঃ॥" (অর্কচি°)

বালম্ভট্ট, ১ গোত্রনির্ণয়প্রণেতা। ২ সূর্য্যশতকটীকারচয়িতা। ৩ আহ্নিকসারমঞ্জরীপ্রণেতা, বিশ্বনাথ ভট্ট দাতারের পুত্র।

বালযজ্ঞোপবীতক (ক্লী) বালং যজ্ঞোপবীতং ততঃ স্বার্থে কন্‌। উপবীতবিশেষ। পর্য্যায়—উরস্কট, পঞ্চবট। (ত্রিকা°)

বালরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা আটতোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা প্রত্যেকের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পানের রস। এই ঔষধসেবনে বালকের ত্রিদোষ, জীর্ণজ্বর, কাস ও শূল প্রভৃতি সমস্তরোগ নিরাকৃত হয়।

অন্যবিধ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পান, কাকমাচি, গিমা, সূর্য্যাবর্ত্ত, পুনর্নবা, ভেকপর্ণী, ও শ্বেত অপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া মরিচচূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সর্ষপ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। এই ঔষধ সেবনে বালকের ত্রিদোষসম্ভূত সুদারুণ জ্বর, কাশ প্রভৃতি সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° বালরোগাধি°)

বালরাজ (ক্লী) বালঃ স্বল্পোঽপি রাজতে ইতি রাজপচাদ্যচ্‌। ১ বৈদূর্য্য। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ বালকশ্রেষ্ঠ।

বালরূপ, একজন নিবন্ধকার। বাচস্পতিমিশ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বালরোগ (পুং) বালস্য রোগঃ। বালকের ব্যাধি, বালকের পীড়া। ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

বালরোগের নিদান ও লক্ষণ—গুরুভোজন, বিষমাশন, ও আহার বিহার দ্বারা ধাত্রীর শরীরে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে। সেই দূষিত স্তন্যপান করিয়া বালকের বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

বাত দূষিত স্তন্যপান করিলে শিশুর বাতরোগ, স্বরভঙ্গ ও শরীর কৃশ এবং মলমূত্র ও অধোবাত নিরুদ্ধ হয়। পিত্ত দূষিত স্তন্যপান করিলে শিশুর ঘর্ম্মাধিক্য, মলভেদ, পিপাসা ও শরীরের উষ্ণতা হয় এবং কামলা ও নানা প্রকার পিত্তজরোগ হইয়া থাকে। কফদূষিত স্তন্য পান করিলে শিশুর লালাস্রাব, নিদ্রাধিক্য, জড়তা, শোথ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং স্তন্যবমন ও নানা প্রকার কফজরোগ হইয়া থাকে। দ্বিদোষ দূষিত স্তন্য পান করিলে দ্বিদোষজ লক্ষণ—এবং ত্রিদোষদূষিত হইলে ত্রিদোষ লক্ষণ মিলিতভাবে হইয়া থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জ্বরাদিরোগের যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, বালকদিগেরও সেই সেই রোগ তত্তদ্ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সকল রোগ কেবল বালকগণের উৎপন্ন হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের হয় না, তাহাই বালরোগ। এই বাল রোগের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল।

বালকের তালুমাংসে কফ দূষিত হইলে তালুকণ্টক রোগ উৎপন্ন হয়, এই রোগে তালুদেশ মস্তক হইতে নিম্ন হয় এবং তালুপতন হেতু শিশু স্তন্যপানে বিদ্বেষী হইয়া কষ্টে পান ও অতি কষ্টে গ্রীবাধারণ করে এবং তাহার মলভেদ, পিপাসা, বমি এবং তালু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয়।

ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু বালকের মস্তকে বা বস্তিদেশে লোহিতবর্ণ অথচ প্রাণনাশক বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়, ইহা শিরোভব হইলে শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে এবং বস্তিজাত হইলে বস্তি হইতে গুহ্যে, গুহ্য হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে বিচরণ করে। এইরূপ হইলে ইহাকে মহাপদ্ম কহে।

দূষিত স্তন্যপান হেতু বালকগণের চক্ষুর পাতাতে কুক্রূণক বা কোথ রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে নেত্রে বেদনা ও স্রাবযুক্ত কণ্ডু জন্মে এবং রোগী ললাট, অক্ষিকূট ও নাসিকা ঘর্ষণ করে। সূর্য্যের তাপে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না।

কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক নাভিদেশ বেদনার সহিত স্ফীত হইলে তাহাকে তুণ্ডী এবং কুপিত পিত্ত কর্ত্তৃক গুহ্যে পাক হইলে তাহাতে গুদপাক কহে।

মল, মূত্র বা ঘর্মসংযুক্ত বালকের গুহ্যদ্বার প্রক্ষালন না করিলে তাহাতে কুপিত কফ ও রক্ত কর্ত্তৃক কণ্ডু উৎপন্ন হয়, তৎপরে চুলকাইলে সত্বরই স্ফোটক হইয়া তদ্দ্বারা স্রাব নির্গত হয়, এবং ক্রমে ব্রণসমূহ একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, ইহাকে অহিপূতন কহে। কুপিত কফ বায়ু দ্বারা শিশুদিগের শরীরে মুদ্গাকৃতি, স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, গ্রথিত এবং বেদনাবিহীন পীড়কা উৎপাদন করে, এই পীড়কার নাম অজগল্লী। যে বালক গর্ভিণীমাতার স্তন্যপান করে, প্রায়ই তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি ও ভ্রম এবং উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকে পারিগর্ভিক বা পরিভবাখ্যরোগ কহে। এই রোগে অগ্নিপ্রদীপক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। বালকগণের দন্তোদ্ভেদ সমস্ত রোগেরই কারণ জানিতে হইবে, বিশেষতঃ জ্বর, মলভেদ, কাস, বমি, শিরোরোগ, অভিষ্যন্দ, পোথকী এবং বিসর্পরোগ বহুপরিমাণে উৎপাদন করে।

জ্বরাদি রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকদিগের তত্তদরোগে দাহাদি ব্যতীত সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দাহাদি শব্দে এস্থলে অগ্নিকর্ম্ম, বমন, বিরেচন এবং শিরাবেধাদি তীক্ষ্ণকর্ম্ম বুঝিবে; কিন্তু অতি কষ্টকর রোগে অগত্যা বমনাদিও প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে সুশ্রুতের অভিপ্রায় এই যে, কষ্টকর রোগ বিনা বমন ও বিরেচন ব্যবহার করিবে না।

বালকদিগের ঔষধের মাত্রা অতি অল্প পরিমাণে দিতে হইবে। যে যে রোগে যে যে ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকের সেই সেই রোগে সেই সেই ঔষধ ধাত্রীর স্তনে লেপন করিয়া পরে বালককে ঐ স্তন খাওয়াইতে হইবে। যে সকল বালকের বাক্‌শক্তি জন্মে নাই, তাহাদিগের আভ্যন্তরিক রোগ এইরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। বালকের সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ হস্তস্পর্শ করিলে যেস্থানে বেদনা থাকিবে, সেইস্থানে হস্তস্পর্শ মাত্রই বালক রোদন করিবে। মস্তকে রোগ হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে এবং শিরোধারণাক্ষম হয়। বস্তিদেশে রোগ হইলে বালকের মূত্ররোধ এবং ক্ষুধা ও পিপাসা হয়। কোষ্ঠে ব্যাধি হইলে বালকের মলমূত্ররোধ, বিকলতা, বমি, উদরাধ্মান এবং উদরে গুড় গুড় শব্দ হয়, এই সকল লক্ষণদ্বারা বালকের রোগ নির্ণয় করিবে। বালকের এই সকল রোগ হইলে বালরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-সেবনে নিরাকৃত হয়। (ভাবপ্রঃ বালরোগাধিঃ)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে বালরোগাধিকারে বালরোগ চিকিৎসায় এইরূপ লিখিত আছে—শিশুর পীড়া প্রশমন পর্য্যন্ত ধাত্রীকে লঙ্ঘন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থেয় নহে। শিশুর অপর সকল নিষেধ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখন স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না। অচিরজাত শিশু যদি স্তন্যপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরিতকী চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। কুড়, বচ, হরিতকী, ব্রাহ্মীশাক ও ধুতুরামূল অত্যল্প পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের বর্ণ, কান্তি ও আয়ুঃবৃদ্ধি হয়। স্তন্যদুগ্ধের অভাবে শিশুকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করাইবে। ইহাও স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় উপকারক। কর্কটাদি, বালচতুর্ভদ্রিকা, ধাতক্যাদি, অশ্বগন্ধাঘৃত, লাক্ষাদি রস, বালরোগান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ অভিহিত হইয়াছে। রোগের বলাবল ও লক্ষণ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক ঔষধ স্থির করিবেন। (ভৈষজ্যরত্নাঃ বালরোগাধিকার)